প্রদীপ্ত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব

স্মরণিকা

ঢাকা কমার্স কলেজ

www.dcc.edu.bd

প্রদীপ্ত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকা

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সেরা বেসরকারি কলেজ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮

www.dcc.edu.bd DhakaCommerceCollege

Webportal: www.dcc-portal.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

শামীমা সুলতানা
সদস্য, গভর্নিং বডি

এ কে এম মোরশেদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. জুলফিকার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. আবু সাইদ, অধ্যক্ষ

প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)

প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক

প্রফেসর মো. রোমজান আলী
বাংলা বিভাগ ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সম্পাদক

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ (সিনিয়র সদস্য)
মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ
মো. মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
শামীম আহ্সান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
মো. মনসুর আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
এস এম মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসরাত মেরিন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
মো. হাসান আলী, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ
মো. তারেকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মো. আহসান হাবিব, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ

সম্পাদনা সহকারী

তানভীর আহমেদ, বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, রোল: এফ১২১০
মো. শামীম মোল্লা, বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল, ৩য় বর্ষ, রোল: বিবিএ ৩১৯
সিয়াম জহির ফাগুন, বিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ, রোল: ই ৬৪৪
মো. সজীব সরকার, দ্বাদশ শ্রেণি, রোল: ৩৪০৯৭
কাজী কানিজ, একাদশ শ্রেণি, রোল: ৩৫২০৬

প্রচ্ছদ

তুহিন খন্দকার
ডিজাইনার, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ
এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রদৃপ্ত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকা
প্রকাশকাল: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রকাশনায়: ঢাকা কমার্স কলেজ

Prodripto
National University Best Private College Celebration Souvenir
Published by: Dhaka Commerce College
Dhaka-1216, Bangladesh

গ্রাফিক্স ও ডিজাইন
মো. গিয়াস উদ্দিন

মুদ্রণ
সেঞ্চুরি প্রিন্টিং প্রেস অ্যাণ্ড গ্রাফিক্স
২, ছালেমুদ্দিন ভবন, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: ০১৭১২০০৩১৫৪
E-mail: geasuddin2011@gmail.com

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গনে ভরে গেছে পশ্চাৎপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার: মো. হামানুর রশীদ
সুরকার: সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, আমি কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে তা মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
আদর্শ	রাজনীতি ও ধুমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
গভর্নিং বডি	১৬ সদস্য বিশিষ্ট
শিক্ষক সংখ্যা	১৩১ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১১১ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চমাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি, বিবিএ প্রফেশনাল ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	২৪৮৭
	দ্বাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	১৯৮২
স্নাতক (সম্মান)	শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	৬৩৫
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	৩৭৫
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫	২৯৪
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪	১৯৭
	শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩	১৭১
	শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২	২৩০
বিবিএ প্রোগ্রাম		২৮৪
স্নাতকোত্তর		১১৩
	সর্বমোট	৬,৭৬৮ জন

শিক্ষা কার্যক্রম:

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা
(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)
(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত
(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
(ঙ) ফলাফল :

- উচ্চ মাধ্যমিক : ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ ৭৮ জন, স্টার নম্বর ৪৫৩ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন পাশের হার ৯৫.২৯%
  ২০০৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬২৭৫ জন, জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ১৬৩৩১ জন, জিপিএ ৩-৪ পেয়েছে ১৯২১ জন, জিপিএ ২-৩ পেয়েছে ৫৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭২%
- স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর : প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, জার্নাল ও বার্ষিকী প্রকাশ, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৭

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম. (সম্মান), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পি-এইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৮৫, ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

কর্মজীবন: প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬; সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-৮৮, সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৯১; বর্তমানে অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক চেয়ারম্যান, BUBT ট্রাস্ট ও চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ; সাবেক চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট; প্রতিষ্ঠাতা সচিব, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি।

এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (অনার্স) ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলিয়েন্স ফ্রাঁসেস হতে ডিপ্লোমা ইন ফ্রেঞ্চ সম্পন্ন।

কর্মজীবন: ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোস্টাল বিভাগে যোগদান। ১৯৮২ সালে সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা লাভ। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগ্ম সচিব হিসাবে পদোন্নতি। ১৯৯৪ সালে জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টারের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পান এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি লাভ। ২০০১ সালে পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ এবং পর্যায়ক্রমে বস্ত্র ও পাট, শিল্প এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। ২০০৫ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত; ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন; চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট।

প্রফেসর মো. আবু সালেহ, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

কর্মজীবন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ইনভেস্টর্স প্রটেকশন ফান্ড; বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-এর উপাচার্য।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রকাশনা: গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত।

প্রফেসর মো. শামছুল হুদা, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এফসিএ

কর্মজীবন: পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস

সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জীবন সদস্য; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর ফেলো মেম্বার।

আহমেদ হোসেন, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: কমার্স গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন: ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত।
ভ্রমণ: ব্যবসায়িক কাজে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ।

মো. এনায়েত হোসেন মিয়া

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন: সরকারি কলেজে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পদে ২২ বৎসরের শিক্ষকতা; সরকারি প্রশাসনে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদে ১৩ বৎসর; বিইউবিটি'র রেজিস্ট্রার পদে প্রায় ১০ বৎসর চাকরি; বর্তমানে বিইউবিটি'র ট্রেজারার।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা সিটি কলেজে এক মেয়াদে গভর্নিং বডির সদস্য; ঢাকা কমার্স কলেজে দুই মেয়াদে গভর্নিং বডির সদস্য; বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক।
বিদেশ ভ্রমণ: দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভূটান, ভারত ও সৌদি আরব।
প্রকাশনা: মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞানের টেক্সটবুক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞানের টেক্সটবুক প্রণেতা।
প্রশিক্ষণ: শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, গণশিক্ষা, উচ্চতর হিসাববিজ্ঞান, এ.সি.এ.ডি, সিনিয়র স্টাফ কোর্স, উন্নয়ন অর্থনীতি ও পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: MBBS, MPH (HM), DTM, D.Card, FACC (USA), FRCP (Glasgow)
কর্মজীবন: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি এন্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড: মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: আব্দুল গফুর মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর; মরিয়ম বিবি দাখিল মাদ্রাসা, যশোর; সমন্বিত বৃদ্ধ ও শিশু আশ্রম (আমাদের বাড়ি), যশোর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর গভর্নিং বডির সদস্য, যশোর জেলা সমিতি, ঢাকা এর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি: চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক ২০০৯ লাভ।
ভ্রমণ: বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ্য ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ৫০টির অধিক দেশ ভ্রমণ।

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য

কর্মজীবন: বর্তমানে অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে টি.এন্ড.টি. কলেজে কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীকালে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং কবি নজরুল কলেজে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজ এর উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; ঢাকা মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা; চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয় ও চরমোহনা পোস্ট অফিসের প্রতিষ্ঠাতা; সাবেক সদস্য (অর্থ কমিটি), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সদস্য, ঢাকা বোর্ড কমিটি; নিজ গ্রামে স্বঅর্থায়নে মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা; উপদেষ্টা ও আজীবন সদস্য, লক্ষ্মীপুর বার্তা।
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩-এ ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সনদপ্রাপ্ত।
প্রকাশনা: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৪০টির মত প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ২৯টিরও বেশি পাঠ্য বইয়ের লেখক।

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম, জগন্নাথ কলেজ এবং এম.কম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মজীবন: শিক্ষক (বিসিএস, শিক্ষা); রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ; প্রক্টর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; প্রতিষ্ঠাতা, যদুনন্দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগজ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নবকাম পল্লী ডিগ্রি কলেজ; অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা গোল্ডেন কলেজ এবং ফরিদপুরের নবকাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ।

পদক ও সম্মাননা: ফরিদপুর জসীম ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকর্ম ও শিক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

শামীমা সুলতানা, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ভূগোল), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মজীবন: প্রভাষক, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর (১৯৯৩-১৯৯৪), সরকারি জগন্নাথ কলেজ (১৯৯৪-২০০৫), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৫-২০১০), সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারি কলেজ (২০১০), সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১০-অদ্যাবধি)।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: আজীবন সদস্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট; সদস্য, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন আজীবন সদস্য।

বিদেশ ভ্রমণ: ভারত ও নেপাল ভ্রমণ।

প্রকাশনা: সামাজিক বিজ্ঞান, পাঞ্জেরী প্রকাশনী (নবম ও দশম শ্রেণি)।

প্রশিক্ষণ: বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, নায়েম, স্ট্রেংদেনিং গভর্নমেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অফ দ্য বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, ভারত।

এ.কে.এম. মোরশেদ, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি এসসি (ঢাকা.বিশ্ব.), এল.এল.বি (ঢাকা.বিশ্ব.), এল.এল.এম (নর্দান বিশ্ব.)

কর্মজীবন: ঢাকা বার সদস্য-১৯৮৯ এবং হাইকোর্ট বার সদস্য- ১৯৯১; এডভোকেট হিসেবে দীর্ঘ ২৭ বৎসর; বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর হাইকোর্ট বিভাগের এডভোকেট।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: আওয়ামী আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট শাখার সাবেক সহসম্পাদক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, ঢাকাস্থ শেরপুর সমিতির আইন বিষয়ক সম্পাদক; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সহসম্পাদক ২০০০-২০০১।

প্রফেসর মো. জুলফিকার রহমান, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বিএ (সম্মান), এমএ (সমাজবিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মজীবন: পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শিক্ষক-কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন সরকারি কলেজে প্রভাষক, সহকারি অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের দায়িত্ব পালন; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়িত ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টে দুই দশকের অধিক সময় সহকারি পরিচালক ও উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

বিদেশ ভ্রমণ: ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

প্রশিক্ষণ: দেশে ও বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

নাম : **মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৫-১৭
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ জুলাই ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা : এ-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- লুধুয়া, পো: ভূঁইয়া বাড়ি, উপজেলা-রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
ইমেইল : nab.khasru@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB+

নাম : **ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৫-১৭
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি, এম.ফিল, পিএইচ.ডি (গণিত)
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : স্কয়ার টাওয়ার, ৩৬/৬, ২বি, মিরপুর রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ঘোমগাঁও, ডাকঘর: রূপসী বাজার, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
ইমেইল : mirijaknd@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+

নাম : **সুরাইয়া খাতুন,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৬-১৭
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: সি-১০, রোড: ৫/এ, আরামবাগ আ/এ, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
ইমেইল : skbadhon21@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+

প্রফেসর মো. আবু সাইদ, অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব, পরিচালনা পরিষদ

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)

কর্মজীবন: কর্মজীবন শুরু সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও সরকারি আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা। ২০০৬ সালে জামালপুরে বক্সীগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জে সরকারি আকবর আলী কলেজ ও সর্বশেষ টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন। ৫ মার্চ ২০১২ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত।

প্রকাশনা: প্রণেতা, উচ্চতর ব্যবসায় অর্থসংস্থান।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৫: ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

সেরা কলেজের সনদপত্র

১ম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

৩য়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

৪র্থ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০০২: ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, শিরপুর, ঢাকা-৫

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৯৬: ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ১৯৯৩: প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম (১ জুলাই ১৯৮৯)

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী

প্রফেসর ড. মো. হাবিব উল্লাহ

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

এ এফ এম সরওয়ার কামাল

মো. শামছুল হুদা এফসিএ

এ বি এম আবুল কাশেম

প্রফেসর মো. আবুল বাশার

এম. হেলাল

মো. শফিকুল ইসলাম

মাহফুজুল হক শাহীন

মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী

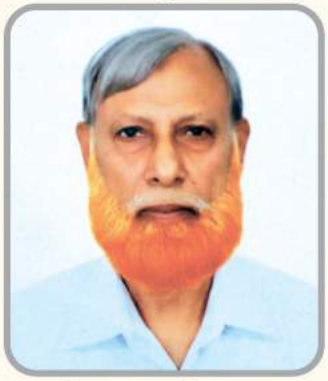
এ বি এম সামছুদ্দিন আহমেদ

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন কমিটি/ পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক/সভাপতি

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
আহ্বায়ক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
৬.১০.১৯৮৮ - ২০.৯.১৯৮৯

মোহাম্মদ তোহা
সভাপতি, সাংগঠনিক কমিটি
২১.৯.১৯৮৯ - ২৪.৭.১৯৯০

প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী
সভাপতি, নির্বাহী কমিটি
২৫.৭.১৯৯০ - ৩.৯.১৯৯১

ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
৪.৯.১৯৯১ - ৫.৭.১৯৯৮

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
২৯.৫.২০০২ - ১৫.৭.২০০৯

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
৬.৭.১৯৯৮ - ২৮.৫-২০০২ এবং
১৬.৭.২০০৯ থেকে অদ্যাবধি

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মো. আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল
(ভারপ্রাপ্ত)
৩০.০৬.২০১১ - ৪.০৩.২০১২

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০-২৯.০৬.২০১১

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০

প্রফেসর মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১২.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
১.২.২০১৫ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ - ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫-১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২-১৯.০৭.২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪ ০৭ ১৯৯৯ ৩১ ০৫ ২০০২

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকবৃন্দ

মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ
অধ্যক্ষ
যোগদান: ১.৭.১৯৮৯
বর্তমানে: কলেজের জিবি সদস্য ও পরিচালক
নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্

মো. শফিকুল ইসলাম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান: ১.৭.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
ঢাকা কমার্স কলেজ

মো. মাহফুজুল হক
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান: ১.৮.১৯৮৯
বর্তমানে: মৃত্যু- ২৪ মার্চ ২০১৩
সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ

মো. রোমজান আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান: ১৫.৮.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
ঢাকা কমার্স কলেজ

কামরুন নাহার সিদ্দিকী
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান: ১৮.৮.১৯৮৯
বর্তমানে: সহযোগী অধ্যাপক
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মো. আবদুছ ছাত্তার মজুমদার
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
যোগদান: ১.৯.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও অধ্যক্ষ
বোয়ালমারি সরকারি কলেজ
ফরিদপুর

মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ
যোগদান: ১.১০.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
ঢাকা কমার্স কলেজ

মো. আব্দুল কাইয়ুম
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান: ১.১০.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
ঢাকা কমার্স কলেজ

ফেরদৌসী খান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান: ১.১০.১৯৮৯
বর্তমানে: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ
সরকারি বাঙলা কলেজ

রওনাক আরা বেগম
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
যোগদান: ৩.১০.১৯৮৯
বর্তমানে:
প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাতা কর্মচারী

আলী আহাম্মদ
যোগদান: ১.১০.১৯৮৯
বর্তমানে: অফিস সহকারী
ঢাকা কমার্স কলেজ

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক সাফল্য প্রশংসনীয়। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটিকে খ্যাতির শীর্ষে তুলে এনেছে।

শিক্ষাজীবনে বড় কিছু অর্জনের জন্য অবশ্যই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ও সম্মিলিতভাবে সে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় এখানকার শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পথে তৈরি হচ্ছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের এ ঈর্ষণীয় সাফল্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আমিও মুগ্ধ ও গর্বিত। এ সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব ২০১৭' আয়োজন করেছে এবং এ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ঢাকা কমার্স কলেজের এ প্রকাশনাকে আমি স্বাগত জানাই এবং কলেজের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

(**নুরুল ইসলাম নাহিদ** এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ-এর উদ্যোগে 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব ২০১৭' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পড়াশোনা ও মানসিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ অতি জরুরি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পড়াশোনার পরিবেশ আরো পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের মেধা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটানোর উপযুক্ত প্লাটফর্ম তৈরি করে দিতে হবে। আমি আশা করি, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ ও সংস্কৃতিমনা মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব ২০১৭' অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(নসরুল হামিদ এম.পি)

সংসদ সদস্য
১৮৭ ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নির্বাচনী এলাকা-১৮৭, ঢাকা-১৪ আসনের একটি অন্যতম আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। এটি বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ, সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ, মেধাবী শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় উত্তম ফলাফলের মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদর্শ মানুষ গড়ার পটভূমিতে পরিণত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল পরীক্ষায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এমন একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আমি বিশেষভাবে গর্বিত।

সফলতার এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও কলেজটি জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত কলেজগুলির পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাঙ্ক্ষিত অন্যান্য গুণাবলির মানদণ্ড বিচারে ঢাকা কমার্স কলেজকে সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে নির্বাচন করেছে। বলাবাহুল্য, ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু পড়াশোনাই নয়, পাশাপাশি শিক্ষাসম্পূরক নানান কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করে থাকে।

জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে ২০১৫ সালের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব ২০১৭' পালন করতে যাচ্ছে। এ উৎসবকে ঘিরে প্রকাশ করা হচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এ স্মরণিকা। আশা করি এ স্মরণিকার মাধ্যমে দেশবাসী আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পারবে ঢাকা কমার্স কলেজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত চিত্র।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

(মো. আসলামুল হক)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

বাণী

শিক্ষা হলো মানব জীবনের একমাত্র আলোকবর্তিকা। তাই শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অধিক গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সকল আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিক্ষার গুণগতমান অর্জনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতির মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' তার যাবতীয় শিক্ষা ও শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ কেবল শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ রাখে না। মানসম্মত প্রকাশনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, ক্রীড়া ও বিতর্ক প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে রয়েছে এ কলেজের ঈর্ষণীয় সাফল্য। যার স্বীকৃতিস্বরূপ কলেজটি জাতীয়ভাবে দু'বার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই সফলতার পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫' তে এ কলেজ অর্জন করেছে সেরা বেসরকারি কলেজের গৌরব ও সুনাম। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

বিষয়টি জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, সেরা কলেজের গৌরব অর্জন উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ 'প্রদৃপ্ত' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। স্মরণিকায় ধারণ করবে কলেজের ঐতিহ্যের কর্মপ্রণালী এবং এর মধ্য দিয়ে ঘটবে সুপ্ত মননের বহিঃপ্রকাশ। স্মরণিকার লেখা ও ছবিগুলো ঢাকা কমার্স কলেজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে গড়ে তুলবে একটি সেতুবন্ধন। 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশ সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর আবদুল মান্নান)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সময়োপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানসম্পন্ন শিক্ষাদান ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত ফলাফল ধরে রাখাই এ কলেজের একমাত্র ব্রত। প্রায় তিন দশক ধরে অসামান্য প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি এ কলেজ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাস্তবসম্মত শিক্ষা পদ্ধতিই পারে একটি সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করতে। এ অভিপ্রায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ পরীক্ষার্থী নয় বরং শিক্ষার্থী গঠনে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তরুণসমাজের প্রতিভা বিকাশ ও তাদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার জন্য সুনামের সাথে এ কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক সুযোগ্য নিষ্ঠাবান শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে এ কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

এ দীর্ঘ সময়ের সফলতার ধারাবাহিকতায় ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫' এ সেরা বেসরকারি কলেজ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পর্যায়ে তৃতীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষ্যে এ কলেজ 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব ২০১৭' উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে এবং একই সাথে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'প্রদৃপ্ত' শিরোনামের এ স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার অভিনন্দন। আমি প্রত্যাশা করছি, আগামীতেও কলেজের এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং আদর্শ মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সফল জাতি গঠনের ভূমিকা পালনে ব্রতী হবে।

সোহরাব
(মো. সোহরাব হোসাইন)

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

বাণী

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার্থীর মানস গঠনের জন্য শিক্ষার পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের নানা প্রতিকূলতার মুখে কখনো কখনো শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। তবে সকলের সার্বিক চেষ্টায় সে পরিবেশ সমুন্নত রাখা অসম্ভব কিছু নয়। শিক্ষাদানের সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে যে সকল কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, 'ঢাকা কমার্স কলেজ' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের উচ্চ শিখরে দীপ্যমান। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সারাদেশে বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান, জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কলেজটির এ সাফল্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননশীলতার বিকাশকে আরো উৎসাহিত করার প্রত্যয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব' আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিষয়টি জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কলেজটি এ লক্ষ্যে 'প্রদৃপ্ত' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আশা করছি এ মহতী উদ্যোগের ফলে কলেজের ইতিবৃত্ত ও সাফল্যের ইতিহাস গ্রথিত হবে এবং অন্যান্যরাও এভাবে সফলতা অর্জনে ব্রত হবে ।

আমি 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ

বাণী

বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারে যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং রেখে চলেছে তাদের মধ্যে অন্যতম ঢাকা কমার্স কলেজ। বিগত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ কলেজ সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ধূমপান ও রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মান অটুট রাখার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার্থী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

আপন দ্যুতিতে দ্যুতিময় এ কলেজ তার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ অনুযায়ী সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও কলেজটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে আঞ্চলিক পর্যায়ে তৃতীয় স্থান এবং জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। অভূতপূর্ব এ সাফল্য উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজন করতে যাচ্ছে 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব'। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। স্মরণিকাটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

একই সঙ্গে কামনা করি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি।

(প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান)

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা ও সহশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করেছে। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশোনায় বরাবর আলো ছড়িয়ে আসছে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তম ফলাফলসহ আরো অন্যান্য গুণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশবাসীর কাছে এ কলেজটির একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে।

আনন্দের বিষয় হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

এ উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব'। এ উৎসবের অংশ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। ঢাকা কমার্স কলেজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রূপ উঠে আসবে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং দেশের আলোকিত শিক্ষাবিদদের লেখায়। আশা করি, ঢাকা কমার্স কলেজ দিন দিন এগিয়ে যাবে আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান)

চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

সৃষ্টির আনন্দ অপরিসীম। ঢাকা কমার্স কলেজ জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্টি করে চলেছে অনন্য ও ব্যতিক্রমী সব দৃষ্টান্ত। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শ্লোগানকে ব্রত হিসেবে ধারণ করে আজও এগিয়ে চলছে সমান গতিতে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথম বছরেই ঢাকা বোর্ডের মেধাক্রমে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে এই কলেজ। ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়ে কালের আবর্তে প্রতিটি বছরেই তার নিজস্ব যোগ্যতা ও সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে। যা সম্ভব হয়েছে কলেজের দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, নিবেদিত প্রাণ ও মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীদের নিরলস শ্রম- সাধনায়। পরপর দুবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধা কলেজটিকে স্বনামে ও সৌকর্যে দৃঢ়তা প্রদান করেছে এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কলেজটি জাতীয় পর্যায়ে পরিণত হয়েছে অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়, মেধা-মনন বিকাশে নানামুখী সহশিক্ষা কার্যক্রম কলেজটিকে স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল করেছে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ঈর্ষণীয় ফলাফলের সাথে সাথে কলেজটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ অবস্থান অটুট রেখে চলেছে। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম বারের মতো ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ সারাদেশের বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে আঞ্চলিক পর্যায়ে তৃতীয় স্থান এবং সমগ্র দেশের সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ধারাবাহিক এই সাফল্য এই কলেজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আনন্দ ও গৌরবের সুঘ্রাণে ও সুউচ্চ মর্যাদায় অভিসিক্ত ও অধিষ্ঠিত করেছে। আনন্দের এই মাহেন্দ্রক্ষণকে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ মহাসমারোহে আনন্দ উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব' উপলক্ষ্যে 'প্রদৃপ্ত' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হচ্ছে। 'প্রদৃপ্ত' এর প্রকাশ দীপ্তি লাভ করুক দেশময়।

'প্রদৃপ্ত' স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও বিজয়ের গৌরব গাঁথা।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

অনারারি প্রফেসর
সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

কোনো প্রতিষ্ঠানের সৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও ফলাফল যখন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়, তখন সৃষ্টি হয় ঐতিহ্যের। আমার বিশ্বাস স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে সে ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। যার একক কৃতিত্ব কারো নেই, আছে পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি যেকোনো মহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ, মহৎ উদ্দেশ্য, স্বচ্ছতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইস্পাত কঠিন কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোবল, বিশ্বস্ততা, কঠোর পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব এবং সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী। ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া ২০১৫ সালের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৪র্থ শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। আর ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্জন করেছে ৩য় স্থান। কলেজটি আজ জাতীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, দেশব্যাপী এক অনুকরণীয় মডেল হিসেবেও স্বীকৃত। ঢাকা কমার্স কলেজ মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম দান তাই আল্লাহ ঢাকা কমার্স কলেজকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবেন।

অবকাঠামোগত দিক হতে কলেজটি শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। এ কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এগারো তলা ও ষোলো তলা (বিশ তলা ফাউন্ডেশন) বিশিষ্ট দুটি ভবনে। এর প্রতিটি কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, প্রশান্ত ও শিক্ষা বান্ধব। কলেজের প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব সমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি ছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রায় বিশ হাজার বই সমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১২ তলার দুটি আবাসিক ভবন, ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হোস্টেল, প্রায় আড়াই হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম এবং নিজস্ব শহিদ মিনার। কলেজের এ বিশাল অবকাঠামোগত কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুদান গ্রহণ করা হয়নি। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রতি বছর খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সুন্দরবন ভ্রমণ (আপাতত বন্ধ), ইলিশ ভ্রমণ এবং দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের আয়োজন করা হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নিত হওয়ার জন্য এসবই বিদ্যমান ছিল। আরো ছিল কলেজ পরিচালনা পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতা, নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সঠিক নির্দেশনা। ফলশ্রুতিতে মাত্র পঁচিশ বৎসরে ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোর উন্নতি হয়েছে অকল্পনীয় পর্যায়ে। যা আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে চেয়েছি, পেয়েছি তার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশি। আমি আরো আনন্দিত যে, বর্তমানে কলেজের একজন শিক্ষক উপাধ্যক্ষের (প্রশাসন) দায়িত্ব পালন করছেন। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষকগণ কলেজের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশের জন্য যারা কাজ করছে, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

(প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী)

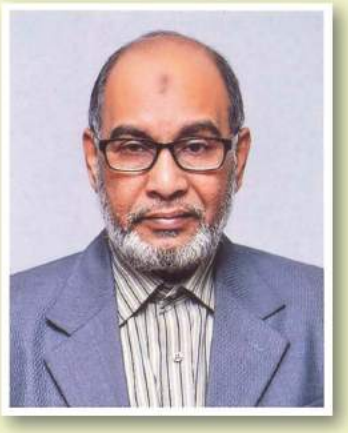

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

অধ্যক্ষের বক্তব্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আলোকিত মানুষ গড়া। এই আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ সবার কাছে অনুকরণীয়। একটি দক্ষ ও বিচক্ষণ পরিচালনা পরিষদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিশাল সংখ্যক কর্মানুরাগী শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের কর্মনিষ্ঠায় কলেজটি আজকের এই পর্যায়ে এসেছে। প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী এই বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশুনার পাঠ শেষে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং নিজেদেরকে দেশসেবায় নিয়োজিত করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ সব সময় পড়ালেখার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, সাহিত্যচর্চা ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সুশীল নাগরিক হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা কমার্স কলেজ তার অনন্য ফলাফল ও অন্যান্য মননশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব' শিরোনামে অনুষ্ঠিতব্য উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। কলেজের সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং সামগ্রিক সাফল্যেরও প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে এই স্মরণিকায়।

পরিশেষে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব' উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার আহ্বায়ক, সম্পাদক ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(প্রফেসর মো. আবু সাইদ)

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) কথা

'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত' এই শ্লোগানকে ধারণ করে ১৯৮৯ সালে যে স্বল্প পরিসরে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ সেই কলেজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে প্রথম থেকেই কলেজটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার। শুরু থেকে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ক্লাস কার্যক্রম, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা হওয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজ ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে একটি অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মাননা এবং ২০১৫ সালে সমগ্রদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ বেসরকারি কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ কলেজে রয়েছে একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিচক্ষণ ও শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পরিষদ। সবার অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকা কমার্স কলেজ আজ সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছেছে। আমি আশা করি, কলেজের এই ঊর্ধ্বমুখী পথচলা অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম হওয়ায় স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। এই প্রকাশনাটি দেশের সকল মহলের কাছে ঢাকা কমার্স কলেজকে আরো উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করবে। স্মরণিকা প্রকাশ একটি কঠিন কাজ। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম)

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর কথা

ব্যবসায় শিক্ষায় বাংলাদেশের একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। দেশের বাণিজ্য ও ব্যবসায় শিক্ষার প্রসারে দীর্ঘদিন যাবৎ এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেননা, এখানে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে যাবতীয় কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে দেশকে ব্যবসায় শিক্ষায় সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে কলেজটি। ঢাকা কমার্স কলেজ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫' অনুযায়ী বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। একই সাথে কলেজটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পর্যায়ে তৃতীয় স্থান এবং জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধা-মননের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। আশা করি, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক কর্মকাণ্ডের অনুশীলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতিতে 'প্রদৃপ্ত' উৎসাহিত করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

'প্রদৃপ্ত' সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল)

আহ্বায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকা
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপক্রমনিকা

কালের প্রবাহে মানুষের সম্মুখ যাত্রা অব্যাহত আছে স্মরণাতীত কাল থেকে। সময় যত গড়িয়েছে, মানুষের সামনে চলার গতিও ততই বেড়েছে। ছুটে চলার পথে মানুষ নিজেকে আলোকিত করে চলেছে নিরন্তর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ তার মানস জগতকে পরিশীলিত করছে। নতুনতর পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাও চলেছে অবিরত। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সমষ্টিগত অধ্যায়ে মানুষ অর্জন করছে অভূতপূর্ব সাফল্য। সে সাফল্যকে পরবর্তী পর্যায়ের অর্জন পর্যন্ত ধরে রাখার প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রেরণা আর উন্নয়নের যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের আত্মোপলব্ধি থেকে মানুষ যুগে-যুগে তৈরি করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রয়োজনের তাড়না আর নতুনত্বের আলোয় তৈরি হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পথ চলছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এখানকার লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ শুরু থেকে বজায় রয়েছে। ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের প্রমাণ রেখে চলেছে। একইভাবে অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফলাফলের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে।

২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ইতিবাচক অবস্থার প্রেক্ষিতে মান নির্ণয় করেছে। সে মূল্যায়নের সার্বিক বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে; জাতীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচ কলেজের মধ্যে হয়েছে চতুর্থ, আর ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলভিত্তিক বিচারে হয়েছে তৃতীয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেরা কলেজ নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ 'সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব' আয়োজন করেছে। এ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখেই প্রকাশ করা হচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'। ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির মাননীয় সভাপতি, গভর্নিং বডির সম্মানিত সকল সদস্য, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। 'প্রদৃপ্ত' প্রকাশনা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তাঁদের সকলের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

(প্রফেসর মো. রোমজান আলী)

সম্পাদক
প্রদৃপ্ত
সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকা
ঢাকা কমার্স কলেজ

সম্পাদকীয়

মাটি তার বড়ই খাঁটি। উর্বর দোআঁশ মাটি। তার ফলন ভালো। মাটির চেয়ে চাষী খাঁটি। উদয়-অস্ত গতর খাটে। চাষী যা চায় তাই হয়। সব ফসল জন্মে। বারো মাসে বারো ফসল। দুর্যোগেও ভালো ফসল। ডিজিটাল লাঙ্গল তার। শান দেয়া তার ফলা। ভূঁই মালিক তার আরো ভালো। স্বপ্ন তার আসমান সমান। যোগ্যতা তার একটাই, দিবানিশি চষে বেড়ায়। বাগান ভর্তি বৃক্ষ তার; ফলফলাদির সমাহার। সফলতার হালখাতায় ঠাঁসা তার কীর্তিকলাপ। বীজ তার যাই হোক, গাছ তার মোটাতাজা। কর্ম তার ধর্ম। সেবা তার আদর্শ। সংস্কৃতি তার মালা। গোলা ভর্তি ফসল তার। চিন্তামুক্ত সদস্য তার। চোখে তার তন্দ্রা নেই। মহাসড়কে ধাবমান। বন্ধুর পথেও অগ্রসর। থামা তার স্বভাবে নেই। গুলবাগিচায় মৌমাছির গুণগুনানি। ফসল কাটার আনন্দ তার। নবান্ন তার প্রতিদিন। মসী হাতে ভাস্করেরা, সভ্যতার কারিগর। গগনচুম্বী আঙ্গিনায় জ্ঞান-পিয়াসীর ঝর্ণাধারা। এই সেই ক্যাম্পাস, শিক্ষার সেরা অঙ্গন। সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, মিছিলের অগ্রভাগে। তার নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ'।

বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে কলেজটিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনের কৃতিত্ব অর্জন করে।

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা বেসরকারি কলেজ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য বিশেষ স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত' কলেজ সংশ্লিষ্ট শুভানুধ্যায়ীদের আবেগ ও অনুভূতির উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হোক কলেজের খ্যাতি ও সুনাম। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। নিরন্তর ধাবিত হোক ঢাকা কমার্স কলেজ।

২৬/০২/২০১৭

(এস এম আলী আজম)

শিক্ষক পরিচিতি

প্রফেসর মো. আবু সাইদ, অধ্যক্ষ

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)

কর্মজীবন: কর্মজীবন শুরু সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও সরকারি আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা। ২০০৬ সালে জামালপুরে বক্সীগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জে সরকারি আকবর আলী কলেজ ও সর্বশেষ টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন। ৫ মার্চ ২০১২ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত।

প্রকাশনা: অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

রক্তের গ্রুপ : O+
Webmail : sayeed@dcc.edu.bd
ID : 000001

নাম : **প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম**
পদবী : উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা : এ-৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : নরসিংহপুর, পো: নাজিরগঞ্জ, থানা : সুজানগর, জেলা : পাবনা
রক্তের গ্রুপ : B+
সামাজিক কর্মকাণ্ড : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক।
Webmail : shafiqul@dcc.edu.bd
ID : 000002

নাম : **প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল**
পদবী : উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০০৭
বর্তমান ঠিকানা : ১৬/২২ ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
রক্তের গ্রুপ : AB+
কর্মজীবন : বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে টাঙ্গাইলের সরকারি এম এম আলী কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু। পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ ও সরকারি গুরুদয়াল কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শ্রীবরদী সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ এবং ঢাকা কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সরকারি কলেজ থেকে অবসরের পর ঢাকা কমার্স কলেজে উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে কর্মরত।
Webmail : jamil@dcc.edu.bd
ID : 000003

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মো. রোমজান আলী**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৫ আগস্ট ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা : এ-৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর: লক্ষীপুর, থানা: আতাইকুলা
উপজেলা: আটঘরিয়া, জেলা: পাবনা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১০৫১০৮৭
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : কথা নয়, কাজে বড় হতে হবে।
Webmail : romzan@dcc.edu.bd
ID : 010004

নাম : **মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), মাস্টার্স (ভূগোল)
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ আগস্ট ১৯৬৩
যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৮৯

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২৯, রোড: ০২, ব্লক: এ, সেকশন: ০২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব কোরোয়া, পো: পূর্ব কেরোয়া
থানা ও উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 9002810
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : আড্ডা দেয়া এবং খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে কলেজের নানামুখী উন্নয়নের অংশিদার হতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।
Webmail : bahar@dcc.edu.bd
ID : 090005

নাম : মো. আব্দুল কাইয়ুম
পদবী : Professor
বিভাগ : English
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.A (Hons), M.A (English)
M.A in ELT
জন্ম তারিখ : 20 March 1963

কলেজে যোগদানের তারিখ : 1 October 1989
বর্তমান ঠিকানা : A-15, Teachers'Quarter, Dhaka Commerce College, Dhaka-1216
স্থায়ী ঠিকানা : Vill: Bakchar, P.O: Mariala
Thana: Assasuni, Dist: Satkhira
যোগাযোগ : 9026183
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : Reading
প্রিয় মন্তব্য : Read read and read what ever the sort of writing it is.
Webmail : arin@dcc.edu.bd
ID : 020006

নাম : **মোহাম্মদ ইলিয়াছ**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
পি.জি.ডি.সি.এস
কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২ মার্চ ১৯৬৩

যোগদানের তারিখ : ৫ মে ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-১/বি, রোড-২/ডি, সেক্টর: ৪, রাজউক, উত্তরা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: কালঘড়া, থানা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
ইমেইল : eliasmohammad63@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ এবং ঘুমানো
প্রিয় মন্তব্য : যেই নালে উৎপন্ন, সেই নালে বিনাশ।
Webmail : elias@dcc.edu.bd
ID : 080007

নাম : **মো. জাহিদ হোসেন সিকদার**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান),
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ নভেম্বর ১৯৬৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৫ মে ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : এ-০৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : আলতাফ হোসেন রোড, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল
যোগাযোগ : 01731214020
রক্তের গ্রুপ : O-
প্রিয় সখ : পড়ালেখা ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : আমাদের সবার সত্যিকার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।
Webmail : zahid@dcc.edu.bd
ID : 050008

নাম : **মো. আবু তালেব**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.ফিল
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৬৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : ১৩১, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: জুরকাঠী, উপজেলা: নলছিটি
জেলা: ঝালকাঠী
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : সঠিক সময় সঠিক কাজটি করা
প্রিয় মন্তব্য : শৃঙ্খলাই মানুষের জীবনের উন্নতির সহায়ক।
Webmail : taleb@dcc.edu.bd
ID : 100009

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : মো. ওয়ালী উল্যাহ্
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম বি এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৫ জানুয়ারি ১৯৬৬
যোগদানের তারিখ : ০৭ অক্টোবর ১৯৯২

বর্তমান ঠিকানা : এ-২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নারায়ন কোট, পো: জোড্ডা বাজার
উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-১৮১৫৩৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : খেলাধুলা
প্রিয় মন্তব্য : কর্মের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই।
Webmail : wali@dcc.edu.bd
ID : 070010

নাম : মাওসুফা ফেরদৌসী
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
এমএসসি (ভূগোল), এমফিল
জন্ম তারিখ : ২৯ আগস্ট ১৯৬৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২২ অক্টোবর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা : ৮/এ, ১২/২, সড়ক নং-১৪ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : নিজেকে সমালোচনা, বিশ্লেষণ করা দরকার
Webmail : maosufa@dcc.edu.bd
ID : 090011

নাম : বদিউল আলম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৯ জানুয়ারি ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ০৯, রোড: ১৯, সেক্টর: ১৪, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০
স্থায়ী ঠিকানা : কৈলাশকুঠির, আলেকান্দা রোড, বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
Webmail : badiul@dcc.edu.bd
ID : 030012

নাম : মো. সাইদুর রহমান মিঞা
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)
এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯২

বর্তমান ঠিকানা : এ-৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-ঘোষবাড়ি, ডাকঘর-মনতলা, উপজেলা-মুক্তাগাছা
জেলা-ময়মনসিংহ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, গান শোনা, মুভি দেখা, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : ভুল করে সাধারণ মানুষ, ভুল নিয়ে অহংকার করে অমানুষ,
ভুল সংশোধনে প্রয়াসী মহৎ মানুষ।
Webmail : saidur@dcc.edu.bd
ID : 010013

নাম : মো. ইউনুছ হাওলাদার
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স), এম.বি.এস (হি. বি.)
এম.বি.এ (এইচ.আর.এম)
জন্ম তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭
যোগদানের তারিখ : ৯ নভেম্বর ১৯৯২

বর্তমান ঠিকানা : এ-৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হাওলাদার বাড়ী, গ্রাম: চরপক্ষী, পো: হায়দরগঞ্জ
উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৫০৪২৭০১
ইমেইল : eunushowlader@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, লেখা, ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : সেরা কলেজ উৎসব ২০১৬ উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা।
Webmail : eunus@dcc.edu.bd
ID : 100014

নাম : মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৬৮
যোগদানের তারিখ : ৫ জুলাই ১৯৯৩

বর্তমান ঠিকানা : এ-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: লুধুয়া, পো: ভূঁইয়া বাড়ি, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : ০১৭১৫০৪০৬০১
ইমেইল : nab.khasru@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : 'সব সত্য বলা যায় না। সব সত্যের কাছে যাওয়া যায় না;
শুধু উপলব্ধি করা যায়।'
Webmail : nurulalam@dcc.edu.bd
ID : 030015

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : সাদিক মো. সেলিম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ অনার্স, এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
এম.এ ইন ইএলটি
জন্ম তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা : এ-১২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৫৬, ডি.এম.সি পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ইমেইল : sadikmd.salim@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া
প্রিয় মন্তব্য : পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে সকলে সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে একটি প্রতিষ্ঠানকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়।
Webmail : salim@dcc.edu.bd
ID : 020016

নাম : মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রা তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ১৯৯৪

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড: ৬, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : 01711395015
ইমেইল : jahangir@mrittika.com.bd
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ করা, বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : Winners don't do different things. They do things differently.
Webmail : jahangir@dcc.edu.bd
ID : 040018

নাম : সৈয়দ আবদুর রব
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ১৬ অক্টোবর ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : এ-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম -পশ্চিম বিঘা, পো: কাঞ্চনপুর
উপজেলা-রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষীপুর
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ধর্মীয় কিতাবাদি পড়া
প্রিয় মন্তব্য : একজন উত্তম মানুষের ছোঁয়া আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনে সহায়তা করে।
Webmail : rob@dcc.edu.bd
ID : 030019

নাম : মো. শরিফুল ইসলাম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : এ-১৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: দরিয়া দৌলত, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : একজন ভালো বন্ধু জীবনকে আনন্দময় করে কিন্তু খারাপ বন্ধু জীবনকে করে বিষাদময়।
Webmail : shariful@dcc.edu.bd
ID : 030020

নাম : আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৭০
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : A-১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নারায়নপুর, পো: মিয়াজি বাড়ি
উপজেলা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১৯৪৩৭৩১
ইমেইল : nayemmozammel@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : এগিয়ে যাও, এগিয়ে নাও।
Webmail : nayem@dcc.edu.bd
ID : 010021

নাম : মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মাতাইন কোট, পো: আলীশ্বর, থানা: সদর দক্ষিণ, জেলা: কুমিলা
যোগাযোগ : 01711305868
ইমেইল : aminrbp@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : দুই চোখের একটি দিয়ে নিজের দোষ দেখুন এবং অপরটি দিয়ে অন্যের গুণ দেখুন।
Webmail : aminul@dcc.edu.bd
ID : 040022

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মো. মঈনউদ্দীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৫ আগস্ট ১৯৬৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কলাকোপা, পো: উলফত নগর
থানা ও উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 01712523132
ইমেইল : mdmoinuddin1964@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : অলস সময় কাটানো এবং ভ্রমণ করা
Webmail : moin@dcc.edu.bd
ID : 040023

নাম : **মো. মোশতাক আহমেদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯
যোগদানের তারিখ : ৯ অক্টোবর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৫২, রোড: ৪, ব্লক: এ, রাইনখোলা, সেকশন:২, মিরপুর, ঢাকা
যোগাযোগ : 01817609005
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : Honesty is the best policy.
Webmail : mostaque@dcc.edu.bd
ID : 040024

নাম : **মো. মঈনউদ্দিন আহমদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান)
এম.এ (ইংরেজি)
এম.এ ELT
জন্ম তারিখ : ২৮ আগস্ট ১৯৬৭
যোগদানের তারিখ : ১২ অক্টোবর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-২১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চাঁন্দপুর, থানা: কোতয়ালী
ডাক ও জেলা: কুমিলা, পোস্টকোড: ৩৫০০
ইমেইল : moin.dcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : পত্রিকা পড়া, খেলাধুলা ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : 'যেদিন তুমি কিছুই শিখলে না, সেদিনটি তোমার জীবনের অংশ নয়।'
Webmail : moinuddin@dcc.edu.bd
ID : 020025

নাম : **মোহাম্মদ আক্তার হোসেন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ লা জুন ১৯৭১
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : এ-১০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হাতিঘাটা, পো: ইন্দুরিয়া, থানা: মতলব উত্তরজেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ : ০১৭১১৬৯৩৬৫৩
ইমেইল : akter2005@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, বই লেখা, খেলা দেখা, ভ্রমণ করা, গল্প শোনা
প্রিয় মন্তব্য : বড় হও নিজের চেষ্টায়।
Webmail : akter@dcc.edu.bd
ID : 060026

নাম : **মো. আবদুর রহমান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পদার্থবিদ্যা)
মাস্টার্স ইন আইটি
জন্ম তারিখ : ৫ নভেম্বর ১৯৬৬
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : এ-৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১৩৪৩/১, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : 01916590083
ইমেইল : mardcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিশ্চয়ই দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে রয়েছে চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন।
Webmail : rahman@dcc.edu.bd
ID : 080027

নাম : **এস এম আলী আজম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : এ-৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর: সেলিমপুর, উপজেলা: মুলাদী, জেলা-বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : মনোগ্রাম সংগ্রহ
প্রিয় মন্তব্য : 'রাগ' ধ্বংস করে, 'রাগ নিয়ন্ত্রণ' সৃষ্টি করে 'প্রতিশোধ' শত্রুতা বাড়ায়, 'ক্ষমা' বন্ধুত্ব আনে।
Webmail : azam@dcc.edu.bd
ID : 030028

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **শামীম আহ্সান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান)
এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ২৪/১ মনীন্দ্র বাবু রোড, পুরাতন বাজার, বাগেরহাট
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : রেডিওতে খবর শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা-"
Webmail : shamim@dcc.edu.bd
ID : 020029

নাম : **দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২ জুন ১৯৭১
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৬

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সেক্টর: ০৬, রোড: ১০, বাসা: ২২, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
যোগাযোগ : 01712-530525
ইমেইল : zobaidamt@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর।
Webmail : zobaida@dcc.edu.bd
ID : 050030

নাম : **সাজনিন আহ্মদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (অনার্স)
এম.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ জানুয়ারি ১৯৭২

যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২২, রোড: ৫, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : B+
Webmail : shajnin@dcc.edu.bd
ID : 040031

নাম : **মো. শফিকুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ০৫ জুলাই ১৯৭৩
যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭

বর্তমান ঠিকানা : এ-৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: নলতা শরীফ, থানা: কালিগঞ্জ
জেলা: সাতক্ষীরা
যোগাযোগ : 01712-169180
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : সৎ জীবন যাপন করতে চাই।
Webmail : shafiqulislam@dcc.edu.bd
ID : 050032

নাম : **কাজী সায়মা বিন্তে ফারুকী**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান),
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ আগস্ট ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট- এ-৩, বাড়ি- ৬৫, রোড- ৭/এ,
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "Life is beautiful if you can make it simple. So, think positive."
Webmail : sayema@dcc.edu.bd
ID : 030034

নাম : **শামসাদ শাহজাহান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৮ মার্চ ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ৪৪৪/এ, খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বি-২৬৫ (ই) খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বইপড়া
Webmail : shamsad@dcc.edu.bd
ID : 030035

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : মো. শফিকুল ইসলাম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৫ মে ১৯৬৫
যোগদানের তারিখ : ১৯ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: আগুনিয়াপাড়া, পো: বেনীপুর, উপজেলা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ
যোগাযোগ : 01552389522
ইমেইল : shafiqdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : নতুন কিছু অর্জন করা
প্রিয় মন্তব্য : নিজে ভালো তো সব ভালো।
Webmail : mdshafiqulislam@dcc.edu.bd
ID : 080036

নাম : ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (গণিত)
এম.ফিল (গণিত), পিএইচ.ডি (গণিত)
জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৬৪
যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ৫বি, ৩৪৫/৩-৪, বি ব্লক, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ঘোমগাঁও, ডাকঘর: রূপসী বাজার
উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
যোগাযোগ : 01715315454
ইমেইল : mirijaknd@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজের প্রতি আস্থা রাখা উচিৎ।॥
Webmail : miraj@dcc.edu.bd
ID : 080037

নাম : মো. আব্দুল খালেক
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ততথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৫ মার্চ ১৯৭০
যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট: ৪-এ, প্লট: ৫, রোড: ৩, ব্লক: এফ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পিরোজপুর, পো: হাটবারো বাজার
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ
ইমেইল : makdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজের দোষ দেখ ও অপরের গুণ দেখ।
Webmail : khaleque@dcc.edu.bd
ID : 080038

নাম : বিষ্ণু পদ বণিক
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি
(পরিসংখ্যান), এম.বি.এ
পি.জি.ডি.সি.এস, মাস্টার্স ইন আই.টি
জন্ম তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭১
যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাতাসাপট্টি, পুরান বাজার, চাঁদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৫০৮৪৩৫৬
ইমেইল : tamal2002@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : সু-শিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত মানুষ অপরিহার্য।
Webmail : bishnu@dcc.edu.bd
ID : 080039

নাম : মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২ নভেম্বর ১৯৭৩
যোগদানের তারিখ : ১০ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : এ-২১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সড়াতৈল, পো: সড়াতৈল হাই স্কুল, থানা: উলাপাড়া, জেলা: সিরাজগঞ্জ
যোগাযোগ : ০১৭১৬-৪১৭৭৬৭
ইমেইল : ibrakib@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ এবং বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : সত্য বল্, সুপথে চল্, ওরে আমার মন
Webmail : khalil@dcc.edu.bd
ID : 060040

নাম : ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক ও
পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.ফিল (ব্যবস্থাপনা),
পিএইচ.ডি (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২৪ মার্চ ১৯৭৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : এ-২২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: পানপাড়া, উপজেলা: রামগঞ্জ
জেলা: লক্ষীপুর-৩৭২২
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' বেঁচে থাকতে চাই।
Webmail : fayz@dcc.edu.bd
ID : 030041

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : ড. এ. এম. সওকত ওসমান
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
এম.ফিল, পিএইচ.ডি
জন্ম তারিখ : ১ এপ্রিল ১৯৬৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১৭৩, আবুল খায়ের সড়ক, পশ্চিম পাইকপাড়া
ডাক ও জেলা : বাক্ষণবাড়ীয়া
যোগাযোগ : ০১৫৫২৩৭৬০৯২
ইমেইল : shawkat 68@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
Webmail : shawkat@dcc.edu.bd
ID : 030042

নাম : মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৭৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯৯৭

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড:৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: এনায়েতপুর, পো: পিয়ারাপুর, থানা ও জেলা–লক্ষীপুর
যোগাযোগ : ০১৭১১১১০০০৪
ইমেইল : profnijam@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB +
প্রিয় সখ : যা কিছু ভালো তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া
প্রিয় মন্তব্য : It is not too good to be a too good man.
Webmail : nijam@dcc.edu.bd
ID : 040043

নাম : মো. তৌহিদুল ইসলাম (ছুটিতে)
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম. কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ডি/৭, ৩য় কলোনি, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : ০১৬১১২৮১১৩৮
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : কম্পিউটিং, দাবা, গণিত, বাংলা
প্রিয় মন্তব্য : ভালো মন্দ কথাগুলো নিতান্তই আপেক্ষিক।
Webmail : tawhidul@dcc.edu.bd
ID : 040033

নাম : এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
MBA (Commonwealth)
DCAP (Computer)
জন্ম তারিখ : ২১ নভেম্বর ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট: ১ বি, প্লট: ১৮, রোড: ১১/১, ব্লক: বি
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কালিয়াজুড়ী. থানা: কোতয়ালী, জেলা: কুমিল্লা
ইমেইল : shdcc71@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ক্রিকেট, ফুটবল
প্রিয় মন্তব্য : সততাই সকল কাজের মূল সফলতা।
Webmail : saidul@dcc.edu.bd
ID : 080044

নাম : মাসুদা খানম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৮ নভেম্বর ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন,
ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড: ৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : O+
Webmail : masuda@dcc.edu.bd
ID : 040045

নাম : শনজিত সাহা
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
যোগদানের তারিখ : ০২ মে ১৯৯৮

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পশ্চিম লক্ষীপুর, পো: দালাল বাজার, জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 01672318909
ইমেইল : shanjitsaha1971@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : পরিশ্রম + সততা + অবিচল লক্ষ্য = নিশ্চিত সাফল্য।
Webmail : shanjit@dcc.edu.bd
ID : 050046

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মাকসুদা শিরীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স)
এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
জন্ম তারিখ : ২১ জানুয়ারি ১৯৭২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ মে ১৯৯৮
বর্তমান ঠিকানা : ৭/৫/এ সেকশন- ৬, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : Ignorance is blindness.
Webmail : maksuda@dcc.edu.bd
ID : 020047

নাম : **মো. মঞ্জুরুল আলম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (মার্কেটিং), এম.বি.এ (মার্কেটিং)
এম.ফিল (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ১৯ জুলাই ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৯ মে ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : প্রযত্নে মো. শাহজাহান কবীর, গ্রাম: বাজার সিঙ্গিয়া
পোস্ট: সিঙ্গিয়া হাড়ীগড়া, থানা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ভাল মানুষ হওয়া।
Webmail : manzurul@dcc.edu.bd
ID : 050048

নাম : **কামরুন নাহার**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স)
এম.বি.এস, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৫ এপ্রিল ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৯ মে ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৩৪৩ পশ্চিম রামপুরা, পলাশবাগ রোড, ঢাকা-১২১৭
রক্তের গ্রুপ : O+
Webmail : kumrun@dcc.edu.bd
ID : 040049

নাম : **মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স) এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ২৯ জুলাই ১৯৭২
যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ১৯৯৯

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৩, রোড: ৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : ০১৭১১৩৯০০৩৫
ইমেইল : mosharefhossain@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, আড্ডা দেয়া, সুফী গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "একজন সফল দলনেতা অনেকগুলো সফল নেতা তৈরী করে। ব্যর্থ দলনেতা কিছু অনুসরণকারী রেখে যায়।
Webmail : mosharef@dcc.edu.bd
ID : 040050

নাম : **শামা আহমাদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
জন্ম তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুন ১৯৯৯

বর্তমান ঠিকানা : লেক ব্রীজ এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট: ২/বি/৪, বাড়ী: ৫, রোড: ৩২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বাহেরচর, থানা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা, বেড়াতে যাওয়া, বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বাস্তববাদী হতে হয়
এজন্য প্রয়োজন মনের জোর ও সাধনা।
Webmail : shama@dcc.edu.bd
ID : 030051

নাম : **মো. নজরুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৪ অক্টোবর ১৯৭১
যোগদানের তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

বর্তমান ঠিকানা : এ-২০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নলঘরিয়া, পো: লোকনাথপাড়া, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া
যোগাযোগ : 01913520407
ইমেল : nazrulssm@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া (ইতিহাস ভিত্তিক) ও ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : "ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, কিন্তু প্রকৃত মানুষ সেই-যার জীবনে কোন ভুলের পূণরাবৃত্তি নেই।"
Webmail : nazrul@dcc.edu.bd
ID : 100052

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **আলেয়া পারভীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (গণিত)
DCAP (Computer), MBA
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০
বর্তমান ঠিকানা : ৭/৩/সি, পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দিয়াছেন, তাহার বক্ষে বেদনা অপার, তাহার নিত্য জাগরণ অগ্নিসম দেবতার দান।
Webmail : aleya@dcc.edu.bd
ID : 080054

নাম : **সুরাইয়া পারভীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৯ জুলাই ২০০১
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৫/ডি, বাসা নং-০৩, রোড নং-৬, রূপনগর আ/এ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বাগান করা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : প্রত্যেককে তাঁর কর্মফল ভোগ করতে হবে।
Webmail : shuriya@dcc.edu.bd
ID : 070055

নাম : **শবনম নাহিদ স্বাতী**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক, স্নাতকোত্তর (সমাজ বিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ২০০১

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৩৬৫/৩, ফ্ল্যাট-৪/এ, সড়ক নম্বর-৬ বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : জামনগর, বাগাদীপাড়া, নাটোর
ইমেইল : swati.rahman2@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : সাহিত্য চর্চা
প্রিয় মন্তব্য : একজন ব্যক্তি কখনই একই নদীতে দুবার পা দিতে পারে না
Webmail : shabnam@dcc.edu.bd
ID : 090056

নাম : **ফারহানা সাত্তার**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ মে ১৯৭৮

যোগদানের তারিখ : ৭ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : ১০/১০ (এ), রোড: ২, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১০/১০ (এ), রোড: ২, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Honesty is the best policy.
Webmail : farhana@dcc.edu.bd
ID : 060059

নাম : **উৎপল কুমার ঘোষ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
এম.এ ইন ই.এল.টি
জন্ম তারিখ : ১৫ আগস্ট ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সাতবাড়িয়া, ডাকঘর: সাতবাড়িয়া থানা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী
যোগাযোগ : ০১৫৫২৩৪১২৪৩
ইমেইল : paulsirdcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+ve
প্রিয় সখ : গান শোনা, মুভি দেখা, বই পড়া এবং ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : চলমান প্রতিটি মুহূর্ত মূল গন্তব্যের দূরত্ব কমায়।
Webmail : utpal@dcc.edu.bd
ID : 020061

নাম : **হাফিজা শারমিন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক,স্নাতকোত্তর, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৪ মে ১৯৭৮

যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ২০০৪
বর্তমান ঠিকানা : ২৭/বি, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ী: ৩৫, রোড: ৯, সেক্টর: ৪, উত্তরা, ঢাকা
ইমেইল : sharmin.dcc04@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, শপিং
প্রিয় মন্তব্য : সম্পর্ক গড়া কঠিন কিন্তু ভাঙ্গা সহজ।
Webmail : hafiza@dcc.edu.bd
ID : 070062

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : মো. এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (সম্মান)
এম.বি.এস (হি.বি), এম.বি.এ (H R M)
জন্ম তারিখ : ১৩ মার্চ ১৯৬৮
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০১

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হাপানীয়া, পো: লক্ষীধর পাড়া, থানা: রামগঞ্জ, জেলা লক্ষীপুর
ইমেইল : mizanurrahan.dcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : দৈনন্দিন কাজ ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : আধুনিক বাণিজ্য শিক্ষার পথ প্রদর্শক শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের কর্ম দক্ষতাই আমাদের পথ নির্দেশনা।
Webmail : mizanur@dcc.edu.bd
ID : 100057

নাম : মো. মনসুর আলম
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১০ আগস্ট ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পুরানচর, ডাকঘর: গৌরিগ্রাম, থানা: সাঁথিয়া, জেলা: পাবনা
যোগাযোগ : ০১৭১৬০৪৭৪৬৮
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।
Webmail : monsur@dcc.edu.bd
ID : 020060

নাম : মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১০ নভেম্বর ১৯৭৯
যোগদানের তারিখ : ১৫ জুন ২০০৪

বর্তমান ঠিকানা : বি-২৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাসা: ২৯, রোড: ২, ব্লক: এ, রাইনখোলা, মিরপুর-২, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭১৫৩০১৭৮৯
ইমেইল : masalamdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলাধুলা করা, আধ্যাত্মিক গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : জীবন যুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।
Webmail : salam@dcc.edu.bd
ID : 040063

নাম : মো. মাহফুজুর রহমান
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮
যোগদানের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০০৪

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর ছেঙ্গারচর, পো: ষাটনল, থানা: মতলব(উত্তর), জেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ : 01718097978
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা এবং দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা
প্রিয় মন্তব্য : "If the students have not learn, teacher have not tought" -অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যদি না শেখে তাহলে বুঝতে হবে। শিক্ষক তাদের পাঠদান করেন নি।
Webmail : mahfuzur@dcc.edu.bd
ID : 100064

নাম : সুরাইয়া খাতুন
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান),স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ী: সি-১০, রোড: ৫/এ, আরামবাগ আ/এ পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
ইমেইল : skbadhon21@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : হাল ছেড়োনা বন্ধু।
Webmail : suraiyakhatun@dcc.edu.bd
ID : 070065

নাম : আহমেদ আহসান হাবিব
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.এস (অনার্স)
এম.এস.এস (অর্থনীতি)
পি.জি.ডি (অর্থনীতি)
এমবিএ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৩০ জুন ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চক্‌কেশব, ডাক: বালুবাজার, থানা: মান্দা তার অফিস: প্রসাদপুর, জেলা: নওগাঁ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : গান শোনা, গান গাওয়া, বই কেনা ও পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অপ্রয়োজনীয় শব্দের উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা ভালো।
Webmail : habib@dcc.edu.bd
ID : 070066

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **শারমীন সুলতানা**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮১

যোগদানের তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১/৭-এ, ব্লক বি, লেন: ১৯, মিরপুর: ১০, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বইপড়া, গান শোনা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Be practical
Webmail : sharmin@dcc.edu.bd
ID : 060067

নাম : **মো. সাহজাহান আলী**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
জন্ম তারিখ : ৮ এপ্রিল ১৯৫৭
যোগদানের তারিখ : ১ মার্চ ২০০৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বিহার পশ্চিম পাড়া, বিহার হাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : লেখালেখি, বইপড়া ও আড্ডা
প্রিয় মন্তব্য : কেউ যদি যোগ্যতার চেয়ে বেশি পায় তখন সে বে-আদবের চেয়ে বেশি কিছু নয়।
Webmail : shajahan@dcc.edu.bd
ID : 010068

নাম : **মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
পিজিডিআইটি, মাস্টার্স ইন আইটি
জন্ম তারিখ : ৮ নভেম্বর ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ মার্চ ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বেরুয়া, পো: বি.বি.গাঁও, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : মেহমানদারী করা
প্রিয় মন্তব্য : জীবনের উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা চাই।
Webmail : rashidozzaman@dcc.edu.bd
ID : 080069

নাম : **খোন্দকার মো. হাদিউজজামান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর
এমবিএ
জন্ম তারিখ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ জুলাই ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: খামারপাড়া, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা
যোগাযোগ : ০১৯১১০৪৩৪০৫
ইমেইল : hadi.dcc.en@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Respect others and you will be respected.
Webmail : hadiuzzaman@dcc.edu.bd
ID : 020070

নাম : **এস. এম. মেহেদী হাসান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
এম.ফিল, এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২ এপ্রিল ১৯৭৭
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-১২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : মহল্লা: দিঘীর চালা, ওয়ার্ড: ১৬, পো: চান্দনা-১৭০২
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-৯৮৬৩৭২
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া ও গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
Webmail : mahadi@dcc.edu.bd
ID : 010071

নাম : **মো. মশিউর রহমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
বি.এড, এম.এড, এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩০ অক্টোবর ১৯৭৯
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: লক্ষীপুর, ডাক: বহরিয়া বাজার
থানা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৯১৯০২২৮২২
ইমেইল : ruhulmashi@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ ও বৃক্ষরোপণ
প্রিয় মন্তব্য : মানবসেবাই পরম ধর্ম।
Webmail : mashiur@dcc.edu.bd
ID : 010072

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **খায়রুল ইসলাম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স)
এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
এম.এ (TESOL)
জন্ম তারিখ : ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বালীপাড়া, ডাকঘর: উত্তরকুল
থানা: বানারীপাড়া, জেলা: বরিশাল
ইমেইল : khayrul1972@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : "You are just your intillegence"
Webmail : khayrul@dcc.edu.bd
ID : 020073

নাম : **নূর মোহাম্মদ শিপন**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (অনার্স)
এম.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ২৮ আগস্ট ১৯৮০
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: খিতারপাড়, পোস্ট: চিতোষী বাজার, থানা : শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ : ০১৭২৬৯৪৯৫৯৯
ইমেইল : shipon.nur@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B-
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : সরল, সুন্দর ও সৎ পথে চলো।
Webmail : shipon@dcc.edu.bd
ID : 040074

নাম : **আবু বক্কর ছিদ্দিক**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৩ মে ১৯৭৯
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর: জামির্ত্তা, থানা: সিংগাইর
জেলা: মানিকগঞ্জ
ইমেইল : siddhaka@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : শেখার কোন স্থান, কাল, কিংবা পাত্র নাই
সব বয়সে, সব জায়গায় শেখা যায়।
Webmail : abubakkar@dcc.edu.bd
ID : 040075

নাম : **রেজাউল আহমেদ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ফেন্দাহ, ডাকঘর ও
থানা: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৬১১১৩৮৮৭৮
ইমেইল : ahmedreza1981@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : আড্ডা দেওয়া
প্রিয় মন্তব্য : জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট,
মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
Webmail : rezaul@dcc.edu.bd
ID : 010076

নাম : **ফারহানা আরজুমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বিবিএ, এমবিএ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : Plot-10, Block-C, Avenue-2, Section-12
Pallabi, Mirpur, Dhaka
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা, ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : 'Life is uncertain and the end is near'
Webmail : arjuman@dcc.edu.bd
ID : 030077

নাম : **ইসরাত মেরিন**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)
এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ১০ মে ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৬ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ২০৬/১, বঙ্গবন্ধুরোড, পূর্বকাটলী, নেত্রকোনা
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ করা, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"
Webmail : ishrat@dcc.edu.bd
ID : 010078

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মো. শহীদুল ইসলাম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৩০ জুন ১৯৭২

যোগদানের তারিখ : ১৮ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বটকাজল, পো: নগর হাট, উপজেলা: বাউফল
জেলা: পটুয়াখালী
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ফুটবল খেলা দেখা ও বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : সৎ উপার্জন শ্রেষ্ঠ কর্ম।
Webmail : shahidul@dcc.edu.bd
ID : 100079

নাম : **অনুপম দেবনাথ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান), মাস্টার্স ইন আইটি
জন্ম তারিখ : ২ জানুয়ারি ১৯৭৪
যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৬

বর্তমান ঠিকানা : বি-৪০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর : মাথাভাঙ্গা, হোমনা, কুমিল্লা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১২১১৯২৬৬
ইমেইল : anupam.debnath.ad@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B +
প্রিয় সখ : গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : He prayeth best, who loveth best.
All things both great and small.
Webmail : anupam@dcc.edu.bd
ID : 080080

নাম : **তানবীর আহমেদ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২ মার্চ ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : রাখালিয়া, রায়পুর, লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 01678174070
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : তোমার কর্মকাণ্ডই তোমাকে সফল অথবা বিফল করে তুলবে।
Webmail : tanbir@dcc.edu.bd
ID : 030081

নাম : **তন্ময় সরকার**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯
কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮

বর্তমান ঠিকানা : বি-৪১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হোল্ডিং: ৪৭৬, প্রফেসর বাড়ী, কলেজ রোড, মাস্টারপাড়া
মাইজদি বাজার, নোয়াখালী-৩৮০০
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই সংগ্রহ ও পড়া, ডাকটিকেট ও বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ
প্রিয় মন্তব্য : Time decides who you meet in life, your heart decides who you want in your life, but your behaviors decide who will stay is your life.
Webmail : tonmoy@dcc.edu.bd
ID : 030082

নাম : **মো. হযরত আলী**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ)
এম.বি.এ (এইচ.আর.এম)
আই.টি.পি (এন.বি.আর)
জন্ম তারিখ : ১০ মার্চ ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সন্তোষ, টাঙ্গাইল-১৯০২
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : For our betterment,
we should be better man.
Webmail : hazrat@dcc.edu.bd
ID : 030083

নাম : **মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এম
জন্ম তারিখ : ০৫ অক্টোবর ১৯৮২
যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮

বর্তমান ঠিকানা : শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সেকশন: ১১, ব্লক বি, লাইন: ১, বাসা: ৪৮, মিরপুর, পলবী, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : ০১৯১১৬২৬৬৬২
ইমেইল : ma_dcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ ও খেলা
প্রিয় মন্তব্য : Every money is investment
Webmail : mahbub@dcc.edu.bd
ID : 060084

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **ফারহানা হাসমত**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (এআইএস)
এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৩

যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৮১৯, সাউথ দনিয়া, নুরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : O+
Webmail : farhanahasmat@dcc.edu.bd
ID : 040085

নাম : **মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (বাংলা), এম.ফিল
ELT (BUBT)
Ph.D (গবেষক)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
বর্তমান ঠিকানা : ১৪৭/১৪৮ চ ব্লক, রাইনখোলা, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : স্বপ্নপুরী, কলমেশ্বর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৯১৪২১০৮৮৩
ইমেইল : himelzahir@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, আড্ডা
প্রিয় মন্তব্য : ভালোবাসার একমাত্র প্রতিদান ভালোবাসা।
Webmail : zahirul@dcc.edu.bd
ID : 010086

নাম : **মো. জাহিদুল কবির**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২২ আগস্ট ১৯৭৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ মার্চ ২০০৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-২২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: খলশী, পো: বহরামপুর
উপজেলা: বাঘারপাড়া, জেলা: যশোর
যোগাযোগ : ০১৭১৪৫৪৪৪৭৭
ইমেইল : zahid.dcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : "Commitment to honesty and perseverance."
Webmail : zahedul@dcc.edu.bd
ID : 020087

নাম : **ফাহমিদা ইসরাত জাহান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (অনার্স), এম.বি.এস (ফিন্যান্স), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৪ জানুয়ারি ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২৬৫/১, পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৯১৪৭৩২১৩৩
ইমেইল : kabir_351@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ছুটির দিনে ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : কাউকে অপমানিত হতে দেখে কখনও খুশি হতে নেই। হতে পারে এর চেয়েও বড় কোনও অপমান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।
Webmail : fahmida@dcc.edu.bd
ID : 060088

নাম : **ফারহানা আক্তার সাদিয়া**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৫ জুন ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২৮৩/ই, বাংলা সড়ক, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯
স্থায়ী ঠিকানা : ১-সি/২ মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : "We can't help everyone but everyone can help someone."
Webmail : farhanaaktar@dcc.edu.bd
ID : 050089

নাম : **মোহাম্মদ শফিকুর রহমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (ইংরেজি)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৩ এপ্রিল ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : রোড-২, বাড়ি-১০, ব্লক-এ
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, পো: বাঘুন
থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, খেলাধুলা (ক্রিকেট)
প্রিয় মন্তব্য : "None is to none under the sun."
Webmail : shafiqur@dcc.edu.bd
ID : 020090

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **সমীরন পোদ্দার**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
এম.এ (ইএলটি)
জন্ম তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাজাব, পো: ঘোড়াশাল
থানা: পলাশ, জেলা: নরসিংদী
যোগাযোগ : ০১৬২১-৩৮৪৬১০
ইমেইল : samiran.podder@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান করা, বই পড়া ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : life is a stage and we are players.
Webmail : samiran@dcc.edu.bd
ID : 020091

নাম : **মো. মাহমুদ হাসান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (এআইএস)
এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ : ১১ মে ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪৭, রোড: ৪, সেকশন: ৩, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট: জয়নন্দ হাট; থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর
যোগাযোগ : ০১৭২২০৯৫১৮৯
ইমেইল : hasanyahyaru@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : Never too late to follow your dreams.
Webmail : hasan@dcc.edu.bd
ID : 040096

নাম : **মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.বি.এস (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ০৩, রোড: ০৬, ব্লক ই, সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কাটাজানি, পো: মুকুন্দিয়া, থানা: রাজবাড়ী, জেলা: রাজবাড়ী
যোগাযোগ : ০১৭৩১০২৩০০৭
ইমেইল : mohammadmasudperves@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, আড্ডা দেয়া, বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : "মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন"
Webmail : perves@dcc.edu.bd
ID : 040097

নাম : **মো. হাসান আলী**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ মে ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ১৪/৭, ব্লক-এফ, টিক্কাপাড়া, হাজী চিনু মিয়া রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
স্থায়ী ঠিকানা : ২৯/৯, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগ : ০১৯১৬৬৭০০০৯
ইমেইল : hasan600@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা এবং ক্রিকেট খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : Never give up.
Webmail : hasanali@dcc.edu.bd
ID : 060098

নাম : **তাসমিনা নাহিদ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮২
কলেজে যোগদানের তারিখ : ০১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২০/১৩, মিরপুর-১৪, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কাশীরাম, ডাকঘর: করিমপুর, থানা: কালীগঞ্জ
জেলা-লালমনিরহাট
যোগাযোগ : 01719101022
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : "It is not enough to aim, you must hit"
Webmail : tasmina@dcc.edu.bd
ID : 050099

নাম : **মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস
পি জি ডি ইন ইকোনমিক্স
জন্ম তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : H: 10, Ro:1, Floor: 5 (west)
section: A, Mirpur-1
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বরুয়াজানি, ডাকঘর: কাকরকান্দি
উপজেলা: নালিতাবাড়ী, জেলা: শেরপুর
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : বাবার পরামর্শ- 'বিবেকের শাসন মেনে চলবে।'
Webmail : baki@dcc.edu.bd
ID : 070100

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মো. কায়সার আলী**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২০ জানুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বগা, পো: নাটইখালা, থানা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট
যোগাযোগ : ০১৭৬১৪৪৮৫৪০
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : "The world is what it is; men who are nothing, who allow themselves to become nothing have no place in it."
Webmail : kaisar@dcc.edu.bd
ID : 020092

নাম : **সিগ্‌মা রহমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.B.A, M.B.A (H.R.M)
জন্ম তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: জয়মন্টপ, থানা: সিংগাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজ নিঃসন্দেহে, একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। এই কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষক-এই দুই রূপে আমি গর্ববোধ করি।
Webmail : sigma@dcc.edu.bd
ID : 030093

নাম : **উম্মে সালমা**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (সম্মান), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ফ্লাট-৫/বি, বাড়ি: ১৩, রোড: ০৩, ব্লক: বি সেকশন: ০২, মিরপুর-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা, বাগান করা।
Webmail : salma@dcc.edu.bd
ID : 030095

নাম : **পার্থ বাড়ৈ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : এ-১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বুরুয়া, পোস্ট: কলাবাড়ি থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১৯৮৮৪৫৮৮
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া ও খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : আমাদের অন্যের সাথে তেমন ব্যবহার করা উচিত, যেমন ব্যবহার আমরা অন্যের থেকে আশা করি।
Webmail : partha@dcc.edu.bd
ID : 010101

নাম : **ফারজানা রহমান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : BBA, MBA (HRM)
জন্ম তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ২০/৫, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি- ২৪, রোড-২৯, ব্লক-ডি, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া, সিনেমা দেখা, বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অন্যতম বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ছাত্রী হিসাবে এবং শিক্ষক হিসাবে দুইভাবে যুক্ত হবার কারণে গর্বিত।
Webmail : farjana@dcc.edu.bd
ID : 030094

নাম : **রেহানা আখতার রিংকু**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স) এম.এ (ইএলটি)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ই-১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়াটার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গোমকোট, ডাকঘর: ময়ূরা থানা: লাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : Travelling
প্রিয় মন্তব্য : Know Thyself.
Webmail : rehana@dcc.edu.bd
ID : 020103

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : নার্পিস হায়দার
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (সি.এস.ই)
এম.এসসি (এম.আই.টি)
জন্ম তারিখ : ১ মে ১৯৮৩
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১২

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট: শিমপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: কুমিল্লা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
মোবাইল নম্বর : ০১৬২৫০০১৮০০
ইমেইল : narpisdu@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : অবসরে নিজ গ্রামে হাঁটা
প্রিয় মন্তব্য : বিনয়ী হও এবং অধ্যাবসায় কর, সাফল্য নিশ্চিত।
Webmail : narpis@dcc.edu.bd
ID : 080104

নাম : মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি ইন সি.এস.ই
এম.এসসি ইন সি.এস.ই
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১২

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি- ১০৩/১০৪, রোড- ১, চ ব্লক, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: কাঠালিয়া, থানা: আমতলী, জেলা: বরগুনা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৬১০১৬৫৯
ইমেইল : saad_cu@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজেকে জানুন
Webmail : shoaiebur@dcc.edu.bd
ID : 080105

নাম : মো. তারেকুর রহমান
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪৬, রোড: ৭ (টিনসেড, চ-ব্লক), মিরপুর-২, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: খাসতবক, থানা: পাথরঘাটা, জেলা: বরগুনা
যোগাযোগ : ০১৭১৫২৫৩৮০৮
ইমেইল : dialecticalpoet@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : মুভি দেখা, গান শোনা, গান গাওয়া, কবিতা লেখা ও ভ্রমণ।
প্রিয় মন্তব্য : "The woods are lovely, dark and deep,
But I have promise to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep. -Robert Frost
Webmail : tarequrrahman@dcc.edu.bd
ID : 020106

নাম : মো. আনোয়ার হোসেন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ, বি.এড
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৩
বর্তমান ঠিকানা : শিয়ালবাড়ি মোড়, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাজাখালী, থানা: দুমকী, জেলা: পটুয়াখালী
যোগাযোগ : ০১৯২৩৬২৫৫৫২
ইমেইল : anwar88dcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : দায়িত্বই বেহেশত জোগায়, হেলায় অনল দহে।
Webmail : anwar@dcc.edu.bd
ID : 020108

নাম : মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৭ জানুয়ারি ১৯৯০
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : ১২৫৮/১, উত্তরখান গাজীপাড়া, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ধামছি, পো: গোবিন্দপুর, থানা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ : ০১৯৬২০৬৭২৩৭
ইমেইল : r.mahafuz7@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলাধূলা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Labor never betrays
Webmail : mahafuzur@dcc.edu.bd
ID : 060109

নাম : মোসা: ফরিদা ইয়াছমিন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : মাটিকাটা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চারিপাড়া, পো: চান্দলা বাজার, থানা: বি-পাড়া
জেলা: কুমিল্লা
যোগাযোগ : ০১৯২৩৪৫০৫৩৩
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Be Positive. যা ঘটে তা ভালোর জন্যই ঘটে।
Webmail : farida@dcc.edu.bd
ID : 060110

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : মো. আহসান তারেক
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : ৫২/২০, মধ্য-পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৯১১৭৭৯৪৯৪
ইমেইল : tarek_ahsan@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলাধুলা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : যদি কাউকে নিয়ে কারও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তাকে বলুন, অন্যদেরকে নয়।
Webmail : tareq@dcc.edu.bd
ID : 060111

নাম : শিরিন আক্তার
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বি/২৫, আরামবাগ হাউজিং, রোড: ৫, সেকশন: ৭, পল্লবী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01629472421
ইমেইল : shirinakter.1216@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : যে হাত কাজ করে, সেই হাত বেশি নোংরা হয়।
Webmail : sherin@dcc.edu.bd
ID : 060112

নাম : মুক্তি রায়
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ মে ২০১৪
বর্তমান ঠিকানা : এ-১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পশ্চিম সুজন কাঠি থানা ও পোস্ট: আগৈলঝাড়া, জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।
Webmail : mukti@dcc.edu.bd
ID : 010113

নাম : শিমুল চন্দ্র দেব নাথ
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স) এম.বি.এস (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ১ জুলাই ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১১ মে ২০১৪

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২৯১/২৯২, ব্লক: চ, মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৬৭২২২৮৯৮৮
ইমেইল : shimul60006@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : Busy life is happy life
Webmail : shimul@dcc.edu.bd
ID : 040114

নাম : এরিন সুলতানা
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ(বাংলা)
জন্ম তারিখ : ২০ মে ১৯৯০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ব্লক-এ, রোড: ৪, বাসা: ০৪, মিরপুর-২, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম, পো: ও উপজেলা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৮৮১-৬৬০১২৪
ইমেইল : arinbangladu@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
Webmail : arin@dcc.edu.bd
ID : 010116

নাম : অনুপম বিশ্বাস
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২৪ আগস্ট ১৯৮৫
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : উদয়ন রক্তকরবী, ফ্ল্যাট নং- ৯/এইচ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ও পো: কধুরখীল, থানা: বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৬৭৪ ৪৫০০৭০
ইমেইল : abiswas_ctg@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া, সিনেমা দেখা, বেড়াতে যাওয়া
প্রিয় মন্তব্য : "To be great is to be misunderstood." -R.W. Emerson
Webmail : anupambishwas@dcc.edu.bd
ID : 020117

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : মুহাম্মাদ জাকারিয়া ফয়সাল
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট: ৬/এ, বাসা: ১১৫-১১৮, রোড: ০২, ব্লক-চ মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: দূর্গাপুর, পো: ইটবাড়িয়া, থানা ও জেলা: পটুয়াখালী
যোগাযোগ : ০১৬৭৪৯২৭৩৭৩
ইমেইল : miraz1812@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা, মুভি দেখা, নেট সার্ফিং করা
প্রিয় মন্তব্য : To strive, to seek, to find and not to yield. -Alfred Tennyson
Webmail : jakaria@dcc.edu.bd
ID : 020118

নাম : মো. সোহেল রানা
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২৬, রোড: ৩, তুরাগসিটি, প্রিয়াংকা হাউজিং ব্লক: এ, সেকশন: ১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : প্রযত্নে: মো. আলিমুদ্দিন, গ্রাম: কালিয়ার পাড়া ডাক: বুধপাড়া, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৫
যোগাযোগ : 01735789547
ইমেইল : ms.rana@dcc.edu.bd
রক্তের গ্রুপ : A-
প্রিয় সখ : Travelling
প্রিয় মন্তব্য : "How can I help you?"
Webmail : sohel@dcc.edu.bd
ID : 030119

নাম : আহসান উদ্দিন খান
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ১০৫, গোলারটেক, মিরপুর- ১, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৭৯৭০৫৯৬৩৬
ইমেইল : ahsanrone@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : খেলাধুলা
প্রিয় মন্তব্য : সময়ানুবর্তিতা জীবনে সাফল্যের অন্যতম সহায়ক।
Webmail : ahsan@dcc.edu.bd
ID : 040121

নাম : সাবিহা আফসারী
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ জুন ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ১১৬০, পূর্বমনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01915998068
ইমেইল : sabiha_mkt14th@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B-
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : If opportunity does not knock, build a door.
Webmail : sabiha@dcc.edu.bd
ID : 050122

নাম : নাজমা আক্তার
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) in CSE
M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
স্থায়ী ঠিকানা : হাজীপাড়া, ঠাকুরগাও
মোবাইল নম্বর : ০১৯৫৪৫৫২২৩০
ইমেইল : atikbml@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : পরনিন্দা ভাল নয়।
Webmail : nazma@dcc.edu.bd
ID : 080123

নাম : ফারহানা ফেরদৌস
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ৫৯/৩, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : High thinking with simple living
Webmail : farhanaferdous@dcc.edu.bd
ID : 060124

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : শাহিদা শারমীন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
এম.বি.এস (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
জন্ম তারিখ : ১২ জুন ১৯৮৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ১৩২/২/এ, আহম্মদবাগ (২য় লেন), বাসাবো, ঢাকা-১২১৪
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-চরখিদিরপুর, পো: সান্দিকোনা, থানা- কেন্দুয়া
জেলা- নেত্রকোনা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অনুমানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা ধ্বংস হয়েছে।
Webmail : shahida@dcc.edu.bd
ID : 060125

নাম : মো. সাহেদ হোসেন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস, এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১০ মে ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২০৭/২০৮, ব্লক চ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ১৭৮, নগরবাড়ী, দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
যোগাযোগ : ০১৯১৩১৩৪২৫৫
ইমেইল : sahedhossain55@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : দাবা খেলা
প্রিয় মন্তব্য : Do or Die
Webmail : sahed@dcc.edu.bd
ID : 040126

নাম : মো. আহসান হাবিব
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) CSE, M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : ৪ জুন ১৯৯০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০১৬
বর্তমান ঠিকানা : মিরপুর- ১১, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর
ইমেইল : lingkoncse07@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় মন্তব্য : বাস্তবতা আবেগের অনেক উর্ধ্বে
Webmail : ahsanhabib@dcc.edu.bd
ID : 080136

নাম : মেহেরুন নাহার
পদবী : প্রভাষক (খন্ডকালীন)
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
জন্ম তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২১৯৬, গ্রাম: পলাশবাড়ি, পলাশবাড়ি রোড
আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01676734832
ইমেইল : meharunfin@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : আলাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।
Webmail : meharun@dcc.edu.bd
ID : 060127

নাম : মারুফা সুলতানা
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক, স্নাতকোত্তর (ইতিহাস)
জন্ম তারিখ : ১২ অক্টোবর ১৯৭৬
যোগদানের তারিখ : ১২ মে ২০১৪

বর্তমান ঠিকানা : ৫/৭-এ (৫ম তলা), পল্লবী, মিরপুর-সাড়ে এগারো, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চরমাহমুদী, পো: গৌরীপুর, থানা: দাউদকান্দি
জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া, টেলিভিশনে এবং স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখা, ভ্রমণ করা, গানশোনা
প্রিয় মন্তব্য : "সর্বহারাদের হারাবার কিছু নেই, পাবার আছে অনেক কিছু"
Webmail : marufa@dcc.edu.bd
ID : 090128

নাম : সোলায়মান আলম
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর
জন্ম তারিখ : ৩১ অক্টোবর ১৯৮৯
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২০৮, বক: চ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গাংডুবি, ডাকঘর: কেল্লাই
থানা: ঘিওর, জেলা: মানিকগঞ্জ
মোবাইল নম্বর : ০১৬৮২৯৪৭০৮১
ইমেইল : alamsolayman@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : প্রতিটি মানুষের এমন একটি সহানুভূতির জায়গা প্রয়োজন যেখানে সে আশ্রয় পাবে।
Webmail : solayman@dcc.edu.bd
ID : 010129

শিক্ষক পরিচিতি

নাম : **মাছুম আলম**
পদবী : প্রভাষক (খন্ডকালীন)
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স)
এম.বি.এস (ব্যবস্থাপনা), এল.এল.বি
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ফাতেমা গনি ভিলা, ১৭০ উত্তর মান্ডা, মুগদা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ধারা, ডাকঘর: খলিশাউড়, উপজেলা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা
যোগাযোগ : 01918-248229
ইমেইল : masum.223@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া ও লেখালেখি করা
প্রিয় মন্তব্য : "পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ো।"
Webmail : masum@dcc.edu.bd
ID : 030130

নাম : **রিফ্‌ফাত শবনম**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস
এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১৭ নভেম্বর ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪, সেকশন: ৩, ব্লক সি, কাদেরাবাদ হাউজিং কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01715104540
ইমেইল : riffat.mkt@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, গল্পের বই পড়া, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে"
Webmail : shobnom@dcc.edu.bd
ID : 050131

নাম : **নূর নাহার**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস, এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ১০(৪এনসি), রোড: ৪, ব্লক বি, আরিফাবাদ হাউজিং সোসাইটি, বর্ধিত পলবী, সেকশন:৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01717498289
ইমেইল : nahar.shilpi0601@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
Webmail : nahar@dcc.edu.bd
ID : 050132

নাম : **সুয়াইবা হক তুরাবি**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) in CSE
M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : 25 November 1990
যোগদানের তারিখ : 3 January 2015

বর্তমান ঠিকানা : Udayan Raktokorubi, Flat: 10 L
Dhaka Commerce College Rood, Mirpur-2
স্থায়ী ঠিকানা : House: 41, Rood: 02, Block: E, Banasree
Rampura, Dhaka-1219
ইমেইল : turabihq@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Practice makes a man perfect.
Webmail : turabi@dcc.edu.bd
ID : 080133

নাম : **মো. শফিকুর রহমান**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (ইতিহাস)
জন্ম তারিখ : ৩০ নভেম্বর ১৯৮৯
যোগদানের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ১২৭, সলিমুলাহ মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর বালাপাড়া, পো: চাপারহাট
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট
যোগাযোগ : 01723673401
ইমেইল : shafiq_du@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ঘুরে বেড়ানো, মাছধরা, ঘুড়ি ওড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : And miles to go before I sleep.....
Webmail : shofiqurrahman@dcc.edu.bd
ID : 090134

নাম : **ফারজানা আকতার রিপা**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) EEE, M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ আগস্ট ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ৩নং প্লট, কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৩০৬/২০৩ (ক), গর্জনখোলা, কুমিল্লা
ইমেইল : ripaiubat@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : গান শোনা
Webmail : ripa@dcc.edu.bd
ID : 080135

শাখা প্রধান পরিচিতি

শারীরিক শিক্ষা

নাম : **ফয়েজ আহমদ**
পদবী : সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক
বিভাগ : শারীরিক শিক্ষা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক,স্নাতকোত্তর এম.বি.এ, এম.পি.এড
জন্ম তারিখ : ১ আগস্ট ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৪ জুন ২০০০
বর্তমান ঠিকানা : বি-৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গজারীয়া, ডাকঘর: নিলাম হাট উপজেলা: সোনইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী
যোগাযোগ : 01777320024
ইমেইল : faizahmd118@roclalmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : সেবার মাঝে বেঁচে থাকো সবার কাছে।
Webmail : foizahmed@dcc.edu.bd
ID : 130053

গ্রন্থাগার

নাম : **মুহাম্মদ আশরাফুল করিম**
পদবী : গ্রন্থাগারিক
শাখা : গ্রন্থাগার
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান),স্নাতকোত্তর (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ এপ্রিল ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-২০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মুসলিম পাড়া, ডাকঘর: জংগলবাড়ি উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
ইমেইল : ashraful1974@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : আদর্শের দৃঢ়তাই ব্যক্তির সততার মূল ভিত্তি।
Webmail : asraful@dcc.edu.bd
ID : 310058

অফিস শাখা

নাম : **মোহাম্মদ নুরুল আলম**
পদবী : প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শাখা : অফিস
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : এম.এস.এস
জন্ম তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৫৭
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ১৯৯১

বর্তমান ঠিকানা : বি-৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাখালিয়া, পোস্ট: রাখালিয়া বাজার, উপজেলা: রায়পুর জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 01817590476
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা
Webmail : alam@dcc.edu.bd
ID : 320002

হিসাব শাখা

নাম : **মো. আশরাফ আলী**
পদবী : হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
শাখা : হিসাব
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (এআইএস) এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বি-১০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কুনকুনিয়া, পো: ছালাভরা, থানা: কাজীপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ
যোগাযোগ : 01712171312
ইমেইল : ashrafdu77@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা ও মাছ ধরা
প্রিয় মন্তব্য : সদা সত্য কথা বলা
Webmail : ashraf@dcc.edu.bd
ID : 330088

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

নাম : **মো. এনায়েত হোসেন**
পদবী : উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
শাখা : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা) এম.বি.এ (এইচআরএম)
জন্ম তারিখ : ৬ এপ্রিল ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : হাজী মো. শামসুল হক, ৬৫/৬৬ শাইন পুকুর রোড মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বড়াকোঠা, পো: ডাকুয়ার হাট উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ভালো অভ্যাস গড়ি প্রতিদিন
Webmail : enayet@dcc.edu.bd
ID : 340092

প্রকৌশল শাখা

নাম : **মো. সেলিম রেজা**
পদবী : সহকারী প্রকৌশলী
শাখা : প্রকৌশল
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.সি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
জন্ম তারিখ : ৮ জুন ১৯৭৫
যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৯৬

বর্তমান ঠিকানা : ৪৩ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৭১২২২১৩০৩
ইমেইল : salim_reza07@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : গাছ লাগানো
Webmail : salimreza@dcc.edu.bd
ID : 350017

শাখা প্রধান পরিচিতি

মেডিকেল শাখা

নাম : ডা. এ. কে. এম আনিসুল হক
পদবী : মেডিকেল অফিসার
শাখা : মেডিকেল শাখা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : এম.বি.বি.এস, ডিপিএইচ এমএসসি (জাপান)
জন্ম তারিখ : ২৮ জুন ১৯৫২

যোগদানের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০১৬
বর্তমান ঠিকানা : ১-এ, এভিনিউ-৩, ব্লক-সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৭২৭১১০০৯১
রক্তের গ্রুপ : AB+
Webmail : anis@dcc.edu.bd
ID : 360101

নিরাপত্তা শাখা

নাম : মো. হোসেন শাহ আলম
পদবী : নিরাপত্তা কর্মকর্তা
শাখা : নিরাপত্তা শাখা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বিএ, এলএলবি (পার্ট-১)
জন্ম তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৫
যোগদানের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০১৬

বর্তমান ঠিকানা : ১০৯/১, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- শ্রীকোলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
যোগাযোগ : ০১৭১৬১৫৬৬৫৪
ইমেইল : mhshahalam1980@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : গান করা
Webmail : shahalam@dcc.edu.bd
ID : 370102

কমকর্তা-কর্মচারী পরিচিতি

লাইব্রেরি

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

মো. শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মো. আব্দুর রহমান
ক্লিনার

অফিস

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মো. লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মো. মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মো. ফরিদ
ড্রাইভার

মো. বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মো. বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মো. সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মো. ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মো. হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

কমকর্তা-কর্মচারী পরিচিতি

মো. কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছা. সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মো. মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছা. সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মো. শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মো. জাকির হোসেন
পিয়ন

মো. ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মো. কাউসার মিয়া
পিয়ন

মো. আল-আমিন
পিয়ন

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মো. সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মি. জেকুব
ক্লিনার

মো. আলমগীর হোসেন
ক্লিনার

মো. কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার

হিসাব শাখা

মো. আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মো. ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মো. জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মো. দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মো. রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মো. বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মো. রাসেল আলী
পিয়ন

কমকর্তা-কর্মচারী পরিচিতি

প্রকৌশল শাখা

মো. লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মো. মজিবুর রহমান
বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার

মো. আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মো. ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মো. মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মো. আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মো. কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মো. শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মো. নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মো. জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মো. নুরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মো. রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

নিরাপত্তা শাখা

মো. আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. সেলিম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মো. আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

কমকর্তা-কর্মচারী পরিচিতি

মো. মোশারফ হোসেন
গার্ড

মো. দাউদ আলী
গার্ড

মো. আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মো. মাসুদ ইমরান
গার্ড

মো. সবুজ ফকির
গার্ড

মো. মিলন মিয়া
গার্ড

মেডিকেল শাখা

জাহিদ হাসান
গার্ড

মো. গফ্ফার
গার্ড

মো. সাইদুর রহমান
গার্ড

মো. রমজান আলী
মালী

মো. আব্দুর রাজ্জাক
গার্ড (মাস্টাররোল)

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

বিভাগীয় কর্মচারী

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

মো. আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরি সহকারী (হিবি)

মো. আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মো. রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)

মো. গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

মো. বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

মো. শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

মো. ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

একনজরে বিগত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬.৩৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	–	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	–	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	–	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	–	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	–	৭০৫	৯৬.৮৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	–	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭ জন (উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭০	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৫	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪১১	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪০৯ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪২৩ জন
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৩১ জন
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ১১৫৬ জন
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৩	৬৬	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৭১ জন
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮১৯ জন
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৩৩০ জন
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৩৪৩ জন

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

ব্যবস্থাপনা

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকার স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৩	২৯	-	৯	২০	-	২৯	১০০%	-
	২০১৪	১২	-	৯	৩	-	১২	১০০%	-

হিসাববিজ্ঞান

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকার স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৩তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৩	৪৭	-	৩১	১৬	-	৪৭	১০০%	-
	২০১৪	৪৪	-	২৯	১৫	-	৪৪	১০০%	-

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	-
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	-
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	-
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	-
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৩	৫৪	১	৪৮	৫	-	৫৪	১০০%	-
	২০১৪	৫৬	২	৪৯	৫	-	৫৬	১০০%	-
মার্কেটিং	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	-
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	-
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	-
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	-
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	-
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৩	৪০	-	২৮	১২	-	৪০	১০০%	-
	২০১৪	৩০	-	১৬	১৪	-	৩০	১০০%	-

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
ইংরেজি	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	-
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	-
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	-
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	-
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	-
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	-
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	-
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৩	৪	-	২	১	-	৩	৭৫%	-
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	-
অর্থনীতি	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	-
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	-
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	-
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	-
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	-
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	-
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	-
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	-
পরিসংখ্যান	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম (যুগ্ম), ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬ তম।
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	-
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	-
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	-

একনজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	-
	২০১২	২২	১৮	৪	-	২২	১০০%	-
	২০১৩	৩৩	১৭	১৬	-	৩৩	১০০%	-
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম, ২৬তম(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম, ২৪তম, ২৮তম, ৩২তম, ৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	-
	২০১২	২৬	২৬	-	-	২৬	১০০%	-
	২০১৩	৪৮	৩৬	১২	-	৪৮	১০০%	-
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)।
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	-
	২০১২	৩০	২৫	৫	-	৩০	১০০%	-
	২০১৩	৩৫	২৩	১২	-	৩৫	১০০%	-
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ) ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	-
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	-
	২০১৩	৪১	৩৬	৫	-	৪১	১০০%	-
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	-
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	-
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	-
	২০১২	৮	-	৬	-	৬	৮০%	-
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	-
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	-
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	-
	২০১২	২	২	-	-	২	১০০%	-
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম(২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম(২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	-
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	-

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

স্থাপিত ১৯৮৩ ● ১৩৯৬

সেরা বেসরকারি কলেজ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

প্রবন্ধ প্রতিবেদন স্মৃতিচারণ

১	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ফল প্রকাশ সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং	প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ	৬৬
২	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং: চিন্তা-সাফল্য ও সম্ভাবনা	প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদ	৬৭
৩	ঢাকা কমার্স কলেজের ২৭ বছরের পথ পরিক্রমা	প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	৬৯
৪	ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষত্ব	এএফএম সরওয়ার কামাল	৭২
৫	ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী	৭৪
৬	শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ	মো. শামসুল হুদা এফসিএ	৭৯
৭	এবারেও জাতীয় পর্যায়ে সেরা ঢাকা কমার্স কলেজ এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমরা গর্বিত	ড. এম হেলাল	৮১
৮	সেরা কলেজের নেপথ্যে...	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম	৮৬
৯	সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	প্রফেসর মো. রোমজান আলী	৯৪
১০	একটি ঢাকা কমার্স কলেজ	প্রফেসর মো. আবদুল কাইয়ুম	৯৬
১১	ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা অর্জন	মো. ইউনুছ হাওলাদার	১০০
১২	একে একে নিভিছে দেউটি	নাঈম মোজাম্মেল	১০১
১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ	মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	১০৩
১৪	যেভাবে ছুঁয়েছে আকাশ	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	১০৫
১৫	একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস	ফারহানা সাত্তার	১০৭
১৬	আসসালামু আলাইকুম প্রফেসর, কেমন আছেন?	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম	১০৭
১৭	আমার কলেজ	শারমীন সুলতানা	১০৮
১৮	ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিচিতি ও কার্যক্রম	এস এম মেহেদী হাসান	১০৯
১৯	সেরা সাংস্কৃতিক অঙ্গন	মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	১১৪
২০	স্বপ্ন তৈরির কারখানা	মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ	১১৫
২১	প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বন্ধন ও সম্প্রীতির মিলনমেলা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন	মো. হাসান আলী	১১৬
২২	রূপালি আভার স্বর্ণালী সেই দিনগুলি	মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল	১১৯
২৩	আমার কলেজ	অংকনী চক্রবর্তী	১২০
২৪	শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসেবায় মেডিকেল সেন্টার	ডা. এ কে এম আনিসুল হক	১২০
২৫	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এগিয়ে চলা	মো. সাইফুল ইসলাম	১২১
২৬	সেরা কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব ব্যবস্থাপনা	মো. আশরাফ আলী	১২৪
২৭	আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও দক্ষ হল ব্যবস্থাপনা : ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি	মো. এনায়েত হোসেন	১২৫
২৮	শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ ঢাকা কমার্স কলেজ	আলী আহাম্মদ	১২৮
২৯	সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ক্যাম্পাস	ফরহাদ হোসেন বিপু	১৩০
৩০	ছায়াঘর	ফারজানা আখতার ছবি	১৩২
৩১	আমার সেরা কলেজ	মুরাদ হোসেন	১৩৪
৩২	ডাইরি	আনিকা রহমান সেঁজুতি	১৩৫
৩৩	স্মৃতিকথা	সানজানা চৌধুরী	১৩৫
৩৪	স্বপ্নের মতো মধুময়	সিয়াম জহির ফাগুন	১৩৬
৩৫	প্রাণের কলেজ	মো. সজীব সরকার	১৩৭
৩৬	স্বপ্নের পথযাত্রা	মো. মানিক হোসেন জয়	১৩৮
৩৭	শ্রেষ্ঠত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ	নাঈম খন্দকার	১৩৯
৩৮	আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গন	সাদিয়া আক্তার চৈতি	১৩৯

কবিতা

১	সাজানো বাগান	প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	১৪০
২	সেরা কলেজ	তানভীর আহমেদ	১৪১
৩	রত্নগর্ভা	মো. শামীম মোল্লা	১৪১
৪	শিক্ষা	সামিরা হোসেন মিলি	১৪১

সংবাদপত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ ১৪৩

পরিশিষ্ট ১৬১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ফল প্রকাশ সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা। গত ৩ বছর ধরে উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকালে প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজাতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনারা কমবেশি ওয়াকিফহাল রয়েছেন। ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রকে সক্রিয় করে এর মাধ্যমে অনেক কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে। সেশনজট নিরসনে ক্রাশ প্রোগ্রাম নামে বিশেষ অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে, যা কার্যকর করার ফলে ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষার্থী সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম নিয়মিত চলছে, যার আওতায় প্রতি মাসে ৩টি বিষয়ে গড়ে ১২০ জন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। সেবা গ্রহীতাদের জন্য ক্যাম্পাসে একটি অত্যাধুনিক ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকলের জন্য তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে একটি কলসেন্টারের সহায়তা নেয়া হয়েছে। গতানুগতিক ফাইল চালাচালির স্থলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ই-ফাইলিং প্রবর্তন করেছি। দেশের ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রায়-সম্পূর্ণভাবে বর্তমানে আইটিভিত্তিক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ভূমি অধিগ্রহণ করে প্রত্যেকটিতে দুটি ১০-তলা ভবনসহ নিজস্ব অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে ৬টি স্থায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪০০ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প এখন একনেক-এর অনুমোদনের অপেক্ষায়। চলতি বছর নভেম্বরে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। অধিভুক্ত সকল কলেজকে হাই কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসারও আমাদের এক মহাপরিকল্পনা রয়েছে।

প্রিয় বন্ধুরা, সেশনজট নিরসন ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন পদ্ধতি তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ও বিকেন্দ্রীকৃত করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের পর এখন আমাদের সম্মুখে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন। এ জন্য কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন আঞ্চলিক পর্যায়ে কলেজ অধ্যক্ষদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ, সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক ৯০০ কোটি টাকার একটি প্রোগ্রাম ডিপিপি আকারে সরকারের নিকট জমাদান, কলেজ পর্যায়ে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা ২০১৫ সালের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬৮৫টি স্নাতক (সম্মান) পাঠদানকারী কলেজের পারফরমেন্স র‍্যাংকিং- এর উদ্যোগ গ্রহণ করি। এটি বাংলাদেশে প্রথম। ৩১টি KPI (Key Performance Indicators) অনুযায়ী অন-লাইনে তথ্যপ্রেরণ করার আহবান জানিয়ে ১২-১১-২০১৫ তারিখে কলেজসমূহের বরাবর একটি নোটিশ ইস্যু করা হয়। তথ্য প্রেরণের সর্বশেষ তারিখ ছিল ১০ জানুয়ারি ২০১৬। মোট ৪২২ (চারশ বাইশ) টি কলেজের পক্ষ থেকে আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে নির্ধারিত KPI অনুযায়ী ১৫১ (একশ একান্ন) টি কলেজ (৮৪টি সরকারি, ৬৭টি বেসরকারি, ২১টি মহিলা) র‍্যাংকিং-এর শর্ত পূরণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য এ জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ কমিটি এ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিভুক্ত মোট ৭৫টি (৫+১+১+১+৬৭) কলেজকে ২০ মে ২০১৬, বিকেল ৩টায় জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠেয় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কৃত করতে চাই। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। নির্বাচিত কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ছাড়াও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অনুষ্ঠানে আপনাদের অগ্রিম সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সাংবাদিক বন্ধুরা, কলেজসমূহের পারফরমেন্সভিত্তিক র‍্যাংকিং-এর এ আয়োজন সূচনামাত্র। প্রতিবছর এর ব্যবস্থা করা হবে। ভবিষ্যতে স্নাতক পাঠদানকারী কলেজসমূহকেও র‍্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। আমাদের বিশ্বাস, এ ধরনের আয়োজন কলেজসমূহের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার ধারা সৃষ্টি করবে, যা কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রভাব ফেলবে। এও আশা করি, ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক কলেজ পারফমেন্স র‍্যাংকিংয়ে অংশগ্রহণ করবে।

পরিশেষে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-উপাচার্য (বর্তমান উপাচার্য, আইইউটি) অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর ও কমিটির সম্মানিত সদস্যসহ কলেজ র‍্যাংকিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনে আপনাদের এ ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সকলের কল্যাণ হোক।

দ্রষ্টব্য: ১৪ মে ২০১৬, ধানমণ্ডি নগর কার্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে পঠিত (সংক্ষেপিত)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং: চিন্তা-সাফল্য ও সম্ভাবনা

প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদ
ট্রেজারার ও
আহ্বায়ক
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ব্যাপকতা বিশাল। সারাদেশের কলেজ শিক্ষার মান-নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। প্রায় ২ যুগ ধরে এসব দায়িত্ব পালন করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তবে বাস্তবে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলেও মান-নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণের দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর বিশিষ্ট রাষ্টবিজ্ঞানী, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এই বিষয়ে প্রথমবারের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অধিভুক্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে র‍্যাংকিং-এর আয়োজন করা হয়েছে ২০১৫ সালে এবং সব ধরনের মূল্যায়ন শেষে আজ সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, মোটিভেশন ও প্রণোদনা প্রদান, সাফল্যের স্বীকৃতি ও সম্মাননা, ই-ম্যানেজমেন্ট এবং শিক্ষার বাস্তবভিত্তিক প্রসার ও মান-উন্নয়ন এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে যেমন, তেমনই বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই ভাবনাগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপ ও যোগ্য নেতৃত্বে উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এসেছে বিচিত্রমুখী পরিবর্তন। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় আসন-সংকট ও সেশনজট যখন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিবাচক পরিবর্তন, মানোন্নয়ন ও কাজে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার নজির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ এর নেতৃত্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে, প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছে এবং অল্প সময়ের ভেতরেই শুরু হবে এমন ৩১টি পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির শিরোনাম তুলে ধরছি পাঠকের জন্য: সংশোধিত ডিপিপি, কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সাথে যৌথ কর্মশালা, কল সেন্টার স্থাপন, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম শুরু, মাস্টারপ্লান বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, কলেজ র‍্যাংকিং, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' বিষয়ে কলেজ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ, আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ, ই-ফাইলিং, শিক্ষাকার্যক্রমে নতুন বিষয়, অনার্স প্রথম বর্ষে জিপিএ-র ভিত্তিতে ভর্তি এবং ভর্তি ও ক্লাস শুরুর সময় এগিয়ে আনা, ক্রাশ প্রোগ্রাম ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্ট্রংরুম স্থাপন, মহামান্য রাষ্টপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য। মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী টিম সেশনজটমুক্ত অনলাইন বেইজড বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর এবং শিক্ষার মনোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও গত ২৩ বছরে তা করা হয়নি। এছাড়া আগামী নভেম্বরে প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র এর প্রধান ভেন্যু হবে।

১৯৯২ সালে মহান জাতীয় সংসদের ৩৭ নম্বর আইন (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২১ অক্টোবর ১৯৯২)-এ অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা হয়েছে, ভাইস-চ্যান্সেলর ও সিন্ডিকেটের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে-'.... কলেজ, স্কুল ও কেন্দ্রের শিক্ষা গবেষণা ও পরীক্ষার মান নির্ণয় এবং ছাত্র ভর্তি, ডিগ্রি ও পরীক্ষার শর্তাবলি নির্ধারণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও তৎসম্পর্কে শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সহিত সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;.....' কলেজ, স্কুল, কেন্দ্র বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও তা সংহত করার লক্ষ্যে বিধি বিধান প্রণয়ন এবং দেশ বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর সহিত যোগসূত্র বা যুগ্ম কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।'- কাজেই বর্তমান প্রশাসন কলেজ র‍্যাংকিং-এর যে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের আরেকটি পদক্ষেপ মাত্র।

এছাড়া, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকেও কলেজ র‍্যাংকিং বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় শিক্ষানীতির উপ-অধ্যায়-২৭ (শিক্ষা প্রশাসন)-এ বর্ণিত-'দেশে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং

অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরি। ...অপরদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে। ... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিমওয়ার্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং-এর উপর নাম্বার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং তার সুপারভাইজার মিলে শিক্ষকের জন্য বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়ন করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের Performance-এর ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করে (সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে) কলেজগুলোকে নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সব কলেজকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ জন্য র‍্যাংকিং এর ৩১টি KPI (Key Performance Indicators) অনুযায়ী অন-লাইনে তথ্য প্রেরণের জন্য ১২/১১/২০১৫ তারিখে একটি নোটিশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। তথ্য প্রেরণের সর্বশেষ তারিখ ছিল ১০/০১/২০১৬। উক্ত সময়ের মধ্যে মোট ৪২২টি কলেজের পক্ষ থেকে আবেদন পাওয়া যায়। নির্ধারিত KPI অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে ১৫১টি কলেজ র‍্যাংকিং এর জন্য নির্বাচিত হয়।

র‍্যাংকিং নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বাচিত কলেজগুলোকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে একটি জরুরি চিন্তার প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন হলো। ভবিষ্যতে এর পরিসর আরো পরিব্যাপ্ত এবং সুসংহত হবে। অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড এবং গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (অ্যাকাডেমিক) এবং বর্তমানে আইইউটির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর-এর নেতৃত্বে মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি এই কার্যক্রমে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কলেজের অধ্যক্ষগণ এই বিশাল আয়োজনে উদ্যোগী হয়ে নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তারা সকলে সহযোগিতা না করলে এ বিপুল পরিসরের কাজ সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ত। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোঃ আসলাম ভূঁইয়া, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মোল্লা মাহফুজ আল হোসেনসহ বিশ্ববিদল্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে সকল কাজের খোঁজ-খবর রেখে ও সহযোগিতা করে সকল কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

[**সূত্র:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এর পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা, ২০ মে ২০১৬, পৃ. ৭-৮।]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে ৬৮৫টি স্নাতক (সম্মান) পাঠদানকারী কলেজের মধ্যে প্রথমবারের মতো পারফরমেন্স র‍্যাংকিং-এর আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ৪২২টি কলেজ প্রাথমিকভাবে আবেদন করে। নির্ধারিত ৩১টি KPI অনুযায়ী তন্মধ্যে ১৫১টি কলেজ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করে।

র‍্যাংকিং-এর ফল বিন্যাসের নীতিমালা

১. প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী নির্বাচিত সকল কলেজের তালিকা প্রকাশ
২. তালিকাভুক্ত কলেজসমূহের মধ্যে জাতীয়ভিত্তিক স্কোরের ভিত্তিতে প্রথম ৫ (পাঁচ) টি সেরা কলেজ নির্বাচন
৩. তালিকাভুক্ত কলেজসমূহের মধ্যে জাতীয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ১ (এক) টি মহিলা কলেজ নির্বাচন
৪. তালিকাভুক্ত কলেজসমূহের মধ্যে জাতীয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ১ (এক) টি সরকারি কলেজ নির্বাচন
৫. তালিকাভুক্ত কলেজসমূহের মধ্যে জাতীয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ১ (এক) টি বেসরকারি কলেজ নির্বাচন
৬. ৭টি অঞ্চলভিত্তিক (ঢাকা-ময়মনসিংহসহ) তালিকাভুক্ত কলেজের মধ্য থেকে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে স্কোর অনুযায়ী সর্বোচ্চ সেরা ১০ (দশ) টি কলেজ মোট ৭ X ১০=৭০টি কলেজ নির্বাচন।

[**সূত্র:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এর পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা, ২০ মে ২০১৬, পৃ. ১১।]

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৭ বছরের পথ পরিক্রমা

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট

ঢাকা কমার্স কলেজ জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্টি করে চলছে অনন্য ও ব্যতিক্রমী সব দৃষ্টান্ত। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত শ্লোগানকে ব্রত হিসেবে ধারণ করে আজও এগিয়ে চলছে সমান গতিতে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথম বছরেই ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের মেধাক্রমে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে এই কলেজ। ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়ে কালের আবর্তে প্রতি বছরই তার নিজস্ব যোগ্যতা ও সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে। যা সম্ভব হয়েছে কলেজের দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, নিবেদিতপ্রাণ ও মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীদের নিরলস শ্রমসাধনায়। দীর্ঘ সাতাশ বছরের পথপরিক্রমায় গতিশীল ও বাস্তবমুখী ব্যবসায় শিক্ষাদান করছে কলেজটি। শিক্ষা, শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ কলেজটি ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি পর্যায়ে সেরা কলেজের গৌরব অর্জন করেছে। বাস্তব শিক্ষা, ভালো ফল, সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এ কলেজ একটি অনুকরণীয় বিদ্যানিকেতন হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

আজ থেকে প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে ধানমণ্ডিতে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, প্রিন্সিপাল ফারুকী সাহেবের দক্ষ নেতৃত্ব, সর্বোপরি গভর্নিং বডির নিবেদিতপ্রাণ সদস্যবৃন্দের সঠিক নির্দেশনা কলেজটিকে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কলেজে পরিণত করেছে। তারপর এ কলেজ স্থানান্তরিত হয় মিরপুরে। নিজস্ব ভবনে গড়ে ওঠে সুবিশাল ক্যাম্পাস। কলেজের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসেবে ১৯৯৩ সালে সরকারি স্বীকৃতি পান এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং ১৯৯৬ সালে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ।

১৯৯৮ সালে কলেজটির এক সংকটময় সময়ে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রতিষ্ঠাতা এবং দাতা সদস্যদের অনুরোধে আমি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব নিতে রাজি হই। ২০০১ সালে মার্চ মাসের ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে তিনদিন ব্যাপী যুগপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে, আমি ঐ সময় কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। প্রথম দিনে ছিল প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব জিল্লুর রহমান। মন্ত্রী মহোদয় অবাক হলেন যখন শুনলেন এ কলেজটি এমপিওভুক্ত নয় এবং ফ্যাসিলিটিস বিভাগের সাহায্য ছাড়া এ বিশাল ভবন গড়ে উঠেছে। কলেজটির প্রথম থেকে লক্ষ্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে জন্যই এমপিওভুক্ত করার আগ্রহ ছিল না কখনোই। দ্বিতীয়ত, এ কলেজটির উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন সরকারের শিক্ষা দফতরের অর্থ অনুন্নত এলাকায়, যেখানে জনগণের গড় আয় প্রান্তিক পর্যায়ে, সে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অর্থ ব্যয় হোক। এ কথা শুনে মন্ত্রী মহোদয় বললেন, "ঢাকায় অনেক এমপি আমাকে তাঁদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজকে এমপিওভুক্ত করার জন্য তদবিরে তদবিরে অস্থির করে তোলেন। আপনারা উল্টো এমপিওভুক্ত হতে চান না। এ দৃষ্টান্ত বিরল। এর উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। একদিকে এ কলেজটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, অপরদিকে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ না নিয়ে অনুন্নত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের পথকে একটু হলেও সুগম করছে। এ দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে ঢাকাসহ অন্যান্য বড়ো শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বেশিরভাগ অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করে তাদের জন্য অনুকরণীয়।" অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয় তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজটির বিগত এক যুগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর ছিল গুণীজন সংবর্ধনা। চারজন বাণিজ্য শিক্ষার অগ্রদূতকে স্বর্ণপদক এবং একই অনুষ্ঠানে এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য ছয় জনকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এ পদক প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব জিল্লুর রহমান (১২ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানসূচি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় দিনে ছিল কলেজের বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পূর্তমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, মন্ত্রী থাকাকালে মিরপুরে কলেজকে জমি পাওয়ার বিষয়ে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন, "বর্তমান পৃথিবী চলছে বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তার এবং তার

যথাযথ প্রয়োগের ওপর। ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে।" একটি বিষয় লক্ষ্য করে ভালো লেগেছিল জনাব জিল্লুর রহমান ও ব্যারিস্টার রফিক উভয়েই রাজনীতিমুক্ত ও ধূমপানমুক্ত এ ক্যাম্পাসের প্রশংসা করেছিলেন। সেই সাথে উভয়েই নকল ও সন্ত্রাসের মতো সামাজিক ব্যাধিমুক্ত এ কলেজের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এ দুজন রাজনৈতিক নেতার কেউই অনুষ্ঠানে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য না দিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল গত বছরের এ কলেজের এইচএসসি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.কম (অনার্স) এবং এম.কম এ তালিকাভুক্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রী-দেরকে স্বর্ণপদক প্রদান। উল্লেখ্য, প্রতিবারের ন্যায় গত বছরও এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করে। মেধাতালিকায় ২০ জনের মধ্যে ১৩ জনই ছিল এ কলেজের শিক্ষার্থী। একইভাবে বি.কম (অনার্স) ও এম.কম -এরও শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতায় কমার্স কলেজের স্থান ছিল ঈর্ষণীয়। এ অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান।

এ দেশে এখনও কোনো মহৎ উদ্যোগকে সকল দলমত নির্বিশেষে স্বাগত জানানো হয়, তার প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ। বিএনপি শাসনামলে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকের সহায়তায় এবং আওয়ামীলীগের সময় সাবেক পূর্তমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এবং বর্তমান পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সহযোগিতায় কলেজের ক্যাম্পাসের জন্য নিজস্ব জমির বরাদ্দ হয়। উল্লেখ্য, সরকারি ধার্যকৃত মূল্যে এ সকল বরাদ্দকৃত জমি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল দিয়ে ক্রয় করে। এর মাধ্যমে কলেজের স্বনির্ভর কর্মসূচি পূর্ণতা পেল। তৃতীয় দিনের বিকেলের অধিবেশনে বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আসেন প্রস্তাবিত অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষের বাসভবন এবং ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা কমার্স কলেজের মতো আদর্শ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্ররা যেন এ রকম প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্যোগী হয় -বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জন্য। আজকালকার ছেলেমেয়েরা পাস করে গ্রামে যেতে চায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেও ভালো শিক্ষকের অভাবে বেশি দূর এগোতে পারছেন না। অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা অতিরিক্ত সচিব জনাব সরওয়ার কামাল।

এ কলেজের উন্নয়নের পেছনে একজনের অবদানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হচ্ছেন স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার। ঢাকার কিছু সংসদ সদস্য আছেন, যাঁরা নির্বাচনি এলাকায় প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসায় সভাপতির আসনে জেঁকে বসেছেন। আর কোনো কারণে সভাপতি হতে না পারলে সে প্রতিষ্ঠানটি তার হয়ে যায় সতীন। কিন্তু জনাব মজুমদার ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি না হয়েও উন্নয়নের জন্য যেভাবে আন্তরিক তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক।

যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সূচিতে আরও ছিল সেমিনার, পুনর্মিলনী, সংগ্রহশালা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘটে নৈশভোজের মাধ্যমে, যার প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী। যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকগণ যেভাবে শৃঙ্খলাবোধ, কর্মদক্ষতা এবং সৌজন্য দেখিয়েছেন, সেটা অনেকদিন সমাগত অতিথিদের মনে থাকবে। এ সামগ্রিক অনুষ্ঠানমালার মধ্যে আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, সেটি হচ্ছে যখনই প্রিন্সিপাল ফারুকীর বক্তব্যের পালা আসে তখনই ছাত্রদের হাততালি বেশি পড়ে। আমার লক্ষ করার কারণ এই যে, ফারুকী অত্যন্ত কড়া শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছেন। যেমন তার জন্যই এ কলেজে কেউ নির্দিষ্ট সময় ছাড়া প্রবেশ করতে অথবা বেরোতে পারে না। সকল ছাত্র-ছাত্রীর ইউনিফর্ম পরিধান করা বাধ্যতামূলক। এমনকি ছাত্রদের চুল বড় রাখাও এখানে নিষেধ। এ সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতার সময় ব্যাপক হাততালি দেখে মনে হলো সেই প্রবাদ, 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে' -বিষয়টি ফারুকী সাহেবের জন্য খুবই প্রযোজ্য। সে জন্য বোধ হয়, এত কঠোর হস্তে কলেজ পরিচালনা সত্ত্বেও ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়।

২০০২ সালের মে মাসের গভর্নিং বডির সদস্য জনাব সরওয়ার কামাল ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে আমার স্থলাভিষিক্ত হন। এরই মধ্যে ২০০২ সালে কলেজটি দ্বিতীয় বারের মতো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আমি গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কর্মরত থেকে কলেজটির সার্বিক উন্নয়নে অংশ নেই।

আল্লাহর অশেষ রহমতে ২০০৩ সালের মে মাসে আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলোজি (বিইউবিটি) নামে শুভযাত্রা শুরু করে। এর নামকরণ করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ। এখানে উল্লেখ্য যে, বিইউবিটি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ।

আমি ২০০৯ সালে পুনরায় ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে নিযুক্ত হই এবং প্রথা মাফিক সভাপতি থাকার সৌজন্যে ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হই। যুগপূর্তি আয়োজনে কলেজের গভর্নিং বডির যে সকল সম্মানিত সদস্য, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন, তারাই খোদার অশেষ রহমতে এবারও আমার সাথে ছিলেন। এছাড়া আরও ছিলেন গভর্নিং বডির কয়েকজন নতুন সম্মানিত সদস্য।

২০১০ সালের ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়। সকালের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এছাড়াও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিকেলে পূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান কাজী ফারুকী অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে কলেজটিকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এরূপ আটজনকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান করেন পূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান। (বিশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানসূচি দ্রষ্টব্য)

২০১৪ সালের ৭ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানমালায় র‍্যালি, রক্তদান, গুণীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হওয়ায় র‍্যালির উদ্বোধন আমাকেই করতে হয়। রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ডা. এম এ রশীদ। গুণীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও উপস্থিতি ছিল। যেসব ত্যাগী, নির্লোভ, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরশকাঠির ছোঁয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁদের নিরলস শ্রম, প্রচেষ্টা ও নিবিড় তদারকির ফলে কলেজটি আজ পরিণত হয়েছে অনুকরণীয় মডেলে। এছাড়াও যাঁরা বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাণিজ্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে বাস্তবক্ষেত্রে যাঁরা অর্থনৈতিক-ভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এরূপ গুণীজনদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা ২০১৪' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাণিজ্য শিক্ষার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে ছয় জন, বিজনেস লিডার হিসেবে দুই জন, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে দুই জন, সিএ ও আই-সিএমএ ব্যক্তিত্ব হিসেবে দুই জন এবং কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠাতা ও জিবি সদস্যদের মধ্যে দশ জন, শিক্ষকদের মধ্যে থেকে কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন চৌদ্দ জন এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজের তিন জন শিক্ষককে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। (পঁচিশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানসূচি দ্রষ্টব্য)

শিক্ষার্থীদের সুপ্তপ্রতিভা বিকাশ ও দেশাত্ববোধকে উজ্জীবত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবস যেমন - একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবসসহ নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে।

২৫ বছর পূর্তির উৎসব উদ্‌যাপন হয় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত কলেজ অডিটোরিয়াম সংলগ্ন ২২ কাঠা খোলা জমির উপর। এ জমি পেতে আমার এবং পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান জিবির অন্যতম সদস্য জনাব সরওয়ার কামালের ১২ বছর সময় লেগেছিল। অবশেষে তদানীন্তন পূর্তসচিব ড. খোন্দকার শওকতের আন্তরিক সদিচ্ছায় ঢাকা কমার্স কলেজ জমিটি লাভ করে। দীর্ঘ ১৮ বছর কলেজ পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন যাঁদের কাছ থেকে উন্নয়নের বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, গৃহায়ণ ও পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ও আমার এক সময়ের সহকর্মী অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ এবং মিরপুরের সংসদ সদস্য জনাব আসলামুল হক এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবশেষে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ। যিনি কলেজ সংলগ্ন যমুনা অয়েল কোম্পানির অব্যবহৃত তিন বিঘা জমি কলেজকে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবসায় শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে একটি দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সমৃদ্ধ জাতিগঠন ও বিশ্বে দেশের অবস্থা সুদৃঢ়করণের প্রত্যয় নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানসগঠন, মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য কলেজটি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষত্ব

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সাবেক চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি ও
প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যা ১৯৯২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ কমাতে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে এর প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন কলেজসমূহে লেখাপড়া করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ব্যবসায় শিক্ষা অর্থাৎ ব্যবসায় প্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান, বাজার সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ কৌশল, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব বর্তমান যুগে অপরিসীম। বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতার ঘোড় দৌড় আর সেগুলোকে সফল করে তোলার জন্য আধুনিক সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে কম্পিউটারের প্রচলন ব্যবসায় শিক্ষার পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করেছে। আর এ কারণে যে কোনো আধুনিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় শিক্ষিতদের কদর দিন দিন বেড়েই চলছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতি, কৌশল আর প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় শিক্ষার মান উন্নয়ন ও এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বের হওয়ার আগেই বাস্তব কারবার জগতে একটা সম্যক ধারণা লাভ করানোর ওপর চিন্তা ভাবনা চলছিল। কিন্তু এটা বাস্তবায়নে তেমন কোনো ফলপ্রসূ ব্যবস্থা কোনো পর্যায়েই নেয়া হয়নি। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গতানুগতিক ব্যবস্থা আজো রয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটিতে লেখাপড়া করে গৌরবময় ফল নিয়ে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ পেয়েছেন এদেশের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, ঊর্ধ্বতন নির্বাহী প্রভৃতি। দেশের গৌরব এসব কৃতী সন্তানেরা আজ বাংলাদেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য, প্রশাসন ইত্যাদির ধারক ও বাহক। তাদেরই ধ্যান ধারণায় ছিল এ দেশের বাণিজ্য শিক্ষাকে আধুনিক চিন্তাধারা ও চর্চার আলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের বাস্তব পেশার সাথে একটি নিবিড় পরিচিতি থাকে এবং দেশ বিদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং শিল্পে অনায়াসে তারা জায়গা করে নিতে এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে। ১৯৮৭ সালে চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটি সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই 'ঢাকা কমার্স কলেজ'-এর গোড়াপত্তন হয়। এক অভাবনীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে বিরাট এক চ্যালেঞ্জকে তারা বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে চাহিদা ছিল তা সত্যিকার অর্থে পূরণ হয়েছে।

ঢাকা দেশের রাজধানী হলেও এখানে কেবল বাণিজ্য শিক্ষার জন্য কোনো কলেজ ছিল না। এর আগে চট্টগ্রাম ও খুলনাতে সরকারি পর্যায়ে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকাতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি, যদিও দেশের মূল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এই ঢাকা শহর। তাই প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেসরকারিভাবে একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবিকই দুঃসাহসের কাজ–এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল একটি অনুষদ নিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে কলেজ চালানোর কথা কখনো ভাবা যেতো না। কিন্তু চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের কয়েকজন নির্ভীক জ্ঞানপিপাসু সদস্যের একাগ্র প্রচেষ্টা ও অঙ্গীকারের ফসল 'ঢাকা কমার্স কলেজ' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজকে ব্যতিক্রমধর্মী কেন বলা হচ্ছে, এর বিশেষত্বই বা কী সেটা খোলসা করে বলার যদিও অপেক্ষা রাখে না, তথাপি যারা এ কলেজ সম্পর্কে জানেন না বা যারা এর নাম শুনে হয়তো অন্যান্য কলেজের মতোই একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবছেন তাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা দেয়ালে প্রচারপত্র লাগিয়ে পরিচিত করানোর কোনো প্রচেষ্টা ঢাকা কমার্স কলেজ নেয়নি। এখানেই এ কলেজের বিশেষত্ব। কোনো প্রচার ছাড়াই এ কলেজের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যেমনি ফুলের সৌরভ বাতাসে ভেসে ভেসে চারদিক মোহময় করে তোলে। ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে একদল তরুণ অথচ দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক যাদের লক্ষ্য একটাই–শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের গড়ে তুলতে হবে দেশের এক একজন সুশৃঙ্খল, সচেতন ও বাস্তবধর্মী শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে। ক্লাসের স্বাভাবিক পড়ার বাইরে প্রতি শিক্ষার্থীর পড়াশোনার মান, আচরণ, ইত্যাদির নিয়মিত মূল্যায়ন করে থাকেন

কলেজের শিক্ষকগণ যাতে কলেজ অঙ্গনের বাইরে তাদের নিজেদের প্রাইভেট শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সাথেও সরাসরি যোগাযোগ করে তাদের সন্তানদের বিষয়ে সচেতন হবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের কোনো বস্তুগত লক্ষ্য নেই, অর্থাৎ এ কলেজ-টিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থ আয়ের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কখনোই তারা গড়ে তুলতে চান না। আর এ কারণেই কলেজের প্রতি শ্রেণিতে ভর্তি করা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী। শিক্ষা উপকরণ যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে সরবরাহ করা, উন্নতমানের লাইব্রেরি গড়ে তোলা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা-এগুলো কলেজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সার্বিক প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন হলো কোর্স কারিকুলাম। সারা বছর কলেজের প্রতিটি শ্রেণিতে কী কী কার্যক্রম চলবে অর্থাৎ সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক ও অন্যান্য নিয়মিত পরীক্ষার তারিখ, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা, অভিভাবক দিবস, শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সফল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে বছরের প্রথমেই দেয় হয়। তা অনুসরণ করে সাংবাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবে-ধ, পড়াশোনার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি ও সর্বোপরি সেশ-নজটের কালো ছোবল থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হয়, অবশ্য কোর্স কারিকুলাম যাতে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় সেজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি রেখে থাকেন।

কলেজের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে ক্লাসে আসতে হয়। শিক্ষকদেরও ক্লাসে যাবার সময় সাদা এপ্রোন পরতে হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা একসময় শুধু ক্যাডেট কলেজগুলোতেই ছিল। তখন দেশের সাধারণ কলেজগুলোতে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে কলেজে আসার নিয়ম ছিল বিরল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ এ নিয়ম শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে ক্লাসে জ্ঞানচর্চা করা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে কোনোরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি না হয় এবং সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকে সেজন্যই নির্ধারিত পোশাক পরে আসাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে দেখতে পাই লেখাপড়ার বদলে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস আর সক্রিয় রাজনীতি চর্চা। ফলশ্রু-তিতে সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন আর বিনষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। এসব অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে শিক্ষার পরিবেশকে বিমুক্ত রাখার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজে যে কোনো ধরনের রাজনীতি চর্চাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে কোনো ছাত্রসংসদ নেই। তবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতবিনিময় ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি ছাত্র কল্যাণ পরিষদ রয়েছে। সম্পূর্ণ নির্দলীয় ভিত্তিতে এ পরিষদ গঠন করা হয়ে থাকে। ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে শিক্ষার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটি-ভটিজ হিসেবে রোভার স্কাউটস, ডিবেটিং ক্লাব রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, নাট্য, নৃত্য, সংগীতসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসবের মাধ্যমে খেলাধুলা বিতর্ক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঢাকা কমার্স কলেজ স্থাপনের পেছনে যে উদ্দীপনা ও আগ্রহ কাজ করেছে তা কেবল একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই নিহিত। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এর বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী, সংগঠক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলেই হাতে হাত মিলিয়ে এ কলেজকে একটি সুন্দর, সার্থক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

শুরু করেছিলাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। উত্তম ফল অর্জন ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিংয়ে যে সব বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে ১ম স্থান অধিকার করেছে তার মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। স্থানগত সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। সত্যিকার অর্থে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় একটি খেলার মাঠ আবশ্যক যা অচিরেই হস্তগত হতে যাচ্ছে। এটি সম্ভব হলে হয়ত অদূর ভবিষ্যত র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
অনারারি প্রফেসর
সাবেক অধ্যক্ষ
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ

আমি বাল্যকাল থেকে লক্ষ্য অর্জনে একজন আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ এবং কর্মে বিশ্বাসী মানুষ। আমার প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে যে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এর প্রতিটি স্তরে আমি পেয়েছি অসংখ্য নীতিবান ও আদর্শ শিক্ষক। তাদের পাঠদান, দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্রম আমি নীবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার কর্মজীবনে আমি তাদের এই সমস্ত গুণাবলি অনূকরণ করতে চেষ্টা করেছি। এর মাধ্যমেই পরে ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীদের ভালবাসা পেতে সক্ষম হয়েছি।

আমি ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী ঢাকার টিএন্ডটি কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু করি এবং একই বৎসর ১৯ই সেপ্টেম্বর সরকারি জগন্নাথ কলেজে যোগদান করি। সেখানে ছাত্র রাজনীতি প্রবল থাকলেও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল মধুর ও সম্মানজনক। একদল ভাল ছাত্র-ছাত্রী একজন ভাল শিক্ষক তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করে ১৯৭৩ সালে ১৬ই আগস্ট আমি ঢাকা কলেজে যোগদান করি। এই প্রতিষ্ঠানে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করত এবং কর্মজীবনে দেশের সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে কর্মকান্ড চালিয়ে যেত। কিন্তু এখানে এসে আমি এই স্বনামখ্যাত, আদর্শ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে হতাশার সাথে লক্ষ্য করলাম এখানে ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার পরিবেশ প্রবলভাবে বিঘ্নিত করে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থাকার চেয়ে প্রাইভেট পড়ার দিকে অধিক আগ্রহী ছিল। অথচ এ কলেজে অধিক সংখ্যক সেরা শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও ঢাকাস্থ নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, ভিকারুন্নেসা কলেজ, ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজসহ অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সালে আমি ঢাকায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করি। তাঁরা সকলে এই বিষয়ে আমার সাথে একমত পোষণ করেন। আমি বাংলাদেশে এমন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি যেখানে ছাত্র-রাজনীতি থাকবে না, সকল শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থাকবে এবং উত্তম ফলাফল করতে সক্ষম হবে। এক পর্যায়ে তিতুমীর কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বন্ধু অধ্যাপক এনায়েত হোসেনের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। উল্লেখ্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের ন্যায় ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। এই বিষয়ে আলোচনা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ড. হবিবুল্লাহ স্যার, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক শাফায়েত আহম্মেদ সিদ্দিকী স্যার, খুলনা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল বাশার স্যার ও বাণিজ্য শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে।

পরবর্তীতে ০৮/০৯/১৯৮৬ সালে প্রফেসর সিদ্দিকী স্যারের বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ড. হবিবুল্লাহ স্যার ৪০ লক্ষ টাকার এক প্রাথমিক বাজেট পেশ করেন। এটা অসম্ভব বলে আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রায় দুই বছর পর ১৯৮৮ সালে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজের অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় "ঢাকা কমার্স কলেজ" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যার যার সামর্থ অনুযায়ী অর্থ দিতে সম্মত হন। মূলত উক্ত সভায় আমি কলেজের নাম প্রস্তাব করি এবং তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়। অতঃপর জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে ই-৫/২ লালমাটিয়ায় আমার বাসায় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব মো: আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম, অধ্যাপক এস আর মজুমদার, এম হেলাল, জনাব মাহফুজুল হক শাহিন, জিয়াউল হক, শফিকুল ইসলাম (চুন্নু) ও জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকের (অতিথি) উপস্থিতিতে সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতির জন্য বোর্ডে আবেদন করা হয়। সিটি ব্যাংক লি. এর নিউমার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত হয় এবং বাড়ি ভাড়া করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয় জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব মাহফুজুল হক এবং জনাব এম হেলালকে। সাথে সাথে কলেজের নামে

প্যাড, স্ট্যাম্প ইত্যাদি তৈরি করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া চূড়ান্ত হলেও তা পরবর্তীতে বাড়ীওয়ালা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে নিষেধ করেন। এর পরেও আমরা ভেঙে পড়িনি বরং অধিক উদ্যমে বাড়ী খুঁজতে থাকি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে হঠাৎ কোন এক সু-প্রভাতে কিং খালেদ ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ এ বি এম শামছুদ্দিন সাহেব আমার বাসায় দেখা করতে আসলে কথা প্রসঙ্গে তার সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ইন্সটিটিউট ভবনে বৈকালিক শিফ্‌টে "ঢাকা কমার্স কলেজ" পরিচালনার প্রস্তাব করেন এবং তৎক্ষণাৎ আমি সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং পরদিনই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির এক সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে জনাব এ বি এম শামসুদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী ১ জুলাই হতে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইন্সটিটিউটে স্থানান্তর করা হবে।

১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে মোনাজাতের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক (Signboard) আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। তখন আমাদের আনন্দ কোন পর্যায়ে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৮৯ সালের ৬ আগস্ট রোজ সোমবার সর্বপ্রথম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য ফরম ও প্রসপেক্টাসসহ বিতরণ করা হয়। ১১ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে কমার্স কলেজের প্রথম নবীন বরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়া হয়। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে কলেজে বি. কম পাস কোর্স চালু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৯৮৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সে যথাক্রমে ৯৯ ও ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭০০০।

প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ৯ জন শিক্ষক ও ১ জন অফিস কর্মচারি নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১৩১ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা প্রায় ১১১ অধিক। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কোর্স প্লান ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থী-দের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করা হয় এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, ও তিনমাস পরপর পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকা কমার্স কলেজকে অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে উপকৃত হচ্ছে। পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় উচ্চমাধ্যমিক এবং অনার্স ও মার্স্টাস পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল প্রথম থেকেই সর্বোত্তম। ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে পরপর দুই বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ অধিকাংশ মেধাস্থান অধিকার করেছে।

যে সকল নীতি-পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণের কারণে প্রথম বছর হতে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তম ফলাফল ও মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে, সেগুলো হলো:

স্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ: যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তি বিজ্ঞাপন, পোস্টার ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট নম্বরের (বিভাগ/শ্রেণি) ভিত্তিতে আবেদন করে, কলেজের নিজস্ব পদ্ধতিতে তাদের মেধাযাচাই করে ১ঘন্টা সময়ের জন্য একটি ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হতে হতো। তবে পরবর্তীতে বোর্ড নির্ধারিত জিপিএ পয়েন্টের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে থাকে। অতঃপর উক্ত শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হতে হতো। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের সাথে নির্দিষ্ট দিনে সভা আহ্বান করা হতো এবং অভিভাবকদের বলা হতো কলেজের প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত সব নিয়ম-শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে, এর ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে শাস্তি পেতে হবে। এমনকি ভর্তি বাতিলও করা হতে পারে। এসব শর্তে অভিভাবকগণ সম্মত হলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির অনুমতি দেয়া হতো।

কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণ: কলেজের প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত নিয়ম-শৃঙ্খলা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ও আইডি কার্ডসহ সকাল ৭.৫৫ মিনিটের মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। অন্যথায় ঐ দিন কলেজে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। ছাত্রদেরকে চুল ছোট করে কেটে কলেজে আসতে হয় এবং ছাত্রীদেরকে সঠিক নিয়মে চুল বেঁধে আসতে হয়। সকল শিক্ষার্থীদেরকে পোশাক ও আচরণে শালীনতা বজায় রাখতে হয়। অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। কলেজের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। এমনকি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কলেজ থেকে বহিষ্কারও করা হয়। এক্ষেত্রে কোনও সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।

ফ্লোর ও গেইট ডিউটি: একাধিক সিনিয়র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন শিক্ষকদের একটি টিম গেইট ডিউটির দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশের সময় তাদের ইউনিফর্ম, আইডি কার্ডসহ পর্যবেক্ষণ করেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতি ফ্লোরে দুইটি বিভাগ রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ফ্লোরে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব উক্ত বিভাগের শিক্ষকদের অর্পণ করা হয়। নির্দিষ্ট ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী বিভাগীয় শিক্ষকগণ টিফিন পিরিয়ডে ফ্লোর ডিউটি করেন। অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ প্রতি ফ্লোরে নিয়মিত তদারকি করেন।

শ্রেণি কার্যক্রম: মেধার ভিত্তিতে শ্রেণি কক্ষে আসন বিন্যাস করা হয়। কলেজে ইংরেজি বর্ণমালা অথবা সংখ্যার ভিত্তিতে ৬০জন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে সেকশন তৈরি করা হয়। পর্ব পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধার ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন হয় এবং আসন পুনরায় বিন্যাস করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়া সম্পর্কে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, ক্লাস শুরুর পর কোন শিক্ষার্থীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। অ্যাকাডেমিক ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়মিত প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকদের শ্রেণি কার্যক্রম তদারকি করেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি: প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক ১০ নম্বরের একটি সাপ্তাহিক পরীক্ষা হয়। তিনটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার পর অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাসের নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর একটি ৩০ নম্বরের মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ৩টি সাপ্তাহিক ও ২টি মাসিক পরীক্ষার পর একটা পর্ব পরীক্ষা নেয়া হয়। পর্ব পরীক্ষার পূর্ণমান ৬০ নম্বর এবং প্রতি তিনমাস অন্তর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার গড় নম্বর পর্ব পরীক্ষার সাথে যোগ করে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। যদি কোন শিক্ষার্থী যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে অথবা অকৃতকার্য হয় তাদেরকে কলেজের নিয়মানুযায়ী ভর্তি বাতিলপূর্বক ছাড়পত্র দেয়া হয়। উল্লেখ্য নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করে। পরীক্ষা সু-শৃঙ্খলভাবে নেয়ার জন্য আলাদা একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা রয়েছে। যারা শুধু পরীক্ষা বিষয়ে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে।

ফলাফল: পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় উচ্চমাধ্যমিক এবং অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল প্রথম থেকেই সর্বোত্তম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের গড় হার প্রায় ৯৯% এবং অনার্স ও মাস্টার্সের গড় পাশের হার ৯৯.৯৬%। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ অধিকাংশ মেধা স্থান অধিকার করেছে।

কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজেই একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বধানে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষা শাখা গড়ে তোলা হয়েছে, এ কাজে পরীক্ষা কমিটি তাদেরকে সাহায্য করছে। পরীক্ষা কমিটি নিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা ভীতি কমে যায় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ উত্তম ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক কাঠামো: কলেজ শুরুর প্রথম দিকে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে সামান্য যাতায়াত ও হাতখরচ দেয়া হতো। এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হতো পরিশ্রম করে কলেজটিকে গড়ে তুললে তোমাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা ক্রমান্বয়ে অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সুবিধাদি পাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, পরিচালনা পরিষদের সহায়তায় শিক্ষক কর্মচারীদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পেরেছি। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ঢাকায় বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে অন্যরাও বাড়ি গাড়ির মালিক হবেন। হিসাব বিভাগ সরাসরি কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না। এজন্য কলেজের অর্থ সংগ্রহের জন্য সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংকের বুথ রয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: ১৯৮৯ সালে লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ঢাকা কমার্স কলেজ বৈকালিক শিফ্‌টে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার রোড নং ১২/এ তে অবস্থিত ২৫১নং বাড়িটি কলেজের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। তিন বছর পর অনেক চেষ্টা করে ১৯৯৩ সালে মিরপুরের বর্তমান অবস্থানে ৪ বিঘা জমি কলেজের নামে বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং তা হাউজিং থেকে ক্রয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই জমির ২.৫ বিঘাই ছিল ২৪ ফুট গভীর কচুরিপানায় পরিপূর্ণ একটি পুকুর। ১৯৯৪ সালের ২ জানুয়ারি অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় এবং পরবর্তীতে ৬ ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট জনাব রবিউল হোসেন-এর তৈরি মাস্টার প্লান অনুযায়ী দেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী জনাব শহীদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে' মেসার্স শহীদুল্লাহ এ্যাসোসিয়েটস-এর সহায়তায় সম্পূর্ণ অসমতল ভূমিতে নির্মিত হয় দেশসেরা বাণিজ্য শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান "ঢাকা কমার্স কলেজ" ভবন। ২১১ ফুট দীর্ঘ এবং ৫৫ ফুট প্রশস্থ অত্যাধুনিক ১১তলা বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর প্রতিটি ফ্লোর ১১৫৫০ বর্গফুট। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ভবনের ২য় তলা থেকে ১০তলা পর্যন্ত সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ যেখানে ৫০-৫৫জন শিক্ষার্থী বসার স্থান রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্রদের জন্য ওয়াশ রুম, ২য়, ৬ষ্ঠ ও নবম তলায় ছাত্রীদের কমনরুম (ওয়াশরুমসহ) রয়েছে। ৪র্থ তলায় একটি আধুনিক পাঠাগার এবং প্রতিটি বিভাগের সাথে একটি সেমিনার লাইব্রেরি আছে। ভবনটির নীচতলায় প্রশাসনিক কার্যালয় এবং শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ক্যান্টিন সুবিধা আছে। এছাড়া ২০তলা বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিক ভবন-২, ৬ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশাল অডিটোরিয়াম এবং ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য ১২তলা বিশিষ্ট ২টি আবাসিক ভবন রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য রূপনগর আবাসিক এলাকায় ৩টি ৫ কাঠার জমি ক্রয় করা হয়েছে। অচিরেই এই প্লট ৩টিতে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গতঃ এ পর্যন্ত নির্মিত ভবনগুলোর ফ্লোর স্পেস এর পরিমাণ প্রায় ৩,৬০,০০০ বর্গফুট। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষে Air Conditioner বসানোর কাজ। কলেজের বিভিন্ন ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি লিফট। কলেজে রয়েছে ২০০০ KVA একটি বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং ৫০ ও ৩১০ KVA এর দুটি ডিজেল জেনারেটর। উল্লেখ্য জমি ক্রয়, ভবনসমূহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, লিফটসহ সবকিছুর জন্যে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকা। প্রতি বর্গফুট মাত্র ৬০০ টাকার মত। Consultant এবং আমাদের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ এবং শিক্ষক ও কর্মচারিদের নির্মাণ কাজ নিবিড় তত্ত্বাবধানে শ্রমিক ঠিকাদার দ্বারা কাজ করানো হয়েছে। ফলে অপব্যয় ও অপচয় কম হয়েছে। ব্যয় হয়েছে অকল্পনীয়ভাবে কম। আর এসব কিছুই করা হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে। সরকার বা অন্যকোন এজেন্সি হতে আমরা কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারী মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাকিতে দ্রব্যগুলো সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া না গেলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুত সম্পন্ন করা যেত না।

নির্মাণ সামগ্রীর মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্রতি লটের রড, ইট ও সিমেন্ট Consulting firm এবং BUET কর্তৃক পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢালাই কাজের সময় মান নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে হতে কিছু অংশ সিলিন্ডারে ভরে Consulting firm ও BUET দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে।

১৯৯৭ সালে এক পর্যায়ে কলেজের প্রকটভাবে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ধার করতে হয়। নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারীগণ তখন প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। এ পাওনার জন্য তারা আমাদের কখনো তাগিদ দেননি। আমাদের সুবিধামত তাদের পাওনা টাকা অল্প অল্প করে পরিশোধ করেছি।

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা: সময়ের ধারাক্রমে কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুচারুভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কলেজ কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে অনুভব করছেন এ কারণে কলেজের সকল অফিস, হিসাবশাখা, লাইব্রেরি, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের অফিস, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল, রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ এবং ফলাফল প্রেরণ, পরবর্তী করণীয়সমূহ যাতে সময়ক্ষেপণ না করে করা যায় এরূপ সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপের কাজ চলছে। এজন্য প্রয়োজনীয় সার্ভারবেইজড নেটওয়াকিং এর কাজ যাচাই বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। OMR শিট এর মাধ্যমে সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বোর্ডে SIF Form পূরণসংক্রান্ত কার্যক্রমও OMR মেশিনের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সকল ইনপরমেশন OMR এর মাধ্যমে ডাটা বেইজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এরূপে কলেজের সকল কাজকে কম্পিউটার বেইজড অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য আদানপ্রদানের আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে মোবাইল যোগাযোগও ত্বরান্বিত করা হবে।

দক্ষ পরিচালনা পরিষদ: ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শূন্য থেকে বর্তমান স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে এ কাজগুলো সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। পরিচালনা পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনায় শিক্ষক ও কর্মচারীগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলশ্রুতিতে আজ সমগ্র দেশে ঢাকা কমার্স কলেজ অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গণ্য হয়েছে।

প্রকাশনা: কলেজের জন্মলগ্ন থেকে বার্ষিকী 'প্রগতি', ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, দেয়ালিকা, বিভাগীয় জার্নাল এবং ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ইত্যাদি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লেখায় সমৃদ্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রশিক্ষণ: প্রতিবছর ঢাকা কমার্স কলেজে এক বা একাধিকবার ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। এর ফলে নতুন ও পুরাতন শিক্ষকগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে এই কলেজের নতুন ও পুরাতন শিক্ষকগণ দক্ষতার সাথে ক্লাসে পাঠদান করতে পারেন।

চিকিৎসা সেবা: শিক্ষক কর্মচারীদের সেবা প্রদানের জন্য একজন ডাক্তার ও একজন নার্স রয়েছে।

বি.এন.সি.সি (BNCC): ঢাকা কমার্স কলেজে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বি.এন.সি.সির (BNCC) একটি দল আছে। বি.এন.সি.সির নেতৃত্বে আছেন কলেজের শরীরচর্চার শিক্ষক, তার পদবি হচ্ছে ক্যাপ্টেন। বি.এন.সি.সির সদস্যরা কলেজের সকল অনুষ্ঠানের নিয়ম শৃংঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।

ভ্রমণ: দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জনের জন্য সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ বৈচিত্র্য স্বচক্ষে দেখার জন্য বর্ষাকালে ইলিশ ভ্রমণ ও শীতকালে সুন্দরবন ভ্রমণসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

বার্ষিক ভোজ ও অন্যান্য আয়োজন: ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনালগ্ন হতে অদ্যাবধি বার্ষিক ভোজে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে প্রায় দশ হাজার জন লোক বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতিবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য: কলেজ হতে প্রতি বছর প্রায় ১০% ছেলে মেয়েদেরকে অর্ধ ও বিনা বেতনে পড়া লেখার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সীমিত আকারে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক, থাকা-খাওয়া ও পড়ালেখার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত উপায়ে অধিক সংখ্যায় মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তার জন্য সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। ছাত্র কল্যাণ তহবিল হতে অর্থের যোগান ছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট হতে যাকাতসহ অন্যান্য দান গ্রহণ করে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব।

মিডিয়া সেন্টার: কলেজের একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে কলেজের কক্ষসমূহে প্রচারের জন্য মিডিয়া সেন্টার থাকবে। মিডিয়া সেন্টার হতে প্রতিটি কক্ষের সাথে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাছাড়া নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।

কলেজের অসম্পূর্ণ কাজ: বর্তমান প্রশাসন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কলেজের অসম্পূর্ণ কাজগুলো অধিক গুরুত্বের সাথে সম্পূর্ণ করে যাচ্ছে। যেমন: অডিটোরিয়াম, শহিদ মিনার, পাওয়ার হাউস ইত্যাদি কাজ গুরুত্বের সাথে সম্পূর্ণ করেছেন। তাছাড়া আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষকদের জন্য রূপনগরে আবাসিক কোয়াটার নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কর্মচারিদের জন্য আবাসিক সুবিধা প্রদানের জন্য বেড়িবাঁধের কাছে গুদারাঘাটে ক্রয়কৃত জমিতে সেমিপাকা ঘর তৈরি করা হয়েছে। কলেজের খেলার মাঠের জন্য জরুরি ভিত্তিতে জমি ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করে। আমি বিশ্বাস করি প্রতিবছরই ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা কলেজ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পেতে পারে। আরো বিশ্বাস করি যে, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কলেজ প্রশাসন আরো দক্ষতার সাথে কাজ করে যাবেন। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ না এনে কলেজের সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য হতে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যেতে পারে কারণ বাইরে থেকে আনা অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ কলেজের কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাইরে থেকে আনা অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ কলেজের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন না।

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ

মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি; প্রতিষ্ঠাতা ও
প্রথম অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, বিইউবিটি
পরিচালক, নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি.

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত আদর্শ সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ আজ সেরা বেসরকারি কলেজ হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ২০১৫-তে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে সবার আগে শুকরিয়া আদায় করছি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে, যিনি ঢাকা কমার্স কলেজকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সাহস যুগিয়েছেন আমাদেরকে।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষার আধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার তুলনা সে নিজেই। কোনো সূচির সাথে মেলাতে গেলে এর সাথে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো হিসাবনিকাশ করে এর যাত্রা শুরু করা হয়নি। তাই কলেজ সম্বন্ধে লিখতে হলে প্রথমেই শুরুটা কীভাবে হলো জানা দরকার। এ জানার মধ্য দিয়ে অনেক ভ্রান্তির অবসান হবে। শুরুতেই এ কলেজের কার্যক্রমের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা অর্জনের পথ সুগম করেছে। কোনো সরকারি বা অন্য কোনো মহল থেকে অনুদান আমরা গ্রহণ করিনি।

১৯৮৮ সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর শাফ-ায়াত আহমেদ সিদ্দিকীর অনুপ্রেরণায় ঢাকায় অবস্থানরত চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা একত্রিত হন এবং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আমাদের বড় ভাই মোহাম্মদ তোহা এফসিএ। অ্যালামনাই'র এক মিটিং-এ আমাদের বন্ধু কাজী ফারুকী ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সভায় এ প্রস্তাব আলোচনার পর অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের অগ্রজ সুপ্রিমকোর্ট অ্যাডভোকেট জনাব মফিজুর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে একটি অর্থ কমিটি গঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলেজের উদ্যোক্তা আমাদের বন্ধু কাজী ফারুকী তিন লক্ষ টাকা এবং সম্মানিত সাংসদ এ.এইচ.এম. মোস্তফা কামাল এফসিএ এক লক্ষ টাকা চাঁদা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে অ্যালামনাই'র অন্যান্য সদস্যরাও চাঁদা প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন। যদিও পরবর্তীতে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় একেবারেই শূন্য তহবিলে।

এ কার্যক্রম পরিচালনা প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধাভরে যাঁদের কথা বলতে হয় তাঁরা হলেন: শ্রদ্ধেয় মরহুম প্রফেসর সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, ১ম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মরহুম প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্য মরহুম প্রফেসর আলী আজম। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোহাম্মদ তোহা এফসিএ, সভাপতি, সাংগঠনিক কমিটি, জনাব অ্যাডভোকেট মফিজুর রহমান মজুমদার এবং জনাব আফজাল হোসেন। বন্ধুদের মধ্যে বর্তমান সাংসদ জনাব এ.এইচ.এম. মোস্তফা কামাল এফসিএ, জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল এবং মরহুম বদরুল আহ্ছান এফসিএ।

অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন মরহুম এ.বি.এম. আবুল কাশেম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জনাব মোজাফফার আহমদ এফসিএ এবং অ্যালামনাইর অন্য সদস্যবৃন্দ। কলেজের কার্যক্রম শূন্য তহবিলে আরম্ভ করতে প্রথমে লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে বৈকালিক শিফটে ক্লাস শুরু হয়। এতে ক্লাস পরিচালনা করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছিল বিধায় ধানমণ্ডিতে একটি ভাড়া বাড়িতে চলে আসতে হয়েছিল ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে অগ্রিম টাকার প্রয়োজন পড়ে। তখন কলেজে কোনো তহবিল ছিল না অগ্রিম দেয়ার মতো। কিন্তু আমাদের সুহৃদ ব্যবসায়ী জনাব আহমেদ হোসেন বাদল এগিয়ে এসেছিলেন তিন লক্ষ টাকার তহবিল দিয়ে। তারই সহযোগিতায় বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছিল আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য। পরবর্তীতে কলেজের শিক্ষকদের সম্মানী প্রদানে অ্যালামনাইর বন্ধু ও অন্যান্য সুহৃদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল, যা ভাবতে আজকের দিনে রীতিমতো অবাক লাগে। এভাবে কলেজের কার্যক্রম এগুতে থাকে। ঢাকা বোর্ডের অধিভুক্ত হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দরকার হয়ে পড়ে। এ টাকা চট্টগ্রাম সরকারি কর্মাস কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে আরও ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ধার হিসেবে কলেজকে দেয়া হয়েছিল অ্যালামনাইর তহবিল থেকে। ১৯৯৫ সালে অ্যালামনাই ৬৫,০০০/- (পয়ষট্টি হাজার) টাকা কলেজকে দান করে। কাজী ফারুকীর কর্মোদ্যোগের গতি অনেক দ্রুত ছিল বিধায় কলেজের গতিও দ্রুততর হতে লাগল। এ গতির সাথে আমরা অনেকেই তাল মেলাতে পারিনি। এ কারণে অনেকেই কলেজের সংশ্লিষ্টতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে পড়ে। কলেজের যাত্রালগ্নটি কমিটমেন্টের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখানে কারো প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখানো হত না। কলেজ পরিচালনা পরিষদ

কাজী ফারুকীকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। এ যাত্রাপথে কাজী ফারুকী ও বন্ধুবর এ.এফ.এম. সরওয়ার কামালের সাথে একটি ফেল করা ছাত্র নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়। কিন্তু কলেজের স্বার্থ বিবেচনায় থাকায় এ ভুল বোঝাবুঝি কলেজের গতিপথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং দুজনই একযোগে কাজ করে গিয়েছিলেন কলেজের স্বার্থে। এ হলো আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ, যা সমগ্র বাংলাদেশে একটি অনুকরণীয় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর তাই ১৯৯৬ সালে এবং ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে প্রাথমিক আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ আজকের অবস্থানের তুলনায় একেবারেই নগণ্য ছিল। তবুও প্রাথমিক অনুদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। যাঁরা এ অনুদানে জড়িত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আজ মোবারকবাদ জানাই এবং আহ্বান জানাই, দেখে যান তাঁদের অবদান বিফলে যায়নি। কলেজের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সাধুবাদ জানাতে হয়। জিবির সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর গতিশীল ও সুযোগ্য নেতৃত্ব কলেজকে উত্তরোত্তর তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু দৃঢ়তা, সততা ও দেশপ্রেম একটি নিবেদিত প্রতিষ্ঠানকে শূন্য থেকে ২৭ বছরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই আজকের এই উৎসবের দিনে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র, অভিভাবকবৃন্দ সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

এটা করতে গিয়ে ভাবাবেগে ও নিজ স্বার্থের ওপরে কলেজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। নবীন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আবেদন রইল কলেজের কার্যক্রমের প্রতি অনুগত থাকতে যেন কলেজ আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে বিশেষ পরিস্থিতিতে বন্ধু কাজী ফারুকীর অনুরোধে আমাকে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয় এবং ১৯৯০ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত কাজী ফারুকীর সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আবার ১৯৯৮ সালে কাজী ফারুকীর প্রেষণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় আমাকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আমি এ দায়িত্ব ফারুকীকে অর্পণ করি। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ও অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)। বিইউবিটি-র প্রাথমিক কার্যক্রম ঢাকা কমার্স কলেজের বিবিএ কোর্সের কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হলেও দক্ষ প্রশাসক প্রফেসর আবু সালেহ'র গতিশীল নেতৃত্বে এবং ট্রাস্ট সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় চার হাজারেরও অধিক (বিভিন্ন কোর্সে) শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। ইতোমধ্যে রূপনগরে বিইউবিটি-র নিজস্ব ক্যাম্পাস পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর পরিকল্পিত ও গতিশীল নেতৃত্বে পরিচালনা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কলেজটি সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী প্রফেসর কাজী ফারুকী ১৮/০৯/২০১০ তারিখে অধ্যক্ষের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ জনাব এ বি এম আবুল কাশেম (উপাধ্যক্ষ-প্রশাসন)-কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কলেজের বৃহত্তর স্বার্থে পরিচালনা পরিষদ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে অনারারি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল থাকলেও বর্তমানে কলেজের আর্থিক অবস্থা অনেক শক্তিশালী ও সচ্ছল। আর তাই সমগ্র বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নতুন জাতীয়-সরকারি বেতন স্কেলে বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে।

কলেজে কর্মরত অধিকাংশ শিক্ষকের কলেজ ক্যাম্পাসে উৎসাহমূলক ধারায় আবাসন সুবিধা দেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে কলেজের মোট কর্মচারীর প্রায় এক চতুর্থাংশের জন্যও বেড়ী বাধের নিকটে প্রায় ভাড়াবিহীন আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মিরপুর রূপনগরে কলেজের কাছাকাছি ৬নং রোডে ১০ কাঠা জমির ওপর ১৩০ জন ছাত্রীর জন্য তৈরি হচ্ছে আধুনিক ও সমৃদ্ধ একটি ছাত্রী হোস্টেল। উল্লেখ্য, রূপনগর ৪ নম্বর রোডে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হতে যাচ্ছে শিক্ষক পরিবারের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট আবাসন ভবন, যেখানে শতভাগ শিক্ষকের আবাসন সমস্যা সমাধান হবে। ঢাকা কমার্স কলেজের খেলাধুলা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি মাঠ সুবিধা গ্রহণের পরিকল্পনা চলছে। এভাবেই ঢাকা কমার্স কলেজের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এগিয়ে চলছে। মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানকে আরো সাফল্য দেন।

এবারেও জাতীয় পর্যায়ে সেরা
ঢাকা কমার্স কলেজ
এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমরা গর্বিত

॥ ড. এম হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা www.helal.net.bd ॥

অন্য অনেকবারের ন্যায় এবারেও জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম উচ্চকিত উচ্চারণে মুখরিত হওয়ায় গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে আর আনন্দে ভরে যায় মনোরাজ্য।

ঢাকা কমার্স কলেজের পাঠদান পদ্ধতি অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম; এর অঙ্গন-প্রাঙ্গণ সবচেয়ে উন্নত ও অনন্য; এর লক্ষ্য-আদর্শ-উদ্দেশ্য, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুউন্নত ও লক্ষ্যভিসারী। এমনকি এ কলেজের শুরুটাও অনেক গতিময়-দ্যুতিময়, তেজস্বী-যশস্বী, চ্যালেঞ্জ আর এডভেঞ্চারে ভরপুর।

অর্থ-বাণিজ্য শিক্ষার যে বিপ্লব বাংলাদেশে এখন দেখা যাচ্ছে –তার সূচনা ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ৮০'র দশকে। বিশেষত বিবিএ, এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, বিবিএস, এমবিএস ডিগ্রি প্রদান ও গ্রহণের যে হিড়িক এখন দেখা যাচ্ছে –তার প্রাথমিক সূচনা হয় বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর বহু প্রমাণ রয়েছে, রয়েছে সরকারের বারংবার স্বীকৃতি। বিশেষত ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ এর জাতীয় পুরস্কারলাভ। এছাড়াও ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ-শিক্ষক' হিসেবে এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীকে জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি।

একসময়ে ঢাকার শহরতলী মিরপুরে অনুন্নত ও অবহেলিত জনপদের পতিত ডোবায় প্রতিষ্ঠিত একটি অত্যাধুনিক বিদ্যায়তন গুণগত ও বিশেষায়িত শিক্ষাদান করে দ্বিমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের দু'নেত্রীর কাছ থেকে একইরূপ স্বীকৃতির সম্মাননা গ্রহণে কীভাবে সক্ষম হলো– এ বিষয়টি দেশের শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে ভাবিয়ে তোলে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া দিগন্ত উন্মোচনের নেপথ্য রহস্য ও কারিশমা জানতে তখন শুধু ঢাকা মহানগরী থেকেই নয়, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহু শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসক ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আসতে থাকেন। এমনকি কোনো কোনো শিক্ষা-প্রশাসক দাম্ভিকতার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজে সরাসরি না গেলেও এ কলেজের বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-কৌশল নিয়ে নেপথ্যে রীতিমতো স্টাডি শুরু করেন। সে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল প্রয়োগ করে বহু শিক্ষাদ্যোক্তা নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুউন্নত করার পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন গৌরবান্বিত। এভাবেই বাংলাদেশে গুণগত বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের স্থপতি অধ্যাপক কাজী ফারুকী বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছেন। ঈর্ষা বহুক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ হলেও শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অনুরূপ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ঈর্ষাই ঘটিয়েছে বাংলাদেশের অর্থ-বাণিজ্য শিক্ষায় সৃজনশীল বিপ্লব।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তথা ধানমন্ডিতে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কলেজে ভালো ছাত্রদের ভর্তি হতে দেখিনি আমার ছাত্রজীবন অবধি। অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এর অনুকরণে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রশাসনে গুণগত পরিবর্তন সাধন করে পরীক্ষার ফলাফলে চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করতে শুরু করে সিটি কলেজ। ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মরহুম হাফিজ উদ্দিনের মতো সৈয়দ আবুল হোসেন, লায়ন এম কে বাশার, লায়ন নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ নিজেদের একচ্ছত্র পৃষ্ঠপোষকতায় যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সেসবই কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে ও প্রেরণায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ বলে বিজ্ঞজনরা

মনে করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সগৌরবে সর্বদা সবার শীর্ষে অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয়নি, ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ বিদগ্ধজনদের সোৎসাহে প্রতিষ্ঠা করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (BUBT)। ১৯৮৯ সালে ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হওয়া ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬,২০০; শিক্ষক ১৩৮ জন; স্টাফ ১০৩ জন; রয়েছে ৮টি লিফট এবং ৩,৯৫,০০০ বর্গফুটের অবকাঠামো। শিক্ষক-স্টাফদের মাঝে নেই অসন্তোষ, সবাই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত, তাদের ন্যায্য প্রাপ্তিতে। এখানে একজন প্রভাষকের মাসিক বেতন প্রায় ৩২,০০০ টাকা; সহকারী অধ্যাপকের ৫০,০০০ টাকা; সহযোগী অধ্যাপকের ৭০,০০০ টাকা। বহুতল দু'টি একাডেমিক ভবন ছাড়াও ১২তলা বিশিষ্ট দু'টি স্টাফ রেসিডেনসিয়াল ভবন রয়েছে। ১৯৯৮ সাল নাগাদ, যখন আমি এ কলেজের পরিচালনা পরিষদে ছিলাম তখনও দেখতাম– এ কলেজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণকারী মাত্রই মন্তব্য করে বলতেন, একে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে না; এ যেন উন্নত বিশ্বের কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষের হালকা পকেটের ততোধিক হালকা দানের দামে এবং জুতার সুখতলা ক্ষয় করে বৃষ্টি-রোদে ভিজে-শুকিয়ে সাধারণ এই আমি অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণ করেছিলাম দুর্বার চ্যালেঞ্জ।

ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় এ বিশাল বিদ্যায়তন গড়ে তোলা কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে আমারসহ বহুজনের বহু শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কৌশল ও প্রত্যয়ের ফসল এই ঢাকা কমার্স কলেজ। এমনকি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সূচনায় এরূপ গুণগত মানের ব্যতিক্রমী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি যাবে না –তা নিয়ে সংশয় ও সন্দিহান হয়ে অনেকেই বলেছেন, এটি আকাশ-কুসুম কল্পনা; কেউ বলেছেন এটি বিলাসী উদ্যোগ, বিলাসী বাজেট ইত্যাদি। পন্ডিত ব্যক্তিত্বদের এরূপ হতাশাব্যঞ্জক কথা আমাদের নিকট দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষের হালকা পকেটের ততোধিক হালকা দানের দামে এবং জুতার সুখতলা ক্ষয় করে বৃষ্টি-রোদে ভিজে-শুকিয়ে সাধারণ এই আমি অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে দুর্বার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম, তার দু-একটি প্রসঙ্গ নিম্নে উল্লেখ করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা
শুরুর সেই দিনগুলি

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিংয়ের ছাত্র এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক। এলাকাভিত্তিক একটি সমিতির স্যুভেনির প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রত্যাশায় ঢাকা কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর লালমাটিয়াস্থ বাসায় গেলাম এবং এটি ছিল তাঁর সাথে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। ফারুকী সাহেব আমার একাডেমিক শিক্ষক না হলেও তাঁর জ্ঞান, পান্ডিত্য, আত্মবিশ্বাস ও মনোবল, সর্বোপরি বুকের মধ্যকার উদার প্রশস্ত বারান্দা আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে– আমি তাঁকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম, সম্বোধন করতাম স্যার বলে।

অধ্যাপক কাজী ফারুকীর নিজস্ব প্রেসে প্রায় বিনা খরচে ম্যাগাজিন ছাপাবার আশ্বাসে পুলকিত হয়ে বিদায় নিচ্ছিলাম। বিদায়কালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন– 'আচ্ছা তুমিতো কমার্সে পড়ছ, কমার্স গ্র্যাজুয়েট। ঢাকায় একটা কমার্স কলেজ করলে কেমন হবে?'

তখন পর্যন্ত ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে এত বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক পড়েনি। একটু ভেবে উত্তর দিলাম, 'ঢাকার বাইরে যেহেতু সরকারি কমার্স কলেজ সুনামের সাথে চলছে, ঢাকায়ও চলবে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা বিশেষায়িত কলেজ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা কি সহজ ব্যাপার, স্যার?'

'সহজ না কঠিন ভাবলেতো চলবে না। এরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যদি থেকেই থাকে, তবে তা করতে হবে। তুমি আরেকদিন একটু বেশি সময় নিয়ে আস, এ বিষয়ে আলাপ আছে।'

সেদিনের আহ্বান অনুযায়ী ২/৩ দিন পর এক বিকেলে অধ্যাপক ফারুকীর বাসায় গেলাম। অনেক কথা হলো; যার সারবত্তা হচ্ছে– দীর্ঘদিনের ঘুণেধরা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে একটি কর্মমুখী ও জীবনমুখী আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে গড়ে তোলা প্রয়োজন, যে শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের তরুণ সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন-যুদ্ধের যোগ্য যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠবে। তারই একটি মডেল বা দৃষ্টান্ত

হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা প্রথমে স্বল্প পরিসরে শুরু করে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে; যেখানে শুধু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরাই পড়াশোনা করবে না, বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরাও আসতে আগ্রহী হবে। এক কথায় মানুষ গড়ার এমন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে হবে– যেখানে শিক্ষিত বেকারের বদলে তৈরি হবে দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সম্ভার, বেরিয়ে আসবে জীবন যুদ্ধের সুযোগ্য যোদ্ধারা। কাজী ফারুকী স্যার জানালেন– এখন তাঁর প্রয়োজন দু'চারজন উদ্যোগী যুবক, যারা বিত্তের চেয়ে চিত্তের শক্তিতে অধিক শক্তিমান।

আলাপ শেষে যখন সলিমুল্লাহ হলে ফিরছিলাম, তখন আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। দৃষ্টির গভীরে যেয়ে দেখলাম– কালো মেঘ শুধু লালমাটিয়া তথা ঢাকার আকাশকেই আচ্ছন্ন করেনি, বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনকেও ছেয়ে ফেলেছে। দূর থেকে মোয়াজ্জিনের আযান ভেসে আসছিল। সুদূর দিগন্তে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম– হে স্রষ্টা, এ মহান শিক্ষাবিদের সুমহান স্বপ্নের সাথে আমাকে এক করে তাঁর এ স্বপ্ন কবুল করে নাও।

১৯৯০ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (ডানে) কলেজের ফাউন্ডার-অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং (বায়ে) কলেজের আরেক ফাউন্ডার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল।

তারপর থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে চলল আলাপ-আলোচনা ও বৈঠক। এসব আলোচনা ও বৈঠকে সবাই যে উৎসাহিত হতেন তা নয়, নিরুৎসাহিতও হতেন অনেকে। সম্ভবত এজন্যই ফারুকী স্যার ও আমি ছাড়া অন্যরা খুব একটা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না। বাণিজ্য শিক্ষায় প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকীর বাসায়ও কয়েকটি বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের মধ্যে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের একটি বৈঠকের কথা আমার স্পষ্টই মনে পড়ছে। সে বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. এম হাবিবুল্লাহ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, খুলনা আজম খান কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ আবুল বাসার, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন, ড. খ ম কামাল, আমি এবং আরো ২/৩ জন। এ বৈঠকে কাজী ফারুকী স্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা করার পর উপস্থিতদের অধিকাংশই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, এটাতো কল্পকাহিনী! এর বাস্তবায়ন করতে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা লাগবে। এত টাকা আসবে কোত্থেকে?

এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। এর মধ্যে ফারুকী স্যারের বন্ধু অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং দুই ছাত্র মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু (বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ-প্রশাসন) ও মরহুম মাহফুজুল হক শাহীন (ইম্পেরিয়াল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ) এর সাথে পরিচয় হলো। পরবর্তীতে এ তিনজনও আমাদের উদ্যোগের সাথে একাত্ম হলেন। এরপর ১৯৮৭ সালে ঢাকা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর সাথে কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করার জন্য তাঁর আজিমপুরস্থ বাসায় যাই ফারুকী স্যার ও আমি। সেখানেও আমরা প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। তবে যতই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলাম, ততই বজ্র কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে উঠছিলাম।

যাই হোক, অবশেষে অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর পরামর্শ ও আশ্বাস নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর ১৫ জুন ১৯৮৭ এর এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, ১৯৮৭-'৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের নৈশকালীন একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে। তদনুযায়ী ২০ জুন '৮৭ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশকলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি আবেদন করি প্রাথমিক শিক্ষা

অধিদপ্তরে। এ বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষা-উপমন্ত্রী গোলাম সরওয়ার মিলনের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করি এবং তাঁর সুপারিশ নিয়ে কলেজ চালু করার আবেদনপত্র সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেই। কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে অনুমতি পাওয়া গেল না। এভাবে কলেজ শুরুর আরও কয়েকটি প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর ৬ অক্টোবর '৮৮ তারিখে আমাদের উদ্যোক্তাদের বিশেষ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার ততোধিক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিম্নরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

অধ্যাপক কাজী ফারুকী – আহ্বায়ক
অধ্যাপক আবুল কাশেম – যুগ্ম আহ্বায়ক
জনাব এম হেলাল – সদস্য
জনাব মাহফুজুল হক শাহীন– সদস্য সচিব

এ সভায় ১৯৮৯-'৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের কাজ শুরুর জোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রকল্পের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ঢাকাস্থ ই-৫/২ লালমাটিয়া –এ ঠিকানা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে এ বৈঠকে উপস্থিতরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নরূপ চাঁদা দিয়ে প্রাথমিক তহবিল গঠন করি।

৬ আগস্ট '৮৯ ॥ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ভর্তি ফরম বিতরণ করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কাজী ফারুকী। মাঝে প্রকল্প কমিটির সদস্য এম হেলাল এবং এ বি এম আবুল কাশেম।

কাজী ফারুকী	১,০০০	টাকা
এম হেলাল	২০০	টাকা
আবুল কাশেম	১০০	টাকা
মাহফুজুল হক শাহীন	৫০	টাকা
শফিকুল ইসলাম চুন্নু	১০০	টাকা
নুরুল ইসলাম	১০০	টাকা

এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি ব্যাংক লিঃ এর নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা এবং কলেজের জন্য প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরির দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। আমার প্রতিষ্ঠিত প্রেস 'ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স' (UPP) থেকে বিনা খরচে আমি প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরি করে দেই। আর কাজী ফারুকী স্যার কলেজকে একটি স্টীলের ফাইল কেবিনেট দান করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ শুরুর জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবাই বাড়ি খুঁজতে থাকি। এরই মধ্যে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ বি এম শামসুদ্দিন এর সাথে কথা বলে তারই ইনস্টিটিউটে বৈকালিক শিফটে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করি এবং তদনুযায়ী উক্ত ইনস্টিটিউট (৪/৭ এ, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা) এ ১ জুলাই '৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক মোনাজাত ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক উন্মোচন করি।

এরপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রচারপত্র বিলি করে ছাত্র ভর্তির আহ্বান জানাই এবং ৬ আগস্ট '৮৯ তারিখে সর্বপ্রথম ভর্তির ফরম বিতরণ করি; যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের।

এরপর ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৯০ সালে ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের পূর্বপাশে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। তখন কলেজ ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আহ্বান জানিয়ে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী বলেন– তোমরা যদি কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে কলেজকে সহযোগিতা করতে চাও, তাহলে তা সাদরে গৃহীত হবে। স্যারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে সময়ে বি কম এর ছাত্র মোঃ শামীম শিকদার (রোল ডি-১৪৪) একটি সিলিং ফ্যান এবং দু'টি টিউব ভাল্ব, মোঃ সাইদুর রহিম বাপ্পী ১টি স্টিলের আলমারি এবং আরো কয়েকজন নিজ উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। আরো অনেকে অনুরূপ নানা সহযোগিতা দিয়ে কলেজের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এভাবেই অজস্র বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা কমার্স

কলেজ' আজ কর্মমুখী বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত ও ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রাত্যহিক শিক্ষাক্রম ছাড়াও ছাত্রদের নৈতিক ও গুণগত মান উন্নয়ন তথা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা, শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিত সভা, নিয়মিত বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, সেমিনার বা আলোচনা সভা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক দিবস পালন, ছাত্রদের শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, মাসিক ভোজ, বার্ষিক ভোজ, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাকার বিভিন্ন কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট দিন ও সময় অনুযায়ী নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে; যার কিছু কার্যক্রম কতিপয় ক্যাডেট কলেজ ছাড়া অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি ঢাকা কমার্স কলেজ শুরুর সেই সময়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার শুধু ক্যাডেট কলেজ কেন, যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায়ই ছিল অত্যাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত –যা অনেক শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের নিকট গৃহীত হয়েছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

সরকারের কোনো আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই শূন্য থেকে শুরু করে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সেটিকে অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীতকরণ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক পদ্ধতিতে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ ফলাফল অর্জন –এক কথায় অতিবাহিত সময়ের তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে এই বিশাল সাফল্য কোনো সহজ কাজ নয়।

এমনকি প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সময়ে কিংবা বর্তমান সময়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সুযোগ্য নেতৃত্বে এ কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঢের উন্নত এবং পাঠদানও ভালো।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া দিগন্ত উন্মোচনের নেপথ্য রহস্য ও কারিশমা জানতে তখন শুধু ঢাকা মহানগরী থেকেই নয়, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহু শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসক ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আসতে থাকেন। এমনকি কোনো কোনো শিক্ষা-প্রশাসক দাম্ভিকতার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজে সরাসরি না গেলেও এ কলেজের বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-কৌশল নিয়ে নেপথ্যে রীতিমতো স্টাডি শুরু করেন। সে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল প্রয়োগ করে বহু শিক্ষাদ্যোক্তা নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুউন্নত করার পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন গৌরবান্বিত।

ঢাকা কমার্স কলেজ সগৌরবে সর্বদা সবার শীর্ষে অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয়নি, ড. সফিক সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ বিদগ্ধজনদের সোৎসাহে প্রতিষ্ঠা করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (BUBT)

আমার বিনম্র শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক কাজী ফারুকী এবং প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকসহ সবার প্রতি; যাঁরা এ কলেজের সূচনালগ্নে আমার যৌবনের সেই উত্তাল সময়ের গলদঘর্ম শ্রম, চিন্তা কিংবা অর্থ সাহায্যের বিনিয়োগকে বিপুল সাফল্যে ভরপুর করেছেন এবং পশ্চাদপদ এ সমাজ ও জাতিকে অনন্য সৃজনশীলতা ও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন।

মহাকবি ফেরদৌসি বলেছেন– 'যে গাছের ফল তিক্ত, সে গাছকে যদি তুমি বেহেশতেও রোপণ কর এবং যদি জল সেচনের সময় তুমি তার মূলে শরাবান তহুরা ঢাল, তবুও সে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিক্ত ফলই দান করবে।' অথচ আমাদের সমাজে এবং শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জন্য কোমলমতি ছাত্র-যুবকদের শুধু শুধুই দায়ী করা হয়। কিন্তু তারা যে শিক্ষাঙ্গনের ফসল, সে শিক্ষাঙ্গনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কখনো তলিয়ে দেখা হয় না। ভেবে দেখা হয় না যে, এসব ছাত্র-যুবকের সুযোগ্য (?) অভিভাবকত্বের যারা দাবিদার, তারা কি তাদের সন্তানদের মানুষ করার লক্ষ্যে তথা শিক্ষার মূল লক্ষ্য 'মানবীয় গুণাবলি অর্জন' এর প্রয়াসে উপযুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে পেরেছেন? এ বিষয়টি ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজসহ দেশের বিরল দু'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদাংক অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষক-অভিভাবক, সমাজপতি ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা এখনই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

লেখকঃ
ক্যাম্পাস সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র এর মহাসচিব
ফোনঃ ৯৫৫০০৫৫, ৯৫৬০২২৫, ৪৭১১৯১৬৩
web: www.helal.net.bd
www.campus.org.bd
e-mail: info@campus.org.bd

সেরা কলেজের নেপথ্যে...

প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
প্রতিষ্ঠাতা ও
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে পঞ্চম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ'। সারাদেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজারেরও অধিক ক্যাম্পাস রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এর মধ্যে ২৮৯ টি সরকারি কলেজ ও বাদবাকি সকল বেসরকারি কলেজ। (সূত্র: https://bn.wikipedia.org/wiki/জাতীয়_বিশ্ববিদ্যালয়)। এতসব কলেজের মধ্যে বিশেষত বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের ১ম স্থান দখল করে নেয়া সত্যিই বিস্ময়কর। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি দুই হাজারেরও অধিক কলেজের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ অবস্থান কলেজের জন্য গর্বের বিষয়। কলেজটি ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে মোট দুইবার জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য বিগত ২৭ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে কলেজটি তার সুবিশাল কার্যক্রমের দিক থেকে বাংলাদেশের ব্যতিক্রমী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা উন্নয়নে যুগপৎ কাজ করেছেন কলেজের গভর্নিং বডি, শিক্ষক-অভিভাবক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী। সেরা কলেজ হবার নেপথ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গুণীজনের শ্রম ও মেধা জড়িয়ে আছে। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে করেছে বেগবান। কলেজ প্রতিষ্ঠায় যারা নিঃস্বার্থভাবে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৮০ সাল। আমি সবেমাত্র কলেজের একজন ছাত্র হিসেবে কয়েকজন শিক্ষকের খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জনাব কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। আমার জীবনের বেশকিছু স্মৃতি ফারুকী স্যারের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে আছে, যা কোনো দিনই ছিন্ন হবার নয়। ঢাকা কলেজে বিভিন্ন সময়ে স্যারের সাথে পড়াশোনার কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন কাজকর্মে কেন যেন আমিও স্যারের কাছে এগিয়ে যেতাম, স্যারও আমাকে ডেকে নিতেন। ঐ সময়গুলোতে প্রায়ই বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ধ্যানধারণা মাঝে মাঝে স্যারের কথায় বেরিয়ে আসত। তিনি এভাবে বলতেন, তোমাদের নিয়েই আমি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাই- বলেই কী করতে চাই, কেন করতে চাই, সব বিষয় একে একে বলতে থাকতেন।

এভাবে সময়ের চাকা চলতে থাকে। একদিন স্যারের বাসায় গেলাম। বসলাম, কথাবার্তা হচ্ছে। একপর্যায়ে স্যার আমাকে বললেন, তোমাদের মতো ছেলেরা অর্থ উপার্জনের মতো অনেক কাজই করতে পারে। তুমিও কর না। আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে, কী করব- বলতেই স্যার অনেক পথনির্দেশনা দিয়ে ফেললেন। তখন স্যার বেশ কয়েকটি পাঠ্য বই লিখে বাজারে ছেড়েছেন। ফারুকী স্যারের ইউনিক প্রেস পুরান ঢাকায় চলমান অবস্থায়। আমি আর বিলম্ব না করে আমার গ্রামের বাড়ি পাবনাতে গেলাম। আমার বাবার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে ঢাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসাভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করলাম। আমার জীবনের প্রথম কর্ম হিসেবে ফারুকী স্যারের 'ইউনিক প্রেস'-এর সাপ্লাইয়ের কাজের সাথে জড়িত হই। বছর ঘুরে দেখতে পেলাম বেশকিছু টাকা মুনাফা হয়েছে। তখন থেকে আমার নতুন কিছু একটা করার ইচ্ছা বা প্রবণতা মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে। আমার যেন মনে হয় সবই সম্ভব, শুধু করলেই হয়। এর মাঝেই বেশ কটা বছর পেরিয়ে গেছে। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত এর মধ্যে ঢাকায় কমার্স কলেজ হবে; কলেজ নিয়ে মাঝেমধ্যে কাজী ফারুকী স্যারের বাসায় গেলে আলাপ হয়, আসলে কলেজ কর্মকাণ্ড যা, তা শুধু ফারুকী স্যারের স্বপ্নে, উনার মুখ থেকেই মাঝে মধ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কলেজ সম্পর্কিত বাস্তব কোনো কর্মকাণ্ড তখনও শুরু হয়নি।

আমার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। স্যারের বাসায় ১৯৮৫ সালের মে মাসের ৪-৫ তারিখের দিকে স্যারের খুবই কাছের ছাত্র জনাব নজরুল ইসলাম খাঁন ভাইয়ের ছোট ভাই ফিরোজ আহমেদ খাঁন এসেছেন একটি হাউজিং কোম্পানি করা যায় কিনা সেজন্য। ফিরোজ সাহেব নাছোড়বান্দা। স্যারকে এই হাউজিং কোম্পানিতে রাখবেনই। ফিরোজ সাহেব মানুষটি বেশ চালাক প্রকৃতির বুঝেই ফারুকী স্যার ফিরোজ সাহেবকে বললেন, আমি ও চুন্নু তোমার হাউজিং কোম্পানিতে থাকব। আর শুরু হলো দ্বিতীয় কার্যক্রম আমার জন্য। ফিরোজ সাহেবের সাথে আরও বেশ যোগ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানোর সৌভাগ্য হলো আমার। হাউজিং কোম্পানির নামকরণ হলো আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ এবং এই কোম্পানির সাথে যুক্ত হলেন প্রায় বিশজন স্বনামধন্য মানুষ। তাদের কয়েকজনের মধ্যে জনাব সামসুল আলম, সভাপতি, গোল্ড এ্যাসোসিয়েশন, জনাব আব্দুল মতিন, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, বিসিআইসি, প্রফেসর সাদেকুর রহমান, ঢাকা কলেজ, সেই সাথে ফারুকী স্যারসহ আরও অনেকে।

কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখতে পারিনি আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ-কে। কারণ আমি সবেমাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের কোম্পানির এমডি ফিরোজ আহমেদ সাহেব শুধুই আমাকে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখাতেন এবং বলতেন, "আপনি কত কোটি টাকা চান চুন্নু ভাই"- শুধু আমি যা করি, আপনি তা দেখে যাবেন। বিষয়গুলো আমার তেমন ভালো লাগেনি। আমার মনে হয়েছে, ফিরোজ সাহেব নিজেও বিপদে

পড়বেন, আমাকেও বিপদে ফেলবেন। একদিন ফারুকী স্যারকে বললাম ঘটনা। স্যার তাৎক্ষণিকভাবেই আমাকে বললেন, ফিরোজকে মিটিং ডাকতে বল, কিন্তু ফিরোজ আর মিটিং না ডাকায় আমিই সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে যাব। আমার ও অন্যান্য কয়েকজনের শেয়ার মূল্য নিয়ে বের হয়ে এলাম। এটি শেষ হতে না হতেই আবার নতুন কিছু করার চিন্তা করলাম।

অবশ্য ফারুকী স্যার আমাকে এই নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন বলতে হয়। কারণ ফারুকী স্যার উনার বৈঠকখানায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রগুলো খুবই অপছন্দ করতেন এবং বলতেন চাকরি করে বড় ধরনের কেরানি হওয়ার কোনোই যুক্তি নেই। তোমরা পারলে সৃষ্টিধর্মী কিছু কর। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিমভাবে গ্রিন ভেজিটেবল ও অন্যান্য ফার্মিং কর্মকাণ্ড-এর কথা বলতেন এবং এটাও উল্লেখ করতেন, এগুলোই দেশের ও জাতির জন্য প্রত্যেকের করা উচিত ও ভাববার বিষয়। তখন সময়টা ছিল ১৯৮৬ সাল। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কথা স্যারের চিন্তায় কাজ করছে।

কিন্তু বাস্তবে স্যার এই বিষয় ঐ সময়ের জন্য উপযোগী মনে করছেন না। কারণ আমার মনে পড়ে একদিন স্যার একবার বললেন, "চুন্নু আস, কলেজ করার বিষয়টি শক্ত করে ধরি।"

আবার কেন যেন কলেজ প্রসঙ্গটি নরম করে দিল। সম্ভবত তখন আরও কিছু দিক দিয়ে ফারুকী স্যার নিজেকে গোছানোর চিন্তাই করছিলেন।

আমারও নিজের মধ্যে কেন যেন চাকরির বিষয়ে একটি অনীহাভাব কাজ করছে। চাকরি করে তো নিজের জন্য কর্মসংস্থান হবে, অন্যদের জন্য তো আর কিছু করতে পারব না। এর মধ্যে আমার অনার্স ও মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হয়েছে। আমি অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস দশম পজিশন পেয়েছি এবং মাস্টার্সও বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি। আমার চাচাত ভাই এমএ জলিলসহ বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিসিএস পরীক্ষা দিতে বলেছে। এমনকি ফরম পূরণ করে জমা দিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে চলে এলাম স্যারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। নতুন কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ করা দরকার। ইতোমধ্যে আমার চাচাত ভাই এমএ জলিল পুলিশ ক্যাডারে টিকে গেছে এবং পুলিশে যোগদান করছে। মনটা কিছুটা হলেও দুর্বল হলো, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে শক্ত করতে সক্ষম হলাম। আমার মনের মধ্যে রেখে দেয়া সিদ্ধান্ত ফারুকী স্যারকে উনার বৈঠকখানায় আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলাম। স্যার আর কালবিলম্ব না করে আমাকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার ব্যাপারে ১০০ ভাগ স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত দিলেন। বললেন, এটাই তো আমি চাই এবং ভবিষ্যতে গাজীপুরের দিকে আমিও ফার্ম করব। তুমি পাবনাতে শুরু করে দাও।

শুরু হলো আমার তৃতীয় কর্মশালা সংগ্রাম। আমি বাড়িতে গেলাম, আবার বাবাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বললাম এবং ফারুকী স্যারের অভিপ্রায়ের কথাও বাবার কাছে উল্লেখ করলাম। আমার বাবা প্রথমত খুবই উদ্বুদ্ধ হলেন। আমি আমার বাবার কাছ থেকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার জন্য ৪০ বিঘা জমি আমার বাড়ি সংলগ্ন এরিয়া থেকে ফার্মের জন্য নিয়ে প্রচণ্ড উদ্যমে পোল্ট্রি, ফিশারিজ, হ্যাচারি ও নার্সারির সমন্বয়ে মাল্টি প্রোগ্রাম শুরু করলাম। আমার বিশাল ফার্ম তখন পুরো নর্থবেঙ্গলের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের সবচেয়ে একটি বড় কৃষি প্রকল্প। সেই এক বছরের মধ্যেই দূরদূরান্ত হতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি লোকজন আমার প্রকল্পে ভিড় জমাতে শুরু করল। জেলা পর্যায়ের পদস্থরা ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে যখন আমার প্রজেক্ট দেখতে আসতেন, তখন আমার মনে হত আসলেই আমি ভুল করিনি। আমার সিদ্ধান্তই সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী। পাঠকবৃন্দ মনে কিছু নেবেন না, আসলে কলেজ ইতিহাস বলতে গিয়ে আমার নিজের অনেক কর্মের কথা নিজের অজান্তেই লিখতে হচ্ছে। কলেজের সাথে আমার কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ইতোমধ্যে ফারুকী স্যারের সাথে আমার যোগাযোগ দূরে অবস্থান করার কারণে একটু হলেও কমেছে। তবে উভয়েই উভয়ের খোঁজ-খবর ও কুশলাদি সবসময়ই রাখি। ১৯৮৬ সালের দিকে বেশ কয়েকবার ফারুকী স্যার ঢাকায় একটি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে চাইলেও তা শুধু চিন্তা-চেতনার মধ্যে বিষয়টি রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। ১৯৮৭ সালের দিকে পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেও শুধু শক্তভাবে সবাই বিষয়টি গ্রহণ না করার ফলেই আবার উদ্যোগ কার্যক্রম পিছনের দিকে চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে স্যারের বাসায় ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার প্রয়োজনে গেলাম। কলেজ প্রসঙ্গে আলাপ তুলতেই স্যার বললেন, আসলে চুন্নু তুমি ঢাকায় থাকলে এ বছরই কলেজ শুরু করতাম। কথা বলতে বলতে তিনি জানালেন ঢাকায় কলেজ করা হলে ঐ কলেজে জনাব সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিবেন। তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিলে আমাদের আর চিন্তা থাকবে না। সাফায়েত আহম্মেদ সিদ্দিকী স্যার সম্পর্কে প্রায় না হলেও ৪৫ মিনিটের উপর বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত কথাবার্তা বললেন। ঐ দিনের মতো স্যারকে কলেজ কার্যক্রমে জড়িত থাকব বলে আশ্বাস দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় চলে গেলাম।

১৯৮৮ সালের শেষের দিকে স্যারের বাসায় আবার এলাম। আমার কুশলাদি স্যারকে পৌঁছালাম। ১৯৮৮ সালের বন্যায় আমার প্রকল্প বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুনে স্যার খুব বিষণ্ন হলেন, খুবই দুঃখ পেলেন। আমি স্যারকে বললাম, "আমি আমার প্রকল্পকে পুনর্গঠন করব এবং এর পাশাপাশি এলাকায় একটি কলেজে অধ্যাপনায় জড়িত হয়েছি।" ফারুকী স্যার আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং আমাকে সাহস যোগালেন। সেই সাথে কলেজের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, সিদ্দিকী স্যারের

প্রস্তাবিত কলেজে থাকার কথা ছিল এবং তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, এখন তো মনে হচ্ছে আবার পিছিয়ে গেলেন। অতঃপর আরও বিভিন্ন বিষয়ে কথা শেষে আমি আমার বন্ধু দেলোয়ারসহ স্যারকে সালাম দিয়ে স্যারের বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিছুদিন পর সম্ভবত ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাস। আমি আমার প্রজেক্টের ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ গেলাম। কাজ শেষে ভাবলাম, যখন ঢাকায় এলাম তখন ফারুকী স্যারের বাসা হয়ে যাই। স্যারের বাসায় এলাম। দেখা হতেই স্যার বললেন, ভালো হলো চুন্নু এই মাত্র তোমার কাশেম স্যার চলে গেলেন। তখনও মাহফুজুল হক (শাহীন) স্যারের বৈঠকখানায় বসে। শাহীন ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল এবং ঐ কলেজে নর্থ হোস্টেলে আমি ও শাহীন থেকে এসেছি। তখন থেকেই শাহীন আমাকে খুব সম্মান করত। অনেকদিন পরে দেখা, বেশ ভালো লাগল। কথা বলতে বলতেই স্যার বললেন, চুন্নু আর একটু আগে এলে তো মিটিংয়ে যোগদান করতে পারতে। থাক, তুমি তো এখন বেশ টাকা-পয়সার মালিক।

আমি আবার স্যারকে বললাম, ব্যবসায়ে তো বেশ মার খেয়েছি। স্যার উল্লেখ করলেন যে, কিছুক্ষণ আগেই কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করেছি। তোমাকেও কমিটির সদস্য হতে হবে। তুমি পকেটে হাত দাও, কলেজ বাস্তবায়নকল্পে ১০০ টাকা দিয়ে শরিক হও। ঐ সময় মোট ১৫৫০ (এক হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা উঠেছে সেটাও উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, তুমি আর শাহীন যদি আমার সাথে থাক তাহলে কীভাবে কলেজ করতে হয় সেটাও দেখব। তোমরা সেইভাবে থাকবে কিনা বল। শাহীন তো কথায় খুব ছরি ছুড়তে পারে। ও তো যেভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কলেজ তখনই আমরা করে ফেললাম। যা হোক স্যার অনেক আশা, অনেক চিন্তা, অনেক স্বপ্নময় কথা বললেন, আমরাও শুনে গেলাম। আমি ও শাহীন ঐ দিনের মতো প্রস্থান করলাম স্যারের বাসা থেকে। এবারে আমার নিজের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। আমার প্রজেক্ট দ্বিতীয়বারের মতো আবার বন্যাকবলিত হয়েছে। প্রজেক্টের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়েছে। আমার মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে। ফার্মের পাশাপাশি সাতবাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা কাজে কিছুটা জড়িত হয়েছি। এই সময়ে অনেক কিছুই চিন্তা করছি। একবার ভাবছি, আমার মামাত ভাই সালামের সাথে ওজন করার স্কেল তৈরীর ব্যবসায় জড়িত হব কি? আবার ভাবছি, অন্য কোনো ব্যবসা ঢাকাতেই করব কিনা এসব চিন্তার মধ্যে সময় কাটছে।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমার ছোট ভাই রোকনুজ্জামান ওমর বাড়িতে এলো। ওমরের সাথে ফারুকী স্যারের আলাপ হয়েছে আমার সম্পর্কে। আমার অনেক খোঁজ খবর স্যার নিয়েছেন। আমি কী ভাবছি, বা কী করছি অথবা নতুন করে কী করতে চাই, প্রজেক্ট ছেড়ে দিচ্ছি কিনা ইত্যাদি। ফারুকী স্যার ওমরকে বলেছেন, "চুন্নকে জরুরী ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।"

আমি স্যারের খবর পেয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে ঢাকায় এলাম এবং সরাসরি স্যারের বাসায় পৌঁছলাম। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমার জন্য স্মরণীয় দিন। কারণ ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য আমি মনে করি এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমার দেশের বাড়ি পাবনা থেকে ফারুকী স্যারের বাসায় এসে পৌঁছলাম। ফারুরী স্যার তখন বাসায় ছিলেন। সন্ধ্যায় নামাজ সমাপ্ত করেই স্যারের বৈঠকখানায় স্যার আমাকে নিয়ে বসলেন এবং আমার কুশলাদি নিয়েই কলেজের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি আর কোনো কিছু চিন্তা করতে পারবে না। এতদিন শুধু কলেজ নিয়ে আলাপ-আলোচনাই হয়েছে, তেমন কোনো কাজের কাজ হয়নি, তেমন কোনো অগ্রগতিও হয়নি। সব যেন আরও ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তুমি এখনই আমার টেবিলের সামনে বস এবং এখন থেকেই কলেজের বাস্তব কাজ শুরু হবে। স্যার অনেকটা শক্ত মনেই আমাকে বললেন, চুন্নু তুমি ও শাহীন যদি আমার সাথে থাক তাহলে অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে নতুন যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করবো সেখানে চলে আসবো। প্রয়োজনে চাকরি ছেড়েই চলে আসব। মাহফুজুল হক শাহীন তখন ফারুকী স্যারের বইয়ের প্রচ্ছদগুলো ডিজাইন করে দিত এবং সে কারণে বাংলাবাজারে স্যারের প্রকাশনাতেই বেশির ভাগ সময়ে থাকতে হত। তারপরও স্যার কলেজের প্রয়োজনে ডাকলেই শাহীন যথারীতি আমাদের সাথে যোগ দিত। প্রথমত ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ দিবাগত রাতেই ফারুকী স্যারের বাসায় প্রসপেক্টাস লেখার কাজ শুরু করা হয়। স্যারের বাসায় কয়েকটা কলেজের প্রসপেক্টাস ছিল। আমরা দেখলাম। কিন্তু স্যার বললেন, ''এগুলো দিয়ে তেমন কাজ হবে না আমাদের। কারণ আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের প্রসপেক্টাস যেটা করব, অন্যান্য কলেজ থেকে সেটা হবে একেবারে ব্যতিক্রম।'' আমি ও ফারুকী স্যার ঐ রাতেই ১২টা পর্যন্ত কাজ করলাম। রাতে আর ফেরা হলো না, স্যারের ওখানেই শুয়ে রইলাম। কিন্তু স্যার খাওয়া-দাওয়া শেষে আমাকে বললেন, ''চুন্নু ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে এবং প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যারের বাসায় যেতে হবে।'' জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী স্যার তখন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। যে কথা সেই কাজ। ভোর হতেই ফজরের নামাজ আদায় করেই আমি ও স্যার তাড়াহুড়া করে বের হচ্ছি। এমন সময় একটা চমৎকার ঘটনা ঘটল, যা আজও আমার মনে বেশ দোলা দেয়।

আমি যখন স্যারকে বললাম জনাব রশীদ চৌধুরী স্যার তো সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে যান, আপনি বলেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাড়াহুড়া করে প্যান্ট-শার্ট পরে খুব দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসতেই স্যারের স্ত্রী সকালে স্যারকে দুধের ছানা খাওয়ানোর জন্য পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেই স্যার বলে উঠলেন, ''রাখো তোমার ছানা মাখন, চুন্নু চলো তো তাড়াতাড়ি।'' তাঁর সেদিনকার সেই উক্তিতে আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম যে, ফারুকী স্যার তখনই কলেজ তৈরি করে ফেললেন। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রশীদ

চৌধুরী স্যারের বাসায় প্রথমবারের মতো গিয়ে যেটা আমরা পেলাম তা হলো নিয়ম অনুযায়ী ৬ মাস পূর্বে কলেজ করার জন্য আবেদন করতে হয়। কিন্তু আবেদন তো দূরের কথা, চৌধুরী স্যার এমনভাবেই স্যারকে কথা দিলেন যে, শিক্ষা বোর্ডের কাজ মনে হলো তখনই হয়ে গেল। তার বাস্তব প্রমাণ প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যার দেখিয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র দিয়ে। সেই সাথে আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম ফলাফলের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে যে শিক্ষার্থীর উচ্চমাধ্যমিকে চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে, সে হলো আমাদের প্রথম ব্যাচে ভর্তিকৃত একমাত্র ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা, তাকে ভিকারুন্নেছা নূন কলেজ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কলা বিভাগ হতে ঢাকা কমার্স কলেজে বাণিজ্য বিভাগে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে। তাই নিপার ফলাফলের মাধ্যমে কমার্স কলেজের প্রথমবারেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে অবদান আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যারের। এই মাসুদা খানম নিপাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হতে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের মহাসড়কে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এখন আবার পূর্বের কথায় যাই-

সকালটা খুবই সার্থক হলো মনে নিয়ে আমি ও ফারুকী স্যার আনন্দের সাথে আবার স্যারের বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ২য় দিনে আরও মনোবল ও সাহস বেড়ে গেল। এবারে স্যারের সাথে প্রসপেক্টাস লেখার কাজে মনোনিবেশ করলাম। তাছাড়া স্যার বললেন, এখন একটা মিটিংয়ের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি মিটিং করার জন্য ঐ দিন কাশেম স্যার, সাদেকুর রহমান স্যার, জিয়াউল হক, হেলাল ভাই, শাহীন ও স্যারের শ্বশুর এবং আরও কয়েকজনের সাথে স্যার ও আমি যোগাযোগ করলাম। মিটিং অনুষ্ঠিত হলো, অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে স্যার বললেন, কাগজপত্র যা লাগবে অর্থাৎ প্রিন্টিংয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র স্যারের প্রেস থেকে তৈরি করে দেবেন। একটা কাঠের আলমারি ও অন্যান্য জিনিসপত্র তাৎক্ষণিকভাবেই দেয়ার প্রস্তাব দিলেন স্যার। সেই সাথে কলেজ মনোগ্রাম তৈরির জন্য শাহীনকে দায়িত্ব দিলেন এবং আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি সেটা হলো কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া করার দায়িত্ব, সেটি দিলেন আমাকে। অন্যান্য দায়িত্ব কিছু কিছু অন্যদের মাঝে বন্টন করে নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রত্যেকেই ঐ দিন প্রস্থান করলাম।

পরের দিন থেকে শুরু হলো বাড়ি ভাড়া করার সংগ্রাম। কারণ বাড়ি ভাড়া করতে না পারলে আমাদের কলেজ কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই তাগিদেই আমার জোর তৎপরতা। সারাদিন বাড়ি খুঁজে সন্ধ্যায় স্যারের বাসায় কলেজের অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন করা- এটাই হলো আমার রুটিন ওয়ার্ক। তবে মাঝেমধ্যে সন্ধ্যায় শাহীন ফারুকী স্যারের বাসায় আসে। কলেজ কাজকর্ম নিয়ে সমন্বয় সাধন করা হয়। এবারে প্রয়োজন হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেটি হলো সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আরেকটি মিটিং আমরা ফারুকী স্যারের বাসায় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। উক্ত মিটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কয়েকজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তারা হলেন- ফারুকী স্যার, শাহীন, জিয়াউল হক ভাই, সাদেকুর রহমান স্যার, কাশেম স্যার, জামিল স্যার, মতিন ভাই- আরও কয়েকজন। সেই মিটিংয়ে তার আগের মিটিংয়ের কাজের অগ্রগতি, কলেজের নামের বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে নাম স্থির ও সাংগঠনিক কমিটির রূপরেখা তৈরি করা হয়। চিটাগাং গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি অ্যাসোসিয়েশন আছে, যেখানে স্যার নিজেও জড়িত। ঐ দিনই ফারুকী স্যার আমাদের কলেজের সাথে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ স্যার যেটা বলছিলেন, সেটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট যে, চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ঢাকাতে এ ধরনের কমার্স কলেজ হলে সেখানে তারা স্পন্সরশিপে থাকতে চায়। তবে এ ক্ষেত্রে স্যারের ইচ্ছাটা যে ছিল, সেটা স্যারের কথায় সে দিন বুঝতে পারছিলাম। তবে উপস্থিত জিয়াউল হক ভাই (স্যারের প্রাক্তন ছাত্র) স্যারের এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ জিয়া ভাই যেটি বলতে চাচ্ছিলেন সেটি হলো আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ করতে পেরেছি বাকিটাও কষ্ট হলে আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

এ ক্ষেত্রে ফারুকী স্যার যুক্তি খণ্ডন করলেন যে, চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনাই'র সদস্যরা কলেজকে অর্থায়ন করতে চান। এটা হলে হয়ত কলেজটি দ্রুত সম্প্রসারণ করা যাবে। শুধু এই সুবিধার বিষয় সামনে রেখেই চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনকে স্পন্সরশিপে আনতে আমরা উপস্থিত সবাই একমত হলাম। ফারুকী স্যার বললেন, তাহলে আমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের লোকদের সাথে কথা বলি। এদিকে কিন্তু আমি একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালাচ্ছি। ঢাকা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বাড়ি খোঁজা। বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দুএকটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যার একটি ছিল মিরপুর সড়কের পূর্বপাশে, অর্থাৎ শ্যামলী সিনেমা হলের উত্তর-পূর্ব কোণে। বাড়িটি ছিল তৎকালীন বাংলাদেশ রেডিও-এর পরিচালক জনাব ফকরুদ্দিন আহমেদ সাহেবের। মেইন রোডের সাথে সংযুক্ত। নতুন বিল্ডিং আমার খুবই পছন্দ হলো। ফারুকী স্যারকে এনে দেখালাম। ভদ্রলোকের সাথে আমাদের আলোচনা হলো খুবই সাফল্যজনকভাবে। আমরা পরবর্তীতে বিলম্ব করে ফেলায় অন্য একজন বাড়িটা ভাড়া করে ফেলে। অবশেষে আমাদের প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন গেলাম, তখন দেখি এটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিষয়টি আমার ও স্যারের মনে খুব ব্যথা দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত- আরেকটি বাড়ির মালিকদের ব্যবহারের কথা না বললেই নয়। এই বাড়িটি পঙ্গু হাসপাতালের বিপরীতে, মিরপুর

রোডের পশ্চিম পাশে সুন্দর গোছালো বাড়ি। বাড়িতে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম- কলেজের জন্য এটি হবে আরও সুন্দর। মনে মনে অনেক কল্পনা: কয়টা ক্লাস রুম, অধ্যক্ষের রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম। ভদ্রলোক অতীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিক ছিলেন। আমাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। সম্মান দিলেন। বাড়িটি আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে দিয়েও দিলেন। কিন্তু বাড়িটি কী করবেন জিজ্ঞাসা করলে কলেজ পরিচালনা করার কথা বলতেই শিউরে উঠলেন এবং বলা শুরু করলেন, এই বাড়িটা আমার ১১ নম্বর বাড়ি। আমি শিল্পকারখানা বাদ রেখে যে জন্য এই বাড়ি ভাড়া দেয়ার ব্যবসায়ে এসেছি আবার সেই ঝামেলা, না ভাই! আমাকে মাফ করবেন। তিনি আরও শুনালেন, আমি প্রথমত ভয় করি শ্রমিকদের, তারপর ভয় করি ছাত্রদের। আমার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে। আমাকে মাফ করবেন ইত্যাদি। আমি কিছুতেই সেদিন উক্ত ভদ্রলোককে বোঝাতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে হতাশ হয়ে ফারুকী স্যারের বাসায় ফিরে আসি। ঐ বাড়িটি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর মধ্যে প্রত্যেকদিনই গরু খোঁজ করার ন্যায় কলেজের বাড়ি খুঁজে যাচ্ছি। কিন্তু মেলাতে পারছি না।

হঠাৎ একদিন সকালে স্যার বললেন, "চুন্নু, বাড়ি পাওয়া গেছে। চলো দেখে আসি।" বাড়ি কোথায় বলতেই স্যার বললেন, ২৭ নম্বর ধানমণ্ডি, ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির নিকটে। গেলাম আমি ও স্যার। স্যারের পাতানো নানি। নানির ছেলে নেই। শুধু দুই মেয়ে। তাও বাইরে থাকেন। এক মেয়ের জামাই থাকেন রাজশাহীতে। বাড়ি দেখে বেশ পছন্দ হলো। অনেক পরিকল্পনা স্যার ও আমি ঐ বাড়িতে বসেই করে ফেললাম। নানির সাথে কথা অনুযায়ী স্যারের বাসায় এসে তড়িঘড়ি করে ৭০,০০০ টাকার একটি চেক ফারুকী স্যার তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল হতে আমাকে দিলেন। আমি নানিকে গিয়ে দিয়ে এলাম। স্যারের বাসায় বসে দুজনে আলাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরের দিন সকালেই নানি চেকটি ফেরত দিয়েছেন। কারণ তার জামাই কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। কয়েকদিন পর স্যারের আরেক নানি প্রফেসর আফছারুন নেসা, তাঁর স্বামী ছিলেন জজ সাহেব। নানি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার রয়েছে অগাধ ভালোবাসা। নানির ছিল তেজগাঁও থানার উল্টোদিকে মেইন রাস্তায় একটি বিশাল বাড়ি। ওটাতে নানি একটি ইংলিশ স্কুল করতে দিয়েছিলেন এক ইংরেজকে। দীর্ঘদিন ঐ স্কুলের শিক্ষকতায় ছিলেন এক শিক্ষয়িত্রী, যিনি ঐ ইংরেজকে বিয়েও করেছিলেন। নানির বাড়ি ঐ মহিলা কিছুতেই ছাড়ছিলেন না।

নানি তখন ফারুকী স্যার ও আমাকে বললেন তোমরা ওদের তুলে দিয়ে ঐ বাড়িতেই কলেজ কর। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। সেই অনুযায়ী তেজগাঁও থানার A.C. জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের অফিসে নানা, নানি, ফারুকী স্যার ও আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। পরিশেষে সবার চেষ্টায় বাড়ি খালি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, নানির অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে এই নানিও তখন ফারুকী স্যারকে না করে দিলেন। আমরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। তবুও চেষ্টা চলছে। দেখতে দেখতে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে যেতে চাই সাংগঠনিক কমিটিতে। এর মধ্যে চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কথার প্রেক্ষিতে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে মিটিংয়ের আয়োজন হলো। সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রইলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। উনি অবশ্য তখন বিসিআইসি সংগঠনের চেয়ারম্যান পদে বহাল ছিলেন। সে কারণেই প্রথম কি দ্বিতীয় সাংগঠনিক কমিটির মিটিং বিসিআইসির হেড অফিস মতিঝিলে, চেয়ারম্যান জনাব তোহা সাহেবের মিটিং কক্ষেই অনুষ্ঠিত হলো। আজকে সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম একজন সদস্য মরহুম আবুল বাসার সাহেব, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা-এর কথা শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি। তিনি এমনই ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কোনো মিটিংয়ে কখনই অনুপস্থিত থাকেননি। সব মিটিংয়ে বলা যায় উপস্থিত থেকেছেন। জনাব মোহাম্মদ তোহা সাহেবের সভাপতিত্বে ঐ দিনে যে সভা প্রস্তাবিত কলেজকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই মিটিংয়ে দুই-একটি ঘটনা আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। উক্ত মিটিংয়ে চিটাগাং সরকারি কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্যই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য হিসেবে ঐ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কয়েকজন ছিলেন জনাব এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল, জনাব শামছুল হুদা এফসিএ, জনাব আহমেদ হোসেন, জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, জনাব মোজাফফর আহমেদ, জনাব আবুল বাসার, জনাব এ.বি.এম আবুল কাশেম প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। ঐ মিটিংয়ে উল্লেখযোগ্য দু'একটি ঘটনার কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। একটি হলো কলেজের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা। এই আলোচনায় জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল সাহেব কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারকে মিটিংয়ে বলেছিলেন, ফারুকী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। একটি কলেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার রয়েছে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে ফারুকী স্যার মিটিংয়ে বলেই উঠেছিলেন যে, ''টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা কিছু আছে তা সব বিক্রি করে দেব, তবু কলেজ আমরা করব।'' খুব সাহসিকতার সাথে উক্তিটি করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। পরবর্তীটি হল নামকরণের বিষয়। নামকরণের ক্ষেত্রে অনেকে অনেক নাম প্রস্তাব করছিলেন। কিন্তু কলেজের নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ' না হলে যেন স্যারসহ আমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত মনের

চাওয়া-পাওয়া অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছিল। বার বার অবুঝের মতো এই নামটিই টানাটানি করতে করতে পরিশেষে এটিই সিদ্ধান্ত হলো। সেই সাথে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে আবার বাড়ি ভাড়া বিষয়ে আমার নাম উচ্চারিত হলো- মিটিং শেষে আমরা যার যার মতো প্রস্থান করলাম।

তখন প্রকল্প কার্যালয় হিসাবে ফারুকী স্যারের ই-৫/২, লাল মাটিয়ার বৈঠকখানাটি ব্যবহার করে আসছি। ঐ অফিসের নিয়মিত কর্মী যেন ফারুকী স্যার ও আমি। অন্যান্য কাজগুলো আমরা ঠিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। তবে মাহফুজুল হক শাহীন যে দিন কর্মী হিসাবে ঐ প্রকল্প কার্যালয়ে আসে সেই দিন আমরা আরও একটু শক্তি পাই ও আনন্দিত হই। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি কলেজের জন্য বাড়িটা আমাদের খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি প্রতিটি রাস্তায় সম্ভাব্য বাড়িগুলোর জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এটা কলেজ কার্যক্রমে প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দেয়ায় ফারুকী স্যার ও আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি। ফারুকী স্যার বিকল্প হিসেবে একদিন বিকালে স্যারের বৈঠকখানায় বসে বললেন, ''চুন্নু, লালমাটিয়ায় সাত মসজিদস্থলে একটি রুমের বিষয়ে ইমাম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। এটা হলেই আপাতত আমরা কাজ শুরু করতে পারব। তুমি, আমি, শাহীন ১০ জন ছাত্র হলেও এ বছর কাজ শুরু করে দিতে পারবো তো?'' আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি খুব সাহসের সাথে বললাম, স্যার ইনশাআলাহ আমরা করতে পারব।

১৯৮৯ সালের মে মাসের শেষ প্রায়। দুদিন পর স্যারের বাসায় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব মো. সামসুদ্দিন সাহেব এসেছেন অন্য একটি বিষয়ে ফারুকী স্যারের সাথে পরামর্শ করতে। পরামর্শ করা শেষে আমাদের কলেজের আলাপ হতেই উনি নিজেই উপযাচক হয়ে কলেজের জায়গার বিষয়ে বিকল্প হিসেবে দুপুর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উনার ঐ স্কুলের জায়গা ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলেন। আমরা উক্ত প্রস্তাব অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম। তখন যেন আমরা আবার বাধা পেরিয়ে খুব অল্প সময়ে সব কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব মনে হচ্ছে। জনাব সামসুদ্দিন সাহেবের সাথে কলেজের একটা চুক্তিপত্র হলো। কলেজ সবকিছু ব্যবহার করবে, এমনকি স্কুলের অধ্যক্ষ-এর চেয়ারটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। জনাব ফারুকী স্যার বললেন, এবার আমাদের কলেজের সভা/মিটিং কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী মিটিং ডাকা হলো এবং শুরু হলো আমাদের অফিস কার্যক্রম। আমার কার্যক্রমের চাপ কমানোর জন্য স্যারের সাথে পরামর্শক্রমে পাবনা থেকে জনাব মো. রোমজান আলীকে নিয়ে এলাম যিনি বর্তমানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। আমার সাথে শাহীনের পাশাপাশি জনাব মো. রোমজান আলীও বেশ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এর পূর্বেই কিন্তু কলেজের সাইনবোর্ড ঐ স্কুলের সাইনবোর্ডের সাথে আমরা উত্তোলন করেছি।

সব কাজই যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এলো। শিক্ষক হিসেবে প্রথমত নিয়োগপ্রাপ্ত হই আমি নিজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে, মাহফুজুল হক, ইংরেজি বিভাগে, মো. রোমজান আলী, বাংলা বিভাগে এবং আবদুস ছাত্তার মজুমদার হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। এখন শুরু হলো চতুর্মুখী অভিযান। চলছে দুর্বার গতিতে কলেজ কার্যক্রম। কলেজ এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনারারি অধ্যক্ষ হিসাবে জনাব মো. সামসুল হুদা স্যার দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়েছেন। জনাব হুদা স্যার মাঝে মধ্যে সকালের দিকে উনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কমার্স কলেজে আসেন, বসেন এবং সময়ে সময়ে ভালো পরামর্শ দিয়ে যান। বাস্তবতা যেটা সেটা হলো, জনাব কাজী ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় আমি সব কিছুই শাহীন, রোমজান আলী ও আবদুস ছাত্তার মজুমদার সাহেবদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পন্ন করে ফেলি।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাস। এ পর্যায়ে এসে দুটি সমস্যাকে সামনে রেখে মূলত কাজ করছি। ১টি হলো কলেজের প্রচারণা; অন্যটি হলো ছাত্র ভর্তি। কলেজের প্রচারকার্য নিয়ে অনেক কথা, তা বলে শেষ করা যাবে না। আবার ছাত্র ভর্তি করার জন্য যে আমাদের চারজন শিক্ষকের কার্যক্রম, সেটাও অল্প কথায় শেষ করা সম্ভব নয়। এর সাথে বিভিন্ন কথা জড়িয়ে আছে। হয়ত আমার অন্যান্য সহকর্মীর লেখায় আপনারা এ সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন। ক্লাস শুরু করার পূর্বে আরও কয়েকজন শিক্ষক কলেজে নেয়া হল। তারা হলেন জনাব মো. আব্দুল কাইয়ুম, বাহার উল্যা ভূঁইয়া, রওনাক আরা বেগম, কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মিসেস ফেরদৌসী খান, আবু তালেব। এর পরে নেয়া হলো জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও জনাব জাহিদ হোসেন সিকদারকে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলো ১ জন মেয়েসহ ৯৮ জন। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম তথা ক্লাস কার্যক্রম শুরু হলো দুপুর ২টা থেকে। তার আগে আমরা এই স্কুলের ছাদে সম্পন্ন করলাম নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চিটাগং সরকারি কমার্স কলেজ। ক্লাস কার্যক্রম চলছে। ১ মাস ১ মাস করে সময় যাচ্ছে। সবকিছু জনাব ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় আমি সকল শিক্ষককে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি তখনও। কিন্তু দিনে দিনে লালমাটিয়ায় স্কুলে কলেজ পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক যে অসুবিধা তা ফারুকী স্যার অনুমান করেই আমাকে বার বার অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমিও এ বিষয়ে চিন্তিত। সেই অনুযায়ী খুব প্রাণপণ চেষ্টা করছি কলেজের জন্য বাড়ি পাবার। হঠাৎ ধানমণ্ডির আবাহনী মাঠের কোণে এক বাড়িতে মুখোমুখি হলাম এক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বের, যিনি আমাদের ধানমণ্ডিস্থ

কলেজের বাড়িওয়ালা, আমাদের খালাম্মা হিসেবে পরিচিত। ঐ সময়েই আমি কথাবার্তা বলে ধর্ম খালাম্মা পেতে ফারুকী স্যারের লালমাটিয়ার বাসায় নিয়ে আসি। স্যারও তাকে ধর্ম খালাম্মা সম্বোধন করেন। বাড়ির ব্যাপারে খালাম্মা তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে ও স্যারকে অর্থাৎ খালাম্মার দুই ধর্ম বোনের ছেলেকে কলেজের জন্য বাড়ি মৌখিকভাবে দিয়ে দেন এবং খালার অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদেরকে জানান।

আমরা পরিশেষে খালাম্মার অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ি ভাড়া অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে দূর করি। অবশ্য এই অগ্রিম প্রদেয় টাকা ফারুকী স্যারকে যারা মেটাতে সাহায্য করলেন তারা হলেন জনাব আহমদ হোসেন (বাদল) ও জনাব মো. সামসুল হুদা। তারা ব্যক্তিগতভাবে তিন লক্ষ টাকা কলেজকে ধার দিয়েছিলেন। ওটা না হলে হয়তোবা খালাম্মার অর্থনৈতিক সমস্যাও আমরা মিটাতে পারতাম না। কলেজের জন্য বাড়িটাও ধরে রাখা সম্ভব হত না। যা হউক, এভাবেই আমাদের বাড়ির সমস্যা দূর হলো। কলেজ কার্যক্রমসহ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমণ্ডিতে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। চলতে থাকল আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক কার্যক্রম ধানমণ্ডি ভাড়া বাড়িতে।

ধানমণ্ডি ১২/A রোডে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম খুব সুন্দর ভাবেই চলতে থাকলো, ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য ধর্ম খালাম্মা ভাড়া চুক্তি করছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তো এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। তবে তখন কিভাবে কলেজের কার্যক্রম চলবে এ চিন্তা ফারুকী স্যার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমাকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে একটি সম্মানজনক পদবি দেয়ার জন্য ফারুকী স্যার নির্বাহী কমিটিতে আমাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আলোচ্য সূচিতে প্রস্তাব রাখলেন। সেই অনুযায়ী আমাকে প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে কলেজ প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার পথ প্রশস্ত করা হল।

১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট অধ্যক্ষ হিসাবে কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করলেন। শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিস ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজকর্মসহ কলেজের বাইরের যাবতীয় কাজই আমাকে করতে হত তখন। এর উপরে শুরু হলো ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব জমি কিভাবে অর্জন করা যায় সেই প্রক্রিয়া। আর এই জমির প্রক্রিয়ার শুরু দায়িত্ব কখনও পালন না করলে কারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। সরকারি হাউজিং অফিস হতে জমি বরাদ্দ নেওয়া এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। কলেজের ক্লাস, প্রশাসনিক কাজকর্ম সেরে সেগুন বাগিচায় হাউজিং অফিসে প্রায় প্রতিনিয়ত গিয়ে বসে বসে ফাইলের অগ্রগতি ও সেই সাথে মিরপুরে হাউজিং অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করে দীর্ঘ ১৯৯০ হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর অবিরাম কার্যধারা পরিচালনা করে হাউজিং সেটেলমেন্ট অফিস হতে বরাদ্দ পাওয়া গেল আজকের মিরপুরস্থ ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ঠিকানা।

বিশেষত হাউজিং এর জমির বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য ও অফিশিয়াল উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ ও তাদেরকে বরাদ্দ দিতে যিনি প্রণোদিত করেছেন তিনি হলেন আমাদের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও সাবেক পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল ।

১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের নামে বরাদ্দ পত্র যখন হাউজিং অফিস থেকে হাতে পেলাম, তখনকার আনন্দের যে অনুভূতি তা কোনো ভাষা দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বরাদ্দপত্র নিয়ে ধানমণ্ডি পৌঁছানোর পর ফারুকী স্যারের মনের অব্যক্ত প্রফুল্লতাকে শুধু অনুভব করা যাচ্ছিল। স্যার যেন হাতে পেল এক সোনার হরিণ। ফারুকী স্যার শুধুই বলতেন, ''চুন্নু তুমি শুধু কলেজের জন্য জায়গাটা এনে দাও, তাহলেই দেখবে আমরা কি করতে পারি''। জায়গা বরাদ্দের পর জমি দখল, এরপরই আরম্ভ হলো নির্মাণ কাজ। সুউচ্চ ভবন-১, ভবন-২, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক আবাসন, অডিটোরিয়াম সবই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল সময়ের আবর্তনে।

সেই সাথে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম, সুখ্যাতি ছড়াতে থাকে। অর্জিত ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব কলেজের সাথে জড়িয়ে যান, তাদের দু-একজনের নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞ ও সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বুঝাবে না। তাদের একজন অত্র কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, যিনি আমাদের অগোছালো অফিস, ফাইলিং ব্যবস্থা ও অন্যান্য অফিসিয়াল নিয়মকানুন, বিধি-বিধানকে করে গেছেন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং যুগোপযোগী। যার সুফল ভোগ করছে কলেজ ও উপকৃত হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ- আমরা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী আরেকজন হলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ঢাকা কমার্স কলেজের এক সংকটময় সময়ে শান্তির ছোঁয়া নিয়ে আগমন করেন এ দেশের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়ন তথা নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়ন শুরু করেন। শিক্ষকদের জন্য দেন আকর্ষণীয় বেতন স্কেল, গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, রিক্রেয়েশন ও অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধাসমূহ। তাছাড়া কলেজের জন্য বর্ধিত জমি বরাদ্দ নেন। বর্তমানেও কলেজের জমি বরাদ্দের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপন গতিতে।

সর্বোপরি ঢাকা কমার্স কলেজের অডিটারিয়াম সংলগ্ন সুইপার পট্টির ১ (এক) বিঘা জমি কলেজের বহুদিনের প্রতীক্ষিত স্বপ্ন ছিল। এই জমিটি যেকোনোভাবে কলেজের নামে বরাদ্দ নেওয়া। এই জমি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্যার আমাকে

দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফিল্ড পর্যায়ে জমির বিষয়ে আমাকে কলেজের দু-চার জন শিক্ষক-কর্মকর্তা ব্যতীত প্রায় সবাই আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তবে যে কোনো সময় এ বিষয়ে প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে যাদেরকে এক কথায় ব্যবহার করেছি তাদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। তারা হলেন অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. ওয়ালী উল্যাহ, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. সাইদুর রহমান মিঞা এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (BUBT) এর জয়েন্ট রেজিস্টার জনাব মো. আজমল হোসেন।

সময় পেরিয়ে যায় কার্যক্রমও এগিয়ে চলে। অবশেষে বহু বাধা বিপত্তি, বিপদ-আপদ পেছনে ফেলে সুইপার পট্টির কলেজের কাঙ্ক্ষিত জমিটি বিগত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখ সরকারের কাছ থেকে কলেজের নামে বরাদ্দ পেলাম। বর্তমানে জমিটি সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের ওপেন ঘোষণা অনুযায়ী ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন এই জমিটি উন্মুক্ত মাঠ হিসাবেই থাকবে। কোয়ার্টারের ছেলে-মেয়েরা এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের খেলাধূলার প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। বাস্তবে আজ এই জায়গাটি দৃষ্টিনন্দন মাঠ হিসেবে সাজিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। এই জমি সংগ্রহ কার্যক্রমে আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ঘটনা উল্লেখ না করে পারছিনা- ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার টেলিফোনে রিং দিয়ে বললেন, ''একুশে টেলিভিশনে আমাদের কলেজের বিরুদ্ধে সুইপার পট্টির জমির বিষয়ে মিথ্যা একটি প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, তুমি একুশে টেলিভিশনের সংবাদ দেখ, এখনই দেখাচ্ছে''। সেটি ছিল একটি মিথ্যা অপপ্রচার অর্থাৎ ষড়যন্ত্র করে, টাকা পয়সা দিয়ে সুইপারদের একাংশের (খ্রিষ্টানদের) ব্যবহার করে তাদের দিয়ে বলানো-কমার্স কলেজ তাদের কোনো টাকা পয়সা দেয়নি, মারধর করে জায়গা থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে ইত্যাদি। মিথ্যা মিথ্যাই। আমরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সুশৃঙ্খলভাবে জমি বরাদ্দ নিয়েছি। কিন্তু আমি যেটি উপলব্ধি করেছি তা হল ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার সন্ধ্যা থেকে রাত ৩.৪৫ মিঃ পর্যন্ত প্রতি ঘন্টার সংবাদের পরই যখনই প্রতিবেদনটি একুশে টেলিভিশনে দেখানো হয় তখন স্যার টেলিফোনে আমার সাথে পরামর্শ শেয়ার করেন-কি ব্যবস্থা নেবেন। সুইপারদের সর্দারকে দিয়ে মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে একুশে টেলিভিশন চ্যানেলের এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করানো ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা বলা-অর্থাৎ স্যার পারেনতো তখনই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবেন। কারণ স্যারের শুধুই চিন্তা ছিল কলেজের ঐতিহ্য যাতে কোনো ক্রমেই কেউ নষ্ট করতে না পারে। পরিশেষে কলেজের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচার আমরা ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের নেতৃত্বে ইন্‌শা-আল্লাহ রোধ করতে সক্ষম হয়েছি।

সর্বশেষ যে কাজটি না হলে ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারসহ বিশেষ করে জনাব এ এফ এম সাওয়ার কামাল স্যার তাদের কমার্স কলেজের উন্নয়নের কাজে অসম্পূর্ণতা থাকতো বলে মনে করতেন সেটি হলো, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন করার জন্য বেড়িবাধের পার্শ্বে ১৫ (পনের) কাঠা জমি ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া। এই উদ্যোগও অনেকটা সফল হওয়ার পথে কারণ বিগত ২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে এই ১৫ কাঠা জমি কলেজের নামে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। প্রায় ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মচারীর থাকার জন্য তৈরি হয়েছে সেমি-পাকা বিল্ডিং। ২০১৭ সালের প্রথমার্ধে ৬ নং রোড, রূপনগরে সমাপ্ত হতে চলেছে ১০ (দশ) কাঠা জমির ওপরে পৃথক ১৩০ জন ছাত্রীর জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি ছাত্রী হোস্টেল, যেখানে দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীরা হোস্টেলে অবস্থান করে নির্বিঘ্নে পাঠ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

ড. সফিক সিদ্দিক স্যার কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং তা প্রয়োগ করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের শীর্ষে ধরে রেখেছেন, যা সবার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তিনি তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ নামে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যারা নীরবে অবদান রেখে যাচ্ছেন তাদের স্মরণ না করলে আমার এ লেখাটি একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমি মনে করি। তারা হলেন জি বি সদস্য জনাব মো. আহমেদ হোসেন (বাদল), জনাব ডাঃ আবদুর রশীদ, মরহুম প্রফেসর আলী আজম, প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন, অ্যাডভোকেট আবু ইয়াহিয়া (দুলাল), জনাব মো. শহিদুল ইসলামসহ কলেজের অনেক হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ।

ঢাকা কমার্স কলেজ এখন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিণ্ডলে এটি একটি পরিচিত নাম। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি।

কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের কাছে। সময়ের স্বল্পতায় কলেজকে ঘিরে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা যা সংক্ষেপে লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব, তা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলাম। ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাস যেন কেউ কোনোদিন বিকৃত করে উপস্থাপন না করেন, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই ইতি টানছি। সবাইকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

মো. রোমজান আলী
প্রফেসর
বাংলা বিভাগ
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২,২৭৫ টি অধিভুক্ত কলেজ রয়েছে। যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০,৯৭,১৮২ জন। তন্মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েটস্ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭,৫৫,২৫৬ জন, পোস্ট গ্রাজুয়েটস্ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৩৪,৬৫৩ জন, ডক্টরাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৪ জন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭,০৪৮ জন। ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি ব্যবসায় শিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। কলেজটি স্থাপিত হয় ১৯৮৯ সালে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেট হয় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রি পাস কোর্স চালুর মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৯৪ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স, মাস্টার্স ও অন্যান্য কোর্স চালু হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে ৬৮৫ টি স্নাতক সম্মান পাঠদানকারী কলেজের মধ্যে প্রথমবারের মতো পারফরম্যান্স র‍্যাংকিং এর আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ৪২২ টি কলেজ প্রাথমিকভাবে আবেদন করে। ঢাকা কমার্স কলেজ এ আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে ১ম স্থান লাভ করে। ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ১ম পাঁচটি সেরা কলেজের মধ্যে ৪র্থ। এ র‍্যাংকিং-এ আমাদের কলেজের স্কোর ছিল ৬১.৮৫। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ প্রাথমিকভাবে আবেদনকারী কলেজের মধ্য হতে নির্ধারিত ৩১টি KPI (Key Performance Indicators) অনুযায়ী ১৫১টি কলেজ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে এবং র‍্যাংকিং এর ফল ৫টি ক্যাটাগরিতে অধিভুক্ত কলেজসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্যাটাগরিগুলো হলো–

১. জাতীয় ভিত্তিক স্কোরে সেরা পাঁচ কলেজ
২. জাতীয় ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোরে অর্জনকারী ১টি মহিলা কলেজ
৩. জাতীয় ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোরে অর্জনকারী ১টি সরকারি কলেজ
৪. জাতীয় ভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোরে অর্জনকারী ১টি বেসরকারি কলেজ
৫. ৭টি অঞ্চলভিত্তিক সর্বোচ্চ স্কোরে ১০টি করে মোট ৭০ টি কলেজ নির্বাচন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত কলেজগুলোকে যে ৩১ টি KPI এর ভিত্তিতে স্কোর প্রদান করেছে তা এ লেখায় র‍্যাংকিংয়ের প্রতিটি স্তরে ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে ক্ষেত্র বিশেষে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হলো।

১। ফ্যাকাল্টি রিসোর্স:-

ক) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা: ১১.২৫

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকার থেকে কোনো এমপিও নেয়া হয় না। কলেজেটি স্বঅর্থায়নে পরিচালিত। কলেজ প্রশাসন যে কোনো বিষয়ে শিক্ষকের প্রয়োজনকে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কলেজে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত খুবই সন্তোষজনক। বর্তমানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা বাংলা বিভাগ: ১৩ জন, ইংরেজি বিভাগ: ১৮ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগ: ১৯ জন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ: ১৯ জন, মার্কেটিং বিভাগ: ১০ জন, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ: ১৪ জন, অর্থনীতি বিভাগ: ৬ জন, পরিসংখ্যান: ৮ জন, সিএসই বিভাগ: ৮ জন, সমাজবিদ্যা বিভাগ: ৫ জন, সাচিবিক বিদ্যা বিভাগ: ৬ জন, বিবিএ : ১ জন, শরীরচর্চা শিক্ষক: ১ জন, লাইব্রেরিয়ান: ১ জন

খ) এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের অনুপাত: ৫

ঢাকা কমার্স কলেজে ৫ জন এমফিল ও ৩ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক রয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধায় শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে এই সংখ্যা আরো বাড়ছে। বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক বর্তমানে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণায় আছেন। আশা করার মতো যে, অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে এ ধারাতে আসবেন। ফলে কলেজে এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রিধারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়বে।

গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত: ১.২৫

বেশ কিছু শিক্ষকের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর প্রশিক্ষণ আছে। আবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডেও বিভিন্ন ট্রেইনিং কোর্সে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকগণ অংশ নিয়ে থাকেন। তাছাড়া কলেজের শুরু থেকে প্রায় প্রতি বছর নিজস্ব উদ্যোগে 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন ট্রেইনিং প্রোগ্রাম' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কলেজের সকল শিক্ষকই কমবেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

ঘ) অধ্যক্ষের প্রশিক্ষণ: ১.২৫

কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বর্তমান অধ্যক্ষ পর্যন্ত সকলেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল প্রশিক্ষণই সফলভাবে সমাপ্ত করেছেন।

ঙ) স্নাতক সম্মান কোর্সসমূহ: ৬.২৫

ঢাকা কমার্স কলেজে বর্তমানে ইংরেজি, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বিবিএ প্রফেশনাল, সিএসই, অনার্স বিষয়সহ মোট ৮টি বিষয়ে স্নাতক সম্মান কোর্স চালু আছে। এছাড়া আরো কয়েকটি সম্মান কোর্স খোলার বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাস্টার্স কোর্স: ইংরেজি, অর্থনীতি, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনাসহ মোট ৬টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে।

২। পড়াশোনার পরিবেশ ও সুনাম/খ্যাতি:-

ক) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত: ৫.৮৫

কলেজে বর্তমান মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৭১০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৩২ জন। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৫০.৮৩:০১

খ) গ্রহণযোগ্যতার হার: ৫.২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির আসনসংখ্যার বিপরীতে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে।

গ) প্রকাশনা: ১.৫৬

উচ্চমাধ্যমিক: ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মানসম্মত মৌলিক প্রকাশনা রয়েছে যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

অনার্স ও মাস্টার্স: অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সসমূহের ওপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বেশ কিছু শিক্ষকের প্রকাশনা রয়েছে। যা থেকে দেশি বিদেশি খ্যাতিমান লেখকদের বইয়ের পাশাপাশি কলেজের শিক্ষকদের প্রকাশিত বইগুলো শিক্ষার্থীদের উত্তম ফল অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ) দুর্ঘটনা/সংঘাত: ০.৩৯

একথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নের পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপামুক্ত একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতি সচেতন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই দুর্ঘটনা বা সংঘাত কখনোই অনিবার্য হয়ে ওঠেনি।

৩। অবকাঠামো/লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা:-

ক) শতকরা ছাত্র অনুপাতে শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা: ৭.৫

ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স, মাস্টার্স, বিবিএ প্রফেশনাল, বিএসএস, এমএসএস-এ পাঠদানের জন্য মোট ৯৩টি সুসজ্জিত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

খ) বিজ্ঞান/বিজ্ঞান ব্যতীত বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে বিশেষায়িত ল্যাব সংখ্যা: ১.২৫

অত্র কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিপরীতে বর্তমানে মোট ল্যাব সংখ্যা ৫টি। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানোর প্রয়াস চলছে।

গ) অডিটোরিয়াম: ১.২৫

দ্বিতল বিশিষ্ট আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সকল সুযোগ-সুবিধা বজায়

রেখেই কলেজে একটি দৃষ্টিনন্দন অডিটোরিয়াম আছে। যেখানে প্রায়শই কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়।

ঘ) লাইব্রেরিতে মোট বইয়ের সংখ্যা: ২.৫

(i) ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের জন্য একটি সুসজ্জিত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাইব্রেরি আছে যেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী একসাথে বসে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। পাঠাগারে শিক্ষার্থীদের পাঠে সহযোগিতার জন্য একজন লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত সংখ্যক লাইব্রেরি সহকারী নিয়োজিত আছে।

(ii) শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক অধ্যয়নের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পর্যাপ্ত স্থান নিয়ে লাইব্রেরির অভ্যন্তরে একটি সুসজ্জিত অধ্যয়ন কক্ষ আছে। লাইব্রেরিতে বর্তমানে মোট বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ এবং এর পাশাপাশি প্রচুর দেশি বিদেশি জার্নাল, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, সাময়িকি সংরক্ষণ করা হয়, যা গবেষণা ও লেখালেখির কাজে আসে। আশা করছি ঢাকা কমার্স কলেজ একটি যুগোপযোগী ই-লাইব্রেরি ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মনন বিকাশে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ) খেলার মাঠ: ১.২৫

কলেজের একটি খেলার মাঠ আছে। যার আয়তন ১৪৩০৬ বর্গফুট। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, কলেজের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রধান সড়ক সংলগ্ন প্রায় ৩ বিঘা জায়গা নিয়ে একটি খেলার মাঠ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। যেখানে কলেজের অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্ট ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। আশা করছি খেলার মাঠে দর্শকদের বসার জন্য গ্যালারি, ভি.আই.পি গ্যালারি, বিজয় মঞ্চ, ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রীন, ফ্ল্যাড লাইট, গেইট ফলক ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে মাঠটি শিঘ্রই সমহিমায় উদ্ভাসিত হবে।

চ) কলেজে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য টয়লেট : ১.২৫

আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ছাত্রদের জন্য মোট ৫২টি এবং ছাত্রীদের জন্য ১৪টি সহ মোট ৬৬ টি টয়লেট সুবিধা আছে।

ছ) কলেজে শিক্ষকদের ব্যবহার্য টয়লেট : ১.২৫

দপ্তর, বিভাগ, বরাদ্দকৃত শিক্ষকদের রুম, শিক্ষক কমন রুমসহ অন্যান্য সব মিলিয়ে শিক্ষকদের জন্য ৬৬ টি এবং শিক্ষিকাদের জন্য ১০টি সহ মোট ৭৬ টি ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছন্ন টয়লেট সুবিধা বিদ্যমান।

জ) নিরাপদ পানির ব্যবস্থা : ১

কলেজের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এবং কলেজের প্রতিটি ফ্লোর, দপ্তর, বিভাগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থানে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহের নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে।

ঝ) ইন্টারনেট সুবিধা : ১.৭৫

ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগ ও বিভিন্ন অত্যাবশ্যক কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ লক্ষ্যে কলেজের প্রত্যেকটি দপ্তর, বিভাগ, লাইব্রেরি, ল্যাবসহ বিবিএ প্রফেশনাল, সিএসই বিভাগের ক্লাস রুমগুলোতে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ১০০ MBPS Bandwidth সুবিধাসহ High Speed ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিবিএ অনার্স ও মাস্টার্সসহ অন্যান্য শ্রেণিকক্ষে এই সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব।

ঞ) ওয়েবসাইট : ১.৭৫

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ তথ্য সমৃদ্ধ ও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সমন্বয় করে একটি ওয়েবসাইট সুবিধা প্রদান করে আসছে। যেখানে কলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা নিতে পারছে।

ট) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সুবিধা: ১.৫

বর্তমানে ৯৩টি ক্লাসরুমের মধ্যে ৫টি ক্লাসরুম মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসমৃদ্ধ। প্রত্যাশা করা যায় যে, খুব দ্রুত প্রতিটি ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সুবিধা নিশ্চিত হবে।

ঠ) কম্পিউটার সুবিধা: ১.২৫

বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কম্পিউটার ল্যাবে ১৫০টি কম্পিউটার রয়েছে। আশা করছি এ সংখ্যাটা আরো বাড়বে, যদিও শিক্ষার্থীরা এ সকল কম্পিউটার গুলো পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

ড) শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা: ০.২৫

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে উদার এবং উন্মুক্ত। এখানে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী অথচ শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী এমন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে।

ঢ) পৃথক পরীক্ষার হল: ১.২৫

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে এই শাখা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বছরে বিভিন্ন ফরমেটে মাসিক, পর্ব, ইয়ার ফাইনাল, সাপ্লিমেন্টারি ও মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করে কলেজের কর্মব্যবস্থাপনাকে এক অসাধারণ গতি দিয়েছে। বর্তমানে এই শাখার নিয়ন্ত্রণে পৃথক দুটি পরীক্ষার হল রয়েছে। ভবিষ্যতে এ হল সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স ও অর্জন:–

ক) ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সসমূহের স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার হার: ২৪.৫

২০১৪ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের মোট ৬টি বিভাগের অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছে।

খ) প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতা: ১.৭৫

বর্তমান তথ্যানুযায়ী ঢাকা কমার্স কলেজে অনার্স পাঠদানকারী বিভাগ সংখ্যা ৮টি এ বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা মোট ১০১০টি।

গ) বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১.৭৫

২০১৫ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ছাত্র ৭৬, ছাত্রী ৫৪, মোট ১৩০ জন

ঘ) পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত: ১.৭৫

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঙ) সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সিজিপিএ ৩ এবং ৩+ প্রাপ্তির সংখ্যা: ৫.২৫

২০১৪: ফিন্যান্স অ্যাণ্ড ব্যাংকিং বিভাগ- সিজিপিএ ৩.০০-< ৩.৬০- ৫১ জন; মার্কেটিং বিভাগ- সিজিপিএ ৩.০২-< ৩.৩৯- ১৬ জন; ব্যবস্থাপনা বিভাগ- ৩.০৮-< ৩.৩৫- ৯ জন; হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- ৩.০০-< ৩.৩৪- ২৯ জন।

৫। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম:–

ক) খেলাধুলা: ০.৭৫

কলেজে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সকল প্রতিযোগিতায় যে সকল ইভেন্ট চালু আছে সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(i) অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার ইভেন্টসমূহ: ক্যারম, দাবা, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিন্টন, মার্শাল আর্ট।

(ii) আউটডোর খেলার ইভেন্টসমূহ: ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল, রাগবি, ফেন্সিং, ফ্লোরবল, কারাতে ইত্যাদি। এ ছাড়াও ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (অ্যাথলেটিক্স) অনুষ্ঠিত হয়।

খ) খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত পুরস্কার: ০.৫

২০১৫ সালে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে পদকপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৬ জন। ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে পদকপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ১৬ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ১০ জন।

গ) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড: ০.৭৫

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১১টি সাংস্কৃতিক ক্লাব। এগুলো হলো নাট্যক্লাব, নৃত্যক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, সংগীত ক্লাব, আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, আবৃত্তি ক্লাব, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, নেচার স্টাডি ক্লাব, সাধারণজ্ঞান ক্লাব–প্রভৃতি ক্লাব রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে এসব ক্লাবের বিশেষ আয়োজন থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনুকরণীয় বিদ্যাপীঠ। মাত্র আঠাশ বছরের পথ পরিক্রমায় এ কলেজটি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দুইবার শ্রেষ্ঠ কলেজের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় গৌরব অর্জন করেছে। আমাদের প্রত্যাশা জাতীয় ভিত্তিক স্কোরে 'দেশ সেরা' কলেজের স্বীকৃতি লাভ। সে লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাবো। শুভ হোক কলেজের পথচলা।

তথ্যসূত্র: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ প্রকাশনা ও ঢাকা কমার্স কলেজ অফিসনথি।

একটি ঢাকা কমার্স কলেজ

মো. আব্দুল কাইয়ুম
প্রফেসর
ইংরেজি বিভাগ
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক

আশির দশক থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। পরিবর্তনটা যে একেবারে আঠ-ঘাট বেধে হয়েছিল আমার কাছে ঠিক তেমনটি মনে হয়নি। তাৎক্ষণিক এই প্রেক্ষিতকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েই রাজধানী ঢাকা শহরে বাণিজ্য শিক্ষার একটি একক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের উদ্যোক্তা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী-এতে কারো দ্বিমত নেই। তাঁর সাথে বাণিজ্য শিক্ষার মনীষী বা ঋষি হিসেবে খ্যাত ড. মো. হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর শাফায়েত আহমদ সিদ্দিকী, প্রফেসর মো. আলী আজম, মোহাম্মদ তোহা, আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), এ এফ এম সরওয়ার কামাল, মো. শামছুল হুদা প্রমুখ ব্যক্তির ভাবনাসমূহ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় রূপ পরিগ্রহ করল। এর সাথে যুক্ত হলো মো. শফিকুল ইসলাম (চুন্নু), মো. মাহফুজুল হক (শাহীন), মো. রোমজান আলী, মো. আবদুছ সাত্তার মজুমদার, কামরুননাহার সিদ্দিকী, মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, মো. আব্দুল কাইয়ুম, ফেরদৌসী খান, রওনক আরা বেগম, চন্দনকান্তি বৈদ্যদের মতো কিছু প্রাণোচ্ছল, উদ্দীপ্ত ও অদম্য কর্মযোগী মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা কমার্স কলেজ। সময়টি ছিল ১৯৮৯ সাল।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কলেজটি জন্ম থেকেই ঈর্ষণীয় ফল করে আসছে। গ্রেডিং পদ্ধতির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজ (১৯৯১-২০০২) প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে বহুসংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে সর্বস্তরে তার বর্ণাঢ্য আগমনকে জানান দিয়ে এসেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচিতি এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ২০০৩ থেকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়। এ পর্যায়েও ঢাকা কমার্স কলেজের রেজাল্ট, একটি ডিসিপ্লিনের কলেজ হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে সর্বস্তরে সমাদৃত হয়েছে (২০০৩-২০১৫)।

একইভাবে ঢাকা কমার্স কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হওয়ার (১৯৯৬) পর থেকে প্রত্যেকটি বিষয়ের রেজাল্টে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রেখে এসেছে। শ্রেষ্ঠত্বের নির্ণায়ক না থাকার কারণে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি তেমন একটা জানাজানি হয়নি।

২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত ২২৫৪ টি কলেজ (সরকারি ও বেসরকারি) এর র‍্যাংকিং প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমরা ভেতরে ভেতরে বেশ চাপ অনুভব করছিলাম। কারণ যে সমস্ত সূচককে র‍্যাংকিং বিবেচনার প্যারামিটার হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল তার অনেক কিছুই আমাদের কলেজে ঠিক ঐভাবে ছিল না বা নেই। যেমন জমির পরিমাণ, খেলার মাঠ ইত্যাদি। খেলার মাঠ ঐভাবে না থাকা ও জায়গা স্বল্পতার কারণে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিতে ঢাকা কমার্স কলেজের অগ্রসরতা অন্যদের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও র‍্যাংকিং ঘোষণার প্রথম বছরেই ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উপায় না থাকার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ তার শ্রেষ্ঠত্ব জনসমক্ষে বা সুধীসমাজে উপস্থাপন করতে পারেনি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এবং তাঁর পরিষদকে জানাই কৃতজ্ঞতা। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সুযোগ তিনি সকল কলেজের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা যদি স্বচ্ছভাবে চলমান থাকে তবে খুব বেশি দিন লাগবে না, মানসসম্মত শিক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পরিগ্রহ করবে।

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মূলত দুটি প্রক্রিয়ার সমাধান সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করার মানসে। যথাসময়ে পাঠদান শেষ করে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ করে সেশনজটের নিদারুণ অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সেটা হয়নি। ১৯৯২-২০১৩ সাল পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে দৃশ্যপট ছিলো সম্পূর্ণ উল্টো। সেশনজট নিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন দিশেহারা ও মারাত্মকভাবে হতাশ তখন আশীর্বাদের দেবদূত হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার নিয়ে অবতীর্ণ হলেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ। দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা ও নির্ভীকতা থাকলে কোনো কর্মসাধনে দুর্নীতি যে কোনো সমস্যা নয় তা ভিসি মহোদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে সমগ্র দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সেশনজটকে মোটামুটিভাবে কবর দিয়েছেন। পাঠদান সঠিক সময়ে শেষ হচ্ছে। সময়মত পরীক্ষা নেয়া ও দেয়াটা প্রথাগতভাবে আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফল প্রকাশে নেই কোনো দীর্ঘসূত্রতা। উল্লেখ্য, এখন দেশের একমাত্র ডিজিটালাইজড বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এটিও সম্ভব হয়েছে মানীয় উপাচার্যের অদম্য কর্মযোগ ও শিক্ষার্থীবান্ধব মনোভাবের কারণে। দেশপ্রেমতো আছেই। এটা সকলের কাছে অবিসংবাদিতভাবে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। তাঁর মতো দেশপ্রেমিক বন্ধু যদি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতেন তবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ হতে বাংলাদেশের খুব বেশি সময় লাগতো না। এটি কোনো অত্যুক্তি বা তোষামোদ নয়।

আমার অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত একটি সত্যের দৃশ্যমান প্রকাশ। তাঁর মতো মানুষের বহুকাল বেঁচে থাকা আমাদের দেশের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমি তার কর্মযোগকে কখনো ভুলে যাবো না। তিনি আসলেই দেবদূত।

ঢাকা কমার্স কলেজ যে একেবারে নির্বিঘ্নে ও বাধাহীনভাবে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছেছে তা নয়। এক সময় ঢাকা কমার্স কলেজের ঈষাণকোণে এক টুকরো কালো মেঘেরও উদয় হয়েছিল। ফলে কয়েক বছর কলেজের সার্বিক রেজাল্ট মানসম্মত হয়নি। একটি নিশ্চিত পট পরিবর্তনের ঠিক পূর্বক্ষণে ত্রাণকর্তা হয়ে বলতে গেলে হঠাৎ অলৌকিকভাবেই আবির্ভূত হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের মাননীয় বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। কেটে যাওয়া তালে সুর মেলানো যেন-তেন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তিনি পেরেছিলেন যদিও বেশ কিছুটা সময় অতীত হয়েছিলো পূর্বের স্থানে ফেরত যেতে।

ঢাকা কমার্স কলেজ যে দুটি মূলমন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব (প্রতি তিন মাস অন্তর) পরীক্ষা পদ্ধতি। আর এই কাজ দুটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও অধ্যক্ষ এর সমন্বয়ে একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা কলেজটিতে বিদ্যমান আছে, যার রূপকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

ভালো শিক্ষার্থী তৈরি করতে হলে ভালো শিক্ষক প্রয়োজন। আর ভালো শিক্ষক পেতে হলে দরকার উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা, তাঁর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি তাঁকে পাবলিকেশনের কাজেও ব্যস্ত রাখা। একজন ভালোমানের শিক্ষক হতে হলে প্রত্যেক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও পাবলিকেশন থাকা আবশ্যক এবং যেটা না থাকলে শিক্ষকের পদোন্নতি হওয়াও সঠিক নয়। শিক্ষকতার প্রাথমিক পর্যায়ে এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পাবলিকেশন কাজ দুটি পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি করলেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে যে যার মতো করে কর্তৃপক্ষের কাছে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন বলে নোটিশের মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেয়া হলো। ডিজিটালাইজড আধুনিক ঢাকা কমার্স কলেজের রূপরেখাও চেয়ারম্যান মহোদয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত, যার প্রক্রিয়া এখনো চলমান।

কলেজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানসহ বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ১৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি সর্বাধুনিক অডিটোরিয়ামের সমাপনী কাজ সম্প্রতি শেষ হলো। অডিটোরিয়ামটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা ফারুকী স্যারকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এটি এখন প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়াম নামে খ্যাত। এর প্রধান ফটকে বসানো হয়েছে ফারুকী স্যারের ম্যুরাল। প্রকৃত প্রস্তাবে ফারুকী স্যারের সাথে যে সকল ত্যাগী ও সৃষ্টি-পাগল ব্যক্তিত্ব ঢাকা কমার্স কলেজ বিনির্মাণে অবিচ্ছেদ্যভাবে লেগেছিলেন তাঁদের স্বীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেকের ম্যুরাল কলেজের বিভিন্ন কর্নারে স্থাপন করা যেতে পারে। এই অডিটোরিয়াম সংলগ্ন মাঠটির চারপাশে ফুলের বাগান করা হয়েছে। ফলে অডিটোরিয়াম ও শিক্ষক আবাসিক ভবনটি এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। মাঠের চতুর্দিকে হাঁটার পথ তৈরি করে দেওয়ার কারণে কোয়ার্টারবাসীরা সকাল-বিকেল নিয়মিত হাঁটতে পারছেন। ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত খেলতে পারছে। গাছ-গাছালি লাগানোর ফলে পরিবেশ দূষণ সামান্য হলেও কমার কথা। এই মাঠটি কোয়ার্টারবাসীদের যে কত সুবিধা ও উপকারিতা এনে দিয়েছে তা বলে শেষ করার নয়। আর যাঁর একক প্রচেষ্টায় এটা হয়েছে তিনি আর কেউ নন, ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সভাপতি, কর্মযোগী পুরুষ, আধুনিক ডিজিটালাইজড ঢাকা কমার্স কলেজের রূপকার প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। তাঁর একক প্রচেষ্টার ফসল তাঁকে উৎসর্গ করে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারে তাঁর স্মৃতিকে চিরজাগরূক ও চিরভাস্বর করে রাখা যেতে পারে। এতে অনাগতরাও তাঁর স্পর্শে স্নাত হয়ে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাবে। ঢাকা কমার্স কলেজে সফিক স্যার কখনো বিস্মৃত হতে পারেন না। মাঠে তাঁরও একটা ম্যুরাল স্থাপন করা যায়। কারণ এটি সকলের কাছে সর্বকালে প্রেরণার উৎস হয়ে টিকে থাকবে, উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হবে অন্যরাও।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রারম্ভিক কার্যক্রমে অ্যাকাডেমিক দিকটাই বেশি প্রাধান্য পেত। আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রেজাল্টমুখী ছিলাম। শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমকে আমরা ঠিক এই মাত্রায় দেখতাম না, যেমনটি এখন দেখি। এর মূল্যমান যে অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষামানের থেকেও অনেকগুণে বেশি সেটা বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার দেখিয়ে দিলেন র‍্যাংকিং এ ঢাকা কমার্স কলেজকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম বানিয়ে। ঢাকা কমার্স কলেজের কোনো মাঠ ছিলো না। ছোট খাটো হলেও বলতে গেলে চেয়ারম্যান স্যারের একক প্রচেষ্টায় কলেজ সংলগ্ন একখণ্ড জমিতে একটি ছোট্ট মাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। এই মাঠটি দেখাতে না পারলে র‍্যাংকিং-এ প্রথম হওয়ার ব্যাপারটি হাতছাড়া হতো কি না কে জানে? খুব শীঘ্রই কলেজের নিকটেই আরো একটি মাঠের ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন বলা যায়। সুতরাং কলেজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যে খেলার মাঠ তার সুষ্ঠু সমাধান হতে চলছে।

শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে হলে প্রত্যেকটি সেক্টরে কাজের সুষ্ঠু বণ্টন, সমন্বয়, দেখভাল, জবাবদিহিতা, অধিকার, স্বাধীনতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতিশীলতা, কর্মমুখিতা ইত্যাদির সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা একান্তই প্রয়োজন। ঢাকা কমার্স কলেজে এগুলোর সহাবস্থান আছে বলেই ঢাকা কমার্স কলেজ একাল-সেকাল সব সময়ই শ্রেষ্ঠত্বে অবস্থান করে।

একই সাথে ঢাকা কমার্স কলেজকে শুধুই র‍্যাংকিং নির্ভর শ্রেষ্ঠত্বে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান নির্ণায়ক জব মার্কেটের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতেও কলেজের অবদান রাখা যেমন প্রয়োজন ঠিক একইভাবে কর্মক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা কে কোথায় আছে তারও খোঁজখবর রাখা দরকার। ঢাকা শহরে প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবাসন সমস্যা। শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যার কিয়দংশ (২২ জনের) সমাধান হয় শ্রদ্ধেয় ফারুকী স্যারের আমলে। সিংহভাগ (৪৪ জনের) শিক্ষক-কর্মকর্তার আবাসন সমাধান হয় চেয়াম্যান স্যারের নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। শুধু তাই নয়, নতুন জায়গা কিনে তিনি কর্মচারীদের জন্যও আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কলেজ শিক্ষার্থীদের বলার মত কোনো আবাসিক ব্যবস্থা ছিলো না। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রীর (১০০ জনের মত) জন্য স্যার একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্রীদের আরেকটি হোস্টেল করার জন্য বাড়ি কেনা হয়েছে। পুরোদমে তার কাজ চলছে। ঢাকার মত জায়গায় আবাসন ব্যবস্থা করে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সুযোগ-সুবিধা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় বর্তমান পরিচালনা পরিষদ এনে দিয়েছেন তা এক কথায় বিরল। ভাষায় কি এর ধন্যবাদ দেয়া যায়?

একেবারে ছোট্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজের কলেবর বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লোকেশনে জমি কেনা হয়েছে এবং হচ্ছে। র‍্যাংকিং-এ সামগ্রিকভাবে প্রথম হওয়া রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮ একর জমির উপর। সেখানে ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বমোট জমির পরিমান ৪ একরও নয়। কলেজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ খেলার মাঠ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে লাইব্রেরিতে সংগৃহীত জ্ঞানার্জনের প্রধান বাহক বিভিন্ন আঙ্গিকের বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ইত্যাদি। র‍্যাংকিং-এ প্রথম (সামগ্রিক) হওয়া ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কলেজে এ বই এর সংখ্যা ২ লক্ষাধিক। সেখানে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বই এর সংখ্যা ২০,০০০ (বিশ হাজার) এর বেশি, যদিও এই সংখ্যা অচিরেই বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। কারণ র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার এটি অন্যতম প্রধান সূচক।

র‍্যাংকিং-এ ভালো করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক (ইনডিকেটর) হচ্ছে কত সংখ্যক ডিসিপ্লিনে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয়। ২০১৫ সালের র‍্যাংকিং-এ সামগ্রিকভাবে প্রথম হওয়া রাজশাহী কলেজে অনার্স পড়ানো হয় ২৩টি ডিসিপ্লিনে ও মাস্টার্স আছে ২১টি ডিসিপ্লিনে। পক্ষান্তরে ঢাকা কমার্স কলেজে আটটি ডিসিপ্লিনে (হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, বিবিএ (প্রফেশনাল), সিএসই, ইংরেজি ও অর্থনীতি) এ অনার্স এবং ছয়টি ডিসিপ্লিনে (হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, ইংরেজি ও অর্থনীতি) এ মাস্টার্স পড়ানো হয়। এই সূচকে ঢাকা কমার্স কলেজ একেবারেই পিছিয়ে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর পরিষদকে নিয়ে এই সূচকটি এগিয়ে নেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ বছর (২০১৭) সিএসইতে অনার্স খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আরো নতুন নতুন বিষয় খোলাও তাঁর চিন্তায় আছে। অনতিবিলম্বে সেগুলোরও প্রবর্তন ঘটবে। তবে এখন যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি তা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করা। কারণ গবেষণা ছাড়া সৃষ্টির পথ চির অবরুদ্ধ।

প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়ন (গ্লোবালাইজেশন) এর এই যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান। সুতরাং প্রযুক্তিকে সম্মুখভাগে রেখে সবকিছুকে নেতৃত্ব দিয়ে এদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন একে অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উন্নয়ন একেবারেই অসম্ভব। সর্বোপরি এদের ভাগ্য-বিধাতা হচ্ছে বিজ্ঞান। বিষয়টি সকলের জানা । সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির মাননীয় সভাপতিসহ সকলেই বিষয়টির সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অচিরেই ঢাকা কমার্স কলেজে বিজ্ঞান শাখা খুলে আরেকটি ইতিহাসের ফলক উন্মোচন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। হবেন ইতিহাসের অংশ।

পৃথিবীতে কেউ অনস্বীকার্য বা অনিবার্য নন। কারো অবর্তমানে কোনকিছুই পড়ে থাকে না। চলমান পৃথিবীতে বিশ্রামের কোন অবসর 'সময়' কখনো খোঁজে না। তাই সময়কে কাজে লাগাতে আমাদেরও অবসর খোঁজা ঠিক নয়। সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহারকারীই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে। কাজ ও সময় একে অন্যের পরিপূরক বলেই প্রবাদ আছে "Time is the great healer". আর ঠিক এ কারণেই আমাদের সকলের প্রিয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকসহ জিবি'র সম্মানিত অন্য সদস্যগণও ঢাকা কমার্স কলেজে শুধু বর্তমানে আমাদের মাঝে নয়, অনাগত প্রজন্মের কাছেও চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। তাঁরা দীর্ঘজীবী হোন সুস্থ দেহে ও সুস্থ মননে।

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা অর্জন

মো. ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড–এ কথা আমরা সবাই জানি। দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন মাথায় নিয়ে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী তাঁর শিক্ষানুরাগী বন্ধুদের নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার শুরুটা ছিল গোলাপ ফুলের কলির মতো খুবই ছোটো পরিসরে রাজধানীর লালমাটিয়ার কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বিকাল শিফটে। এরপর এটি স্থানান্তরিত হয় ধানমণ্ডির ভাড়া বাড়িতে। প্রথম ব্যাচে পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ৬১ জন। ধানমণ্ডিতে কলেজটি ছিল কয়েক বছর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে ১৯৯২ সালে আমি ধানমণ্ডির ক্যাম্পাসে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। বেতন ছিল ২৫০০ টাকা স্থিরকৃত। কলেজের তখন খুব ছোটো পরিসর এবং ছাত্রছাত্রী কম থাকলেও প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্যার আমাদেরকে অনেক বড়ো স্বপ্ন দেখাতেন। ঢাকা কমার্স কলেজের সমসাময়িক তখন ঢাকাসহ বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু এ কলেজের মতো সামগ্রিক দিকে এত সাফল্য কেউ দেখাতে পারেনি। ধানমণ্ডিতে শুধু বি.কম (পাস) ডিগ্রির একটি সেকশন ছিল। শিক্ষার্থী ছিল খুবই অল্প সংখ্যক। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে নতুন কলেজ হিসেবে ব্যাচ পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় ২য় স্থান ১০০% পাস এবং পরবর্তী বছরগুলোতে অনেকবার বোর্ডে ১ম হয়ে সারা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। পড়াশুনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং খেলাধুলায়ও বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পর্যায়ে এ কলেজের অনেক পুরস্কার প্রাপ্তির রেকর্ড রয়েছে। রাজধানীর মিরপুরে জায়গা বরাদ্দ পেয়ে নিজস্ব ভবন তৈরি করে কলেজটি অনেক বড়ো পরিসরে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে উন্নয়নের গতিতে দ্রুত ধাবমান হয়।

প্রথম অর্জন: স্বঅর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ধারার মাইলফলক ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৯৩ সালে অত্র কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় অর্জন: ১৯৯৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বপ্রথম অনার্স পরবর্তীতে বিবিএ ও মাস্টার্স ডিগ্রি খোলা হয়। কলেজটি নিজস্ব জায়গায় এসে ১৯৯৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কলেজের সাথে যারা সম্পৃক্ত রয়েছে এ অর্জনে তাদের কাজের গতি আরো বেড়ে যায়।

তৃতীয় অর্জন: ধারাবাহিকভাবে ফলাফল, অবকাঠামো, শৃঙ্খলা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের জন্য ২০০২ সালে দ্বিতীয়বার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠ কলেজের গৌরব অর্জন করায় আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। আমরা দিনরাত চেষ্টা করে যাচ্ছি কী করে এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়। স্বপ্ন দেখতে আমরা পছন্দ করি। আমরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পছন্দ করি। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করি। আমরা এগিয়ে যেতে পছন্দ করি। আর এ কারণেই আমরা কলেজের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কাজ করতে অনুপ্রেরণা পাই। আর সমাজ ও সরকার সকলেই যখন আমাদের কাজের স্বীকৃতি দেয় তখন আমরা আমাদের পরিশ্রমের কথা ভুলে যাই।

চতুর্থ অর্জন: বর্তমানে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাঈদ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে উচ্চমাধ্যমিকের মতো অনার্স ও মাস্টার্সে ধারাবাহিকভাবে চমৎকার ফলাফল করায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম বারের মতো র‍্যাংকিং ২০১৫ এ ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজের মধ্যে সেরা বা শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজের এটি চতুর্থ অর্জন। এ অর্জনে কলেজের সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সামগ্রিকভাবে দেশ জাতি সবাই গৌরবে গৌরবান্বিত। বেসরকারিভাবে এবং স্বঅর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত স্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ রজতজয়ন্তী পেরিয়ে যেতে না যেতেই এতগুলো বড়ো বড়ো অর্জন সকলকে গোলাপের মতো ঘ্রাণ বিলিয়ে আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে দেশে তথা সারা বিশ্বে অবদান রাখছে। ভৌত অবকাঠামো দিক দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ। কেননা এখানে রয়েছে ১৫ তলা, ১২তলা, ১১তলা ভবনসহ অনেকগুলো ভবন। পরপর দুইবার সরকার কর্তৃক জায়গা বরাদ্দ পায়। সর্বমোট ৭টি লিফট সার্বক্ষণিক চলছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ছয় হাজারের অধিক। নতুন করে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিবিএ প্রফেশনাল এবং সিএসই (অনার্স) চালু করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কমার্স কলেজকে সেরা বেসরকারি কলেজ ঘোষণা করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ এক উৎসবের আয়োজন করেছে এবং এ কারণে আমি খুবই আনন্দিত ও পুলকিত। কারণ এ কলেজে আমার প্রায় ২৫ বৎসর শিক্ষকতা করায় সবগুলো অর্জনই দেখার সুযোগ হয়েছে। সেজন্য আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্সে ঈর্ষণীয় ফলাফল করে যাচ্ছে। সততা নিষ্ঠা একাগ্রতা দূরদর্শিতা থাকলে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব–তার জ্বলন্ত প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ। শ্রেষ্ঠ কলেজের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এ কলেজের পরিচালনা পর্ষদ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সকল শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সবশেষে এত বড়ো বড়ো অর্জন আমাদের দায়ভার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বিধায় আগামীতে এ সাফল্য যেন ধরে রাখতে পারি সেই কামনা করছি।

একে একে নিভিছে দেউটি

নাঈম মোজাম্মেল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ

মানুষের জীবন কখনো নদীর সাথে, কখনো মহীরুহের সাথে আবার কখনো প্রদীপের সাথে তুলনীয়। তবে প্রদীপের সাথে মানুষের জীবনের তুলনা করলে মানুষের জীবনটা বেশ তাৎপর্যময় ও সার্থক হয়ে ওঠে। একজন পরিপূর্ণ মানুষ একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ, জাজ্বল্যমান বাতি। পৃথিবীর প্রথম মানব রক্তিম সূর্যের প্রথম আলো দেখে শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলেন। আলোর দিশারি মানুষগুলো তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাবনত করে।

ঢাকা কমার্স কলেজের একটি উজ্জ্বল বাতিঘর। এ বাতিঘরে আছে অনেক দীপ্যমান প্রদীপ। কিছু আলোকবর্তিকা আজো প্রখর দীপ্তি ছড়িয়ে কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণসোপানে নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকটি উজ্জ্বল প্রদীপ একে একে নিভে যায় এ বাতিঘরের। নিভে যায় চিরকালের জন্য। কিন্তু এদের জ্যোতির্ময় আদর্শ আলো বিকিরণ করে পথ দেখাবে আমাদের। তেমনি একটি প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকার নাম প্রফেসর মোঃ আলী আজম।

জীবনচিত্র
প্রফেসর মো. আলী আজম

পিতা: মরহুম মোঃ রমজান আলী
মাতা: মরহুমা আজিজুন নেসা
জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৩৭

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (অনার্স), এম. কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), লন্ডন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়ন, মেরি হাউস কলেজ অব এডুকেশন (স্কটল্যান্ড) এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ।

কর্মজীবন: প্রভাষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ও সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম; অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ; উপাধ্যক্ষ (বি.সি.ই.এস) সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া; এডিপিআই, শিক্ষা অধিদপ্তর; অধ্যক্ষ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর ও আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা; পরিচালক, নায়েম; চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; কনস্যালট্যান্ট, ইউনিসেফ; শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি); উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) **সম্মাননা:** অ্যাকাডেমিক নীতি ও বিধি প্রণয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৪ সালে সম্মাননা প্রদান করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সদস্য দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এবং নিজ গ্রামে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল ২০১৬।

ঢাকা কমার্স কলেজ ও বিইউবিটি প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। প্রফেসর আলী আজম ছিলেন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে কাজী ফারুকী স্যারের শিক্ষক। যেমন ওস্তাদ তেমন শাগরেদ। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষায়িত ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যারা সহযোগিতা করেছেন, সুখে-দুখে পাশে থেকেছেন, প্রফেসর আলী আজম তাদেরই একজন।

১৯৯৫ সালের ২৫ জুন। ঢাকা কমার্স কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আমাকে ভাইভা বোর্ডে ডাকা হয়। ভাইভাবোর্ডে ৫/৬ জন বসা। সবাই আমার অচেনা। নানা জন নানা প্রশ্ন করছেন। একজন আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। হ্যাঁসূচক জবাবের পর আমাকে ব্লাকবোর্ডে পড়াতে বললেন। বললেন মনে কর আমরা আপনার ছাত্র। আমি ব্ল্যাকবার্ডে গিয়ে তাদের পড়ালাম। পরে বুঝলাম আমি যাদের কিছু সময়ের জন্য ছাত্র মনে করেছিলাম। তাদের একজন ছিলেন প্রফেসর আলী আজম। আর বাকি একজন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আরেকজন এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

আলী আজম স্যারকে আমরা দেখেছি কলেজের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে। যিনি শিক্ষকতার নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করতেন। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। যা আমাদের নবীনদের সমৃদ্ধ করেছে। ফারুকী স্যারের শিক্ষক হওয়ায় অনেক শিক্ষক তাকে 'দাদা শিক্ষক' বলে অভিহিত করতেন। আপদমস্তক শিক্ষক আলী আজম স্যারের কাছে কতটুকু শিখতে পেরেছি জানি না তবে শেখার ছিল অনেক কিছু। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদে একবার শিক্ষক প্রতিনিধি থাকার সুবাদে স্যারকে দেখেছি সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে ফারুকী স্যারকে সহায়তা করতে। পরিচালনা পরিষদও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করতেন তাঁর সুস্থির অভিমত। বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সারিতে বিইউবিটি আজ একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। তাঁর নেপথ্যে যারা আলো ছড়িয়েছেন আলী আজম স্যার তাঁদের অন্যতম। তিনি তার সুদীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিইউবিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করেছেন আমৃত্যু। জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, মেধায় আলী আজম স্যার ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ। ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল এ আলোকবর্তিকার জীবনাবসান ঘটে। সদালাপী, মিতভাষী, সুস্থির চিন্তাশীল, উদারচেতা, ধর্মভীরু এই আলোকবর্তিকার অভাব ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার ও বিইউবিটি অনুভব করবে দীর্ঘদিন। হয়ত চিরদিন।

জীবনচিত্র
এবিএম আবুল কাশেম

পিতা: মরহুম আলহাজ্ব বসির উল্যা

জন্ম তারিখ: ২০ জুলাই, ১৯৪৮।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (সম্মান). এম.কম. (হিসাব বিজ্ঞান)

কর্মজীবন: প্রভাষক, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ ও ঢাকা কলেজ। সহকারী অধ্যাপক, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর। সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। উপ-পরিচালক, হিসাব ও নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা। সহযোগী অধ্যাপক, হরগঙ্গা সরকারি কলেজ মুন্সীগঞ্জ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ; সদস্য, গভর্নিং বডি, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ, ঢাকা; সদস্য, গভনিং বডি, খলিলুর রহমান ডিগ্রি কলেজ, আমিশাপাড়া, নোয়াখালী; চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটি, আমিশাপাড়া কৃষক উচ্চ বিদ্যালয়।

কর্মজীবন: উপাধ্যক্ষ- ০১/০৮/২০০৫ থেকে ০৪/০৩/২০১২ পর্যন্ত আবার ০৫/০৩/২০১২ থেকে ১৯/০৭ /২০১৩ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন; ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ- ১৯/০৯/২০১০ থেকে ০৪/০৩/২০১২ পর্যন্ত তিনি ঢাকা কমার্স কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্মাননা: ২০০১ সালে যুগপূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ তাকে সম্মাননা প্রদান করে।

মৃত্যু: ২৪ মে ২০১৬

প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম ছিলেন কাজী ফারুকী স্যারের ছাত্র জীবনের বন্ধু। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠার মহাযজ্ঞে ফারুকী স্যারের সাথে যারা সক্রিয় ছিলেন কাশেম স্যার তাদেরই একজন। ১৯৮৯ সনে লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হলেও পরবর্তীতে তিনি সচিবালয়সহ সরকারি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি ফারুকী স্যারের ছায়াসঙ্গী থেকে কমার্স কলেজের উন্নয়নের ধারায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর নেবার পর তিনি প্রাণের টানে কমার্স কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার ২০১২ সালে কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নেবার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা কমার্স কলেজের কর্মময় দিনগুলোতে তিনি কেবল অধ্যক্ষের আসনই অলংকৃত করেননি, বরং ফারুকী স্যারের আদর্শে কলেজকে এগিয়ে নেবার জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখার মতো উদারতা কাশেম স্যারের ছিলো। ২০০৯ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার ও উপাধ্যক্ষ কাশেম স্যারের সাথে হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণে যাই। কথায় বলে 'ভ্রমণে মানুষ চেনা যায়।' এক সপ্তাহের এই ভ্রমণে কাশেম স্যার ও তাঁর সহধর্মিনীকে নিবিড়ভাবে জানার ও চেনার সুযোগ হয়েছিল। কাশেম স্যারকে দেখেছি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর প্রিয় ও হাসি-খুশি। এ মানুষটিকে তখন যেন নতুন করে জানলাম। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল সততা। সরকারি বিভিন্ন পদে থাকাকালীনও এ ব্যাপারে তাঁর সুনাম ছিল। ঢাকা কমার্স কলেজের আর্থিক উন্নতি ও সুরক্ষার বিষয়ে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। সদালাপী, ভ্রমণপিয়াসী, উদারচেতা এ মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নেই। অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি হঠাৎ নিভে গেল ঢাকা কমার্স কলেজের একজন সুহৃদ ও সংগঠক প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম।

'সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল/ সেই গিয়েছে সবার আগে।' মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন ঢাকা কমার্স কলেজ বাতিঘরের আরেকটি উজ্জ্বল প্রদীপ। প্রতিভার আতিশয্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন অকালে নির্বাক নিথর হয়ে যান, প্রতিভাবান মাহফুজুল হক শাহীনও বড় অসময়ে নিথর হয়ে যান চিরতরে। মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ৬ জন ব্যক্তির তিনি অন্যতম। ঢাকা কমার্স কলেজে লোগো(মনোগ্রাম) তৈরির ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ফারুকী স্যার শাহীন ভাইকে আর্টিস্ট হিসেবে জানতেন তাই তাঁর অনুরোধে শাহীন ভাই এ কাজটি করেন। কলেজ মনোগ্রামের ভেতর জ্বলমলে বাতিটি যতদিন আলো ছড়াবে, ততদিন শাহীন ভাই অনাগত কালের শিক্ষার্থীদের জীবনে আলো ছড়াবে, বুকে সাহস জোগাবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাণপুরুষ কাজী ফারুকী স্যারের স্নেহভাজন সহকর্মী, শাহীন ভাই কখনো সহযোদ্ধা কখনো সহযাত্রী হিসেবে সাত বছর ঢাকা কমার্স কলেজে তারুণ্যের দীপ্তি ছড়িয়েছেন। ১৯৯৫ আমি এ কলেজে আমার যোগদান আর শাহীন ভাইয়ের প্রস্থান। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন আমৃত্যু। ২০১৩ সালে তারুণ্যদীপ্ত, দীপ্যমান এ প্রদীপের জীবনাবসান ঘটে।

রাতের প্রদীপ হল চাঁদ, ভোরের প্রদীপ সূর্য, আর প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। প্রফেসর কাজী ফারুকী আজ অসুস্থ। নানান রোগে শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হলেও মানসিকভাবে আজো প্রদীপ্ত। জীর্ণ কাঠামোর নিচে যেন মেঘলুপ্ত প্রদীপ্ত সূর্য। সে প্রদীপের আলোয় আজও আলোকিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। আলোকিত হয় ব্যবসায় শিক্ষা জগতের হাজারো বিদ্যার্থী। এ বাতির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হচ্ছে নিজ গ্রামের গহীন সুপারি বন। নিবিড় সে গুবাক তরুবনে বসেছে আরেক বাতিঘর। তার নাম প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ। এ প্রদীপের আয়ু দীর্ঘতর হোক।

এক প্রদীপের আলো থেকে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে কিন্তু পূর্বতন প্রদীপের আলো হ্রাস পায় না। ঢাকা কমার্স কলেজ আজ দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শ্রেষ্ঠত্বের পথ পরিক্রমায় যারা আলোকবর্তিকার ন্যায় পথ দেখিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের আলোকছটা থেকে জ্বলে উঠছে হাজোরো প্রদীপ। কিছু আলোকবর্তিকা নিভে গেলেও আঁধারে হারিয়ে যাবে না এর যাত্রীদল। কারণ প্রদীপ নিভে গেলেও নিভে না তার জ্যোতি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথমে বি.কম পাস কোর্স দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তীতে প্রথম ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্স প্রবর্তন করে। এরই ধারাবাহিকতায় এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ও মার্কেটিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্স চালু করে। মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্সের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার পর মাস্টার্স (ফাইনাল) এর কোর্সে ভর্তি হয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ মাস্টার্স (ফাইনাল) কোর্স প্রবর্তন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা কমার্স কলেজে হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মাকেটিং, অর্থনীতি, ইংরেজি, বাংলা, পরিসংখ্যান এবং ভূগোলসহ ৯টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করে। তবে বর্তমানে ৬টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স এবং প্রফেশনাল বিবিএ ও সিএসই কোর্স চালু আছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষার মানের ব্যাপারে কোনো আপোস করেনি। সবসময়ই শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তার মূল নিয়ন্ত্রক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। বর্তমান সময়ের মতো কলেজের কলেবর এত বিশাল ছিল না। ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ও মার্কেটিং বিষয়ে সর্বপ্রথম ঢাকা কমার্স কলেজ অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কারিকুলাম ছিল না। কিন্তু ফারুকী স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষকদের সহায়তায় সিলেবাস প্রণয়ন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ের অনুমোদন করিয়ে আনেন। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কমার্স কলেজের মধ্যে সুসম্পর্ক অব্যাহত আছে।

শুরুতেই ঢাকা কমার্স কলেজ কঠোর নিয়ম কানুন ও অনুশাসন মেনে চলে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোনো কাজে ও বিভিন্ন পরামর্শ নিতে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে ডাকতেন। ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর তারিখে আমি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। তারপর থেকে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যারের পরামর্শে বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হতো। প্রথমে বিভাগের অবস্থান ছিল একাডেমিক ভবন-১ এর ৪র্থ তলায়, এরপর ৭ম তলায় এবং বর্তমানে একাডেমিক ভবন-২ এর ১১তম তলায়। বর্তমানে ১৬ জন শিক্ষক ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে কর্মরত আছেন। বিভাগের শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে। প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ফিন্যান্স কোর্স ছিল না। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা কোর্স চালু আছে। যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপন মহিমায় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ। ঢাকা কমার্স কলেজে ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সারা বাংলাদেশের অধিভুক্ত কলেজসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করে আসছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কম খরচে সরকারি-বেসরকারি কলেজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে সরকার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে জাতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে কলেজ র‍্যাংকিং করে। এতে ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজ ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনার্স ও মাস্টার্সের ফলাফলে প্রথমসহ মেধা তালিকায় বিভিন্ন স্থান পেয়ে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ঢাকা কমার্স কলেজকে এক নম্বর বিদ্যাপীঠ হিসেবে মনে করে।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগের আসন সংখ্যা শুরুতে ৫০ এর বেশি থাকলেও, কলেজ শুরুতে ৫০ জন এর বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করত না। কলেজ সংখ্যায় বিশ্বাসী ছিল না। কলেজ শিক্ষার মানে বিশ্বাস করত। শুরুতেই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অনার্স ও মাস্টার্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হত। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নেই বললেই চলে। ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন গ্র্যাজুয়েটগণ বিসিএস, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। অনেক শিক্ষার্থী CA, CMA, CFA সম্পন্ন করে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। এর সুযোগ্য নেতৃত্বে আছেন এক ঝাঁক মেধাবী শিক্ষক ও কলেজের সুযোগ্য গভর্নিং বডি, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা। ঢাকা কমার্স কলেজ ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে এই প্রত্যাশাই করছি।

২০১১ সালের ১৭ মে, কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটে একটি বর্ণিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে Finance and Banking Alumni Association (FBAA) গঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন BUBT এর ভিসি প্রফেসর আবু সালেহ, ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, BUBT এর প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোজাহার জামিল, ফিন্যান্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মো. নুর হোসেন এবং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয়তা বজায় রেখে আপন মহিমায় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগই সর্বপ্রথম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। এর মাধ্যমে পুরাতন ও নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সেতু-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অরাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে। ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সুযোগ্য চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এই উদ্যোগের জন্য বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আর শীত বস্ত্র বিতরণের জন্য ২০১৬ সালে ৫০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করে। ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সুযোগ্য চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য সবসময়ই সমাজ সচেতন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সমাজের লোকজনের মঙ্গলের জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন।

'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অধিভুক্ত কলেজের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির উচ্চ শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,৯৭,১৮২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। যার মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭,৫৫,২৫৬। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৩৪,৬৫৩, ডক্টরাল শিক্ষার্থী ১৮৪ এবং অন্যান্য শিক্ষার্থী ৭,০৪৮ জন। তথ্যাদি গত বছরের, তবে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০,০০০ এর কাছাকাছি। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বিভিন্ন অধিভুক্ত কলেজের মাধ্যমে একই সিলেবাসের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তেমন একটা সেশনজট নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করেছে। আগামী ২০১৮ সালের পর আর কোনো সেশনজট থাকবে না। এ মহৎ উদ্যোগের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে আরো মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করবে। কর্মমুখী আদর্শ জাতি গঠনে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সকল সেবা প্রদান করে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির কার্যক্রম সম্পাদনের ফলে অনিয়ম দূর হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। ফলে অধিক জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ঢাকা কমার্স কলেজও প্রতি বছর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তবে ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সুযোগ্য চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট আন্তরিক ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছেন। তাই আমাদের প্রত্যাশা ঢাকা কমার্স কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে কর্মমুখী উন্নত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

যেভাবে ছুঁয়েছে আকাশ

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
প্রথম ছাত্র

স্বপ্ন কখনো স্মৃতিতে থাকে, কখনো স্মৃতি হতে মুছে যায়, কোনো কোনো স্বপ্ন খুব তাড়িয়ে বেড়ায়। 'ঢাকা কমার্স কলেজ'- এক অনবদ্য স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের নাম ১৯৮৯ সালে যা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়। যে মানুষ-টির হৃদয় জুড়ে এর রূপরেখা ছিল তিনি বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষাঙ্গণের কিংবদন্তির নায়ক প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করেই তিনি অনুভব করেন ঢাকাতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। সেই থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান কীভাবে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। অবশেষে সফল হন ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই। সভায় উপস্থিত সদস্যদের মাত্র ১৫৫০ টাকার পুঁজিকে সম্বল করে লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট স্কুল প্রাঙ্গণে এ কলেজের নামফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে।

যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। প্রথম ব্যাচের একাদশ শ্রেণির ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৮৯ সালের ১১ অক্টোবর রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সকালে স্কুল আর বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাস। কিছুদিন এখানে ক্লাস করার পর, ধানমণ্ডিতে একটি দোতলা ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পাঠদানের অনুমোদনের পাশাপাশি ঐ বছরই কলেজ স্নাতক শ্রেণিরও অনুমোদন লাভ করে। প্রথম বছরই বোর্ড পরীক্ষার মেধা তালিকায় ২য় এবং ১৫ তম স্থান দখলসহ ১০০% পাশের (৬১জন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল) এ অভূতপূর্ব সাফল্য এবং কাজী ফারুকী স্যারের নামযশ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা।

এরপর জোর প্রচেষ্টা চলে নিজস্ব জমি লাভের এবং বেশ কয়েকটি এলাকায় জমি দেখে ১৯৯৩ সালে মিরপুরে বর্তমান কলেজ চত্বর বরাদ্দ পাওয়া যায়। সামান্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৯৯৫ এর জানুয়ারিতে এখানে স্থানান্তরিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজ ভবনের বর্তমান অবয়ব দেখে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে ২৪ ফুট পানির নিচে থাকা স্থানটি আজ ঢাকা কমার্স কলেজের ১১ তলা, ২০ তলা অ্যাকাডেমিক ভবন, ১১ তলা বিশিষ্ট শিক্ষকদের দুটি আবাসিক ভবন, প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়াম, ছাত্রী হোস্টেল এবং একটি মাঠ ধারণ করে আছে। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান ও অস্তিত্বে আছে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি, অনার্স, বিবিএস, প্রফেশনাল বিবিএ, সিএসই, মাস্টার্স, এমবিএ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এ সাফল্য সম্ভব হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের অসামান্য ঈর্ষণীয় ফলাফল, প্রভূত পরিমাণ অ্যাকাডেমিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মেধাবী শিক্ষকের সমাবেশ এবং প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের নেতৃত্বে চৌকস পরিচালনা পরিষদের নিরপেক্ষ দিকনির্দেশনার জন্য।

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন যখন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাজনৈতিক দলাদলি ও হানাহানির হতাশা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঢাকা কমার্স কলেজ তখন আবির্ভূত হয় এদেশের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মনীতি, এক নূতন ও প্রত্যাশার স্বপ্নের আলোকবর্তিকা হাতে-'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। এ কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের স্বীকৃতি ১৯৯৩ সালে এর রূপকার, স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী ফারুকীকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রথমবার এবং ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করে এ কলেজ। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে অনার্স, মাস্টার্স শ্রেণির ঈর্ষণীয় ফলাফল সর্বোপরি সকল মূল্যায়নের সূচক বিবেচনা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কমার্স কলেজকে বেসরকারি কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ঢাকা কমার্স কলেজের সফলভাবে পথ পরিক্রমার পেছনে আছে অসামান্য অভূতপূর্ব পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি সুন্দর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবেশ কেবল ছাত্রজীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও সুযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। প্রথম থেকেই শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এ কলেজ অনুসরণ করছে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্সপ্ল্যান, যার অনুকরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এর প্রবর্তন করেন। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান শুধু ছাত্রকেই নয়, শিক্ষককেও পরিচালিত করে সুশৃঙ্খলভাবে। শিক্ষার মান যাতে সর্বোচ্চ হয় সেজন্যে এখানে শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রেও সবিশেষ নীতিমালা গৃহীত হয়।

লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ও ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠিতে এখানে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ লাভের সুযোগ পান। তাঁদের মেধা ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ অতি সাধারণ মানের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠেন অসাধারণ। শিক্ষার্থীদের কল্যাণার্থে তাদের সাথে ও তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আছেন সিনিয়র শিক্ষকগণ, যারা শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। উত্তম ফলাফল অর্জনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা এ কলেজকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়া শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ কলেজে আছে নিয়মিত ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় তাঁদের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশনাকে যা শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করে নিজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে।

নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার্থী-কে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী, দূর করে পরীক্ষা ভীতি। যা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাদের সাফল্য এনে দেয়। এ কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষক বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, যা তাঁদেরকে উত্তরপত্রের যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক আরো দক্ষ করে তোলে শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করতে। কলেজের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষকদের জন্য আছে নির্ধারিত কক্ষ যেখানে শিক্ষার্থীরা, ক্লাস রুমের বাইরেও তাঁদের থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে। কলেজের সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং প্রতিটি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি তাদের জন্য খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। প্রতিটি পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং শিক্ষার্থীদের বাসায় অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকগণ অবহিত হন। প্রয়োজনে অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয় যা শিক্ষক অভিভাবকের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস শুরু করে সাধারণ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। দেশবিদেশের সংবাদসহ চলমান বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জি তাদের জ্ঞানকে করে সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগী। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম আয়োজন যেমন নাট্য ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, পরিবেশ ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, বিতর্ক পরিষদ, আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব, রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব, ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট, ফেন্সিং এবং বিএনসিসিতে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এখানে হয় আলোচনা সভা এবং প্রকাশিত হয় দেয়াল পত্রিকা। প্রতি বছরের প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' শুরু থেকে এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এছাড়া আছে শিক্ষা সফর ও শিল্প কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা। প্রতি বছর লক্ষ্যে করে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ইলিশ ভ্রমণে, যেখানে তারা শিক্ষার পাশাপাশি নদীমাতৃক দেশ, মাছ ধরা, জলে স্থলে মানুষের বসবাস দেখে ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এছাড়া আছে বার্ষিক আউটডোর গেইম, ইনডোর গেইমের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। মানবিক সাহায্য, বন্যায় ত্রাণ প্রদান, শীতকালে শীতবস্ত্র প্রদান, টীকাদান, রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যা তাদেরকে অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে শিক্ষা দেয়।

কলেজের জন্ম থেকে অনুসৃত নিয়মশৃঙ্খলা এবং অনুশাসন কলেজকে সফলতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সকাল ৭-৫৫ মিনিটের মধ্যে শিক্ষার্থীকে কলেজের ইউনিফর্ম পরে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে হয়। গেইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। ইউনিফর্ম কিংবা সাজসজ্জার ব্যত্যয় ঘটলে তাদেরকে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়। ফাইনাল বেল বাজার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে ক্লাসরুমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আসনে বসতে হয়। ক্লাসে শিক্ষক আসার পূর্ব পর্যন্ত ক্লাসরুম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে ব্যাজপরিহিত ক্যাপ্টেনের ওপর। শিক্ষার্থীদের ন্যায় শিক্ষকগণও নির্ধারিত পোশাক (এপ্রোন) পরে ক্লাসরুমে ক্লাস করান। ক্লাস কার্যক্রমের বিরতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের ক্যান্টিনে নাস্তা গ্রহণ করে। তাদের শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন শিক্ষকবৃন্দ। ক্লাস কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থী গেইটের বাইরে যেতে পারে না। এ কলেজে নবীন বরণের দিন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যে শপথ গ্রহণ করে, তা তাদের শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবনে কার্যকর করে সাফল্য পায়।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভিভাবক, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, পরিচালনা পরিষদ–এ সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কলেজের মূলমন্ত্রে সকল পক্ষের ঐক্য আছে বলেই ঢাকা কমার্স কলেজ আকাশচুম্বী বিল্ডিং এর মতোই ফলাফলে ও স্বীকৃতিতে আকাশ ছুঁয়েছে। ধন্য ঢাকা কমার্স কলেজ, আমি গর্বিত এ কলেজের প্রথম ছাত্র হয়ে। সৌভাগ্য, ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের একজন হয়ে কাজ করতে পারছি। ধন্যবাদ সৃষ্টিকর্তাকে।

একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস

ফারহানা সাত্তার
সহযোগী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

শুধু বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান খ্যাতি কুড়াতে পারে তার রোল মডেল সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম। সে কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন এক স্বপ্নপুরুষ যার মধ্যে ছিল সবাইকে ছাড়িয়ে যাবার নেশা। সুন্দর এবং ব্যতিক্রমী কিছু সৃষ্টির পিছনে ছিলো তাঁর নিরন্তর পথচলা। আমি এমন একজনের কথা বলছি যার কারণে আমরা আজ গর্বিত। তিনি আর কেউ নন, আমাদের সবার অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। ফারুকী স্যারের ব্যতিক্রমী সৃষ্টির নাম হলো ঢাকা কমার্স কলেজ। সমাজের কিছু সম্মানিত শিক্ষানুরাগীদের সাথে নিয়ে ১৯৮৯ সালে তিনি গড়ে তোলেন দেশের বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত এই কলেজটি।

ঢাকা কমার্স কলেজ এমন একটি কলেজ যেটি প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই যেমনি জনপ্রিয় তেমনি সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠার পর কলেজের প্রথম এইচ.এস.সির ফলাফলই সবাইকে চমকে দেয়। ধীরে ধীরে কলেজটি হয়ে ওঠে সারা দেশের অন্যতম সেরা কলেজ এবং বিশেষভাবে অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান।

এবার বলি কলেজটি কেন ব্যতিক্রমী এবং কেন বিশেষ কিছু। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যারা শুধুমাত্র অতি মেধাবী শিক্ষার্থীদেরই ভর্তি করে এবং পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে সুনাম কুড়ায়। আমি মনে করি, এতে কলেজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব থাকে না। অতি মেধাবী শিক্ষার্থীরা মোটামুটি মানের নার্সিংয়েও ভালো ফল করবে এটাই স্বাভাবিক। ঢাকা কমার্স কলেজ হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে অতি মেধাবীদেরও যেমন সুযোগ দেয়া হয়, আবার তেমনি মাঝারি মানের শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ দেয়া হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ হলো এমন একটি ম্যাজিক্যাল প্রতিষ্ঠান যেখানে ফলাফল কখনই মাঝারি মানের হয় না। ফলাফলের দিক দিয়ে এটি সব সময় সেরাদের সেরা হয়ে থাকে।

ফারুকী স্যারের তৈরি করে দেয়া কিছু শিক্ষা পদ্ধতি আজও অনুসরণ করছে কলেজটি। যার স্বীকৃতি বার বার পেয়ে আসছে কলেজটি এবং এর সর্বশেষটি হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিংয়ে দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ হওয়া। কলেজে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে না যারা নিয়মিত কলেজে হাজির হওয়া থেকে বিরত থেকেছে, আবার এমন কোনো শিক্ষকও পাওয়া যাবেনা যারা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্রী এবং বর্তমান শিক্ষক হিসেবে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। কলেজটি টিকে থাক সবার ভালোবাসায়, সবার আবেগে, সর্বোপরি দেশের প্রয়োজনে।

"আসসালামু আলাইকুম প্রফেসর, কেমন আছেন?"

মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

জীবন কারো জন্য থেমে থাকে না। মানুষের মতো প্রতিষ্ঠানেরও জীবন আছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের জন্ম। আজ সে পূর্ণতা পেয়েছে। পেয়েছে ২০১৫ সালের সেরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা। এই মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে আমিও একজন অংশীদার। অংশীদার একজন ছাত্র হিসেবে এবং একই সাথে একজন শিক্ষক হিসেবে। ২০০০ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগে ছাত্র হিসেবে আমি আমার পথচলা শুরু করি। অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির পর পরই এক যুগ পূর্তি (২০০১) অনুষ্ঠান। টানা তিন দিন চলে সেই অনুষ্ঠান। যুগপূর্তি অনুষ্ঠানটি ছিল আমার ছাত্র জীবনের প্রথম এবং অন্যতম সেরা অনুষ্ঠান। এর পর সময় চলে গেছে। অনার্স, মাস্টার্স শেষ করলাম, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক হলাম। শিক্ষক হিসেবে পেলাম ২০ বর পূর্তি (২০১০) অনুষ্ঠান। সর্বশেসে ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান (২০১৫) অনুষ্ঠান। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র হিসেবে পথ চলার প্রথমেই ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে পাই নুর হোসেন স্যারকে। নুর হোসেন স্যারের হাসিমাখা মুখ, তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর প্রেরণা- প্রেষণা এখনও আমার মনে পড়ে। স্যার এখন আমাদের মাঝে নেই। ছাত্র হিসেবে স্যারকে ফিন্যান্স বিভাগে পাই। কিন্তু যখন শিক্ষক হিসেবে ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগে যোগদান করি তখন স্যার হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ফিরে গেছেন। স্যারের সাথে যখনই দেখা হতো, স্যার বলতেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম, প্রফেসর, কেমন আছেন?" আমি স্যারকে পুনরায় সালাম দিয়ে বলতাম, 'স্যার আমিতো প্রফেসর না। আমি আপনারই ছাত্র'। তবুও স্যার আমাকে প্রফেসর বলে ডাকতেন। একজন ভাল শিক্ষক, একজন ভাল মানুষ, একজন ভাল অভিভাবককে আমরা হারিয়েছি ২০১১ সালের শেষের দিকে। স্যার আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন, রেখে গেছেন তাঁর অনেক ছাত্র ছাত্রী। রেখে গেছেন তাঁর প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজ আর তার হাতে গড়া ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ।

আজ ঢাকা কমার্স কলেজ অনেক নতুন মুখ পেয়েছে। পুরনো মুখগুলো এখনও কলেজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান নুর হোসেন স্যার আজ আমাদের মাঝে নেই। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ হবার পিছনে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ফলাফলও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আমি নুর হোসেন স্যারকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। হয়ত পরপার থেকে তিনি আমাদের এই প্রাপ্তি দেখে আনন্দিত হয়েছেন। আজ স্যার নেই কিন্তু তার ডিপার্টমেন্ট আছে, কলেজ আছে, আমরা আছি। হয়তো বা একদিন আমরাও থাকবো না, ঢাকা কমার্স কলেজ টিকে থাকবে। আশা করি ২০১৫ সালের মতো প্রতিবছর ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

আমার কলেজ

শারমীন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

ছাত্রত্ব ও শিক্ষকতা মিলিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজে আমার প্রায় ২০ বছরের স্মৃতি! কাকে রাখবো আর কাকে ফেলে দিব? এই সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচালে অবশেষে কিছু স্মৃতি এই লেখায় স্থান পেল, যা জীবনে চলার পথে প্রায়ই আমার মনকে নাড়া দেয়। সেরা কলেজ স্মরণিকায় কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতিচারণ অঙ্কন করলাম।

ঘটনা-১: সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে উঠেছি। ৮ টায় কলেজে অনার্স ১ম বর্ষ মাসিক পরীক্ষা। বাইরে ঝুম বৃষ্টি, বোধ হয় সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় হাঁটু পানি, ৭টা বাজে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। কোনো রিকশাও দেখতে পাচ্ছি না। আমি অনবরত কলেজের ল্যান্ড ফোনে কল দিচ্ছি যে আজকে পরীক্ষা হবে কিনা বা কলেজে আসতে হবে কিনা। কলেজ থেকে একই উত্তর-কলেজে আসতে হবে। অতঃপর প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হাটু পানিতে ছাতা নিয়ে হেঁটে অর্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পর দ্বিগুণ ভাড়ায় একটি রিকশা পেলাম এবং কলেজে পৌঁছালাম। পৌঁছানোর পর প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় কলেজ ১ম ঘন্টার পর ছুটি হয়ে গেল। আমার এই ঘটনা এখনও মনে আছে এই জন্য যে, কলেজের নিয়মকানুন এত কঠোর ছিল যে, আমরা এত বৃষ্টির মধ্যেও কলেজ মিস দেয়ার চিন্তা করতে পারতাম না। এটিই ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঘটনা-২: তখন অনার্স ২য় বর্ষে পড়ি। কলেজ ছুটির পর বাসায় চলে এসেছি। হঠাৎ কলেজ থেকে মোস্তাফিজ স্যার (মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ, বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় অবস্থানরত) আমাকে ফোন দিলেন, শারমীন তোমাদের অনার্স ১ম বর্ষের রেজাল্ট হয়েছে। কলেজে এসে দেখে যাও। আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কারণ আমি জানি, আমার পরীক্ষা ততটা সন্তোষজনক হয়নি যতটা আমি চেয়েছিলাম। এরপর কলেজে গেলাম, স্যাররা মার্কশিট দেখিয়ে বললেন,"আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি এবং ফিন্যান্স-এ রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়েছি; যা আমার আগে কেউ পায়নি। আমি তখন আনন্দে কেঁদে দিলাম, আর ভাবলাম এটিই ঢাকা কমার্স কলেজ। যেখানে আমি পড়িনি, কিন্তু আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নেয়া হয়েছে।

ঘটনা-৩: অনার্স মাস্টার্স শেষ করেছি। দুটোতেই রেজাল্ট আল্লাহ্‌র রহমতে ১ম শ্রেণিতে ১ম। হঠাৎ বিটিভি (বাংলাদেশ টেলিভিশন) থেকে ১টা কল আসলো, বলা হলো বিটিভির শিক্ষামূলক একটি অনুষ্ঠান "শিক্ষাঙ্গনে" সেবার কৃতি শিক্ষার্থী হিসেবে আমাকে মনোনয়োন করা হয়েছে। যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে আমি আমার বাবাকে নিয়ে টেলিভিশন ভবনে পৌঁছালাম। যখন আমার বক্তব্য ধারণ করা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে আমার বাবার গৌরবোজ্বল চোখের সেই চাহনি এখনও আমার স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে। আর আমার এই প্রাপ্তির পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান যার, তা হচ্ছে এই ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঘটনা-৪: কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে তিন ধাপের (লিখিত, মৌখিক এবং ডেমোনস্ট্রেশন) পরীক্ষায় আমি ২য় হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১ম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ৩য় হয়েছে। প্রিন্সিপাল স্যারের (কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী) রুমে আমাদের ডাকা হয়েছে। আমি তখন মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত। আর এটাও জানিনা কতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। যাই হোক ফারুকী স্যার একে একে সবার সাথে কথা বলছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখন কোথায় আছো?" আমি বললাম, "কোথাও না স্যার।" স্যার মৃদু হেসে বললেন, "কে বলেছে, কোথাও না! তুমি ঢাকা কমার্স কলেজে আছ।" এই হচ্ছে আমার নিয়োগ। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে, আমি সেই কলেজের একজন গর্বিত খুঁটি হতে যাচ্ছি, যার হাল ধরার ক্ষমতা আমাকে এই কলেজই করে দিয়েছে। আমি মনে মনে বললাম "আলহামদুলিল্লাহ্"। আর ভাবলাম এই হচ্ছে আমার কলেজ, আমাদের "ঢাকা কমার্স কলেজ।"

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিচিতি ও কার্যক্রম

এস এম মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু মাতৃভাষা 'বাংলা' বিষয়কে দিয়ে। ১৯৮৯ সালে বাংলা বিভাগের যাত্রা শুরু।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে বিভাগে ১ জন প্রফেসর, ২ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৭ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৩ জন প্রভাষক রয়েছেন। ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় বিভাগটির কার্যালয়।

বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. রোমজান আলী	১৯৮৯-১৯৯৪
২. মো. সাইদুর রহমান মিঞা	১৯৯৫-১৯৯৬
৩. মো. রোমজান আলী	১৯৯৭-১৯৯৯
৪. মো. সাইদুর রহমান মিঞা	২০০০-২০০১
৫. মো. হাসানুর রশীদ	২০০২-২০০৩
৬. আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন	২০০৪-২০০৫
৭. মো. রোমজান আলী	২০০৬-২০০৭
৮. মো. সাইদুর রহমান মিঞা	২০০৮-২০০৯
৯. মো. হাসানুর রশীদ	২০১০-২০১১
১০. আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন	২০১২-২০১৩
১১. প্রফেসর মো. রোমজান আলী	২০১৪-৩১.৭.২০১৪
১২. মো. সাইদুর রহমান মিঞা	১.৮.২০১৪-৩১.৭.২০১৬
১৩. আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন	১.৮.২০১৬-

ইংরেজি বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে ইংরেজি বিভাগের যাত্রা শুরু। ১৯৯৬ সালে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: ইংরেজি বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের মধ্যে ১ জন অধ্যাপক, ৫ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৭ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৫ জন প্রভাষক।

শিক্ষা সফর: কুমিল্লার লালমাই পাহাড়, মানিকগঞ্জের নাহার গার্ডেন, গাজীপুরস্থ একটি পিকনিক ও শুটিং স্পটসহ বিভিন্ন স্থানে বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ বনভোজন ও শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করে।

সেমিনার লাইব্রেরি: কলেজের ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৯ম তলায় বিভাগীয় কার্যালয়ের পাশে ইংরেজি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে।

ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মাহফুজুল হক শাহীন	১.৭.১৯৮৯-৩১.০৩.১৯৯৫
২. মো. আব্দুল কাইয়ুম	১.৪.১৯৯৫-৩১.০১.২০০০
৩. সাদিক মো. সেলিম	১.২.২০০০-৩১.০১.২০০২
৪. মো. মোহসিন আলী	১.২.২০০২-৩১.১২.২০০৩
৫. মো. মঈনউদ্দিন আহমদ	১.১.২০০৪-৩১.১২.২০০৫
৬. শামীম আহ্সান	১.১.২০০৬-৩১.১২.২০০৭
৭. মো. আব্দুল কাইয়ুম	১.১.২০০৮-৩১.১২.২০০৯
৮. সাদিক মো. সেলিম	১.১.২০১০-৩১.১২.২০১১
৯. মো. মঈনউদ্দিন আহমদ	১.১.২০১২-৩১.১২.২০১৩
১০. প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম	১.১.২০১৪-৩১.০৭.২০১৪
১১. সাদিক মো. সেলিম	১.৮.২০১৪-০৯.০৯.২০১৫
১২. শামীম আহ্সান	১০.৯.২০১৫-

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই ব্যবস্থাপনা বিভাগের যাত্রা শুরু। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি আবশ্যিক শাখা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনার্স কোর্স প্রবর্তন: ৪ মে ১৯৯৫ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন হয়।

মাস্টার্স কোর্স উদ্বোধন: ২৬ নভেম্বর ১৯৯৫ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ১ম পর্ব কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ১০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৬ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৩ জন প্রভাষক।

শিক্ষার্থী সংখ্যা: ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মান শ্রেণিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ২১ ব্যাচে মোট ১১৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। মাস্টার্স শেষ পর্বে ১৬ ব্যাচে মোট ৩৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

সেমিনার লাইব্রেরি: কলেজের ১ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় বিভাগীয় কার্যালয়ের পাশে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সেমিনারে ৩৬৩৬টি বই রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ: ৩১ আগস্ট ১৯৯৬ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ উপলক্ষে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যবস্থাপনা সপ্তাহঃ ৩১ আগস্ট ১৯৯৬ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ উপলক্ষে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারঃ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ কলেজে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগীয় শিক্ষক মো. নূরুল আলম ভুঁইয়া এবং মূখ্য আলোচক ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক এস এম আলী আজম।

প্রকাশনাঃ ব্যবস্থাপনা বিভাগের তথা কলেজের প্রথম বিভাগীয় ম্যাগাজিন 'ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট' প্রকাশিত হয় ৩১ আগস্ট ১৯৯৬। অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর '৯৭ উপলক্ষে 'সীমান্ত পেরিয়ে', সার্ক ট্যুর '৯৯ উপলক্ষে 'ছায়া পথ', সার্ক ট্যুর ২০০০ উপলক্ষে 'দূর দিগন্তে' এবং সার্ক ট্যুর ২০০২ উপলক্ষে 'সুভেনির ২০০২' প্রকাশ করা হয়। এম.কম শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ স্মৃতি অ্যালবাম 'স্মৃতি' ১৯৯৯ প্রকাশ করে।

সার্ক ট্যুরঃ ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

বনভোজনঃ বিভাগীয় সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ গাজীপুরস্থ ন্যাশনাল পার্ক, নুহাশপল্লী, সাভার ডেইরি ফার্ম ও নরসিংদি'র ড্রিম হলিডে পার্ক, গাজীপুর গুল বাগিচা ইত্যাদি স্থানে বিভাগীয় বনভোজনের আয়োজন করে।

শিক্ষাসফরঃ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রতি বছর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, গজনী ইত্যাদি স্থানে শিক্ষা সফর করে।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. শফিকুল ইসলাম	০১.০৭.১৯৮৯ - ৩১.০১.২০০০
২. বদিউল আলম	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৩. মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া	০১.০২.২০০২ - ৩১.১২.২০০৩
৪. সৈয়দ আবদুর বর	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৫. শেখ বশীর আহম্মদ	০১.০১.২০০৬ - ১২.০৫.২০০৭
৬. মো. শফিকুল ইসলাম	১৩.০৫.২০০৭ - ৩১.০৭.২০০৯
৭. বদিউল আলম	০১.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০১১
৮. মো. শরিফুল ইসলাম	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
৯. এস. এম. আলী আজম	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.০৭.২০১৫
১০. বদিউল আলম	০১.০৮.২০১৫ -

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৯৪ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও ১৯৮৯ সাল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে হিসাববিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হয়। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন হতে এ পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ তার কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষক সংখ্যাঃ বর্তমানে বিভাগে মোট ১৯ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ১০ জন, সহকারী অধ্যাপক পদে ৬ জন ও প্রভাষক পদে ৩ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞান বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে মোট ১২৬০ জন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মোট ৩৫৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। স্নাতক শ্রেণিতে এ বিভাগে ভর্তিকৃত প্রথম ছাত্রীর অনন্য গৌরব অর্জন করেছে নুসরাত জাহান মন্টি। একইভাবে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে এ গৌরবের অধিকারী হলো মেঘলা ঠাকুর। বর্তমানে স্নাতক শ্রেণিতে ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত মোট ২৭৬ জন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মোট ২৬ জন শিক্ষার্থী তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহায়ক কার্যক্রমঃ পাঠদান পরিকল্পনা, নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা, অভিভাবক সভা, বিভিন্ন বাস্তব ও সময়োপযোগী কার্যক্রম এ বিভাগ পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বিভাগীয় সেমিনারঃ প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশি বিদেশি স্বনামধন্য লেখকদের বইয়ের সমারোহে বিভাগীয় সেমিনার জ্ঞান অর্জনের এক সুবিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষাসফরঃ পাঠ্য বইয়ের বাইরে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে ভারত, নেপালসহ দেশের অভ্যন্তরে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কুয়াকাটা, মাধবকুন্ড, সিলেট, জাফলং, তামাবিল সীমান্ত, শ্রীমঙ্গল, ইপিজেড, কুমিল্লার ময়নামতি, কোটবাড়ি, বঙ্গবন্ধু সেতু, সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, গাজীপুর এবং টাঙ্গাইলের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিসহ অসংখ্য দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানে এ সকল শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

নবীন বরণঃ পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হতে সম্মান ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করা অত্র বিভাগের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ক্লাস সমাপনী কার্যক্রমঃ প্রতিবছর বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহঃ ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ আয়োজন করে "হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহ"। এ সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ড. হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের তৎকালীন ডীন প্রফেসর মো. মঈনউদ্দীন খান। ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ "দৈনন্দিন জীবনে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীতা" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগীয় শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমান।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. আবদুস ছাত্তার মজুমদার	০১.০৯.১৯৮৯ - ১০.০৪.২০০০
২. অধ্যাপক মো. মাহফুজার রহমান	১১.০৪.২০০০ - ২৩.০১.২০০১
৩. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	২৪.০১.২০০১ - ৩০.০৬.২০০৩
৪. মো. আমিনুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৩ - ৩০.০৬.২০০৫
৫. মো. মঈন উদ্দীন	০১.০৭.২০০৫ - ৩০.০৬.২০০৭
৬. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০১.০৭.২০০৭ - ৩০.০৬.২০০৯
৭. মো. নুর হোসেন	০১.০৭.২০০৯ - ৩০.০৬.২০১১
৮. মোশতাক আহমেদ	০১.০৭.২০১১ - ৩০.০৬.২০১৩
৯. সাজনিন আহমদ	০১.০৭.২০১৩ - ৩০.০৬.২০১৫
১০. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০১.০৭.২০১৫ -

মার্কেটিং বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯০ সালের ৫ মে মার্কেটিং বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

অনার্স ও মাস্টার্স প্রবর্তন: ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কমার্স কলেজেই প্রথম মার্কেটিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে বিভাগে অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৪ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ৩ জন।

মার্কেটিং ডে: ১৯ জুলাই ২০০১ মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে প্রথম বারের মতো 'মার্কেটিং' ডে-২০০১' এর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সেমিনার, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া 'মার্কেটিং আপডেট' শীর্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশ, করা হয়। মার্কেটিং ডে'র স্মারক উন্মোচন সার্বিক আয়োজনটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মার্কেটিং ডে উদ্‌যাপন সম্পাদিত ফিচার, নিউজ প্রকাশিত হয়, যা বৃহত্তর পরিসরে কলেজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ভূমিকা রাখে।

ক্লাস সমাপনী: অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির ক্লাস শেষ উপলক্ষে সকল শিক্ষাবর্ষে ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রমণ: প্রতিবছরই মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষাসফর করে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ যে সবস্থানে ভ্রমণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবান রাঙামাটি, বঙ্গবন্ধু সেতু, ময়মনসিংহের মধুপুর, শেরপুরে গজনী, সাভার, কুমিল্লার কোটবাড়ি, মানিকগঞ্জের নাহার গার্ডেন, নাটোরের উত্তরা গণভবন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জের পদ্মা রিসোর্ট, হবিগঞ্জের সাতছড়ি ও সিলেট।

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	০৫.০৫.১৯৯০ - ৩১.১২.২০০২
২. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০১.২০০৩ - ৩০.০৬.২০০৫
৩. মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	০১.০৭.২০০৫ - ৩০.০৭.২০০৯
৪. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০১১
৫. মো. শফিকুল ইসলাম	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
৬. শনজিত সাহা	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.০৭.২০১৫
৭. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০৮.২০১৫ -

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে ঢাকা কমার্স কলেজে বিভাগটির নাম 'ফিন্যান্স' হলেও পরবর্তীতে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং' নামকরণ করা হয়। কলেজের ২ নং ভবনের ১১তম তলায় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ অবস্থিত।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক হলো ১৪ জন। যার ১০ জনই হলেন কলেজের এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ৩ জন, সহকারি অধ্যাপক ৪ জন ও প্রভাষক ৭ জন।

কার্যক্রম: শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার মধ্যেই বিভাগের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছর বিভাগীয় উদ্যোগে দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর পরিচালিত হয়, যাতে বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি ম্যাগাজিন ও দেয়ালিকা।

সেমিনার: বিভাগে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সেমিনার যাতে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের দেশি-বিদেশি প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বই রয়েছে।

অ্যালামনাই: প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সেবামূলক এবং গঠনমূলক কার্যাদি সম্পন্নের মহতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা হয় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন। অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বিভাগের সহযোগিতায় প্রতিবছরই দরিদ্র জনসাধারণের নিকট শীতবস্ত্র বিতরণ করে আসছে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. নুর হোসেন	০১.০১.১৯৯৬ - ৩০.০৬.২০০১
২. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০৭.২০০১ - ৩০.০৬.২০০৩
৩. মো. মোস্তাফিজুর রহমান	০১.০৭.২০০৩ - ৩১.০১.২০০৫
৪. মো. নুর হোসেন	০১.০২.২০০৫ - ৩০.১১.২০০৫
৫. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.১২.২০০৫ - ৩১.১২.২০০৭
৬. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল	০১.০১.২০০৮ - ৩১.১২.২০০৯
৭. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০১.২০১০ - ৩১.১২.২০১১
৮. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল	০১.০১.২০১২ - ৩১.১২.২০১৩
৯. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০১.২০১৪ - ৩১.১২.২০১৫
১০. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল	০১.০১.২০১৬ -

পরিসংখ্যান বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: বিভাগের নাম শুরুতে পরিসংখ্যান ছিল। ১৯৯৮ সালে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিভাগের নামকরণ হয় পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিভাগ। পরিসংখ্যান অনার্স বিষয়ে গণিত থাকায় এবং ব্যবসায় গণিত থাকার কারণে ২০০৭ সালে বিভাগের পরিবর্তিত নাম হয় পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ। ১৯৯৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। সিএসই অনার্স কোর্স চালু হওয়ার পর জানুয়ারি ২০১৭ থেকে বিভাগটি পরিসংখ্যান বিভাগ এবং সিএসই বিভাগ নামে দু'টি বিভাগে কার্যক্রম চলছে।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ৮। শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৫ জন ও সহকারী অধ্যাপক ২ জন।

বিভাগীয় কার্যক্রম: বিভাগ শুরুর পর থেকে প্রতি বছর শিক্ষকদের ইফতার পার্টি আয়োজন, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি কাজ বিভাগ থেকে করা হয়। তাছাড়া বিভাগে অভ্যন্তরীণ ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০৫.০৫.১৯৯০ - ৩১.১২.২০০৩
২. মো. আব্দুর রহমান	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৩. মো. ইলিয়াছ	০১.০১.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৬
৪. মো. শফিকুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৮
৫. মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১.০৭.২০০৮ - ৩১.০৭.২০১০
৬. মো. আব্দুর রহমান	০১.০৮.২০১০ - ৩১.০৭.২০১২
৭. ড. মো. মিরাজ আলী	০১.০৮.২০১২ - ৩১.০৭.২০১৪
৮. মো. আব্দুর রহমান	০১.০৮.২০১৪ - ৩১.০৭.২০১৬
৯. মো. শফিকুল ইসলাম	০১.০৮.২০১৬ -

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ৯ নভেম্বর ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি কমিটির ৭১তম সভার সুপারিশ এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স (সম্মান) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম অধিভুক্তি প্রদান করে।

চেয়ারম্যান: ১ জানুয়ারি ২০১৭ বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মিরাজ আলীকে নিয়োগ দেয়া হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ৮ জন। এদের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ৬ জন।

অর্থনীতি বিভাগ

প্রতিষ্ঠা: প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অর্থনীতি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু ছিল। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্য শাখায় অর্থনীতি বিষয়টি ঐচ্ছিক করার পর থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে বিষয়টি ৩য় ও ৪র্থ বিষয় হিসেবে চালু থাকে। বর্তমানেও ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অর্থনীতি বিষয়টি পাঠদান করা হয়।

অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন: ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ৩ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ৩ জন সহকারী অধ্যাপক।

শিক্ষাসফর: শিক্ষার্থীদের বাস্তবজ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের নিয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ দর্শনীয় স্থান শিক্ষাসফর, বনভোজন ও শিল্প কারখানা পরিদর্শনের আয়োজন করে।

দেয়ালিকা: স্বাধীনতা দিবস ২০০৬ উপলক্ষ্যে 'মুক্তি' নামে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।

অ্যালামনাই: ১ মার্চ ২০১৩ অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এ উপলক্ষে 'প্রবৃদ্ধি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. রওনাক আরা বেগম	০১.০৭.১৯৮৯ - ৩১.০১.২০০০
২. মো. ওয়ালী উল্যাহ	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৩. রওনাক আরা বেগম	০১.০২.২০০২ - ৩১.০১.২০০৪
৪. মো. আওলাদ হোসেন	০১.০২.২০০৪ - ৩১.০১.২০০৫
৫. মো. ওয়ালী উল্যাহ	০১.০২.২০০৫ - ৩০.০৬.২০০৬
৬. রওনাক আরা বেগম	০১.০৭.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৮
৭. মো. ওয়ালী উল্যাহ	০১.০৭.২০০৮ - ৩১.০৭.২০১২
৮. রওনক আরা বেগম	০১.০৮.২০১২ - ৩০.০৬.২০১৩
৯. সুরাইয়া পারভীন	০১.০৭.২০০৩ - ৩০.০৬.২০১৫
১০. মো. ওয়ালী উল্যাহ	০১.০৭-২০১৫ -

সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় চালু আছে। প্রথমে এ বিভাগের নাম ছিল সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স।

শিক্ষক সংখ্যা: অত্র বিভাগের প্রফেসর ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ জন ও সহকারী অধ্যাপক ৩ জন।

অফিস পরিদর্শন: ১৯৯৯ সাল থেকে অত্র বিষয়ের দ্বিতীয় পত্র অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সেশনাল ২০ নম্বরের জন্য বিভিন্ন জায়গার যে সকল অফিসে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো হলো:

শফিপুর আনসার একাডেমি; ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টার রাজেন্দ্রপুর-গাজীপুর; প্রশিকা ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা বার্ড; এ কে স্পিনিং মিলস্ নরসিংদী; ম্যাকসন কটন মিলস্ লিঃ, ভালুকা, ময়মনসিংহ; বিপিএটিসি-সাভার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, সাভার, ঢাকা; জাতীয় ডেয়রি ফার্ম ও গো প্রজনন-কেন্দ্র, সাভার; মেট্রো স্পিনিং মিলস্, গাজীপুর; ফতুল্লা ডায়িং অ্যান্ড নিটিং, নারায়ণগঞ্জ; ন্যাশনাল পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ, টংগী, গাজীপুর; করিম জুট মিলস্, ডেমরা; ইয়াং-ওয়ান ইপিজেড, সাভার; সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর; পারটেক্স বেভারেজ (আরসিকোলা) জংগলবাড়ীয়া, গাজীপুর; ট্রান্সকম বেভারেজ (পেপসি কোলা); এশিয়ান পেইন্টস, বার্জার পেইন্ট, ধামরাই; বাটা সু ইন্ডাস্ট্রিজ, টংগী ও গাজীপুর বিআইএসএফ; মধুমতি টাইলস্, সাভার; শামীম রেফ্রিজারেটর, সাভার; সোনালী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: ট্রেনিং একাডেমি; বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা ইত্যাদি।

বিভাগীয় ফলাফল: কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর এ বিষয়টি ছিল। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৯৫% ছাত্র-ছাত্রী স্টার মার্কস এবং অবশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অতঃপর এ বিষয়ের কারিকুলাম পরিবর্তন করে শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং বিষয়টিকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা নাম দেয়া হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ বিষয়টি ৩য় ও ৪র্থ বিষয় হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ে পূর্বের ন্যায় ৯০%-৯৫% পর্যন্ত শিক্ষার্থী স্টার মার্কস পেয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গ্রেডিং সিস্টেমেও ৯০% থেকে ৯৮% পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী A+ অর্জন করেছে।

সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মো. আবু তালেব	১৫.০৯.১৯৯০ - ৩১.১২.১৯৯৬
২. মো. আবু তালেব	০১.০১.১৯৯৭ - ৩১.০১.২০০০
৩. মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৪. মো. আবু তালেব	০১.০২.২০০২ - ৩১.১২.২০০৩
৫. মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৬. মো. আবু তালেব	০১.০১.২০০৬ - ৩১.১২.২০০৭
৭. মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১.০১.২০০৮ - ৩১.০৬.২০০৮
৮. মো. নজরুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৮ - ০১.০৮.২০০৯
৯. মো. আবু তালেব	০২.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০০১
১০. মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
১১. মো. নজরুল ইসলাম	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.৭.২০১৫
১২. মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১.০৮.২০১৫ -

সমাজবিদ্যা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ভূগোল (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়), সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান পর্যায়) বিষয়কে একীভূত করে সমাজবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চেয়ারম্যান: বিভাগের চেয়ারম্যান পদে মাওসুফা ফেরদৌসী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ যোগদান করেন।

শিক্ষক সংখ্যা: প্রফেসর ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ২ জন।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ প্রোগ্রাম

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের (ডিবিএ) অধীনে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনায় রয়েছেন ১ জন পরিচালক এবং বিভিন্ন বিভাগের ৪১ জন শিক্ষক এই প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত।

কার্যক্রম: বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনার সকল শ্রেণিকক্ষই ইন্টারনেটযুক্ত মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সমৃদ্ধ। তাছাড়া বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশি-বিদেশি বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কলেজ ও বিভাগের পক্ষ হতে বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত নবীনবরণ, গেট-টুগেদার, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বিভাগে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৬৬ জন, ৭ম ব্যাচে ৮৬ জন, ৮ম ব্যাচে ১২৯জন, ৯ম ব্যাচে ২০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

শিক্ষাসফর: বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা ২০১৫ ও ২০১৬ সালে শিক্ষাসফরে নারায়ণগঞ্জস্থ এশিয়ান টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, সোনারগাঁওস্থ বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর, ঐতিহ্যবাহী পানামনগর পরিদর্শন করে এবং সাজেকভ্যালি, সেন্টমার্টিনস্, কক্সবাজার, বিছানাকান্দি, জাফলং, মাধবকুণ্ড ইত্যাদি স্থানে যায়।

বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম উপদেষ্টা/পরিচালক/কোর্স কোঅর্ডিনেটর/প্রফেসর ইনচার্জগণ

নাম	পদবি	মেয়াদকাল
মো. জাকির হোসেন	কোর্স কোঅর্ডিনেটর	০১.০৩.১৯৯৮ - ০১.১১.১৯৯৮
প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ	প্রোগ্রাম উপদেষ্টা	০১.০৫.১৯৯৮ - ০১.১১.১৯৯৮
প্রফেসর আবু সালেহ	প্রোগ্রাম উপদেষ্টা	০২.১১.১৯৯৮ - ৩১.০৫.১৯৯৯
প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	পরিচালক	০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১০.২০০৪
মো. শফিকুল ইসলাম	প্রফেসর ইনচার্জ	২৩.০৬.২০০৩ - ৩১.১০.২০০৪
ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	পরিচালক	১৩.০৪.২০১৪ -

সেরা সাংস্কৃতিক অঙ্গন

মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত সেরা বেসরকারি কলেজের তালিকায় ১ম স্থান দখল করেছে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ। একটি প্রতিষ্ঠান তখনই সেরা হয় যখন জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমেও সে হয় সমান অংশীদার। ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা হওয়ার পেছনে কেবল ফলাফল মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। এর ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা, শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় অবদান র‍্যাংকিং এর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথকে সুগম করেছে। সংস্কৃতি মূলত একটি জাতির প্রাণশক্তি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আপন সংস্কৃতির লালন প্রত্যেক জাতির পবিত্র দায়িত্ব। দেশের প্রতিটি মানুষেরই সে দায়বোধ আছে। উক্ত দায়বোধ থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১১ সালে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইদুর রহমান মিঞার সহযোগিতায় একটি নাট্যক্লাব প্রতিষ্ঠা করি। পূর্ব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নাটকের কাজটি হয়ে থাকলেও ২০১১ সালের পর থেকে তা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। সে সময় একই সাথে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তৃষ্ণা গাঙ্গুলী নৃত্যক্লাব পরিচালনা করতেন। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন সক্রিয় পরিচালক। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও নাট্যক্লাবের কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হই। কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা বাধার সম্মুখীন হলেও স্বেচ্ছায় আমি তাঁর নৃত্যক্লাবের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

মানুষ চলে গেলেও তাঁর কর্ম থেকে যায়। তৃষ্ণা গাঙ্গুলী ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়াতে লোকনৃত্যের প্রবর্তন করেন। এরপর থেকে তাঁর কাজটিকে জীবিত রাখার জন্য এবং বিশেষত উক্ত কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি প্রতিবছর এ দায়িত্ব পালন করে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সালে প্রতি বছরই এ নৃত্যানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২০১৬ সালের সাম্পান নৃত্য এ যাবৎকালের সেরা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। নৃত্যের সাথে সাথে নাটক নিয়েও প্রায় সারা বছর কাজ করতে হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, বিশেষ উৎসব, নৌভ্রমণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নাট্যক্লাবের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের নান্দনিকতাকে বাড়িয়ে তোলে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলম্বনে 'জুতা আবিষ্কার', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'সোনার তরী', হুমায়ূন আহমেদের নাটক '১৯৭১', জহির রায়হানের গল্প অবলম্বনে নাটক 'একুশের গল্প', প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর 'সুখী কে', হিমেল জহিরের নির্দেশনা ও পরিচালনায় 'সুলতানার যুদ্ধ' 'প্রত্যাবর্তন' 'ত্রিকালদর্শিনী' 'রাজাকারের বিচার' 'জব্বরের কেরামতি পার্ট-১ ও পার্ট-২', 'বুড়ো পাগলের বিয়ে' প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১২-১৩ সালে বিশেষ কারণে আমাকে সংগীত ক্লাবেরও দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। একই সাথে তিনটি ক্লাবের দায়িত্ব পালন করায় সমন্বয় সাধন সহজতর হলেও কাজের পরিধি ছিল ব্যাপক। এরপর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা আরজুমান সংগীত ক্লাবের দায়িত্ব নিয়ে অদ্যাবধি তা পালন করে যাচ্ছেন।

২০১০ সালে RJ নীরবের উপস্থাপনায় একুশে টেলিভিশনের 'ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে' অনুষ্ঠানে বিশেষ পরিবেশনা ছিল নাট্য-নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের। একইভাবে ২০১২ সালে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা খ থেকে 'ক্যাম্পাস' নামক অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে আবৃত্তি, নাটক ও সংগীত সংযোজিত ছিল। বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাট্য-নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা ছিল চমকপ্রদ।

ভ্রমণে-আনন্দে-উৎসব-পার্বণে পর্বে পর্বে বাঁধা ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন। সুরে-ছবিতে-নাট্যে-নৃত্যে মুখরিত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিটি ক্ষণ। কেবল পড়াে-লেখাই একজন শিক্ষার্থীর মনোবিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে না। সেজন্য শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম তথা খেলাধুলা, ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা একজন শিক্ষার্থীর বড়ো হওয়ার পেছনে এক বড়ো শক্তি। তবে সবসময় সে সুযোগ এবং পরিবেশ পাওয়া যায় না। ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সবটুকু সুযোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কারণ সব প্রতিষ্ঠানেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ কর্মযাত্রা শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো বহুদূর।

স্বপ্ন তৈরির কারখানা

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

বিচিত্র এ পৃথিবী। বিচিত্র এ পৃথিবীর মানুষ। আরো বিচিত্র অতিবাহিত হয়ে যাওয়া কিছু সময়। যতোবারই জীবন নিয়ে ভাবতে বসি ততোবারই অবাক হই। আর একটা প্রশ্ন মনের আনাচে কানাচে উঁকি দেয় জীবনটা এমন কেন? অবাক হচ্ছি যদিও অবাক হবার মতো এমন কিছুই নেই। অবাক হওয়াটা আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তখন নিজেকে নিজে উত্তর দেই জীবনটা এমনই...। দেহ হতে মন পাখি যেদিন উড়ে যাবে, সেদিন সমস্ত অবাক করা ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে ব্রেক ফেল করা কোনো মটরযানের মতো যাকে ইচ্ছে করলেই কন্ট্রোল করা যায় না। এইতো কিছুদিন আগের কথামাত্র অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করে শিক্ষক হিসেবে অত্র কলেজে যোগদান। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতিটা আজও যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। আরো অনেক ঘটনা ও স্মৃতি শুধু ডায়েরির মলিন পাতায় নয়, জীবনের রঙিন পাতায় লেখা হয়েছে অতীত হয়ে যাওয়া সেই সময়। কী পেয়েছি এই কলেজ জীবনে...।

মাথা নষ্ট করার মত কিছু নতুন বই, নতুন কিছু অপরিচিত বন্ধু, পুরানো বন্ধুদের সাথে নতুন করে বন্ধুত্ব যাদের ভালোবাসায় আজ আমি সিক্ত। মজাদার স্যারদের ক্লাস করা, নরম স্যারদের বিরক্ত করা, ক্লাস শেষে লাইব্রেরিতে বসে আড্ডা ও বই পড়া, সেমিনারে গ্রুপ স্টাডি করা, ইউনিফর্ম ঠিকমতো না পড়ার কারণে মাঠে লাইন করে দাঁড় করানোর দৃশ্য, কোথাও কোথাও রোমিও-জুলিয়েটদের দৃশ্য, কখনো স্যারদের ঝাড়ি খাওয়া, কখনো কখনো স্যারদের উৎসাহমূলক বক্তব্য শুনে অনুপ্রাণিত হওয়া, কখনো বা স্যারদের Appreciation .... এসব কিছুই এখনো স্মৃতিকে আন্দোলিত করে।

আমি যদি বলি কমার্স কলেজ আমাকে কী দিয়েছে? তার একটা ফর্দ দেই। যদিও তা আপনারা শুনবেন কিন্তু বিশ্বাস করবেন না। যারা সফল বা খুব ভাল রেজাল্ট করে কলেজ থেকে বের হয়েছে, তারা অনেক ভাল কথাই বলবেন। কিন্তু যারা ব্যর্থ তারা হয়তো-বা এক ঝুড়ি গালি কমার্স কলেজকে দিতে পারে। তাদের জন্য আমার নিজের একটা ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি যখন কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে আবার ঢাকা কমার্স কলেজেই ভর্তি হই হিসাববিজ্ঞান বিভাগে, ঠিক তখন আমার অনেক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তখন নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোটো মনে হতো। সেই সময় আমার কাছে মনে হতো, আমার যদি একটা টাইম মেশিন থাকতো তাহলে তার মাধ্যমে আমি আবার কিছু সময় পিছনে গিয়ে আবার ভাল করে লেখাপড়া করে ঢাবিতে চান্স পাবার জন্য চেষ্টা করতাম? কিন্তু সেই সময় আমার কাছে মনে হলো যে টমাস আলভা এডিসন এক হাজার বার ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে চেষ্টা করে ব্যবহারযোগ্য লাইট আবিষ্কার করেন। আচ্ছা তিনি যদি নয়শো নিরানব্বই বার চেষ্টা করার পর যদি ভাবতেন যে লাইট বানানোর চেষ্টাটা তার বৃথা, তাহলে কি তিনি আরেকবার চেষ্টা করতেন? নাকি হাল ছেড়ে দিয়ে আবার পিছনে চলে গিয়ে অন্য কিছু চেষ্টা করতেন? তাহলে কি আমরা এতো সহজে লাইট পেতাম। আরো বলতে পারি আইনস্টাইনের কথা, যিনি চার বছর বয়স পর্যন্ত কথা বলতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন। আচ্ছা তিনি যদি তার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নকালে চিন্তা করতেন, আমি পূর্বে গিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো বা ছোট বয়স থেকে কথা বলার চেষ্টা করবো? এগুলো যদি তিনি ভাবতেন এবং এগুলো যদি তিনি ঠিকও করতেন তাতে কি তিনি আইনস্টাইন হতে পারতেন, নাকি সাধারণের মতোই হতেন? অবশ্যই না। কারণ পূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। ঐ বিষয়টি মেনে নিয়েই আসলে সামনে এগোতে হবে। তারা আসলে পূর্বের ঘটনা নিয়ে মগ্ন ছিলেন না। তারা আসলে আগামীকে দেখতে পেতেন। আর সেই আগামীটাই আসবে আজকের মাধ্যমে। এই অনুপ্রেরণা কাজে লাগিয়ে আমি সেই সময় আমার মতো করে পড়ালেখা করেছি।

Churchill এর মতে, "You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks." কলেজ তোমাকে কি দিয়েছে এটাই মনে রাখো। আর যা দেয় নাই তা তৈরি করে নাও।

সমালোচকদের জন্য বলা...

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hatred cannot drive out hatred; only love can do that.

অতীতকে ঘৃণা করার মাধ্যমে কেউ সামনে এগোতে পারে না। অতীত মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই মানুষ আরো বেশি সামনে এগোনোর প্রচেষ্টা নিতে থাকে। কমার্স কলেজকে চাঁদের সাথে তুলনা করা যায়। যা অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোকিত করে ব্যাচের পর ব্যাচের গুণী ও সফল শিক্ষার্থীদের। আর এই আলো জ্বালাতে সহযোগিতা করেন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকরা। আর শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করার প্রাণপুরুষ কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা কাজী ফারুকী। যিনি আমার পূর্বসূরীদের আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং আমার উত্তরসূরীদেরও আলো ও ন্যায়ের পথে অনুপ্রাণিত করছেন। আসলেই স্বপ্ন তৈরির কারখানা ঢাকা কমার্স কলেজ।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বন্ধন ও সম্প্রীতির মিলনমেলা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

মো. হাসান আলী
সহকারী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। "স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত" স্লোগানে ১ জুলাই ১৯৮৯ সালে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে আসছে। এর পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও ধারাবাহিকভাবে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে আসছে। এরই মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, ইংরেজি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান করা হয়। তাছাড়া বিবিএ প্রফেশনাল ও সিএসই প্রফেশনাল বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান করা হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনে যেমন ভালো ফল অর্জন করছে, তেমনি কর্ম জীবনেও তারা দক্ষতা ও সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষ করার পরও কলেজ, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভালোবাসার বন্ধনকে অটুট রাখতে গঠন করেছে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এরই মধ্যে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ এক্স স্টুডেন্টস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (XDCCIAN), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA), ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এবং ইকোনোমিক্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

ঢাকা কমার্স কলেজ এক্স স্টুডেন্টস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (XDCCIAN)

২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রথম সংগঠন হিসেবে "ঢাকা কমার্স কলেজ এক্স স্টুডেন্টস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (XDCCIAN)" এর যাত্রা শুরু হয়। XDCCIAN গঠিত হওয়ার পর এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে মো: মেহেদী হাসান ভূঁইয়া (রোল নং: ৫০), সেক্রেটারি হিসেবে মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন (রোল নং-০১) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাহমুদ ফয়সাল খান (রোল নং-৫৮) দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত "যুগপূর্তি" অনুষ্ঠানে XDCCIAN এর সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার এবং ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার এর উৎসাহে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন XDCCIAN ২০১০ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের "২০ বছর পূর্তি" অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানটির ভেন্যু ছিল কলাবাগান মাঠ, ধানমণ্ডি। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং সভাপতি ছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়, বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ তাদের কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ২০ দিন ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে সভা করার পর ২০১৪ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে XDCCIAN এর নতুন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে লায়ন এম. কে বাশার (২য় ব্যাচ, রোল নং-১১৪) প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন (১ম ব্যাচ, রোল নং-০১) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ফয়সাল মাহমুদ (HSC-১৯৯৪, রোল নং-৭০৫) সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন। XDCCIAN এর উদ্যোগে মিরপুর ১৪ নং সেকশনের শহীদ পুলিশ স্মৃতি মাঠে ঢাকা কমার্স কলেজের "২৫ বছর পূর্তি" উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও মূল উদ্যোক্তা প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য, ফটোসেশন, সংগীত, নৃত্য, কৌতুকাভিনয়, ব্যান্ডসংগীত প্রভৃতির সমন্বয়ে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল জনপ্রিয় ব্যান্ড দল LRB এবং উক্ত অনুষ্ঠানে তারা রেকর্ড সংখ্যক সর্বোচ্চ ২৬টি গান পরিবেশন করে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA)

ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে "Finance & Banking Alumni Association (FBAA)" গঠিত হয় ২০১১ সালের ১৭ মে তারিখে। কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটি বর্ণিল অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন BUBT এর ভিসি প্রফেসর আবু সালেহ । আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, BUBT এর প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম, বর্তমান উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মো. নুর হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক।

প্রকাশনা: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA) এর উদ্যোগে প্রকাশিত স্যুভিনির 'Dyuti' এর মোড়ক উন্মোচিত হয় ১৭ জুন ২০১১ তারিখে। মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

পুনর্মিলনী ও বনভোজন : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA) এর উদ্যোগে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাজীপুরের ন্যাশনাল পার্কে বনভোজন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ মেয়াদের জন্য ২২ সদস্য বিশিষ্ট "নির্বাহী কমিটি" গঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অত্র বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ।

২০১৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি FBAA এর উদ্যোগে ঢাকা সংলগ্ন উত্তরার দক্ষিণখানে অবস্থিত 'প্রমি স্যুটিং স্পট' এ বর্ণাঢ্য পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ও বনভোজনের আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ, প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ ও তাদের পরিবারবর্গ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ।

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন: ২০১২ ও ২০১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA) এর সদস্যবৃন্দ ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ইফতার মাহফিল: FBAA এর নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে ২০১৩ সালের পবিত্র রমজান মাসে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর সংলগ্ন 'দ্য এনট্রেন্স' রেস্টুরেন্টে, ২০১৪ সালের পবিত্র রমজান মাসে ইসিবি চত্বরে অবস্থিত "Cafe & Boat Club"এ এবং ২০১৬ সালের পবিত্র রমজান মাসে বিমান বাহিনী যাদুঘরে অবস্থিত "Zaytun Restaurant and Cafe"এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ কর্মসূচি: ২০১৩ সালের ১১ই জানুয়ারি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA) এর উদ্যোগে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ ও ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শীতার্ত জনগণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: আবু সাইদ।

* ২০১৪ সালের ২৪ জানুয়ারি FBAA এর উদ্যোগে উন্নয়ন সহযোগী টিম (UST) এর সহযোগিতায় নীলফামারী জেলার কচুকাটা গ্রামের দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৬০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

* ২০১৫ সালের ৩ জানুয়ারি FBAA এর উদ্যোগে "ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NDP)" এর সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৪টি চরাঞ্চলের (নিশ্চিন্তপুর, তেকানী, চরগিরিশ, নাটুয়ারপাড়া) শীতার্ত মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৭৫০টি কম্বল ও ২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

* ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার ঢাকা কমার্স কলেজ এবং FBAA এর উদ্যোগে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কাউনিয়ার চর ও তারাটিয়ায় এবং কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার বরবের চরে দরিদ্র শীতার্ত জনগণের মাঝে ৯০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিটির নেতৃত্ব দেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল, সহযোগী অধ্যাপক এবং FBAA এর সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি নাজিবুল হায়দার চৌধুরী দিদার ও অন্যান্য সদস্য। উল্লেখ্য, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "প্রজেক্ট কম্বল"।

ইকোনোমিক্স অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্সের সূচনা হয়। অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে "ইকোনোমিক্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" গঠিত হয় ২০১২ সালে। সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন হেমন্ত কুমার সিং রায় (ব্যাচ:৩, রোল:৭১)।

অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ১ মার্চ ২০১৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: আবু সাইদ, তৎকালীন উপাধ্যক্ষদ্বয়, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানেই ইকোনোমিক্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম স্যুভিনির "প্রবৃদ্ধি" এর মোড়ক উন্মোচন করেন কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

ঢাকা কমার্স কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে "ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" গঠিত হয় ২০ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে। গাজীপুরের সমরাস্ত্র নির্মাণ কারখানার গলফ ক্লাবে বর্ণাঢ্য পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকগণ, প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ১৮ই জুলাই রোজ শুক্রবার ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

এইচএসসি ২০০৪-এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দের সংগঠন 'প্রত্যয়' ২০০৬ সালে কলেজে পুনর্মিলনী ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম। বিশেষ বক্তা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম, পুনর্মিলনী সমন্বয়কারী ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এসএম আলী আজম, প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ছিলেন মুনতাসির রহমান সিদ্দিকী পিয়াস। পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'সময়ের ছিন্নপত্র' উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা কমার্স কলেজ-এর উদ্যোগে নৌ-ভ্রমণ

২০১৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথম বারের মত নৌ-ভ্রমণ আয়োজন করে। মূলত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আনোয়ারুল আমীন (মাসুম), মুশফিক-উস-সালেহীন (উপল) ও নূর-ই-আলম সিদ্দিকীর দুঃসাহসিক উদ্যোগেই নৌ-ভ্রমণের মত একটি চ্যালেঞ্জিং প্রোগ্রাম সফলভাবে আয়োজিত হয়। তাদেরকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন নাজিবুল হায়দার চৌধুরী (দিদার), ফয়সাল, সুহান, সাদ, আয়েশা এবং অন্যান্যরা। উক্ত ভ্রমণ আয়োজনের প্রথম থেকেই উৎসাহ যুগিয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ এবং উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। আর বিশেষভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞা এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল। নৌ-ভ্রমণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে গেছেন এবং ভ্রমণের দিন উপস্থিত থেকে সার্বিক আয়োজনকে করেছেন আরও প্রাণবন্ত। ভ্রমণের দিন সকাল ৯:৪৫-এ এমভি কাজল সদরঘাট থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে সকালের নাস্তা বিতরণ শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্স এর বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ বেশ উৎসাহের মধ্য দিয়েই লাইন ধরে সুশৃঙ্খলভাবে নাস্তা গ্রহণ করেন। নাস্তার পরপরই শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বটি শুরু হয় উচ্চমাধ্যমিক ২০১৫ এর ছাত্র আল-আমিন (অমিত) এর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ আইডল তারকা অর্ক এবং রুহুল। সঙ্গীত চলাকালীন সময়েই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার 'আলুর দম' খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুপুর ০১:০০ টায় লঞ্চটি গজারিয়ায় পৌছানোর পর সেখানেই জুম্মার নামায আদায়ের জন্য প্রায় ১ ঘণ্টার বিরতি দেওয়া হয়। বিরতি শেষে লঞ্চটি পুনরায় যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই দুপুরের খাবারের পর্বটি শুরু হয়ে যায়। দুপুরের খাবারে সাদা পোলাও, মুরগীর রোস্ট, গরুর মাংস, সবজী, সালাদ, পানি ও কোল্ড ড্রিংক্স ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। খাবারের পর্ব শেষ হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্য আয়োজন করা হয় 'মিউজিক্যাল চেয়ার গেম' এবং নারীদের জন্য আয়োজন করা হয় 'পিলো পাসিং গেম'। গেম দু'টি শেষ হওয়ার পর 'এন্ট্রি কুপন' এর নম্বরের ভিত্তিতে 'র‍্যাফেল ড্র' অনুষ্ঠিত হয়। 'র‍্যাফেল ড্র' এর বিজয়ীদের মধ্যে ১০টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এরই মধ্যে লঞ্চটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কারণ যাত্রা বিলম্ব হওয়ায় লঞ্চটি আর চাঁদপুর পর্যন্ত যায়নি। বিকেলের দিকে পুনরায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই পর্বে ব্যান্ড দল 'আহা' সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করে। তারা ১৮/১৯ টি সঙ্গীত পরিবেশন করে। সঙ্গীত চলাকালীন সময়ে আপেল, কমলা, পেয়ারা, বরই, প্লেইন কেক প্রভৃতি খাবারের ব্যবস্থা ছিল। 'আহা' ব্যান্ড এর সঙ্গীত পরিবেশন শেষ হওয়ার পর শুরু হয় আতশবাজি ও ফানুস্ ওড়ানো।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে 'ডিজে অনুষ্ঠান' পরিচালনা করেন ডিজে ইজাজ। রাত ৮ টায় লঞ্চটি ঢাকার সদরঘাটে ফিরে আসে এবং এরই সাথে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম নৌ-ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রূপালি আভার স্বর্ণালি সেই দিনগুলি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক
ইংরেজি বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

ফেলে আসা কিছু স্মৃতি, কিছু প্রিয় মুখ
ভালোবাসার আবেশ জড়ানো কিছু চেনা সুখ।
কিছু কিছু সম্ভাবনা, আর কিছু কল্পনা
বিস্মৃতির অতলে হারানো কিছু প্রিয় ঠিকানা।
হারিয়ে খুঁজি নতুন করে উল্টিয়ে স্মৃতির পাতা
আজ বারে বারে শুধু মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা।

ঢাকা কমার্স কলেজ নামটি উচ্চারণ করলেই হৃদয়ে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে ওঠে। শিহরণ তো জাগবেই, না জাগ-াটাই অস্বাভাবিক। আমার জীবনের স্বর্ণালি সময় কেটেছে এই কলেজেই। এই কলেজ নিয়ে যে কত শত স্মৃতি, আনন্দ-বেদনা তা প্রকাশ করতে গেলে হয়তো একটি মহাকাব্যই রচনা হয়ে যাবে। আমি এই কলেজের একজন শিক্ষক, নিঃসন্দেহে এটা আনন্দের। এর থেকেও বেশি আনন্দের আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

সৃষ্টির শুরু থেকেই আপন মহিমায় ভাস্বর এই কলেজ। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দুইবার শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৫ এ শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। আমার অনুভূতির পুরোটা জুড়েই রয়েছে কলেজ ক্যাম্পাস, ইংরেজি বিভাগ, বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী, অগ্রজ এবং অনুজরা।

এ কলেজের পরিবেশ যে কতটা শিক্ষাবান্ধব, তা এখানে ভর্তি হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথম দিকে কলেজের নিয়ম কানুন দেখে একটু অবাক হয়েছি, যদিও অবাক হওয়ার কিছু নেই। যতবারই জীবন নিয়ে ভাবতে বসেছি, ততবারই অবাক হয়েছি, আর একটা প্রশ্ন মনের মাঝে এসেছে "জীবনটা এমন কেন ?" পরক্ষণেই ভেতর থেকে কেউ একজন উত্তর দিয়েছে জীবনটা এমনই– জীবন যেন চলছে ব্রেকফেল করা কোনো গাড়ির মতো, যাকে ইচ্ছা করলেই থামানো যায় না। একদিন নিজের ইচ্ছায় থেমে যাবে।

যাই হোক, অনেক কৌতূহল, স্বপ্ন আর আশা নিয়ে শুরু হয়েছিলো এই নতুন কলেজ জীবনের পথচলা। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতিটা আজও যেন ভাসছে চোখের সামনে। এছাড়াও অনেক ঘটনা বা স্মৃতি শুধু ডায়েরির মলিন পাতায় নয়, জীবনের রঙিন পাতায়ও লেখা হয়েছে। অতীত হয়ে যাওয়া সেই সময়ে কী পেয়েছি এই কলেজ জীবনে!! অনেক নতুন বই যা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বিশ্ব সাহিত্যের সাথে প্রতিনিয়ত, কিছু নতুন শিক্ষকের সান্নিধ্য যাদের দেখানো পথে এই পথচলা, কিছু অপরিচিত নতুন বন্ধু আর কিছু পুরনো বন্ধুর সাথে নতুন করে বন্ধুত্ব যাদের ভালোবাস-ায় আজ আমি সিক্ত। প্রতিদিন কলেজে যাওয়া, বসে বসে কিছু স্যারদের লেকচার শোনা, এর মধ্যে কিছু মজার স্যারের ক্লাস করা, কিছু দুষ্ট ছেলেমেয়েদের বিরক্তি, কলেজ ইউনিফরম সঠিক ভাবে না পড়ায় শিক্ষার্থীদের মাঠে লাইন করে দাঁড় করানোর দৃশ্য, কোনোদিন সামনের বেঞ্চে বসে অতি মনোযোগ সহকারে ক্লাস করা, কখনো পিছনে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করে সময় কাটানো। নরম স্বভাবের স্যারদের ক্লাসে ডিস্টার্ব করা, কখনো স্যারের ঝাড়ি খাওয়া, কখনো উপদেশ বাণী শোনা, ক্লাস বাদ দিয়ে লাইব্রেরিতে বসে থাকা, ক্লাস টাইমে প্রিন্সিপাল স্যারকে দেখে দৌড় দেওয়া। এভাবেই কখন জানি না এই কলেজের সাথে প্রেম হয়ে যায়। তারপর থেকে বিভাগীয় সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছি। নিয়মিত বনভোজনের আয়োজন করা, জাতীয় দিবসগুলি উদ্‌যাপন করা, দেয়ালিকা প্রকাশ, মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, প্রবীণ ও নবীনরা এক সাথে জমিয়ে আড্ডা দেয়া–এ সবকিছুর সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলাম। কলেজ জীবনের শেষ দিকে শুধু এটাই ভেবেছি পথটা কী ছোটো ছিল! নাকি সংকীর্ণ সময়ের এই জীবনে আলোর গতিতে ছুটে চলেছি–হয়ত দুটোই।

মান্না দে-র অমর সৃষ্টি 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটি তাঁর বন্ধুদের উৎসর্গ করেছিলেন কি না বলতে পারি না। তবে আমাদের অনেকেরই সংক্ষিপ্ত জীবনে গানটির প্রতিফলন কম-বেশি হলেও পরিলক্ষিত হয়। চোখ বন্ধ করে গানটি শুনলেই স্মৃতিতে ভেসে ওঠে বন্ধুদের মুখ। গানের প্রেক্ষাপট, উপস্থিত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে হুবহু মিল না থাকলেও আমরা সবাই কমবেশি আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সাথে সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করি। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

আমার কলেজ

অংকনী চক্রবর্তী
প্রভাষক (লেকচারভিত্তিক)
ইংরেজি বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী

এইচএসসি পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নটা সবারই থাকে। আমিও ব্যতিক্রম নই কিন্তু আমার জন্য প্রতিষ্ঠানের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার পছন্দের বিষয়ে পড়া। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়েও উদ্ভিদবিদ্যা পড়ার চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজি সাহিত্যে পড়ায়। তাই চটজলদি সিদ্ধান্তে চলে যাই। ঢাকা কমার্স কলেজেই ভর্তি হবো। কিন্তু বাঁধা দেয় আমার বাবা। ঢাকা কমার্স কলেজে পড়ায় একটু খরচ বেশি বলে আমাকে নিয়ে যেতে চান অন্য কলেজে। আর আমিও একরোখা, এখানেই পড়বো। এই প্রতিষ্ঠানে আমার মামা শিক্ষকতা করার কারণে সেই শক্তিটা বড়ো সহায়তা হিসেবে কাজ করে। ভর্তি হয়ে যাই ঢাকা কমার্স কলেজে।

১০ মে ২০০৬ নিজের পছন্দ করা প্রতিষ্ঠানে পা দিলাম। সত্যি বলতে স্বপ্ন তখন কিছুই ছিল না। দিনের পর দিন এই কলেজ আমার ভেতরের স্বপ্নটা তৈরি করে দিয়েছে। যত দিন গেছে তত আপন করে নিয়েছে এই কলেজ আমাকে। আমাকে অনেক বেশি সুশৃংঙ্খল এবং নিয়মানুবর্তী করে দিয়েছে এই কলেজ।

শিক্ষাজীবনের দিনগুলো এভাবেই পার হচ্ছিলো। কলেজ দিনে দিনে আমাকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে নিয়েছিল। আজ মনে কেবল স্নেহ নয় অনেক সম্মানও আমি এখানে পেয়েছি। আমার বিভাগকে আমি যখন যেভাবে চেয়েছি, তখন সে ভাবে আমার পাশে ছিলো। আজো আছে এবং আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও থাকবে। আজ আমি ইংরেজি বিভাগের একজন প্রভাষক। স্বপ্ন পূরণের কোনো শব্দ হয় না, কোনো ভাষা হয় না, তাই আমার কাছেও 'কেন আমি এখানে' এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আমি এখনো কোনো সঠিক শব্দ বা ভাষা খুঁজে পাইনা যা দিয়ে এটা বোঝানো যায় যে এই কলেজ আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার কতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছে ? কতটা ভরসার জায়গা? কতটা নির্ভরতা পান আপনি পরিবারের কাছে? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কোনো শব্দ দিয়ে অনুভূতি বোঝানো যাবে না। এই কলেজ আমাকে আগেও আগলে রেখেছে, এখনো রাখছে আর সামনেও রাখবে বলে আমার বিশ্বাস, কারণ ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যায়ের পথে চলে না, অবিচার করে না। ঢাকা কমার্স কলেজ জানে আমি কেন এত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলি, " আমার ঢাকা কমার্স কলেজ, আমার কলেজ। আমার"।

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসেবায় মেডিকেল সেন্টার

ডা. এ কে এম আনিসুল হক
মেডিক্যাল অফিসার
মেডিক্যাল শাখা
ঢাকা কমার্স কলেজ

অনন্য সাধারণ ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচিতি পেয়েছে। এখানে একটি মেডিক্যাল সেন্টার রয়েছে নিত্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য অনেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেন। মেডিক্যাল সেন্টার থেকে বার্ষিক প্রায় ৫ হাজার জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। চিকিৎসা প্রাপ্তের ১১% শিক্ষক, ৯% কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৪% পৌষ্য ও অন্যান্য। ছাত্র-ছাত্রীর সেবা গ্রহণ ৭৫% এর ওপরে। তরুণ উপসর্গ ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। কমপক্ষে ৫-৬ টি সাধারণ উপসর্গ বিবেচনাযোগ্য। মেডিকেল সেন্টারে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন এড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। জরুরি কিছু সেবা গ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ছোট খাট ইনজুরির সেবা দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জরুরি কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন হয়। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবায় তাদের সুস্থ্য করা হয়। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। ভীতিকর ও সংবেদনশীল উপসর্গ নিয়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রী-দের আগমন ঘটেছে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূরকরণ এবং শারীরিক ও মানষিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মেডিকেল সেন্টার ভূমিকা রাখছে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এ কথাটি শিক্ষার্থীদের আমরা বারবার বুঝাতে থাকি। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং নিয়মিত লেখাপড়ায় আগ্রহ ও সামর্থ লাভ করছে। আগত প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও স্বাস্থ্য সচেতনের চেষ্টা করা হয়েছে। সকালবেলা খেয়ে আসতে উৎসাহিত করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্টিনে খাওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। ড্রাগ আসক্তি ক্ষতিকর, একথা বুঝানো হয়। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কলেজ পর্যায়ে যে সমস্ত কলেজে মেডিক্যাল কেন্দ্র রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের মত এ মেডিক্যাল কেন্দ্রটি অনন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এজন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এগিয়ে চলা

মো. সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে ১১.৩৯ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম। কাঠামোগত দিক থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অধিভুক্ত কলেজের তদারকি করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় বাড়তি চাপে ছিল। সেই চাপ কমাতে ও অধিভুক্ত কলেজগুলোর মানোন্নয়নে ১৯৯২ সালে সংসদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ পাসের মাধ্যমে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানকারী কলেজ ছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কর্মসূচি চালিয়ে নেওয়ার জন্য সক্ষম কলেজগুলো অধিভুক্তকরণ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, জ্ঞান উন্নয়ন ও বিতরণের কাজে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, পরীক্ষার আয়োজন ও ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তাঁর পরেই সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন ভাইস-চ্যান্সেলর। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ (০৬.০৩.২০১৩ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন দুইজন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বিভিন্ন স্কুলের ডিন, রেজিস্ট্রার, কলেজ ইন্সপেক্টর ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের উৎস হলো অধিভুক্ত কলেজসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো ফ্যাকাল্টির ভিত্তিতে সাজানো নয়। এইগুলো স্কুলের ভিত্তিতে সাজানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি অনুযায়ী এর তিনটি স্কুল রয়েছে (১) স্নাতক শিক্ষা স্কুল, (২) স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা স্কুল এবং (৩) পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ স্কুল। প্রত্যেকটি স্কুল একজন ডিনের অধীনে ন্যস্ত। শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেশব্যাপী অধিভুক্ত কলেজ সেগুলো কার্যকর করে থাকে।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক সেবা দ্রুততার সাথে প্রদান এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী এবং সিলেট অঞ্চলে পৃথক পৃথক ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করেছে।

অন-ক্যাম্পাস শিক্ষা কার্যক্রম: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন-ক্যাম্পাস শিক্ষাকার্যক্রম হিসেবে ২০০৬ সাল হতে এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু হয়। গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে MAS প্রোগ্রাম (এম.ফিল সমমান) চালু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে MAS প্রোগ্রামে বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, কম্পিউটার সাইন্স এবং MBA প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে MAS প্রোগ্রামে অর্থনীতি এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরেজি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে MBA প্রোগ্রামটিকে MAS প্রোগ্রাম থেকে আলাদা করে Advanced MBA (এমফিল সমমান) নামকরণ করা হয়। উক্ত Advanced MBA প্রোগ্রামে বর্তমানে Accounting & Information Systems, Management Studies, Marketing, Finance & Banking বিষয়ে ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। Advanced MBA প্রোগ্রামে Tourism & Hospitality Management বিষয়টি অনুমোদিত আছে যা আগামী শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হবে। উক্ত প্রোগ্রামে Human Resource Management (HRM), Management Information Systems (MIS), International Business, Banking & Insurance বিষয় পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজসমূহে সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাসের মাধ্যমে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ হতে চার (৪) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ও এক (১) বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স চালু করেছে। এছাড়াও তিন (৩) বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) কোর্স রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ও বিভাগসমূহ

* **কলা অনুষদ:** বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামের ইতিহাস, আরবি, পালি এবং সংস্কৃত বিভাগ।

* **সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ:** অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, লোকপ্রশাসন, নৃ-বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং বৈদেশিক সরকার বিভাগ।

* **প্রযুক্তি ও প্রকৌশল অনুষদ:** কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল এবং যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগ।

* **বিজ্ঞান অনুষদ:** পদার্থ, রসায়ন, প্রাণরসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ভূগোল এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ।

* **টেক্সটাইল ও প্রযুক্তি অনুষদ:** ফ্যাশন ডিজাইন ও প্রযুক্তি, পোশাক প্রস্তুত ও প্রযুক্তি এবং নিট পোশাক প্রস্তুত প্রযুক্তি বিভাগ।

* **ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ:** ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিসাব-বিজ্ঞান, মার্কেটিং এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

* **আইন অনুষদ:** আইন বিভাগ।

২০১৬ সালে জাতীয় চাহিদা ও উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজ পর্যায়ে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, মিউজিক, অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড এভিয়েশন সায়েন্স এবং এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট এ ৫টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং থিয়েটার স্টাডিজে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা চালু করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহ: সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২,২৫৪। যার মধ্যে ৫৫৭ টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০,৯৭,১৮২। যার মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭,৫৫,২৫৬, পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৩৪,৬৫৩, ডক্টরাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৪ এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭,০৪৮।

প্রকাশনা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২টি দ্বিবার্ষিক জার্নাল প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো: (১) The National University Journal of Humanities , Social Sciences and Business Studies এবং (২) The National University Journal of Sciences । প্রত্যেকটি জার্নালের জন্য রয়েছে পৃথক সম্পাদনা পরিষদ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষক ও গবেষকগণ সাধারণত এই সকল জার্নালে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সমাচার' নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ঘটনাবলি ও কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য থাকে।

ক্রাশ প্রোগ্রাম: বছর তিনেক আগেও চার বছরের অনার্স কোর্স করতে সাত বছর, কখনো বা তার চেয়ে বেশি সময় লেগে যেত। সম্প্রতি সেশনজট নিরসনের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম'। ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের অনার্স, ডিগ্রি ও মাস্টার্স এর শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেশনজট নিরসনে চালু করা ক্রাশ প্রোগ্রামের আলোকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের তথ্যানুযায়ী 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' নামের এই কর্মসূচিটি শুরু হওয়ার পর যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও নির্ধারিত তারিখে ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে।

অনলাইন সেবা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কলেজসমূহকে তাদের শিক্ষা, পরীক্ষা ও অধিভুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে এখন আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে আসতে হয় না। সকল সেবা তারা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারছেন। শিক্ষার্থীদের কলেজ পরিবর্তন, ভর্তি বাতিল, রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন, দ্বি-নকল রেজিস্ট্রেশন কার্ড উত্তোলন, প্রবেশপত্র সংশোধন, দ্বি-নকল প্রবেশপত্র উত্তোলন ও নতুন কলেজের অধিভুক্তি এবং অধিভুক্ত কলেজের নবায়নসহ সকল কাজ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।

কল সেন্টার: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে শিক্ষার্থীদের তথ্যসেবা দিতে কল সেন্টার নাম্বার চালু করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমণ্ডিস্থ নগর অফিসে কল সেন্টার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ০৯৬১৪-০১৬৪২৯ নাম্বারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কল সেন্টারে ফোন করে দরকারি তথ্য সেবা বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারে।

কলেজ র‍্যাংকিং: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাঁচটি কলেজকে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কলেজগুলো হলো রাজশাহী কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ (বেসরকারি) ও সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ। ২০১৫ সালের পরীক্ষার ফলাফলসহ ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কলেজগুলোর মধ্যে এই র‍্যাংকিং করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সারাদেশের ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের মধ্যে প্রথমবার ৪২২টি কলেজ অংশ নেয়। এতে জাতীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচটি, সেরা মহিলা কলেজ একটি, সেরা সরকারি কলেজ একটি, সেরা বেসরকারি কলেজ একটি এবং সাতটি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে কলেজকে সেরা কলেজ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। র‍্যাংকিং অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে সেরা মহিলা কলেজ হয়েছে ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি কলেজ হিসেবে সেরা হয়েছে রাজশাহী কলেজ এবং সেরা বেসরকারি কলেজ হয়েছে *ঢাকা কমার্স কলেজ*।

প্রথম সমাবর্তন: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাবর্তনে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে উত্তীর্ণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা অংশ নেন। মোট চার হাজার ৯৩২ জন সমাবর্তনে অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন। সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ শিক্ষার্থীদেরকে কর্মজীবনে দেশ ও জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস জানারও আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি আরো বলেন, প্রিয় স্নাতকবৃন্দ তোমরা আজ গ্রাজুয়েট। দেশের উচ্চতর মানব সম্পদ। আজকের এই সমাবর্তন যেমন তোমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তেমনি তোমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করছে। সেই দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি। মনে রাখতে হবে তোমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে সমাজ ও রাষ্ট্রসহ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের অবদান রয়েছে। কর্মের জন্যে তোমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকো না কেন, এই দেশ ও দেশের মানুষকে ভুলবে না। তোমরা কর্ম জীবনে সফল হও, সার্থক হও এই কামনা করি। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। তাই কষ্টার্জিত গণতন্ত্র যাতে কোনোভাবে বাধাগ্রস্থ না হয় সে জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে শিক্ষার মান বাড়ানোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত রাখা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে পদক্ষেপের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ৮ জন। তারা হলেন (১) মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন-বাংলা, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, স্নাতকোত্তর-২০১১, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, (২) মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ-ইসলামিক স্টাডিজ; কবি নজরুল সরকারি কলেজ, স্নাতক -২০১০, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, (৩) শাম্মী আক্তার-অর্থনীতি, ইডেন কলেজ, স্নাতক-২০১২, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, (৪) মাহফুজা ইসলাম-হিসাববিজ্ঞান; ইডেন কলেজ, স্নাতকোত্তর-২০১০, প্রথম শেণিতে প্রথম, (৫) কলিমা ভূঁইয়া-প্রাণিবিজ্ঞান; খিলগাঁও মডেল কলেজ, স্নাতকোত্তর-২০০৮, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, (৬) মোহাম্মদ শাফায়েত আলম- গণিত; গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ, স্নাতক-২০১২, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, (৭) হোমায়রা ইসলাম-ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং; ঢাকা সিটি কলেজ, স্নাতক-২০১২ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং (৮) মতিউর রহমান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান; ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা, স্নাতকোত্তর-২০১০, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেমন- কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তারে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, অধিভুক্ত কলেজসমূহের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

সেরা কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব ব্যবস্থাপনা

মো. আশরাফ আলী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা অত্যাধুনিক ও স্বয়ংক্রিয়। কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকার ফলশ্রুতিতে ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই গোছালো একটা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য পরিচালনা করা হতো।

ঢাকা কমার্স কলেজে হিসাব কার্যক্রমের জন্য আলাদা কোনো শাখা ছিল না। তখন কলেজের অফিস কক্ষেই হিসাবের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হতো, যা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয়তার আলোকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের ১নং ভবনের নিচ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে হিসাব শাখাকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব শাখাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। হিসাবপদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুইটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়-

অটোমেশন পদ্ধতি: ২০১৩ সাল হতে হিসাব শাখা অটোমেশনের আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। অটোমেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্য ও বকেয়া পাওনাদি তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয়। হিসাব শাখার যাবতীয় বহিসমূহ সফটওয়্যার এ এন্ট্রির পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও আপাতত রাখা হচ্ছে। এছাড়া কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতাদি, জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি Pay-Roll Software এর মাধ্যমে আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাটালগ পদ্ধতি: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কক্ষের ওয়ালসেলফকে ওয়াল আলমারিতে রূপান্তরিত করে ক্যাটালগ পদ্ধতিতে ফাইল রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ফাইল অতি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

কালেকশন পদ্ধতি: কোনো ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পূর্বে প্রসপেক্টাস অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মিল রেখে প্রতি তিন মাস অন্তর বেতনাদিসহ অন্যান্য চার্জ আদায় করা হয়ে থাকে। সাধারণত কলেজ থেকে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট পে-স্লিপ ছাত্র-ছাত্রীরা হিসাব শাখা হতে সংগ্রহ করে ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরে নির্ধারিত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কালেকশান সেন্টারে তাদের পাওনাদি পরিশোধ করে থাকে। এই স্লিপটি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: ক. ছাত্র-ছাত্রীর কপি খ. ব্যাংকের কপি গ. কলেজের কপি। ব্যাংকে টাকা প্রদানের পর একই দিনে ব্যাংক থেকে কলেজের অংশ সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, শ্রেণি এবং রোল নম্বর দেখে সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের কালেকশন সফট্ওয়্যারে পোস্টিং দেয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পাওনাদি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয় ।

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব দুই ধরনের। যথা: রাজস্ব হিসাব ও উন্নয়ন হিসাব। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যাবতীয় লেনদেন এবং কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য আভ্যন্তরীণ হিসাবসমূহ রাজস্ব হিসাবে রাখা হয়। কলেজের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের ব্যয় সংরক্ষণ করার জন্য উন্নয়ন হিসাব রাখা হয়। উন্নয়ন হিসাবের মধ্যে প্রধানত নির্মানকার্যকেই বোঝানো হয়। এ ছাড়া নতুন কিছুর সংযোজনও উন্নয়ন হিসাবে রাখা হয়। রাজস্ব এবং উন্নয়ন হিসাব সংরক্ষণের জন্য আলাদা আলাদা ক্যাশ ও লেজার বহি রাখা হয়ে থাকে।

কলেজের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন লেনদেন, কেনাকাটা এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রিক্যুইজিশনের মাধ্যমে অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কলেজের প্রয়োজনে কিছু ছোটো-খাটো খুচরা ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা যায় না, যা ক্যাশে লেনদেন করতে হয়। যেমন- যাতায়াত বিল, গাড়ির তেল ক্রয়, বিভিন্ন মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি। এই ধরনের লেনদেনের জন্য প্রয়োজনে পেটি-ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কলেজের সিংহভাগ খরচ উন্নয়ন খাতে করা হয়, সেহেতু প্রতি চার মাস অন্তর ব্যয়কৃত উন্নয়ন ব্যয় পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডেবিট কার্ড দিয়ে অতি অল্প সময়ে তাদের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য কার্যাদি কলেজে স্থাপিত এটিএম বুথের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে।

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব বিভাগকে সর্বদাই যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষ সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে এই বিভাগের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও দক্ষ হল ব্যবস্থাপনা: ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি

মো. এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে ৬৮৫ টি স্নাতক (সম্মান) পাঠদানকারী কলেজের মধ্যে প্রথমবারের মত পারফরমেন্স র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান এবং সম্মিলিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান ও ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ৩য় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের নিরবচ্ছিন্ন এই কৃতিত্ব, স্বীকৃতিও অবিরাম সাফল্য বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং কলেজের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত কাঠামোভিত্তিক সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফলের নিশ্চয়তা যেনো এ কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন এবং ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যালেন্ডারি-ভত্তিক নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করে তার ফল পেয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ভিত্তি হলো ভালো ফলাফল ও পরীক্ষা পদ্ধতি।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো 'পরী-ক্ষা'। শিক্ষার জ্ঞান পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরীক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কার্যক্রম সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির এটি একটি ব্যতিক্র-মধর্মী প্রয়াস। যেহেতু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, সে কথা চিন্তা করেই ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে। পরীক্ষা নেয়া হয় উচ্চ-মাধ্যমিক হতে মাস্টার্স শ্রেণি পর্যন্ত। প্রতি পর্ব পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি করে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রতিটি পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধানুযায়ী শিক্ষার্থীদের সেকশন বিন্যাস করা হয়।

পরীক্ষার ধরন: ঢাকা কমার্স কলেজ মূলত পর্বভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। প্রতিটি পর্বে তিন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষাগুলোর সময় ও নম্বর বণ্টন ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

পরীক্ষার নাম	সময়	নম্বর	শ্রেণি
সাপ্তাহিক পরীক্ষা	১০ মিনিট (আনুমানিক)	১০	সকল
মাসিক পরীক্ষা	১ ঘণ্টা	৩০	সকল
পর্ব পরীক্ষা	২ ঘণ্টা	৪০/৬০	উচ্চমাধ্যমিক/অনার্স/মাস্টার্স
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘণ্টা	৬০/৭০	অনার্স/বিবিএ প্রফেশনাল
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘণ্টা	১০০	উচ্চমাধ্যমিক
পর্ব পরীক্ষা	৪ ঘণ্টা	৮০/১০০	অনার্স/মাস্টার্স

• **সাপ্তাহিক পরীক্ষা:** প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর ১০। এক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয় ও পরীক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষক নির্ধারণ করে দেন এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তার সুবিধামত শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ১০ নম্বরের ভিত্তিতে যতগুলো পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষার্থীকে পর্ব পরীক্ষায় তার সাপ্তাহিক গড় নম্বর দেয়া হয়। এ পরীক্ষার গুরুত্ব এ জন্য দেয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় সম্পর্কে সচেতন, ক্লাসে পড়ার প্রতি মনোযোগী এবং বাসায় নিয়মিত পড়ালেখা করতে আগ্রহী হয়।

• **মাসিক পরীক্ষা:** সাপ্তাহিক পরীক্ষার মতো এক্ষেত্রেও প্রতিটি পর্বে ৩০ নম্বরের ১ ঘণ্টা সময়ব্যাপী ১টি বা ২টি মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে এক মাসে বিষয়ভি-ত্তিক যে পরিমাণ পড়ানো হয়, তা থেকে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান অর্জন করছে তা পরিমাপ করার জন্য এ পরীক্ষা নেয়া হয়। এছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সম্পর্কে জানা, উত্তর প্রদান ও হাতের লেখার গতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করানো হয়। মাসিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা' নির্ধারণ করে যা প্রধানত অ্যাকাডেমিক ক্যা-লন্ডার অনুযায়ী হয়ে থাকে।

• **পর্ব পরীক্ষা:** পর্ব ভিত্তিতে ৪০/৬০/৭০/৮০/১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ নম্বরের জন্য যথাক্রমে ২ ঘণ্টা এবং ১০০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। অনার্স (বিবিএ) প্রফেশনাল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৪০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০/৮০ ও ১০০ নম্বরের জন্য যথাক্রমে ৩ ঘণ্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। বিবিএ প্রফেশনাল শিক্ষার্থীদের ৭০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। আবার মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ ও ১০০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাপানো প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- সাপ্তাহিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমে বসিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নাম, রোল নম্বর, নিজ সেকশন ইত্যাদি উত্তরপত্রের নির্ধারিত জায়গায় সঠিকভাবে লিখা হয়েছে কিনা তা দেখা হয়। যদি কেউ ভুল করে থাকে তাহলে তা শুধরে দেয়া হয়। মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার সময় যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময় নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর সঠিক ও সুন্দরভাবে দিতে পারে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কলেজের মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা বোর্ডের মত পরীক্ষার হল রুমে সিট প্ল্যান করে এবং রোল নম্বরের স্টিকার বসিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নির্ধারিত আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব পরীক্ষার নম্বরসমূহ শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়াসহ মূল্যায়িত উত্তরপত্র বাড়িতে অভিভাবকদের দেখানো ও স্বাক্ষর নেয়ার পরে তা কলেজে জমা নেয়া হয়।

অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট: প্রতিটি পর্ব পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের নিকট কলেজের ছাপানো অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট দেয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীর নাম, রোল, শ্রেণি, গ্রুপ, সেকশন, শিক্ষাবর্ষ, শিক্ষার মাধ্যম, কার্য দিবস, উপস্থিতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। ট্রান্সক্রিপ্টে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর (সাপ্তাহিক পরীক্ষার গড়, মাসিক পরীক্ষার গড় ও পর্ব পরীক্ষার নম্বরসহ), জিপিএ, লেটার গ্রেড, মেধাস্থান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। জুন ২০১৬ থেকে শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করে নিতে পারে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা: ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে ১ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ৩ জন পরীক্ষা সহকারী ও ২ জন পিয়ন রয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ পরীক্ষা ব্যবস্থা সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। তারা তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট। ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষের বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা কমিটির নির্দেশনায় উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকেন। এছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাছাড়া পূর্ব ঘোষিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোনো অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময় হলে অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার তারিখ ও সময়সহ ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন বিভাগের সকলকে অবহিত করা হয়। সর্বোপরি পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষাসহ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এ শাখার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকবৃন্দের নামের তালিকা

নং	নাম	পদবী	মেয়াদকাল
১	মোহাম্মদ ইলিয়াছ	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০১/১৯৯৬ - ৩১/১২/১৯৯৮
২	মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০১/ ১৯৯৯- ০২/১১/১৯৯৯
৩	মো. আতিকুর রহমান	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০৩/১১/১৯৯৯ - ১৭/০৯/২০০৬
৪	মো. শরীফ দিলনেওয়াজ হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	১২/১২/২০০৬ - ১৮/০২/২০০৯
৫	সাযযাদ উল্যাহ মো. ফয়সাল	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০২/০৪/২০০৯ - ৩০/১২/২০১২
৬	মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত)	৩১/১২/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৩
৭	মো. এনায়েত হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৪
৮	মো. এনায়েত হোসেন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৪ -

পরীক্ষা কমিটি: ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ১ জন আহবায়ক ও ২ জন সদস্য থাকেন। তারা পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যে কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে কখনই বড় ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কবৃন্দের নামের তালিকা

নং	নাম	মেয়াদকাল
১	মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১/০১/২০০০ - ৩১/১২/২০০১
২	মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১/০১/২০০২ - ৩১/১২/২০০৪
৩	মো. নুর হোসেন	০১/০১/২০০৫ - ৩০/০৬/২০০৬
৪	মো. আবু তালেব	০১/০৭/২০০৬ - ৩০/০৬/২০০৭
৫	মাওসুফা ফেরদৌসী	০১/০৭/২০০৭ - ৩০/০৬/২০০৮
৬	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া	০১/০৭/২০০৮ - ৩০/০৬/২০০৯
৭	মো. রোমজান আলী	০১/০৭/২০০৯ - ৩১/০৭/২০০৯
৮	মো. আব্দুল কাইয়ুম	০১/০৮/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১০
৯	সৈয়দ আবদুর রব	০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১১
১০	মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১/০৭/২০১১ - ১০/০৭/২০১১
১১	মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	১১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১২
১২	প্রফেসর মো. রোমজান আলী	০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৩
১৩	মো. মঈনউদ্দিন	০১/০৭/২০১৩ - ২৮/০২/২০১৪
১৪	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১/০৩/২০১৪ - ৩১/০৭/২০১৪
১৫	প্রফেসর মো. আবু তালেব	০১/০৮/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৪
১৬	এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান	০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৫
১৭	এস. এম. আলী আজম	০১/০১/২০১৬ -

ভিজিলেন্স টিম: ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ভিজিলেন্স টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ টিম মূলত পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং এর বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। পরীক্ষা চলাকালীন টমের সদস্যবৃন্দ পরীক্ষার কক্ষসমূহ মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা কমিটি বা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন।

পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: পরীক্ষার নিয়ম শৃঙ্খলা বাস্তবায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ সুদৃঢ় কঠোরতা বজায় রাখছে। কোনো অবস্থাতেই অপরাধের ছাড় দেয়ার কথা ভাবা হয় না। এক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ তাৎক্ষণিক তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে লিখিতভাবে জমা দেন। কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত রিপোর্ট ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষার্থীর বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার বা তার বিরুদ্ধে অন্য যে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষার্থীর নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ বা অসদুপায় অবলম্বনকে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়:

ক) পরীক্ষা কক্ষে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা ও কথাবার্তা বলা।

খ) উত্তরপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বা আপত্তিকর কিছু লেখা অথবা অযৌক্তিক কোনো মন্তব্য করা।

গ) বই, খাতা, কাগজ বা মোবাইল ফোন হতে নকল করা।

ঘ) প্রশ্নপত্রে উত্তর লিখে সেখান থেকে উত্তরপত্রে লেখা।

ঙ) পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কক্ষ পরিদর্শক বা কর্তব্যরত ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল, অসদাচরণ।

চ) মিথ্যা পরিচয় বা অজুহাত দেখিয়ে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ।

ছ) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা।

জ) কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষার কক্ষ ত্যাগ।

ঝ) উত্তরপত্র বিনষ্ট করা, ছিঁড়ে ফেলা অথবা দূষণীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানানো।

ঞ) পরীক্ষার কক্ষ হতে উত্তরপত্র বাইরে পাচার করলে বা বাহির থেকে লিখে এনে তা সংযোজন করা ইত্যাদি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত অপরাধের জন্য পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটি বিভিন্ন শাস্তির সুপারিশ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে পরীক্ষা বিষয় সংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পড়ালেখা মানেই পরীক্ষা। পরীক্ষিত পড়ালেখাকে শুদ্ধ পড়ালেখা বলা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কেবল বিরতিহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষার কার্যক্রমসহ নীরবতার সাথে অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল কিছুই সম্ভব হচ্ছে সুহৃদয়বান কলেজ কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনার জন্য। ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা আরো যুগোপযোগী এবং প্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। ভবিষ্যতে এ শাখার কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ ঢাকা কমার্স কলেজ

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী
প্রথম কর্মচারী

ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ইতিহাসের নাম। এ কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপট বিচিত্র হলেও এর শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড সত্যিই আরো বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। যাত্রা পথই যার ব্যতিক্রম, পথ চলাও তার ব্যতিক্রম, এর সাথে সম্পৃক্ত তার ব্যতিক্রমী ফলাফলের ধারাবাহিক ঈর্ষণীয় সাফল্যও। এ সবের সমন্বয়েই ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা কলেজ ও শ্রেষ্ঠ কলেজ।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো হতে পারে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ, তা বাস্তবায়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী, পরিমিত অর্থের যোগান, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা স্থান এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা সর্বোপরি মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য। এ অপরিহার্য সাফল্যের পূর্বশর্তাবলি সমভাবে এবং সমমানে হওয়ার প্রেক্ষিতেই একটি পরিপক্ব ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে আজ সাফল্যের শীর্ষে উঠে এসেছে সেরা ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের নাম। অত্যাবশ্যকীয় এ উপাদানগুলো যথার্থ ও সমন্বিতভাবে শুরু থেকে অব্যাহত রাখার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে এ কলেজের অনুকূলে শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপট পূর্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সকল প্রতিষ্ঠানের শুরুতেই অন্তত একজন মূল উদ্যোক্তা থাকেন। তদ্রূপ ঢাকা কমার্স কলেজের মূল উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনিই সুচিন্তিতভাবে সকলের সহযোগিতায় সাফল্যের পূর্বশর্তাবলি পর্যায়ক্রমে সুসম্পন্ন করেছেন। পূর্ব থেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির কারণে এ কলেজ বারবার শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে আসছে।

দীর্ঘদিন অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুলাই ১৯৮১ সালে প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের লালমাটিয়াস্থ বাসায়। সুদীর্ঘ ৭/৮ বছর যাবত বিভিন্ন সময়ের আনুষ্ঠানিক অনেক সভা করেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় ৬ অক্টোবর ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত সভায় প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন ইন্‌শাআল্লাহ আগামী ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতেই ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয়, কাজী ফারুকী স্যারের ই-৫/২, লালমাটিয়ার বাসায় এবং এর সাথে কাজী ফারুকী স্যারকে আহ্বায়ক করে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিও গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে দু'বার অন্য প্রতিষ্ঠানে অন্তত নাইট শিফ্‌টে হলেও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় তাও সম্ভব হয়নি। সবশেষে ঢাকার লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবিএম শামছুদ্দিন জুন'৮৯ সালের কোনো এক সকালে ফারুকী স্যারের সাথে দেখা করতে তাঁর বাসায় গেলে, কথা প্রসঙ্গে ফারুকী স্যার কলেজ প্রতিষ্ঠা না করতে পারার কথা জানালে তিনি বললেন, "ঠিক আছে আমার পরিচালিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলেই ছুটির পর কলেজ কার্যক্রম শুরু করেন।" এতে মহান আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে জরুরী সভা ডেকে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে প্রকল্প কার্যালয় স্থানান্তর করেই ঢাকা কমার্স কলেজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন ফারুকী স্যার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত সভা হতে সংগৃহীত হয় মোট ১,৫৫০/- (পনের শত পঞ্চাশ) টাকা। এটাই ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক পুঁজি, যা ছিল শিশুদের খেলাঘর প্রতিষ্ঠার ন্যায় উপমা স্বরূপ। অথচ সে প্রাথমিক পুঁজিই বেড়ে মাত্র ২৫/২৬ বছরেই বর্তমান টাকার মানে এর আর্থিক মূল্যায়নে প্রবৃদ্ধির হার কত তা রীতিমত এক গবেষণালব্ধ বিষয়। একজন সৎ ও যোগ্য লোকের সঠিক নেতৃত্বে একটি দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে কী প্রভাব পড়তে পারে, তা প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ এর বাস্তব প্রমাণ। ফারুকী স্যারের দৃঢ় ইচ্ছাকে আল্লাহ পাক কবুল করায় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতেই ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠাকে শিশুকাল বলছি এজন্য যে, এ কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্ররা ভর্তির পর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের লো-বেঞ্চে বসলে তাদের হাঁটু উঠে যেত হাই-বেঞ্চের উপরে। অথচ আজকের শ্রেষ্ঠ ঢাকা কমার্স কলেজ আর সে দিনের যাত্রাকালের তফাৎ আকাশ-পাতাল।

শুরু থেকে অদ্যাবধি সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এ কলেজের পূর্বের মানকে গতিশীল রাখতে। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ ফুটেছে সাফল্যের সে চিত্রই। গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের নেতৃত্বে, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন স্যারসহ সব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরাও এ সাফল্যের অংশীদার। কোনো শিশুগাছ যেমন রাতারাতি মহীরুহে পরিণত হয় না বা হওয়া সম্ভব নয়। তেমনি আজকের মহীরুহে পরিণত হওয়া ঢাকা কমার্স কলেজের ললাটেও রাতারাতি শ্রেষ্ঠত্বের পদকরাজি শোভা পায়নি। ইতোপূর্বে এর অনেকগুলো অনানুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের রাশিমালার সমন্বয়ের মাধ্যমেই আজকের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দ্বার উন্মোচন হয়েছে। অর্থাৎ ধারাবাহিক অনানুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠে জাতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

স্বভাবত যে কোনো উত্তম ফসল পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অতি উত্তম বীজের, তারপর উত্তম ভূমি অতঃপর যথাযথ প্রক্রিয়ায় উত্তম পরিচর্যার। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঢাকা কমার্স কলেজের আনুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে রয়েছে অনেক অনেক অনানুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপট। ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে। আমি প্রথম অফিস সহকারী হিসেবে অদ্যাবধি চাকুরি করার সুবাদে আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেক্ষাপট স্বরূপ যে সব গুণাবলি লক্ষ করেছি, তার মধ্যে ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেমন: জায়গার অভাবে ১ম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান বাদ না দিয়ে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের ছাদে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর-

১) ১ম ব্যাচে ভর্তি ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে A B C তিনটি সেকশনে ভাগ করে ৩ মাস পর অনুষ্ঠিত টার্ম বা পর্ব পরীক্ষার ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে পূর্বের সেকশন পরিবর্তিত হয়ে নতুন সেকশনে যাওয়ার সুযোগে শিক্ষার্থীদের মাঝেই প্রতিনিয়ত লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা চালু করা। তাছাড়া প্রথম দিকে মাসের প্রথম ৩ সপ্তাহে ১০ নম্বরের ৩টি সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ৪র্থ সপ্তাহে ৩০ নম্বরের মাসিক পরীক্ষা অতঃপর বোর্ড পরীক্ষার অনুরূপ ৩ মাস পর পর ৬০ নম্বরের পর্ব পরীক্ষা হওয়ায় লেখাপড়ার মাঝেই শিক্ষার্থীদেরকে ব্যস্ত রাখার পদ্ধতি চালু করা। ফলাফল প্রকাশ হতো সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার গড় এবং পর্ব পরীক্ষা মিলে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষার। এতে প্রকৃত পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা পূর্বে A সেকশনে থাকলে তা ধরে রাখা আর B বা C সেকশনে থাকলে উপরের সেকশনে যাওয়ার লক্ষ্যে কোনো ১টি সাপ্তাহিক পরীক্ষায়ও অনুপস্থিত না থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখতো।

২) অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার পদ্ধতি চালু করা। এতে নবীনবরণের দিনই প্রতিটি শিক্ষার্থী জানতে পারে কোনো তারিখে কোনো পরীক্ষা এবং বিদায় অনুষ্ঠান হবে কোনো তারিখে। যা এখনও অব্যাহত আছে। আর একই শিক্ষাবর্ষ থেকেই বি.কম (পাস) কোর্স চালু করা। এগুলোই অনানুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রেক্ষাপট।

৩) বাস্তব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বনভোজন, শিল্প কারখানা পরিদর্শন, নৌ-ভ্রমণ ও দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর।

৪) দক্ষ ও বিচক্ষণ পরিচালনা পরিষদ।

৫) শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিশেষ করে কলেজটির ধানমণ্ডি ক্যাম্পাসে প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার অধ্যক্ষ (প্রেষণে) পদে যোগদানের কিছু পরই ১৯৯৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের পুরস্কার পান। যার ফলে শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শুরু হয় পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রকৃত বাস্তবায়নের কাজ; যা শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার অন্যতম অধ্যায়।

৬) ১৯৯১ সালের প্রথম এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শতভাগ পাসসহ বোর্ডে মেধা তালিকায় ২য় স্থান ও ১৯৯২ সালে ১ম মেধাস্থানসহ অব্যাহত মেধাস্থান অর্জন।

৭) এক ঝাঁক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও একদল কর্মঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমার মনে হয় এগুলো ছিল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অন্যতম উপাদান।

আমি যে ৭টি অনানুষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছি, হয়তো কাকতালীয়ভাবে কিনা জানি না, তবে প্রতিষ্ঠার ৭ বছরের মাথায়ই ১৯৯৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে প্রথম শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার লাভ করে। উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকারি বিধি অনুযায়ী পরবর্তী বছরই পুনরায় আবেদন করার সুযোগ না থাকার দরুণ প্রতিবছর আবেদন করা যেত না। ফলে ঢাকা কমার্স কলেজ বার বার অনুরূপ আবেদন করতে পারেনি।

অনানুষ্ঠানিক উপরিউক্ত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডগুলো অক্ষুন্ন রাখার তৎপরতার প্রেক্ষিতে পরবর্তী ৬ বছর পর প্রতিষ্ঠার ১৩ বছরের মাথায় ২০০২ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বার শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার লাভ করে ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলো আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করার শুরুতেই ৩৯ ইস্কাটনে অস্থায়ী অফিস থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের হয়ে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি। তখন দলিল উদ্দিন মণ্ডল স্যার ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে যথারীতি বি.কম (পাস) কোর্সের অধিভুক্তি দেয়া হয়। আর ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম অনার্স কোর্সের অধিভুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে মাস্টার্স, বিবিএ (প্রফেশনাল) এবং সম্প্রতি ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে CSE (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের অধিভুক্তি প্রদান করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকেই চমৎকার ফলাফল করে আসছে। মেধাতালিকায় স্থানসহ প্রায়ই শতভাগ পাসের হারে ফলাফলের শীর্ষ পর্যায়ের মান ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখে চলছে এ কলেজ। সমগ্র দেশে জাতীয় পর্যায়ে ৫টির মধ্যে ৪র্থ স্থানে (বেসরকারি মাত্র ১টি) এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১০টির মধ্যে ৩য় স্থান, আর বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে সেরা কলেজ নির্বাচিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠ ও সেরা মান অক্ষুন্ন রাখাসহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব থেকে তিলে তিলে গড়ে তোলা শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষাপটকে সর্বদা গতিশীল রাখতে হবে। এজন্য সুদক্ষ ও বিচক্ষণ গভর্নিং বডির নেতৃত্বে কঠোর পরিশ্রমী দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীগণের অক্লান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এ মান অম্লান থাকুক এটাই একমাত্র কামনা।

সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ক্যাম্পাস

ফরহাদ হোসেন বিপু
বিবিএস (অনার্স) ২০০৮
এমবিএস (মাস্টার্স) ২০০৯
ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট

বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ক্যাম্পাস ঢাকা কমার্স কলেজ। বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। উইকিপিডিয়া এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর ২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যার দিক বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সেরা ২য় বিশ্ববিদ্যালয় (সূত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_National_Universit, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_universities_by_enrollment) । অন্য সূত্রমতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার স্বপ্নপূরণে কাজ করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থী ভর্তি সংখ্যা বিবেচনায় পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমাদের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। সারাদেশে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের মাধ্যমে সহজলভ্য উপায়ে উচ্চশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে প্রায় ১৭০০ অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের মাধ্যমে এই উচ্চশিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা বিভিন্ন কারণে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান না, তাদের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি আর্শীবাদ। পৃথিবীর সব দেশেই স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনই উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, ফলে কিছু বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সে দায়িত্ব নিতে হয়। গত দুই দশকে আমাদের এখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদের সাফল্যে অনেক এগিয়ে। অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শুরুতে নেতিবাচকভাবে দেখেছেন, কিন্তু তারা হয়তো ভুলে গেছেন যে হার্ভাড ইউনিভার্সিটিসহ পৃথিবীর অনেক নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বেসরকারি বা প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টে পরিচালিত। সমস্যা বেসরকারিতে না, সমস্যা হলো এর ব্যবস্থাপনা এবং মান নিয়ন্ত্রণে। যেহেতু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সরকারি অনুদানে চলে না তাই স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো সরকারি/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যয় অনেক বেশি। এছাড়া পাবলিক বা প্রাইভেট, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই রাজধানী অথবা বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক টিউশন ফি, উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করা ছেলে/মেয়েটির বিভাগীয় শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আর্থিক, সামাজিক বা পারিবারিক বাধা প্রভৃতি যখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা, তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে কার্যকর সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনেকের অনেক ভালো-মন্দ মতামত রয়েছে এবং কিছু সাধারণ ধারণা হলো যে, এখানে শেখার সুযোগ কম, নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলার সুযোগ কম, এখান থেকে পাশ করার পর খুব ভালো ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ নাই, এখানকার শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীরা মানসম্মত না। আসলেই কি তাই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া আর ভালো ছাত্র হওয়া বা ভালো জানা এবং ক্যারিয়ারে তার প্রয়োগ, এই বিষয়গুলো সব সময় ধারাবাহিক নিয়মে চলে না।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও তাই। আমাকে কেউ যখন বলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে খুব মেধাবী হতে হয় বা তারা খুব মেধাবী, আমার তখন মনে হয় আবার গিয়ে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই, নিজেকে নিয়ে আরেকটা পরীক্ষা হয়ে যাক। আমি এখনো ভাবি আমি কেন ক্লাস নাইনে সায়েন্সে না পড়ে কমার্সে পড়েছিলাম! আচ্ছা আরেকটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে আমি ক্লাস সিক্স-এ ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিলাম আমাদের উপজেলার সেরা স্কুলে এবং ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করে সেখানে চান্স পেলাম না। আমার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় ৯০% ঐ সরকারি বিদ্যালয়ে চান্স পেল। বাধ্য হয়ে আমি ভর্তি হলাম অন্য একটি প্রাইভেট স্কুলে। দুইটি স্কুলের নাম প্রায় একই থাকায় আমাদের স্কুলের নাম হয়ে গেল বেসরকারি স্কুল। যদিও নাম হলো রামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়। আমি হয়ে গেলাম বেসরকারি স্কুলের মিডিয়াম বা খারাপ ছাত্র। আমাকে কেউ সায়েন্স নিতে না বলে, কারণ আমি তা পারবো না। আমাকে কী হতে হবে সেটা আমাকে

কেউ বলে নাই, আমিও এটা নিয়ে ভাবি নাই। মাধ্যমিক স্কুল শেষ করার পর সরকারি সব জিনিসের প্রতি আমার কেন যেন একটা অনাগ্রহ তৈরি হয়ে গেল। তাই এইচএস-সিতে এসে সরকারি কলেজে ভর্তি না হয়ে ভর্তি হলাম তথাকথিত বেসরকারি কলেজে। কিন্তু মজার বিষয় হলো ক্লাস সিক্স এ ভর্তি পরীক্ষায় ঐ সরকারি স্কুলে চান্স পাওয়া আমার অনেক বন্ধু এইচএসসি এর গণ্ডি পেরুতে পারে নাই। আমার ঐ বেসরকারি স্কুল এবং কলেজ আজ আমার উপজেলার সেরা স্কুল ও কলেজ। এইচএসসির পর যখন ঢাকা আসলাম তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী জানি না। আমার মামাকে বললাম, মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিব। মামা একটু অবাকই হলেন যে, আমার মতো স্টুডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে কী করবে? কারণ আমি তো ঐ সার্কাসের হাতি। তাও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দিলাম, পরীক্ষা আর কী দিব পরীক্ষা হলে বসে ভাবি কোথা থেকে কোথায় আসলাম। কী করলাম জীবনে। পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার সময় নিশ্চিত ফেল আর একটি স্বপ্ন নিয়ে বের হলাম। আর কোথাও ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে শেষ আশ্রয় মেনে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ এ ম্যানেজমেন্ট এ ভর্তি হয়ে গেলাম। ভর্তি হয়েও কারও কাছে দাম পেলাম না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন? ম্যানেজমেন্ট কেন? বাচ্চাদের মতো ইউনিফর্ম পরে অনার্স মাস্টার্সে ক্লাস কেন? নিয়মিত ক্লাস কেন? তাহলে কী আর বিশ্ববিদ্যালয় হল? আর উচ্চশিক্ষা হল? প্রথম দুই বছর একটু হতাশায় কাটলেও পরে আমি বুঝে গেলাম আমাকে কী করতে হবে। তখন আমি বুঝলাম হ্যাঁ, ক্লাস সিক্স এ সরকারি স্কুলে চান্স পাওয়া, সায়েন্সে পড়া, গোল্ডেন A+ পাওয়া, এইচএসসিতে সরকারি কলেজে পড়ো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশনে চান্স পাওয়া অনেক বড় সফলতা কিন্তু যারা পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক, সাময়িক পরিস্থিতি বা উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মটিভেশনের অভাবে এই সুযোগগুলো পান না তাদের জন্য যে রাস্তা বন্ধ তা কিন্তু না। রাস্তা আছে রাস্তা আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। আমিও রাস্তা খোঁজা শুরু করলাম এবং তখন থেকে আমার মাথায় একটি বিষয় সেট করলাম পাশ করা বা স্কোর বাড়ানোর জন্য পড়ব না, পড়ব জানার জন্য এবং সেই জানাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর জন্য । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই বছরের আরেকটি মাস্টার্স করলাম, ২০০৪ এ ভর্তি পরীক্ষার হল থেকে যে স্বপ্ন নিয়ে বের হয়েছিলাম সে স্বপ্ন ২০১৬ তে এসে পূরণ করলাম। দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের আমার শিক্ষকদের সাথে তুলনা করলাম। বেশি বলবো না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কমার্স কলেজে আমি যে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করেছি তাতে কোনো ঘাটতি ছিল না। হ্যাঁ, কিছু জিনিস ব্যতিক্রম ছিল এবং তা সিস্টেম এর কারণে। কিন্তু আমি যদি সত্যি সেটা আমার প্রয়োজন মনে করি তাহলে তা পূরণ করার সুযোগ রয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ফলাফল প্রায় প্রতি বছরই থাকে ৯০% ফাস্টক্লাস। ঢাকা কমার্স কলেজ আমাদেরকে শিখিয়েছে শুধু পড়াশোনা করলে হবে না, আমাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য থেকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হবে। ঢাকা কমার্স কলেজে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নামিদামি জাতীয় শিক্ষক পাই নাই। শত শত ডক্টরেট শিক্ষক পাই নাই। আমাদের মাস্টার্সে এসে একজন ডক্টরেট শিক্ষক পেয়েছি তার কাছে জীবনে প্রথম ডক্টরেট থিসিস পেপার দেখলাম। ঐ একটাই যথেষ্ট ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, সফলতার জন্য বিকল্প রাস্তা থাকে, শুধু প্রয়োজন ইচ্ছা আর পরিশ্রম। ২০১৫ এবং ২০১৬ দুই বছর ধরে জাপানের বাণিজ্য শিক্ষার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ পেপার প্রেজেন্টেশন করে আসছি। একই ইউনিভার্সিটিতে আগামী এক বছর রিসার্চ করার জন্য ফেলোশিপ পেয়েছি। সোস্যাল বিজনেস নিয়ে করা একটি রিসার্চ পেপার ফ্রান্সে গৃহীত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে জাপানের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় টোকিও ইউনিভার্সিটিতে সোস্যাল বিজনেস রিসার্চ নিয়ে আরেকটি পেপার প্রেজেন্ট করার আমন্ত্রণ পেয়েছি। ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটির জাপান ফোরাম অব বিজনেস অ্যান্ড সোসাইটিতে একমাত্র বাংলাদেশি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। জাপানের সর্ববৃহৎ দুইটি কোম্পানি এবং তাদের সর্ববৃহৎ দুইটি রিসার্চ গ্রান্ট টয়োটা ফাউন্ডেশন ও সুমিতোমো ফাউন্ডেশনের রিসার্চ গ্রান্ট প্রোগ্রাম ২০১৬ তে পেপার জমা দিয়েছি। অপেক্ষায় আছি এপ্রিল ২০১৭ তে ফলাফলের। গত চার বছর কাজ করেছি একমাত্র বাংলাদেশি নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে সোস্যাল বিজনেস নিয়ে। ২০১৬ তে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন-আইএলও এর এন্ট্রারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর তালিকাভুক্ত ট্রেইনার হয়েছি। গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট এবং এনট্রেপ্রেনার হিসেবে। দেশি-বিদেশি প্রায় ১০০ এর

উপর প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেছি। কাজ করতে গিয়ে কোথাও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াটা বাধা হয়ে আসেনি। বরং ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে যে নিয়ম শৃঙ্খলার শিক্ষা পেয়েছি, তা কাজে লাগিয়ে জাপানে গিয়ে তাদের সাথে কাজ করে প্রমাণ করেছি আমরাও জাতি হিসেবে সিনসিয়ার শুধু প্রয়োজন সঠিক পরিবর্তন। ২০১৬ তে জাপানে আমার রিসার্চ ফোরামের প্রেসিডেন্টকে বললাম আপনার অধীনে আমি ওয়াসেদাতে পিএইচডি করতে চাই। তার উত্তর ছিল- "তুমি আমার কলিগ, তোমার যে স্পিড আছে, আগ্রহ আছে তোমার আরও বেটার অপশন আছে, তুমি আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড এর টপ ক্লাস কোনো ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করা। আমি তোমাকে সুপারিশ করবো।" স্যারের কথা শুনে চোখে পানি চলে আসছিল, মনে মনে বললাম স্যার এইভাবে যদি ক্লাস ফাইভ এ, ক্লাস নাইন এ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সময় কেউ বুঝাতো তাহলে জীবনের গল্পটা অন্যরকম হতো। শুধু আমার না, বাংলাদেশের হাজারো হতাশাগ্রস্থ শিক্ষার্থীর।

আজ আমি ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র নই কিন্তু এখনো এই কলেজের কোনো সফলতা নিজের সফলতার অংশ বলে মনে হয়। ২০১৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং এ সেরা কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। ধন্যবাদ ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের এবং ম্যানেজমেন্টকে। একটি কলেজ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে, রাজনৈতিক এবং অন্যসব বাধাকে পিছনে ফেলে যেভাবে একের পর এক সফলতা অর্জন করছে তা সারা বাংলাদেশে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বলবো, কী শিখছেন, কী জানেন, কতটুকু পরিশ্রম করছেন এগুলোকে গুরুত্ব দেন এগুলোর পাল্লা ভারি করেন, আপনি যা হতে চান তাই হতে পারবেন। সফলতা সব সময়ই আপনার হাতের মুঠোয়।

ছায়াঘর

ফারজানা আখতার ছবি
বি.কম (সম্মান) ২০০১
এম.কম ২০০২
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ
বর্তমানে: অভিনেত্রী

নীরা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নিজেই কোনো না কোনো উপলক্ষ্যের কারুকার, নেই সুখের মাঝেও নিরন্তর সুখ খুঁজে বেড়ানো মানুষ এই নীরা।

আজকের সকালটা নীরার আর সব দিনের চেয়ে একটু আলাদা। কোথায় যেন যাবে আজ সে। সারারাত কেটেছে নানান উৎকণ্ঠায়। খুব ভোরে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বাড়ির অন্য সবাই তখনও ঘুমিয়ে। খানিকক্ষণ বারান্দায়, আবার কখনও ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারী করলো। হঠাৎ বইঘরের আলো আঁধারীতে হারমোনিয়ামের পাশে চোখ পরতেই নজর গেল রংচটা নীল রংয়ের একটা ট্রাংকের উপর। নীরা হাঁটুমুড়ে বসে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে হাত বুলিয়ে ধুলো মুছতে শুরু করল। একটু একটু করে ধুলো পড়া রংচটা নীল ট্রাংক হয়ে উঠল অপরাজিতার গাঢ় নীল। বহুদিন খোলা হয় না এই ট্রাংক। কী কী ছিল এতে বা আছে নীরা অনেকটাই ভুলে গেছে। মনের ভেতর কী যেন এক ভয় কাজ করছে নীরার। এই ভয় নিজের আয়নায় নিজেকে দেখার ভয়। এক মুহূর্ত ভেবে সাহস করে ট্রাংকটা খুলে ফেলল নীরা। ট্রাংকটা খুলতেই লাল নীল কমলা হরেক রংয়ের লজেন্সের খসখসে কাগজ দেখে হেসে ফেলল নীরা। তারপর একে একে সবুজ প্লাষ্টিকের বোতল, ছেলেবেলায় নাচের স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়া রেল লাইনের ছোট ছোট নুড়ি পাথর, শাড়ী পড়া বউ পুতুল, স্কুল মাঠের রক্তচন্দনের লালদানা, স্মৃতির এমন সব টুকরো অনুষঙ্গের স্পর্শ নীরাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তার জীবনের শত সহস্র উপকথা। হঠাৎ নীরার চোখ পড়ল সবকিছুর নিচে থাকা একটি অ্যালবামের উপর; হালকা গোলাপী রংয়ের অ্যালবাম।

নীরা আলতো করে অ্যালবামের প্রথম পাতাটা মেলল। হঠাৎ করেই যেন তার সামনে বহু বছর শক্ত করে আটকে রাখা এক বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। কলেজের প্রথম দিনের কিছু ছবি। কৌতুহলী কিছু মুখ, লাল-নীল-সবুজ হরেক রংয়ের কাগজে সাজানো ক্লাসরুম, নতুন বইয়ের ঘ্রাণ আর নতুন শিক্ষকদের হাসিমাখা মুখ। ছেলেবেলা থেকে নীরার বইয়ের প্রতি একটা নেশা ছিল। ক্লাস শুরুর প্রথম দিন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিয়ে লাইব্রেরি ঘরটার দিকে তাকাতো নীরা, যেদিন প্রথম লাইব্রেরির ভেতরে গেল, অজস্র বইয়ের মাঝে নীরা খানিকটা সময়ের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকেই। সে হয়তো তার কলেজ জীবনে এমনই একটি লাইব্রেরির স্বপ্ন দেখেছিল। একটা মৃদু শব্দে হঠাৎ নীরার কল্পনায় ছেদ পড়ল। বইঘরের বড় জানালার পাশে

রাখা তানপুরার তারের উপর ছোট্ট একটা পাখী, তার হেঁটে বেড়ানোর ছন্দে তানপুরার তারগুলো টুংটাং শুব্দে বেজে উঠল। পাখিটার পালকগুলো হলুদ সবুজ আর বেগুনীর মিশেলে। নীরা যেন এই পাখিটাকে আগে কোথাও দেখেছে। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, প্রথম যেবার কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল সেন্টমার্টিনে, সাগরপাড়ে বুনো ঝোঁপের মাঝে ছোট্ট এই পাখিটাকে মিশে থাকতে দেখেছিল। সেবার নীরা গিয়েছিল রাঙ্গামাটি, ঝুলন্ত সেতু, স্বর্নমন্দির, কক্সবাজার, মহেশখালী দ্বীপ, সবশেষে সেন্টমার্টিন। অ্যালবামের পাতা উল্টাতেই সেবারের সমস্ত ফ্রেমবন্দী মুহূর্তগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল নীরার চোখে। জ্যোৎস্নায় রাত, স্ফটিক রোদে, নীল সাগরের রূপোর ঢেউ, সবুজ জাফরান রংয়ের বাতাসের উষ্ণতা আর একজীবনে পেছনে রেখে আসা হাসি-গল্প আর সুরের দ্যোতনা নীরার মুখাবয়বে জলে ভেজা মাছরাঙ্গার মতো ডানা ঝাঁপটে খেলা করছিল। দুতিন পাতা পেরুতেই সামনে এলো সুন্দর বনের কিছু ছবি। সেবারই নীরা প্রথম লঞ্চে চড়েছে। চারদিনের সফরে সুন্দরবন ঘুরে আসা। সত্যজিতের অরণ্যের দিনরাত্রির সঙ্গে নীরার পরিচয় যদিও বহু আগে থেকে, তবু অরণ্যে একটি দিন কীভাবে রাত্রিতে গড়ায়, সত্যার্থে তা সেই প্রথম নীরার দেখা, যা তার মাঝে সৃষ্টি করেছিল অদেখা ভুবনের নতুন এক গল্প। একটা ছবি দেখে ছলছলে চোখে হেসেই ফেলল নীরা। সব ছাত্রী আর শিক্ষক মিলে রাত জেগে বাঘ দেখার এক সাংঘাতিক চেষ্টা। মাঝে মাঝে 'বাঘ বাঘ' বলে অন্ধকারে ফাঁকা আওয়াজ। কারো হাতে দূরবীন, কারো হাতে ক্যামেরা, আরো কত কি। বহু তোড়জোড় করে কয়েকখানা হরিণশাবক আর বানরছানার দেখা যদি শেষঅব্দি না মিলত, তবে সত্যিই জাত যেত প্রায়। বাঘমামার দেখা না মিললেও অরণ্যের গহনরূপ, রাশি রাশি কাঞ্চন ফুল আর বৃক্ষের আঁকা-বাকা ডালপালায় বোনা আলোছায়ার চেককাটা কার্পেট নীরার জীবনে যোগ করেছিল অন্ধকারের ভেতর থেকে হীরের মতো জোনাক পোকা খুঁজে বের করার শক্তি। ট্রাংকের এককোনায় একটা তেভাজ দেয়া রূপালী কাগজের দিকে হঠাৎ নীরার খেয়াল গেল। ভাঁজ খুলে দেখে ভেতরে বেগুনী রংয়ের তিনটি শুকনো পাহাড়ী ফুল। কলেজ থেকে যেবার সার্ক ট্যুরে গিয়েছিল সেবার দার্জিলিংয়ের রোপওয়েতে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গিয়ে নীরা দেখে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর বাতাস। একটা সরু পাহাড়ী ঢাল চোখে পড়তেই পথটা ধরে এগুচ্ছিল নীরা। খানিকটা পথ গিয়েই নীরা কী যেন দেখে থমকে গেল। পাহাড়ের গায়ে অযত্নে বেড়ে উঠা বেগুনী রংয়ের তিনটি নাম না জানা ফুল যেন তারই অপেক্ষায় পথ চেয়ে ছিল তোকাল। তাইতো ফেরার পথে তারা সঙ্গী হয়েছিল নীরার। আরো কয়েক পা এগুতেই ছোট্ট একটা কাঠের ঘর, একদম পাহাড়ের গা ঘেঁষে, দেখে মনে হয় এই বুঝি একটু খানি হাওয়ার দোলায় মুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, বহু পুরোনো; সকল প্রতিকুলতা বুকে আগলে নেবার ক্ষমতা রাখে। সত্যিকারের ঘর হয়তো এমনই হয়। বাইরে থেকে নড়বড়ে মনে হলেও ভেতরে শক্ত ভিত। তারপর এক করে রুপালী শিশির মেখে টাইগার হিল এ সূর্যোদয় দেখা, গঙ্গামায়া আর রক গার্ডেনের পাথুরে ঝর্ণা, ওয়ার সিমেট্রি, নেপালের পাহাড় থেকে হিমালয় দেখা, রাতের ক্যাম্পফায়ার, পোখারার দেবী'স ফলস, ফেওয়া লেক, আদীবাসী পল্লী, পাথুরে নদী, পাহাড়ের সর্পিল পথ সব যেন নীরার চোখের সামনে জল রংয়ে আঁকা কোনো ছবি হয়ে ভেসে উঠল। নেপালের কাঠমান্ডুর ছবিগুলো দেখে শহরটাকে আরেকবার ছুঁয়ে দেখল নীরা; ইতিহাসের অজস্র গল্প কথার এই শহর, ঐতিহাসিক সব মন্দির যা ভূমিকম্পের পর এখন হয়তো আর আগের মতো নেই। সবশেষে একটুকরো কলকাতা। ঢাকায় ফেরার আগে কলকাতার সেই রাতের পথ, ধোঁয়া ওড়ানো মাটির ভাড়ের চা, ভোরের ধুলোমাখা রাস্তা, বন্ধুদের মনখারাপ করা কাঁদো কাঁদো মুখ সবই যেন এখনও জীবন্ত। সত্যি বলতে কি, জীবন থেকে সময় হারায়, মানুষের রং বদলায়, কিন্তু সময়ের ঘ্রাণ, প্রাণ, রং আর সময়ের সুর রয়ে যায় অলিন হয়ে। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে নীরার আজ মনে হচ্ছে, তার কলেজ জীবন তাকে কত কিছুই না দিয়েছে, প্রিয় স্মৃতি, প্রিয় মুখ, ছন্দ, গান, কবিতা আর সব মিলিয়ে অফুরান অভিজ্ঞতা, যা হয়তো জীবনে তাকে কোনো দিন একাকীত্বেও একা হতে দেবে না। কলেজের ক্যাম্পাস, সেমিনার রুমের বই, কলেজ চত্বরের বেলতলার রবিদার দোকানের চা, প্রতিটা সিঁড়ি, ইট, কাঠ পাথর, সব যেন একেকটা গল্পের পাহাড় হয়ে নীরার সঙ্গে কথা বলে কখনো। বই ঘরের জানালা দিয়ে এক মুঠো গাঢ় নীল রোদ চোখে এসে পড়তেই নীরা ফিরে এলো, তার মনে হলো সে যেন এক লহমায় শত সহস্র আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে এলো। দেখল ভোর এখন জ্যোতির্ময় সকাল। সময় হলো তার সেই সবুজ পাতার দেশ প্রিয় কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজে যাবার। সেই উচ্চমাধ্যমিক তারপর কেটে গেছে কতটা বছর। বহুদিন পর আজ নীরা যাবে তার প্রিয় শিক্ষকদের কাছে। দেখবে তাদের হাসিমাখা মুখ, যারা তাকে এগিয়ে দিয়েছে অসামান্য ব্যবধানের এক মহাতীর্থের পথ।

স্মৃতির ঝাঁপিটা বন্ধ করে নীরা উঠে দাঁড়ালো; এবার জীবনটাকে পেছন ফিরে আরেকবার দেখবে সে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল লম্বা একটা ছায়া, এই ছায়াকি তার, নাকি তার মাঝে বসত করা অন্য এক নীরার। জানিনা, কে এই নীরা? হয়তো আমি, নয়তো তুমি। আমরা প্রত্যেকেই আসলে একটা ছায়ার সঙ্গে বাস করি। যে ক্লান্তিহীন ছায়া বারে বারে ফিরে যেতে চায় স্মৃতির নরম উচ্ছ্বাস আর মৃদু ছবির ঘরে, যে ছায়া মুক্ত হতে চেয়েও কেবলি জন্ম দেয় রোমাঞ্চকর রূঢ় শৃংখলের। আর আমরা আমাদের ছায়ার অবয়বটুকু দেখিমাত্র, ছায়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা সত্যিকারের 'আমি' কে কখনই দেখতে পাই না কিংবা দেখার চেষ্টাও করি না। সময়ের বিবর্তনে কেবল রূপান্তরের খেলায় মাতি। সত্যি, এই পৃথিবী বড়ো, তবু তার চেয়ে বেশি বড় এই সময়ের ঢেউগুলো, অনিঃশেষ সমুদ্রের থেকে অন্তহীন সাগরের অভিমুখে কোথায় চলেছে ...।

আমার সেরা কলেজ

মুরাদ হোসেন
রোল: ই ২১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০০১-০২
বিএ (অনার্স), ইংরেজি
বর্তমানে: ম্যানেজার, বিটুবি বিজনেস
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লি.

বিশ্বাস করুন, একটু আগে Google বন্ধ করে দিলাম। খুঁজছিলাম কীভাবে সুন্দর স্মৃতিচারণ করে কিছু লেখা যায়। Googleটা বড় বেশি অলস করে দিয়েছে আমাদের। যা পাচ্ছিলাম পছন্দ হচ্ছিল না কোনো কিছুই। পরে চোখ দুটো বন্ধ করলাম আর নিজেকে ফিরিয়ে নিলাম ১৬ বছর পিছনে। যতই পিছনে নিয়ে যাচ্ছিলাম নিজেকে ততই বেশি রঙিন দেখছিলাম সবকিছু।

বলে রাখা ভাল, মাত্র ১৬ সেকেন্ডে খুঁজে পেলাম আমার আমি কে। আমি আমার পুরো পড়ালেখার জীবনে কোনো দিনই তুখোড় তো বাদই দিলাম, মোটামুটি মানের মেধাবীও ছিলাম না। এখনও মনে পড়ে ২০০১ সালে যখন আমি কমার্স কলেজে ভর্তি হলাম প্রথম মাসিক পরীক্ষায় ৪টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ৪টিতেই ফেল করেছিলাম। ভাগ্যিস আমার লোকাল গার্ডিয়ান ছিল আমার একজন অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাই সেই বারের মতো বেঁচে গিয়েছিলাম। এখনও মনে পড়ে কোনো এক কালচারাল ক্লাসে একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম, আমার ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাহজাহান স্যার শুনে বলেছিলেন বেশ ভাল আবৃত্তি করি আমি। শাহজাহান স্যার ভালবেসে আমাকে বুলেট বলে ডাকতেন। কেন ডাকতো আজও আমি জানি না।

একদিন স্যার ডেকে বললেন বুলেট, শিক্ষা সপ্তাহে তুই বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা আবৃত্তিতে নাম দিবি। সত্যি বলছি আমি ভয়ে দুই দিন স্যারের সামনে যাই নাই। একদিন পর জানতে পারলাম স্যার আমার নাম দিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম বাংলা আবৃত্তি যেমন তেমন কিন্তু ইংরেজি আবৃত্তি করবো কীভাবে। Competition এর দিন সকালে হঠাৎ একজন বড় ভাই আমাকে ইংরেজি কবিতা সিলেক্ট করে দিলেন এবং Pronunciation, Emotion সবকিছুর ওপর অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিলেন। সেই বড় ভাইয়াও একজন প্রতিযোগী ছিলেন। Competition শেষ করে যখন বসে আছি রেজাল্টের জন্য, তখন কে জানতো বাংলা এবং ইংরেজি দুটোতেই আমি প্রথম হব। সেই বড় ভাইয়ের জন্য কিছু সময়ের জন্য খারাপ লেগেছিল। আরও মনে মনে আমার ভিতরেই নতুন একজনকে আবিষ্কার করেছিলাম। তারপর থেকেই আমি কোনো Competition এ সেকেন্ড হইনি।

আজও মনে পড়ে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমগ্র বাংলাদেশে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকে নিয়ে একটা Competition হয়েছিল অনেক ক্যাটাগরিতে। ঐ প্রতিযোগিতায় আমি আমার প্রিয় কলেজের জন্য গোল্ড মেডেল নিয়ে এসেছিলাম। যখন মেডেলটা নিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের কাছে গিয়েছিলাম, স্যার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে "সাব্বাশ" বলেছিলেন। মনে পড়ে প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান স্যারের কথা, যার উৎসাহের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

ঢাকা কমার্স কলেজ- আমার প্রাণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী যতটা না কঠোর তার চেয়ে বেশি স্নেহ পরায়ণ, যত্নবান। ২০০৭ সালে যখন ভাল একটি রেজাল্ট নিয়ে বের হলাম তখন বুঝতে পারছিলাম না কোথায় মাস্টার্স করবো। বন্ধুরা বললো, আর জেলখানা নয়, ইউনিফর্ম নয়, অন্য কোথাও ভর্তি হব। ওদের সাথে মত মিলিয়ে একটা কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছিলাম না কোনো কিছুই মন থেকে। সবকিছু বড় বেশি অচেনা লাগছিল, বড় বেশি বেমানান। মনে মনে খুঁজে ফিরছিলাম আমার প্রিয় কমার্স কলেজকে। আর নিজেকে বার বার বলছিলাম আমি আর একটি বার ফিরে যেতে চাই আমার প্রিয় জেলখানায়, আর একটি বার পড়তে চাই আমার প্রিয় ইউনিফর্ম। কিন্তু বাস্তবতা বড্ড বেশি তেঁতো।

আমি জানি আমার এই লেখাপড়া করে শিক্ষা গ্রহণ করার কোনো কিছুই নেই। আমি শুধু আমার কিছু প্রিয় অপ্রিয় মুহূর্তের কথা বর্ণনা করেছি মাত্র। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষক মহোদয়কে যারা আমাকে যোদ্ধা বানিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, ভালবাসা দিয়েছেন, পথ চিনিয়েছেন। তাই আমার জীবনের যতটুকু প্রাপ্তি সবটুকু আপনাদের উৎসর্গ করে দিলাম।

ডাইরি

আনিকা রহমান সেঁজুতি
রোল: এমএমকেটি ২৭৩
শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১
শ্রেণি: মাস্টার্স
মার্কেটিং বিভাগ

ফেলে আসা দিনগুলো সব সময় রঙিন। সেই রঙিন দিনগুলির একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ, কলেজ ক্যাম্পাস, করিডোর, লাইব্রেরি সবকিছু। আলাদা করে কোনো ঘটনা কোনো স্মৃতি রোমন্থন করা সহজ নয়। ২০০৭ থেকে ২০১২ পুরোটা সময় নানা রঙের স্মৃতি দিয়ে ঘিরে রয়েছে। শিক্ষকদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা জীবনের এক বড় সাফল্য অর্জনের পথ সহজ করে দিয়েছে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু বন্ধু, শ্রেষ্ঠ কিছু সময় আমি পেয়েছি কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস থেকে। অবসরে যখন স্মৃতির ডাইরি খুলে বসি, তখন জীবনের এক পরম পাওয়ার আনন্দের হাসির রেখা ফুটে ওঠে আমার চোখের কোণে, এই স্মৃতির পাতায় কখনো ধুলো জমেনি, ধুলো জমতে পারে না। ছোট ডাইরি, অল্প কথা, অনেক ব্যাথা, প্রতি কথার নেপথ্যে অনেক কথা, অনেক আনন্দ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, আনন্দের সময় কেটে গেছে ঢাকা কমার্স কলেজ নামক সেরা ক্যাম্পাসের করিডোরে। জীবনটা যদি চিরকাল ছাত্রজীবন হতো। ক্যাম্পাসটাই যদি গৃহ হতো, কর্মস্থল হতো। তাতো হয় না, তবুও প্রত্যাশা। স্বপ্ন, আমার স্মৃতির প্রতি পাতায় পাতায় গাঁথা ঢাকা কমার্স কলেজ।

স্মৃতিকথা

সানজানা চৌধুরী
রোল নং: এমকেটি ১২২৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
বিবিএ (সম্মান)
মার্কেটিং বিভাগ

এক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করত ছোটবেলায় যতবার কলেজের সামনে দিয়ে যেতাম, বিমুগ্ধ হতাম যতবারই দেখতাম কলেজটাকে। এভাবে ১২ বছর বয়সে স্বপ্ন দেখা শুরু করি যে, ভবিষ্যতে ঢাকা কমার্স কলেজে পড়ব আমি। কিন্তু নিজের আত্মবিশ্বাসটা অনেক কম ছিল। একে একে এসএসসি এর ফলাফল বের হল আর আমি কমার্স কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করলাম। আমার স্বপ্ন সত্যি হল। আমার আজও মনে পড়ে নবীনবরণের দিন আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিনের কল্পনাতীত বলা লাগে। ঢাকা কমার্স কলেজে সব কিছুই নিখুঁত এবং নিপুণ ছিল।

কারো কারো কড়া শাসনের ওপর অনেক অভিযোগ আর বিরক্তি ছিল। কিন্তু আমার কলেজের নিয়ম মেনে চলতে অনেক ভাল লাগত। কলেজের শিক্ষকগণ আমাদের সাথে অনেক বন্ধুসূলভ আচরণ করতেন, আমাদের এমনভাবে যত্ন করতেন যেন আমরা তাদের নিজ সন্তান। তাঁরা আমাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতেন। তাদের অনুপ্রেরণায় আমার আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের শিক্ষকগণের অনুপ্রেরণায় মনে হত আমরা সকল বাধা অতিক্রম করতে পারব, আমরা সকল সাফল্য অর্জন করতে পারব। যেন আমরা সকলেই অপরাজেয়। গর্ববোধ হতো কলেজের একটি অংশ হতে পেরে। কলেজের প্রতিটি স্মৃতি, লাইব্রেরিতে বিখ্যাত লেখকদের বই পড়া থেকে শুরু করে চাঁদপুরের ইলিশ ভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ, বার্ষিক ক্রীড়া এবং আন্তঃসাহিত্য ও ক্রীড়া সপ্তাহের সকল স্মৃতি আজও মনে পড়ে। আমার জীবনে প্রথম কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ এবং তাতে ৩য় স্থান অধিকার–এ সকল অর্জন আমি কলেজেই পেয়েছি। প্রতিটি বিভাগে অগণিত প্রিয় শিক্ষক ছিলেন যাদের ঋণ লিখে শেষ করা যাবে না। কতই না সুন্দর স্মৃতি এ কলেজকে ঘিরে। কলেজের অর্ধেক শিক্ষক আমাকে চিনতেন আমার দুষ্টামির জন্য এবং বাকি অর্ধেক চিনতেন বিনয়ী ও ভদ্র হিসেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক শিক্ষক আমাকে ভালোবাসতেন এবং সব সময় আমার মঙ্গল কামনা করতেন। আমি বর্তমানে যা যা অর্জন করেছি তা কেবল মাত্র আমার কলেজ এবং শিক্ষকবৃন্দের জন্য। বর্তমানে আমি আমার সম্মান বর্ষের শিক্ষা গর্বের সাথে গ্রহণ করছি আমার স্বপ্নের কলেজে, আমার ঢাকা কমার্স কলেজে। ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়ে আমি জানতে পারি যে স্বপ্ন দেখা হয় ধরার জন্য এবং স্বপ্ন সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয় যদি তুমি চেষ্টা কর। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী হয়ে অত্যন্ত গর্বিত।

স্বপ্নের মতো মধুময়

সিয়াম জহির ফাগুন
রোল: ই-৬৪৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
সম্মান ১ম বর্ষ
ইংরেজি বিভাগ

সবার জীবনে স্বপ্ন থাকে ভালো একটি কলেজে পড়ার। কলেজ শেষে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। একই সাথে একটি ভালো বিষয় নিয়ে পড়া। আবার কেবল পড়াশোনা নয়। পাশাপাশি ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখা। তাছাড়া নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার বিষয়টি অনেক বড়ো হয়ে দাঁড়ায় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য। ঢাকা কমার্স কলেজ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে এ সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে। অনেকে লোকের মুখে কলেজের এসব সুনাম শুনে এখানে ভর্তি হয়। আমার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। আমার চাচাতো ভাই আমাকে এ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। এ কলেজে ভর্তি না হলে আমি বুঝতেই পারতাম না শিক্ষাজীবনের স্তরে স্তরে কতটা বৈচিত্র্য থাকতে পারে। কলেজের প্রায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের পরপর দুটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য পরিবেশনায় আমি অংশগ্রহণ করি। কলেজ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের একটি নাটকে ও বার্ষিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫ তে আমি সাধারণ জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ছিল ২৫ বছর পূর্তিতে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে হাতির পিঠে রাজা সেজে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ। ঐ মুহূর্তে অনুভবে আমার মনে হয়েছিল সত্যি আমি স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নের ঘোরে শাহানশাহ আমি। হাতির পিঠে অনেকে চড়ে থাকেন টাকা দিয়ে দশ মিনিট বা পনের মিনিটের জন্য। কিন্তু আমি ছিলাম প্রায় ১ ঘণ্টা–তাও আবার শাহানশাহ বেশে। উক্ত অনুষ্ঠানে একটি লোকনৃত্যেও আমি অংশ-গ্রহণ করি। এছাড়া বার্ষিক ক্রীড়া ২০১৬ তে ৪×১০০ রিলে দৌড়ে জিতে নেই প্রথম আসন। পরবর্তীতে কলেজ ডকুমেন্টারির বিশেষ বিশেষ অংশে আমাকে সুযোগ দেয়া হয় অভিনয় করার। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে কলেজ জীবনের প্রায় প্রতিটি পর্বে আমার অংশগ্রহণ স্মৃতিময় ও মধুময় হয়ে আছে। কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার দিন আমি মঞ্চে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করি। সেদিন আমার চোখ ছলছল করে ওঠেনি। কারণ আমি জানতাম এ কলেজ ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না। কলেজের এতদিনের পথচলা, শিক্ষকদের মমতা, আদর, স্নেহ আমাকে অটুট বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। আমি প্রত্যহ অনুভব করি এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা। আমার পক্ষে এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে আমি সম্মান শ্রেণির ছাত্র। দীর্ঘদিন কলেজের কোনো ক্লাসে উপস্থিত না থাকলেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমাকে আসতে হয়েছে। ফলে কলেজকে কখনও পুরাতন মনে হয়নি। প্রতিদিনের নতুন নতুন কাজের নতুন অনুভূতি আমাকে সজীবতা দান করে। আমি প্রেরণা পাই বড়ো হবার। সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হবার পেছনে একটাই কারণ এখানে যেভাবে নিয়মিত পাঠদান করা হয় তাতে আমার ভবিষ্যৎ রেজাল্ট নিয়ে কখনও ভাবতে হবে না। একই সাথে কলেজের আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থেকে আমি আমার শিক্ষা জীবনকে গতিময় করে তুলতে পারব এই বিশ্বাস করি। আমি কখনও মনে করি না আমি পারব না। এখানকার শিক্ষকগণের আন্তরিকতা আমাকে সাহস ও শক্তি যোগায়। আমার এই ভালো লাগার অনুভূতি-তকে বয়ে নিয়ে যেতে চাই জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত।

আমরা জানি, ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি পর্যায়ে ১ম হওয়া তার জন্য গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু বাংলাদেশে খুব কম প্রতিষ্ঠানই আছে এর সাথে তুলনা করা যায়।

এখন আমি আমার অস্তিত্বের প্রতিটি শিহরণে অনুভব করি ঢাকা কমার্স কলেজকে। আমার স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের সমন্বয় সাধনে কলেজের প্রতিটি ক্ষণ আমার কাছে হয়ে ওঠে মধুময়। কখনো কখনো তা মনে হয় স্বপ্নের চেয়েও মধুর। আমি স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি। আমার স্বপ্ন একজন ভালো মনের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা। আমি সেই-দিনই নিজেকে সফল বলে মনে করবো যেদিন আমি আমার স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারবো।

প্রাণের কলেজ

মো. সজীব সরকার
রোল: ৩৪০৯৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

আমি যখন পঞ্চম শ্রেণিতে 'প্রথম বিভাগ' অর্জন করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই তখন থেকে আমার বাবা স্বপ্ন ঠিক করে রেখেছিলেন যে আমাকে 'ঢাকা কমার্স কলেজে'র মতো স্বনামধন্য একটি কলেজে পড়াবেন। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। যে কারণে খেলাধুলায় অধিক সময় ব্যয় হয়েছে আমার। তবে স্কুল জীবন থেকেই কমার্স কলেজে আসা যাওয়া ছিল আমার। সেই থেকে আমিও মনের মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম এই কলেজে আমাকে পড়তেই হবে। অবশেষে শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ভালো ফল অর্জন করে, কমার্স কলেজে ভর্তি হয়ে আমার বাবার স্বপ্নকে পূর্ণতায় রূপ দিলাম। ভর্তির পর থেকে বাবা খুব গর্ব সহকারে বলতেন 'আমার ছেলে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছে।' এই থেকে শুরু হলো নতুন করে আমার পথচলা। কলেজের প্রথম দিন ভর্তি হওয়ার জন্য কয়েকজন বন্ধু মিলে কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজস্ব রোল পেলাম। তখন আমাকে ক্লাস করতে পাঠানো হলো। কলেজ জীবনে প্রথম ক্লাস পেয়েছিলাম কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী ম্যাডামের। জানতে পারলাম তিনি ফারুকী স্যারের মেয়ে। তিনি আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্লাস শুরু করলেন। তখন ক্লাস শুরু হতো দুপুর ২ টা থেকে এবং শেষ হতো বিকেল ৫ টায়। বাসায় যেতে একটু রাত হয়ে গেলেও নিজের কাছে খুব ভালো লাগত এই ভেবে যে, যারা কলেজ ভার্সিটিতে পড়ে তারা একটু রাতেই বাসায় ফেরে। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই শুনেছিলাম যে, কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নাকি অনেক কঠোর প্রকৃতির। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার পর দেখলাম যা নিয়ে ভয়ে ছিলাম তা নয়। তাঁরা অনেক বন্ধুসুলভ। এটা ঠিক যে, কমার্স কলেজে একটু বেশি নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমি মনে করি এই নিয়ম মানার কারণে কলেজে তেমন অনৈতিক ঘটনা ঘটে না এবং একজন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে নিয়মানুবর্তী। কলেজের ১ম পর্ব পরীক্ষায় ভালো ফল করে A-2 সেকশনে উঠলাম। তখন আমার শিক্ষার্থী উপদেষ্টা ছিলেন প্রফেসর মো. রোমজান আলী স্যার এবং গাইড শিক্ষক ছিলেন হাফিজা শারমিন ম্যাডাম। তাঁদের দুজনকে পেয়ে শিক্ষক সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে যায়। তার অত্যন্ত সহযে-াগি ও বন্ধুসুলভ ছিলেন। কলেজে মোবাইল আনা এবং ধূমপান সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও একদিন আমি কলেজে মোবাইল নিয়ে এসেছিলাম। সেই দিনই উক্ত মোবাইলটি শৃঙ্খলা কমিটি জব্দ করে। যদিও অনেক কষ্ট লেগেছিল তবুও পরবর্তীতে মনে হলো, মোবাইলটি নেওয়ায় আমার জন্য ভালোই হয়েছে। কারণ আমি অনেক অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকতে পেরেছিলাম। পাশাপাশি লেখাপড়ার গতিও বেড়ে গেল। তাই আমার চলাফেরার ধরন বদলে যায়। তা দেখে আমার কিছু আত্মীয় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাদের সাথে আমার পরিবারের দেখা হলে তারা আমার পরিবারকে বলতেন আপনাদের ছেলে তো দিনে দিনে ভালোই উন্নতি করছে। যার ফলে আমার পরিবার আমাকে নিয়ে অনেক গর্ব অনুভব করে। যেহেতু খেলাধুলার প্রতি আমার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাই ইনডোর ও আউটডোর সকল গেমসে আমি অংশগ্রহণ করি। এক পর্যায়ে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি কলেজের ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ও উচ্চলাফে বিজয়ী হয়েছিলাম। উক্ত স্পোর্টস এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার আন-ামুল হক বিজয় ও স্থানীয় সাংসদ মো. ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহ। তাঁদের হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে ও ছবি তুলে মন ভরে গেল। একই ভাবে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযো-িগতায় আমি ব্যাডমিন্টনে ও ক্যারামে পুরস্কার অর্জন করি। আমার প্রতিযোগীদের মধ্যে সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীও ছিল। তাদের মধ্যে নিজেকে জায়গা করে নেয়া সত্যি বিস্ময়কর ছিল। ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ভোজ একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে শুধু খাবার নয় শিক্ষকদের সাথে ছবি তোলার অনুভূতি ভোলার নয়। প্রথম বর্ষে পড়াশোনার চাপ ততটা না থাকলেও দ্বিতীয় বর্ষে বেশ চাপ সৃষ্টি হলো। এখন আমার মূল লক্ষ্য এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন A+ অর্জন করে বাবা মায়ের সেই স্বপ্নকে পূরণ করবো। আমি বিশ্বাস করি কলেজের শিক্ষকগণ যেভাবে আমাদের তদারিক করছেন তাতে আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। আমি সেই দিনের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

স্বপ্নের পথযাত্রা

মো. মানিক হোসেন জয়
রোল: ৩৬১৮২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

শীতের সন্ধ্যা, ঢাকার ওপর শীত বুড়িটি যেন তার সবকিছু নিয়ে ভর করেছে। ঠাণ্ডায় কেমন জানি চারপাশ জমে আসছে আর সেই সাথে আমিও। আমার বাসাটি প্রধান সড়ক থেকে কিছুটা দূরে নদীর পাড়ে। তাই মনে হয় অন্য সবার চেয়ে ঢাকাকে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি নিস্তব্ধ মনে হয়। বেশ কিছু দিন যাবত নিস্তব্ধতা ভর করেছে আমার চারপাশেও। কেমন জানি শূন্যতা অনুভব হচ্ছে। কিছুদিন হলো শীতের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে এসেছি। এসে শুনলাম কলেজে লেখা জমা নিচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অনেক দিন পর পুরনো ডায়েরি এবং কলমটি হাতে নিয়েছি। স্কুল জীবনে কিছুটা অভ্যাস ছিলো, লেখালেখির উদ্ভবও সেখান থেকে। লিখতে আমার বেশ ভালোই লাগে, কারণ আমি ভাবতে ভালোবাসি। চোখ বন্ধ করে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোই লাগে। কিন্তু আজ কেন জানি যতই সামনে তাকাই ততই দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করলেই এখন সাদা-কালো অনুভব করি। হয়তো অনেকদিন পর স্মৃতিচারণ করছি, তবু লিখতে যেহেতু বসেছি চেষ্টা করব ভাবনাকে রঙিনভাবেই ফুটিয়ে তুলতে। মূল কথায় যাওয়ার আগে একটু ফিরে যাবো ২০১৬ এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। কারণ এই দুটি মাসই ছিল আমার স্কুল জীবনের শেষ দুটি মাস। প্রথম মাস যতটুকু পেরেছি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। পরের মাস থেকেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। খুব বেশি ভালো না হলেও মোটামুটি ভালোভাবে পরীক্ষাটা সম্পন্ন করি। অপেক্ষায় থাকি তিনটি মাস, এরই মাঝে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফল পেয়ে যাই। সেই সাথে প্রাণপ্রিয় স্কুলটি ছেড়ে যাবার শেষ হুইসেলটিও বেজে উঠে। নিজের প্রিয়াঙ্গন, শিক্ষকগণকে বিদায় বলার মত কষ্টকর অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো পাইনি। খুব কান্না এসেছিল ছোটবেলার সকলকে ছেড়ে আসতে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি সত্যিই কি বড় হয়ে গিয়েছি? দেখেতো তা মনে হচ্ছে না। পরিচিত সবকিছু ছেড়ে বাবা-মাকে রেখে, বন্ধুদেরকে হারিয়ে প্রিয় শিক্ষকদের সান্নিধ্য ছেড়ে নতুন একটি বিদ্যাপীঠ, নতুন পরিবেশ, নতুন সবাই, নতুন জীবন। উহ! কী ভয়ঙ্কর। এমন ঘোরের মাঝেই কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। শুরু হয়ে গেল ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়া। চারদিকে A+ এর জয়জয়কার এর মাঝে আমার পৌনে A+ যে কোথায় স্থান পাবো আল্লাহ মালুম। একদিন পরিবারের সবাই মিলে বসে কথা বলছিলাম। বড় চাচা বললেন ঢাকা কমার্স কলেজে আবেদন করতে। এটাও বলে দিয়েছেন যে ঢাকা কমার্স কলেজে মেধাক্রমে না আসলে ঢাকায় পড়াবেন না। যাই হোক অনেক চাপে ছিলাম। বন্ধুরাও সাহস দিল ঢাকা কমার্স কলেজে আবেদন করতে। কলেজটা নাকি অনেক ভালো। আমার মতো পৌনে A+ দের নাকি পরিপূর্ণ A+ পাইয়ে দেয়। তার চেয়ে বড় দিক হচ্ছে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্তত কেউ তলাবিহীন ঝুড়ি বলতে পারে না। ঢাকার চারদিক থেকে মিলিয়ে শহরের বড়ো বড়ো প্রায় দশটির মতো কলেজে আবেদন করি।

তবে মনে মনে আশা ছিল যাতে ঢাকা কমার্স কলেজটাই পেয়ে যাই। প্রায় এক মাসের উত্তেজনাকর অপেক্ষার পর অবশেষে পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজসহ আরও পাঁচটি কলেজ। কাল-বিলম্ব না করে দিনক্ষণ ঠিক করে বাবা-মায়ের সাথে ২৬ জুন ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ২৭ জুন চলে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনে প্রথম ঢাকা কমার্স কলেজ দেখা এবং ভর্তি হওয়া। কিন্তু কলেজে আসার পর আমার আনন্দের ফানুস সব চুপসে যায়। কোথায় কল্পনার বিশাল ক্যাম্পাস, কোথায় বড় মাঠ! তরুদ্যান। এতো দেখছি পনেরো তলা সুউচ্চ ইমারত। যাই হোক স্বপ্ন ছোঁয়ার এক অদম্য লক্ষ্য নিয়ে যখন এসেই পড়েছি তখন কি আর ফিরে যাওয়া যায়? ভর্তি হয়ে চলে আসলাম বাসায়। ৭ই জুলাই, ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বাবা-মাকে নিয়ে ফিরলাম আবার বাড়ির পানে। সাথে ছিল মনের গহীনে এক রাশ উত্তেজনার ছোঁয়া। দেখতে দেখতে কেটে গেল ঈদ। সময় ঘনিয়ে এলো বাড়ি ছাড়ার। সকল উত্তেজনাই ক্ষীণ হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই বেদনার নীল রঙে ছেয়ে গেল সমস্ত মুখ। বিদায় বলে সবাইকে রেখে বেরিয়ে পড়লাম স্বপ্ন জয়ের অভিযানে এক অনিশ্চিত গন্তব্যে। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ভ্রমণ ক্লান্তি ছাপিয়ে এসে পড়লাম ব্যস্ততম শহরে। দুইদিন পর থেকে ক্লাস শুরু। কিন্তু আমার যেন কিছুই ভালো লাগছে না। তবুও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। ১০ই জুলাই, আজ আমার কলেজ জীবনের সূচনা ক্লাস। একটু ভীতি, একটু আশা, একটু স্বপ্ন নিয়ে ধীর পায়ে ভাইয়ার সাথে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। কলেজ প্রাঙ্গণে এসেই পরিচয় হলো ভাইয়ার এক ফ্রেন্ডের ভাইয়ের সাথে। তাকে ওর ভাই নিয়ে এসেছে। ওর সাথে কথা বলতে বলতেই প্রথম ঢাকা কমার্স কলেজে পদার্পণ। প্রথম ক্লাসটি ছিল ফিন্যান্স সি-৩ সেকশনে। তার আগে বলে নেওয়া ভালো ঢাকা কমার্স কলেজ যে নিয়ম-নীতির দিক থেকে অন্যতম ততক্ষণে আমার উপলব্ধি হয়ে গেছে। যতই সময় গড়াচ্ছে ভীতিটা তত কমছে। শাহিদা শারমীন ম্যাডাম এসে যেভাবে পরিচিতি পর্ব সেরে ক্লাসটি নিলেন এক কথায় অসাধারণ। আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি নতুন কোথাও ক্লাস করছি। ঐ দিন আমার পাশে গুটি-সুঁটি মেরে দুটি ছেলে বসেছিল, একটির নাম অপু, আর একটি জাবের। দু'জনই এখানকার স্থানীয়। বেশ ভালো লেগেছিল ছেলে দুটির অমায়িক ব্যবহার। মনে হয়েছিল প্রথম দিনই বুঝি পেয়ে গেলাম ভালো কাউকে। সময়ের সাথে সাথে এক একটি ক্লাস শেষ হচ্ছিলো আর এক একজন নতুন শিক্ষক এসে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন তাদের শ্রুতিমধুর বাকপটুতা এবং অমায়িক আচরণ দিয়ে। এক সময় শেষ হয়ে আসে ১ম দিনের ক্লাস কার্যক্রম। দিনশেষে আমার মুখ্য যে অভিব্যক্তি ছিল তা হলো প্রথম দিন যখন মাঠবিহীন ঢাকা কমার্স কলেজকে সংকীর্ণ মনে করেছিলাম আজ দিনশেষে সম্পূর্ণ উল্টোটা, অর্থাৎ যদিও কলেজটির ক্যাম্পাসগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবু এখানে রয়েছেন বিশাল মনের শিক্ষক। তাঁরা শুধু মানুষকে পরিবর্তনই করতে পারেন না অনুপ্রেরণার উৎসও তাঁরা। সেই দিন থেকে আজ অবধি প্রায় সাতটি মাস কেটে গেল। এখন আমি ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকে ঢাকার এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী আমার এই পরিবার।

অনেক ভালোবেসে ফেলেছি আজ এই পরিবারকে। কেননা আমার রঙিন স্বপ্নের ঘুড়ির নাটাই যে আজ এই পরিবারের হাতেই। একে ভালোবেসেই যে আমাকে আমার স্বপ্নের দেশে রঙিন ঘুড়ি উড়াতে হবে। পৌঁছতে হবে উন্নতির শিকড় থেকে শিখরে। অনেক ভালোবাসি ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা পরিবারকে।

শ্রেষ্ঠত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ

নাঈম খন্দকার
রোল: ৩৩৫৫২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষাবিস্তারে পথিকৃৎ। ১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এক ব্যতিক্রমধর্মী কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল ঠিক তখনই বাণিজ্য শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষা দান করাই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন। যার ফলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরের মতোই বোর্ড পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। সেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে কলেজটি। ঢাকা কমার্স কলেজ যেন আলোরপথের দিশারী। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন এবং আশার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম জীবনে অনেক বড় মানুষ হব। মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে যখন আমি উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হব ঠিক তখনি আমার জীবনে নেমে আসে এক বুক হতাশা। কারণ রেজাল্ট ছিলো আমার সাদামাটা। আর আমি স্বপ্ন দেখতাম দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার। অবশেষে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাজারো ছাত্রের আশা আকাঙ্ক্ষার স্থান সেই ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়া। আর এ জন্যই সুদূর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমার ঢাকা কমার্স কলেজে আসা। আমি ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছি এই কথা যখন আমার গ্রামের লোকেরা শুনেছে সবাই অবাক হয়েছে। কারণ, তারা জানত ঢাকা কমার্স কলেজ এক আলোকবর্তিকার নাম, ঢাকা কমার্স কলেজ নামক বিখ্যাত এক পরিবারের নাম। ভর্তির পর আমিও তা উপলব্ধি করতে থাকি। তখন আমি সত্যিই অনুভব করি ঢাকা কমার্স কলেজ সোনার মানুষ বা সুনাগরিক গড়ার কেন্দ্রস্থল। ঢাকা কমার্স কলেজে এসে আমার জীবন পেয়েছে এক অনবদ্য গতি। যে গতির সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছি আমি। এই শ্রেষ্ঠ কলেজে আমি পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছি বলে আজ নিজেকে ধন্য মনে করি। আসলে কলেজের শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কলেজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ আমার প্রাণের জায়গা। কেন জানি, ঢাকা কমার্স কলেজকে আমার নিজের অজান্তে এতটাই ভালোবেসে ফেললাম যেন মনে হয় কত যুগ ধরে আমি এই কলেজের সঙ্গে আছি। সত্যিই মানুষের ভালোবাসা জন্মানোটা এক অদ্ভুত বিষয়। নিজের মনের মধ্যে কখন যে ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য এত বড় জায়গা করে দিলাম তাও আজ অজানা। সত্যিই, ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লিখে শেষ করা যাবে না। অবশেষে বলতে চাই, ঢাকা কমার্স কলেজকে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে হলে কঠোর অনুশাসন, শৃঙ্খলা এবং কলেজের আদর্শকে আকড়ে ধরে রাখতে হবে। কোনো অবস্থায় কলেজের শৃঙ্খলাকে আপোষে নেওয়া যাবে না। এতেই ঢাকা কমার্স কলেজ তার স্বপ্ন ও আদর্শ নিয়ে দুর্বার গতিতে চলতে পারবে।

আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গন

সাদিয়া আক্তার চৈতি
রোল: ৩৫১১৩
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি জাগ্রত পরিবার। এই কথাটি যতটা সত্য ততটাই বাস্তব। আমি এই কলেজে পড়তে পেরে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। এই কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। এই নিয়ম শৃঙ্খলাই আমাদের একদিন সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিবে। আমাদের কলেজের পরিবেশ খুবই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। কলেজের কার্যক্রম খুবই ভাল। আমি এই কলেজে এসে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এ কলেজের প্রতিটি শিক্ষক খুব ভাল। আমি কখনো ভাবিনি যে এত ভাল একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাব। যত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কলেজের সাথে তত স্মৃতির পাতা বেড়ে যাচ্ছে। আমি কলেজে খুব সুন্দর সময় অতিবাহিত করি। আমাদের প্রতিটি ক্লাস এমনভাবে নেয়া হয় যে, ক্লাসেই আমরা পাঠ্যক্রম সহজে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হই। যদি একজন শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে ক্লাস করে, তাহলে তার আর বাড়িতে কষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। আমি আমাদের কলেজের নিয়ম অনুযায়ী চলতে ভালবাসি। নিয়ম-কানুন শিক্ষার্থীর জন্য খুব প্রয়োজন। আমাদের কলেজের অডিটোরিয়ামটা খুবই সুন্দর। অনেক ভাল লাগে ওখানে গেলে। আমাদের কলেজের ক্যান্টিনটা খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। আমরা বন্ধুরা মিলে ওখানে খুব ভাল সময় কাটিয়ে থাকি। একটানা ক্লাস করে যখন হাঁপিয়ে ওঠি তখন ক্যান্টিন থেকে চা পান করে একটু শক্তি সঞ্চয় করি। এই কলেজে এসে সবার সাথে মিশতে শিখেছি। নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। এবার আমি ক্লাসের দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন হয়েছি। সবার সাথে আলাদা একটা পরিচিতি খুবই ভাল লাগে, যখন শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকরাও ক্যাপ্টেন বলে ডাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে আমাদের কলেজ ১ম স্থান করে নিয়েছে। তাই ভেবে আমি খুবই আনন্দিত। কিছু দিন আগেই আমাদেরকে কলেজ থেকে শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবাই খুব মজা করেছি। অন্যরকম একটা অনুভূতি ছিল সবার জন্য। আমাদের কলেজের কার্যদিবস একটু বেশি। খুব অল্প সময় আমাদের কার্যদিবস বন্ধ দেয়া হয়ে থাকে। আর আমার এটা খুব ভাল লাগে। আমাদের কলেজের মোট ভবন দুইটি। আমার কাছে দুইটি ভবনই ভালো লাগে। আমি দুইটি ভবনে ক্লাস করে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকি। আমাদের কলেজের প্রতিটি কাজ খুব সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে সময়ের কাজ সময়ে করা হয়। আমাদের কলেজ এ জন্যই দিন দিন নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করছে। আমি আমার এ কলেজকে খুব ভালোবাসি এবং শিক্ষকদেরকে খুব শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস আমি এই কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে বৃহৎ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হব।

কবিতা

সাজানো বাগান

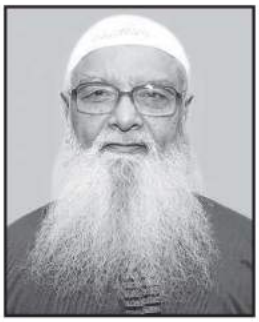

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি ও সাবেক উপাধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ এবং
প্রক্টর, বিইউবিটি

জীবনের হিরন্ময় দিনগুলো কেটেছে সাজাতে বাগান।
ঘামে সিক্ত দোআঁশ মাটির বাগানে
ফুটেছে গোলাপ, চামেলী, চাপা ও পারুল।
মুগ্ধ নয়নে ফুল ফোটার আনন্দ
ভোগ করেছি ক্লান্ত দুপুরে।
বহু অফুটন্ত ও আধ ফোটা ফুল
পরিপূর্ন হয়ে ফুটেছে বাগানে,
বাতাসে ছড়িয়েছে সুবাস।
মালিরা আস্তে আস্তে হয়ে উঠল কৃতঘ্ন
বাগানের দরজা খুলে
আহ্বান করলো বুনো ষাঁড়ের দলকে
রাতের আঁধারে ঢুকিয়ে দিল মজারুর দল
মুহূর্তে বাগান তছনছ।
গোলাপেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অঝরে কাঁদছে।
তদন্ত কমিটি গঠন, রিপোর্ট পেশ।
দেখা গেল মালি প্রধান সাধুবেশে ঢুকেছে
আসলে সিচকে চোর।
অসাধু কিছু মালি জুটেছে তার সাথে
এক জোট হয়ে বাগান সর্বনাশে মেতেছে তারা।
শ্রমিক মজুর কিষাণেরা
বাগানের পাশ দিয়ে যায় আর অশ্রু ফেলে
তারা কাঁদে আর ভাবে
তাদের লাগানো চারা কি ফুল দেবে না ?
ফুল কি পরিপূর্ন বিকশিত হবে না ?
তারা কি আগের মত সুবাস বিলাবে না ?
এ সকল প্রশ্নের জবাব পেতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়।
মুষ্টিবদ্ধ হাতে শপথ নেয়
দরকারে মালি বিদায়
ষাঁড়–মজারুর পথ বন্ধ,
রুখতে হবে বাগান নষ্টের ষড়যন্ত্র।
আবার ফুল ফুটবে, সুবাস ছড়াবে,
বাগানের মালিক শান্তিতে বলবে
যাদের জন্য বাগান তারাই বাঁচাবে।

সেরা কলেজ

তানভীর আহমেদ
রোল: এফ ১২১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
বিবিএ (অনার্স)- ৩য় বর্ষ
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা, এটা সবাই জানে,
শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের নিয়মনীতির গুণে।
লেখাপড়া, ভোজ, ভ্রমণে সকল কালের সেরা,
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নাইকো তাহার জোড়া।
সেরা কলেজ, সেরা সুযোগ, শিক্ষক নামিদামি,
এই কলেজে পড়তে পেরে ধন্য হলাম আমি।
ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা র‍্যাংকিং-ই প্রমাণ,
সফলতা রাখব ধরে, রাখব তার সম্মান।

রত্নগর্ভা

মো. শামীম মোল্লা
রোল: বিবিএ ৩১৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪
বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল-৩য় বর্ষ

ঢাকা কমার্স কলেজ; আমি গর্বিত।
কাননে তোমার ফুল হয়ে ফুটব বলে।
কত ফুল ফুটায়েছ তুমি কালে কালে
মানুষকে করেছ মহান, জ্ঞানের আলো জ্বেলে।
রত্নগর্ভা তুমি, দেবী সরস্বতীর আসন
সর্বোপরি উন্মোচিলে জ্ঞানের ভুবন।
কপালে তোমার রাজটিকা বাণিজ্যের
লেখা এক অভিনব ইতিহাস জ্ঞানপীঠের,
জগতের জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তুমি, তোমাতে গর্বিত আমি।

শিক্ষা

সামিরা হোসেন মিলি
রোল: ৩৩০২৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জন
এখন এর মানে শুধুই বিসর্জন
শিক্ষা হলো জ্ঞানের আলো
গুছিয়ে দেয় জীবন, যা কিছু অগোছালো,
জাতির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন,
তা কী কেবল কেতাবি আয়োজন?
উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই।
তাই বলে কি জ্ঞান সীমাবদ্ধ, শুধু পুঁথিগত রীতিতেই?
শিক্ষা মানে কি বয়সের চেয়ে বেশি কেতাব বওয়া?
আগে তো জানতাম নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষাই হলো জ্ঞানচর্চার মানদণ্ড
ফলাফলই সফলতার সহজ ব্যবস্থা।
এই হল আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা।
বাড়ি ফেরার পর শিশুটিকে কেউ জিজ্ঞেস করে না– "আজ নতুন কী জানলে"!
মুখে মুখে রটে যায় "লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে জিপিএ ৫ না আনলে"।
অর্থের পর অর্থ ব্যয় করতে হয় পেতে এই সুবিধা
আচ্ছা! শিক্ষা না আমাদের মৌলিক চাহিদা?
শিক্ষার মানে শুধু সার্টিফিকেটের পাহাড় গড়া নয়
প্রচলিত নিয়মের বাইরেও মূল্যবোধ অর্জন করতে হয়।
প্রত্যেকেই আমরা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত
কেউ কি পারবে বলতে, কোথায় শিক্ষার আসল অর্থ নিহিত।
শিক্ষাকে নিজের ব্যয়িত অর্থের বিনিময়ে নয়,
বরং জীবনে পথচলার হাতিয়ার হিসেবে ভাবতে হয়।
শিক্ষা এমনভাবে অর্জন করতে হয়।
যা শুধু একটি কক্ষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।
বরং যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়।
জীবনকে প্রকল্প ভাবো, আর শিক্ষাকে মূলধন।
জীবনে শিক্ষায় বিনিয়োগ কর জীবনের সার্থকতা অর্জন।
নতুন কিছু জানতে, নিজেকে জানতে, জ্ঞানার্জনের জন্য পড়;
প্রকৃত মানের জ্ঞান দিয়ে দেশমাতৃকার হাল ধর।

শোক | শ্রদ্ধায় সম্মানে স্মৃতিতে অমলিন

আজ ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা কলেজ উৎসব। একসময় যাদের উৎফুল্ল পদচারণা ছিল ঢাকা কমার্স কলেজে, তাদের অনেকেই আজ পরিবারকে কাঁদিয়ে নশ্বর বিশ্বের মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় নিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও সুহৃদ এবং শুভানুধ্যায়ী। তাঁদের স্মৃতিচারণ আজকের আনন্দধারায় আমাদের হৃদয়ে করুণ রেখাপাত করছে। আজ শোকাহত আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যাঁরা ইতোমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠাতা

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ
আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন

ড. মো. হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন

প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম
জিবি সদস্য, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও উপাধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ
২৪ মে ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন

মো. মাহফুজুল হক শাহীন
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ
অধ্যক্ষ, ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজ
২৪ মার্চ ২০১৩ হৃদরোগে মৃত্যু

গভর্নিং বডির সদস্য

প্রফেসর মো. আলী আজম
গভর্নিং বডির সদস্য
ঢাকা কমার্স কলেজ
৩০ এপ্রিল ২০১৬
মৃত্যুবরণ করেন

শিক্ষক

মো. নুর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
২৯ ডিসেম্বর ২০১১
হৃদরোগে মৃত্যু

তৃষ্ণা গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১
ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু

কর্মচারী

সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ
নিরাপত্তা প্রহরী
৫ ডিসেম্বর ২০১১
হৃদরোগে মৃত্যু

মো. হযরত আলী
নিরাপত্তা প্রহরী
১৭ জানুয়ারি ১৯৯৯
লিভার সমস্যায় মৃত্যু

ছাত্র-ছাত্রী

রক্তিম (রোল: ৫১) সোহেল (রোল: ৭০), আশিক মাহমুদ শুভ (রোল: ৯৯), খালিদ আহমেদ (রোল: ৪৬৪), সাব্বির আহম্মেদ (রোল: ১১৬১), ইয়াসির কাবেরী (রোল: ১৩৮২), তুষার গমেজ (রোল: ১৫৮২), সাইফুল ইসলাম (রোল: ২৫৮৯), নিশা (রোল: ৪৩৫৬), তটিনি (রোল: ৪৩৫১), রুমেল, জুয়েল (ফিন্যান্স ৩য় বর্ষ), নিমতলী অগ্নিদুর্ঘটনায় পরিবারের ১৩ জনসহ ইমরান দিদার (২০০২৩), নাসির উদ্দিন (২২৯৮৬), কামরুল হাসান (ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষ), মাহফুজুর রহমান (মার্কেটিং সম্মান), রকিবুল হাসান পলাশ (মার্কেটিং সম্মান), তারিকুল ইসলাম (একাদশ, ৭ মার্চ ২০১২), সাইদুল ইসলাম (দ্বাদশ, ৮ জুন ২০১২, মাধবকুন্ড জলপ্রপাতে), শাওন আহম্মেদ (দ্বাদশ, ৮ জুলাই ২০১২, সড়ক দুর্ঘটনা) পরপারে চলে যাওয়া আরো অজ্ঞাত অনেক শিক্ষার্থী।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার

সংবাদপত্রে
ঢাকা কমার্স কলেজ
ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব
ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য
দৈনিক ইত্তেফাক
The Daily Star
প্রথম আলো
আবারও সেরা স্বীকৃতি
সমকাল
theindependent
আমাদের সময়
মুক্তকণ্ঠ
ইনকিলাব
সংবাদ
সফলতার ২৫ বছর
অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ভোরের কাগজ
দৈনিক আমার বার্তা
ঢাকা কমার্স কলেজের একক প্রাধান্য
দিনকাল
বাংলাদেশ প্রতিদিন
The Financial Express
গণবার্তা
ক্যাম্পাস
প্রভাতী খবর
আমার সময়
বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ২০ মে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০১৫- এর এ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ দেশসেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। কলেজটি তিন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্বের পদক লাভ করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ র‍্যাঙ্কিংয়ে জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজের মধ্যে ৪র্থ স্থান, জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারী কলেজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো প্রকাশিত কলেজ র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বেসরকারী কলেজের স্বীকৃতি পেল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০ মে ২০১৬ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০১৫-এর এ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬৭টি কলেজকে এ্যাওয়ার্ড, সনদ এবং ৫ ও ১০ হাজার টাকা মূল্যের বই উপহার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ্যাওয়ার্ড ও সনদপত্র প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোঃ আসলাম ভূঁইয়া, সাবেক উপ-উপাচার্য (এ্যাকাডেমিক) প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর ও রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইন, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজের র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দুবার শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেরা বেসরকারী কলেজের সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্তি ঢাকা কমার্স কলেজকে শিক্ষাঙ্গনে যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দিয়েছে। এরূপ স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্বাচন বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে তিন ক্যাটাগরিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ এর এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ বলেন, এটা আমার জীবনের স্মরণীয় ও আনন্দের ঘটনা। আমি ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যে সব ত্যাগী ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের এবং কলেজের সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ ও নিবেদিত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এস এম আলী আজম
২৯ মে ২০১৬

দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট
The Daily Janakantha

উদ্দীপনা সংবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এর অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর নিকট থেকে জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ 'ঢাকা কমার্স কলেজ' এর অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার ২১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৩
৪ জুন ২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত

● *এস এম আলী আজম*

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া দেশের সর্ববৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যতম। ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৪ মে ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ **এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে র‍্যাংকিং এর ফল** ঘোষণা করেন। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি, সেরা মহিলা কলেজ ১টি, সেরা সরকারি কলেজ ১টি, সেরা বেসরকারি কলেজ ১টি এবং ৭টি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে সর্বমোট (৮+৭০) ৭৮টি সেরা কলেজ নির্বাচন করা হয়।

> ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মো. সামসুল হুদা এবং বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো সেরা কলেজের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে। মাত্র ১৫শ ৫০ টাকা নিয়ে যে কলেজের যাত্রা শুরু ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজে উন্নীত হয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরূহে পরিণত হয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। কলেজের রয়েছে অডিটোরিয়াম, ছাত্রীনিবাস, মাঠ, জিমনেশিয়াম, শহীদ মিনার ও ক্যাফেটেরিয়া। সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে বিশাল অবকাঠামোর মহীরুহ, নিয়মিত ক্লাস ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতার বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ, নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন, ধূমপান ও দলীয় রাজনীতি মুক্ত সুন্দর পরিবেশ, ইত্যাদি ইতিবাচক সূচকের কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি ও সম্মাননা লাভ করেছে।

সপ্তাহান্তে
●ঢাকা ●বৃহস্পতিবার, ৩ জৈষ্ঠ, ১৪২৩ ●১৯ মে, ২০১৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ

এস এম আলী আজম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৪ মে ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে র‍্যাংকিং এর ফল ঘোষণা করেন। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি, সেরা মহিলা কলেজ ১টি, সেরা সরকারি কলেজ ১টি, সেরা বেসরকারি কলেজ ১টি (মোট ৮টি) এবং ৭টি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে (৭x১০=৭০) সর্বমোট ৮+৭০ = ৭৮টি নির্বাচিত সেরা কলেজকে ২০ মে ২০১৬ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারক সম্মাননা, সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এবং ইউজিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

র‍্যাংকিং-এ নির্বাচিত কলেজসমূহকে অভিনন্দন জানিয়ে এরূপ আয়োজনের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, "এ ধরনের আয়োজন দেশে প্রথম। এর ফলে কলেজসমূহ তাদের স্ব স্ব অবস্থান জানতে পারবে এবং কীভাবে শিক্ষার সার্বিক অবস্থার আরোও উন্নতি করা যায় সে জন্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কলেজসমূহের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"

র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ, র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থানে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো সেরা কলেজের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে।

১৯৮৯ সালে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙ্গিনায় ভূমিষ্ঠ হলো ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আলোকবর্তিকা, যার রোদ ও তেজে ভেসে যায় শিক্ষাকাশের কালোমেঘ, শৈশবেই যার বলিষ্ঠ চাহনিতে মুগ্ধ সকলে, কৈশোরে যার নাম তামাম দেশ জুড়ে, যৌবনে যে শিক্ষার বিশ্বপল্লীতে অবগাহন করছে, সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরের শিশুকালে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরের কৈশোরকালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী যার নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি লাভ করেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামসুল হুদা, এফসিএ। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯)-র আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০)-র সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩২, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১০৩ এবং পরিচালনা পরিষদ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল কোর্স। শীঘ্রই খোলা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স অনার্স কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সকল সম্মান শ্রেণির বিভাগে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সবগুলো সেমিনার লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব। কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। শিঘ্রই ডায়নামিক ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সফটওয়্যারে সম্পাদন করা হবে। সাফল্যের সুতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের

অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি একদল কমিটেড শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধি-বিধান মেনে চলছেন।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আর্দশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে সেরা পণ্য তৈরি যেনো এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। জুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে। বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪ জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য় সহ ১০ জন, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৪ জন, ১৯৯৮ সালে ৭ জন, ১৯৯৯ সালে ৮ জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ১৩ জন, ২০০১ সালে ১ম সহ ৬ জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য় সহ ৪ জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। সৃষ্টিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও এরা সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রায় প্রতি বছরই পদক ছিনিয়ে আনছে। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আন্তর্জাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, সাধারণজ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, নাট্য পরিষদ, নৃত্য ক্লাব, সঙ্গীত পরিষদ, রিডার্স এন্ড রাইটার্স সোসাইটি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নেচার স্টাডি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেডক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল ও আহছানিয়া মিশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পর্যটক ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজের রয়েছে 'কণিকা' রক্তদান সংগঠন। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভান্ডার। বার্ষিকী, মাসিক পত্রিকা, জার্নাল, বিভাগীয় স্যুভেনির, ক্লাব স্যুভেনির, সার্ক ট্যুর স্যুভেনির, বিশেষ স্মরণিকা, স্মৃতি অ্যালবাম, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, প্রশ্নব্যাংক, দেয়ালিকা, শুভেচ্ছাকার্ড ইত্যাদি নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার প্রজ্বলিত মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কোল ঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী এবং মনোলোভা সৌকর্যমন্ডিত কলেজ ভৌতকাঠামো যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন কলেজ মাঠটি যেন আবাসিক শিক্ষক পরিবার ও শিক্ষার্থীদের 'ফুসফুস'। কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ জিমনেশিয়াম। কলেজ অঙ্গনে ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার।

১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া এবং ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জেগানা নামাজ ঘর। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছে ২টি জেনারেটর। কলেজ ও আবাসিক ভবনের পানীয় ব্যবস্থা কলেজের নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। রূপনগর আবাসিক এলাকা ও মিরপুর বেরিবাঁধ সংলগ্ন কলেজের কয়েকটি প্লটে কর্মচারী আবাসিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ৩৫ হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে তাদের ক্ষুরধার মেধা, নিপুণ যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দখল করে নিয়েছে দেশের সব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বিমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম পর্যন্ত। দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় কোনোরূপ বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়নি। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনবদ্য সৃষ্টি- এই আমাদের প্রত্যাশা।

কর্মই ধর্ম। ঢাকা কমার্স কলেজের সৃজনশীল শিক্ষকেরা পরিচালকবৃন্দের সুনীতি ও যৌথ সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনের পরামর্শমূলক নির্দেশনায় প্রচেষ্টা আর সফলতার হালখাতা প্রতিনিয়ত চষে বেড়াচ্ছেন। বিশাল অবকাঠামোর মহীরুহ, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রত্যহ বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়াদি ঢাকা কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

দৈনিক আমার বার্তা — সংবাদের সাথে প্রতিমুহূর্ত — ১৮ মে ২০১৬

গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রা উদ্বোধন —ইত্তেফাক

ঢাকা কমার্স কলেজে রজত জয়ন্তী উৎসব

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৪ কার্তিক ১৪২২
৮ নভেম্বর ২০১৫

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার পালিত হল ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব। সকালে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। শোভাযাত্রায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে কলেজের হলরুমে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ডা. মো. আব্দুর রশিদ। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি রজত জয়ন্তী স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কমার্স কলেজের ইতিকথা ও প্রতিষ্ঠাকালীন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের ক্রিকেট অনুরাগী হওয়ারও আহ্বান জানান।

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। আজকে গুণীজনদের সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাঁদের পদানুসারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সবশেষে তিনি সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো প্রত্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে গুণীজনদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় —জনকণ্ঠ

ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী উদযাপন

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ রবিবার ৮ নবেম্বর, ২০১৫

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বর্ণাঢ্য র‍্যালি, গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনাসহ বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শনিবার ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। মিলনমেলাকে স্মৃতিময় করতে মেতে ওঠে ছাত্রছাত্রীরা। প্রবেশের রাস্তা থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের হাওয়া, উৎসবের রঙ। আড্ডা-গান ও গল্পে পুরাতন শিক্ষার্থীরাও স্মরণ করেন হারানো দিন। স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে সেলফি তোলার উৎসবে মাতে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা।

সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর উদ্বোধন করেন কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। পরে সাড়ে দশটায় কলেজ হলরুমে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গবর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ। হলরুমে দিনভর বহু ছাত্রছাত্রী রক্তদান করে।

গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। এ সময় স্মরণীকার মোড়ক উন্মোচন শেষে অতিথিদের মধ্যে ক্রেস্ট, স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের উন্নয়নের শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের আজ যে উন্নয়ন, তা ঘটিয়েছে এ দেশের মানুষ। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ২৯তম। দেশের ৯৯ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। খুব বেশিদিন নেই এদেশের একটি মানুষও অশিক্ষিত থাকবে না। স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্যে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তরুণ প্রজন্মই তা গড়তে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন,

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিকেলে স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল ছবি: আমার সময়

দৈনিক আমার সময় রোববার ০৮ নভেম্বর ২০১৫

The Daily Star 8 November 2015

ঢাকা কমার্স কলেজ

সফলতার ২৫ বছর

এস এম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতার ২৫ বছর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বর ২০১৫ উদযাপিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী উৎসব। এ উপলক্ষে র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, গুণীজন সম্মাননা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই রয়েছে। রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব।

কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা।

সুৎসহ পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে।

২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। স'প্তিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ... হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও ... সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে।

সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরূহে পরিণত হয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে রয়েছে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা।

দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি।

দৈনিক আমার সময় THE DAILY AMAR SOMOY
ঢাকা । শনিবার ০৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ । ২৩ কার্তিক ১৪২২ । ২৪ মহররম ১৪৩৭

ঢাকা কমার্স কলেজ

আবারো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি

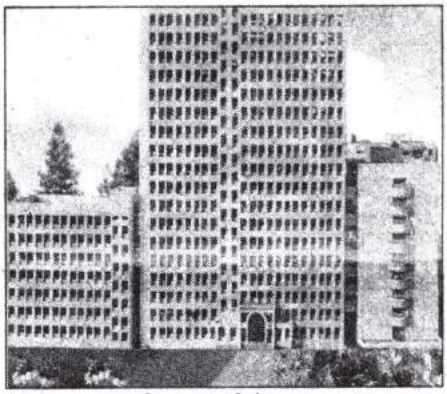

ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ পার হতেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের কোল ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প। সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে এ কলেজের ১১তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলাবিশিষ্টি ২নং একাডেমিক ভবনের ১০তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলাবিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ সপরিবারে বসবাস করছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিনমাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভান্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

❑ এসএম আলী আজম

দৈনিক ইনকিলাব ১৮ মার্চ ২০০২

এসএম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজ : সাফল্যের এক যুগ

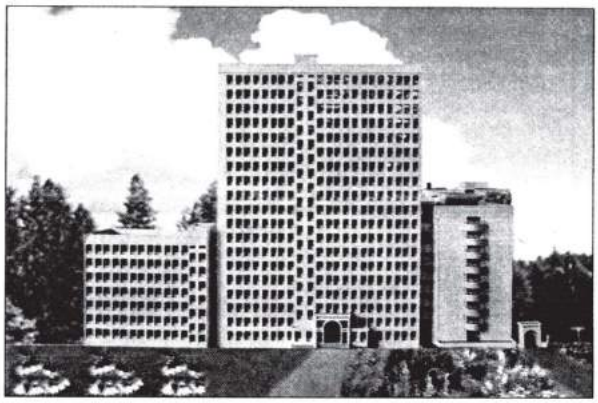

মিরপুরে চিড়িয়াখানার সবুজ-শ্যামল পরিবেশে ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্যবিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কলেজটি। প্রচলিত ধারা থেকে কিছু ব্যতিক্রম ঢাকা কমার্স কলেজ। ২০০১ সালে কলেজটি সাফল্যের এক যুগ অতিবাহিত করছে। আধুনিক পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলন এ কলেজের সাফল্যের ভিত্তি। বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত বছরের মধ্যে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। সম্পূর্ণ বেসরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিমধ্যে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় এ কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯১ সালে ২য়, ১৯৯২ সালে ১ম, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫টি, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য়সহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য়সহ ১৩টি স্থান দখলের কৃতিত্ব অর্জন করে। বিকম পাস ও সম্মান এবং মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজ। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এ কলেজ দেশে প্রথমবারের মতো একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন। মাত্র এক যুগে বৈশবেই কলেজের ১১ তলাবিশিষ্ট ১ নং একাডেমিক ভবনের ও ১২ তলাবিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলা ২ নং একাডেমিক ভবনের ১০ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। দেশে এ কলেজেই প্রতিবছর নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কলেজে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী, ১০০ জন শিক্ষক ও অর্ধশত কর্মচারী রয়েছেন। এখানে ৯টি বিষয়ে অনার্স ও ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিবিএ প্রোগ্রাম এবং মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স ঢাকা কমার্স কলেজেই প্রথম প্রবর্তন করা হয়। কলেজে শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর আগে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে হয় এবং ডুটি না হওয়া পর্যন্ত কেউ শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত আসনে বসতে হয়। অসুস্থতা ব্যতীত পরপর তিন দিনের অতিরিক্ত অনুপস্থিত থাকলে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হয়। প্রতি বিষয়ে সাপ্তাহিক, মাসিক, ৩ মাস অন্তর পর্ব ও মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সব ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবাই কলেজের নিয়ম-কানুনের প্রতি আস্থাশীল। সদাচরণ, কর্মনিষ্ঠা ও ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়। শুধু লেখাপড়া নয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ভ্রমণ, প্রকাশনা, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি সবক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের দাবিদার। নিবেদিত ও প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্ভীপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের রয়েছে মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কলেজের সার্বিক সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে উদ্যোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজকে শিগগিরই 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে বাণিজ্য শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।'

যুগান্তর

সোমবার ১৯ মার্চ ২০০১

কমার্স কলেজ

আবারও সেরা স্বীকৃতি

বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ পার হতেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে শির উঁচু করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ মহাপ্রকল্প। সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে এ কলেজের ১১তম বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের

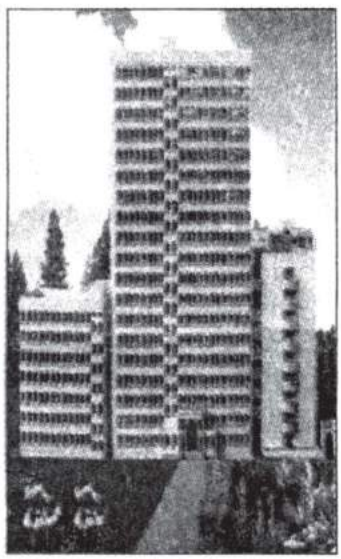

১০তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২তলা বিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ স্বপরিবারে বসবাস করেছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিনমাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভান্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

❑ এস এম আলী আজম

দৈনিক ইত্তেফাক

13 March, 2002

কমার্স কলেজ ॥ বাণিজ্য শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান

বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম-শৃংঙ্খলার অনুশীলন, যুগোপযোগী পাঠদান পদ্ধতি এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের করণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত এ কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি।

ঢাকা কমার্স কলেজের মাষ্টার প্লান মডেল দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন। এ যেন কোন টু ইন টাওয়ার বা সিয়ার্স টাওয়ার! আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার আলোর মশাল হাতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজধানীর মীরপুরে।

নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর মাত্র ৮ বছরেই নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিশেষ অর্ধাংশের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে। কলেজের ১০তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। ভবনে দু'টি অত্যাধুনিক লিফট, ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জেনারেটর ও ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইক কৃত ভবনে উন্নত ফিটিংস সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

২০ তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ৯ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর প্রতি তলার মেজ ৭ হাজার ৫শ' বর্গফুট। বিবিএ প্রোগ্রাম এখানে চালু রয়েছে। এ ভবনে স্টুডেন্টস ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার কক্ষ। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT)-এর একাডেমিক কার্যক্রম এ ভবনেই চলবে।

❑ এস এম আলী আজম

দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ নভেম্বর ২০০০

সংবাদ - ১৬/০৭/২০০০

সাফল্যের ১১ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ

তিথি ফ্লোরা

সেরা কলেজ

ঢাকা চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পথেই সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ১০ তলা ভবন, নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। ঠিক যেন নজরুলের 'চির উন্নত মম শির'। এর পাশে রয়েছে নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবন যা পরিণত হবে বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনকার যুগ বাণিজ্যের যুগ। এর সাথেই তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে এ কলেজ। প্রথম থেকেই এ কলেজটির সফল বিচরণ লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকার এক প্রান্তে অবস্থিত হয়েও এটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এ পর্যন্ত ফলাফল ভাল করে চলেছে। মাত্র ১২ বছরে এমন সাফল্য প্রায় অভাবনীয়; কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। এর পেছনে রয়েছে এ কলেজের ব্যতিক্রমী পরিচালনা। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বাধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ।

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ব বাজারে বাণিজ্যের ভূমিকা দেখে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি কমার্স কলেজ নির্মাণের কথা ভাবনা আনেন। তিনিই '৭৯ সালেই কমার্স কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এরপর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১লা জুলাই '৮৯ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ৬ই জুলাই থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ১০ বছর পরিশ্রম করে তবেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা।

মেধা তালিকায় স্থান :

ঢাকা কমার্স কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা '৯১তে মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান করে নেয়। এরপর '৯২ সালে ১ম ও ১৬তমসহ দুটি, '৯৩ সালে ২য় স্থানসহ পাঁচটি, '৯৪ সালে ১ম স্থানসহ ৪টি, '৯৫ সালে ১ম ও ৩য় স্থানসহ ১০টি, '৯৬ সালে ১ম স্থানসহ ১৩টি, '৯৭ সালে ৪টি স্থান, '৯৮ সালে ৭টি, '৯৯ সালে ৮টি এবং ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করে ঢাকা কমার্স কলেজ। অর্থাৎ ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে এ কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের ফলাফলের পেছনে রয়েছে এ কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি। এ কলেজ কতগুলো লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

১. ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান।

২. সৌহার্দপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩. শিক্ষাদানের পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

৪. রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

ঢাকা কমার্স কলেজের এ লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন এ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলি। আর তাদের সহযোগিতা ও শিক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই এ কলেজের ফলাফল এত ভাল হচ্ছে। এ কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অত্যাধিক আধুনিক ও সময়োপযোগী। এ শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে -

■ সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ দু পরীক্ষার নম্বর থেকে ৫০% এবং পর্ব, পরীক্ষার ৫০% নম্বর নিয়ে রেজাল্ট করা হয়। প্রতি তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়ার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়।

■ এ কলেজে ৯৫% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। উপস্থিতির মাত্রা সন্তোষজনক না হলে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

■ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা হয়। যদি কোন কারণে সিলেবাস শেষ করা না যায় তবে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।

■ কোন ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আবার এ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে পারে না, কারণ তাদের শর্তই হলো অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে পাস করতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির জন্যই শুধু ভাল ফলাফল করে না; এ কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের ভাল ফলাফল করতে সাহায্য করে।

কলেজের নিয়মগুলোকে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে মেনে চলে। কারণ একজন শিক্ষার্থী জানে এগুলো সবই সাফল্যের জন্য।

শিক্ষকমণ্ডলিও কলেজে ছাত্রদের মত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। এ কলেজের নিয়মগুলো শুধু কাগজে-কলমে নয়, হাতে-কলমে প্রয়োগ করা হয়। অনেকে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে টিকে থাকাই সমস্যা। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্য কোন কলেজের অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু পড়ালেখাতেই সাফল্য লাভ করেনি। এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে এ কলেজের পদচারণা। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, সঙ্গীত ক্লাব, নাট্য পরিষদ, আবৃত্তি পরিষদ, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ। এ সকল ব্যবহারিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করছে। তারা পড়ালেখার সাথে সাথে অন্য সব বিষয়ে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠছে। তাদের এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানই তাদের ভাল ফলাফল করার জন্য সহায়তা করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের সমপ্রচেষ্টা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনাই তাদের ভাল ফলাফলের চাবিকাঠি। আর এ কলেজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩ সালের ৯ই জুন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক এবং ১৯৯৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট লাভ করেন।

পড়া লেখা

এগিয়ে চলেছে কমার্স কলেজ

সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশে রাইনখোলা। রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে একটি ভবন। এখনও নির্মাণ কাজ চলছে। ভবনের বাইরে একটি সাইনবোর্ড- ঢাকা কমার্স কলেজ। খুব অল্প সময়ে এ কলেজের আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলে ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই- এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

শুরুর কথা :

১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সরকার সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোন সরকারী সাহায্যে নয়। নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান থেকে। অবশেষে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরও কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে এর ১১ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। সেই সঙ্গে চলছে ২০ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এণ্ড টেকনোলজি ভবনের নির্মাণ কাজ। উদ্দেশ্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।

পড়াশোনার হাল-হকিকত :

এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এখানে। নিয়মিত ক্লাস করা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকগণ পাঠদানে যেমন আন্তরিক, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে। নিয়ম অনুসারে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম ও টিওটোরিয়ালে ওদের অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে, ভাল ফলাফল নিয়ে তাকে পাস করতেই হবে।

এক নজরে ফলাফল :

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এখান থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় সবাই। এমনকি মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। পরের বছরও উত্তীর্ণ হয় সবাই এবং ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে। এভাবে প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান অর্জনসহ ভাল ফলাফল অর্জন করে। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কলেজের ক্রেস্ট ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। তাছাড়া অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও এইচএসসি ফলাফলে শীর্ষে অবস্থান করার জন্য কলেজটি 'নায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক '৯৫' প্রাপ্ত হয়। আবার কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয় গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড :

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরেও এই কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব। বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, নাট্য পরিষদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউটিংসহ নানা ধরনের কার্যক্রম। প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে তিনটি প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব।

প্রতিবছরই ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজন ও শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখানো হয় দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান। পড়াশোনার দিক দিয়ে যেমন এগিয়ে চলেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। তেমনি এগিয়ে চলেছে মেধা বিকাশের ক্ষেত্রেও।

■ শৈলী নিসার

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

দৈনিক ইনকিলাব ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

ঢাকা কমার্স কলেজ : ১ নম্বর একাডেমীক ভবন

ঢাকা কমার্স কলেজ ধূমপান প্রতিরোধে অনন্য দৃষ্টান্ত

[illegible]

❑ এস এম আলী আজম

টিউটোরিয়াল

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে টিউটোরিয়াল। ক্যাম্পাস ঘুরে পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে থাকছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা, তাদের কার্যক্রম এবং লেখা। এ পর্যায়ে আজকের ক্যাম্পাস ঢাকা কমার্স কলেজ

তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা কমার্স কলেজ

এসএম আলী আজম

বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৯'র এক মাহেন্দ্রক্ষণে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙিনায় যাত্রা শুরু করে ধূমপান, রাজনীতি মুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ কলেজের সফলতা দৃষ্টি কেড়েছে শিক্ষা অনুরাগীদের।

১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছর বয়সে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩-এ শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতার ভিত্তি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য অভিভূত সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধিবিধান মেনে নিচ্ছেন। কোনও অন্যায়-অযৌক্তিক আবদার মেনে নেয়া কলেজটির ইতিহাসে নেই।

কলেজের পরিচালনা পরিষদের রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও অরাজনৈতিক সমাজসেবী ব্যক্তিবৃন্দ। পরিচালনা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এএকএম সরওয়ার কামাল। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (১৯৮৮-৮৯) আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটির (১৯৮৯-৯০) সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, নির্বাহী কমিটির (১৯৯০-৯১) সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১)। যুগোপযোগী পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) পরীক্ষায় বোর্ড মেধা তালিকায় এ কলেজের শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থানসহ শতভাগ পাস করে। বোর্ড মেধা তালিকায় এ কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪ জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য়সহ ১০ জন, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৬জন, ১৯৯৮ সালে ৭ জন, ১৯৯৯ সালে ৮ জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য়সহ ১৩ জন, ২০০১ সালে ১মসহ ৬ জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য়সহ ৪ জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ ও ২০০৪ সালে জিপিএ পদ্ধতিতে গড় পাসের হার ৯৯.৫%। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায়ও এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশাল সাফল্য ধরে রেখেছে।

বহুতল বিশিষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমেও এরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, ভ্রমণ, নৌ-বিহার, কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার প্রস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আন্তর্জাতিক রোটারাক্ট ক্লাব, সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নাট্য পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, আইটি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে রেড ক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পরিবেশ ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজের সব শ্রেণীতে প্রতিদিন প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সব শ্রেণীতে প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সাংস্কৃতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার। বার্ষিকী, জার্নাল, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, প্রশ্ন ব্যাংক, দেয়ালিকা, গ্রিটিংকার্ড ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম আকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ত্রাণ বিতরণ করা হয়। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

৬ অক্টোবর ১৯৮৯, মাত্র ১ হাজার ৫৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ১৬ বছরেই তা-বেসরকারিভাবে সম্পদে-গৌরবে পূর্ণ হয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্সের উন্নয়ন কার্য মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার আলোর মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিক্যালের কোলঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলীতে সৌকর্যমণ্ডিত কলেজ চৌহদ্দি যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬০০ বর্গফুট মেঝের ১১ তলাবিশিষ্ট ১নং আকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের প্রস্তাবিত ২০ তলাবিশিষ্ট ২নং আকাডেমিক ভবনের ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলাবিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে ২২ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করেন। ২০০৫ সালের মধ্যে কলেজ অডিটোরিয়াম ও ছাত্রনিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হবে।

সাফল্যের সূতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে, কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষ ও অক্ষপথ পরিক্রমায় কোনও উল্কার আঘাত আসেনি। তবুও কলেজের শরীরে কোনও কৃষ্ণগহ্বর থাকলে নিকট ভবিষ্যতে তা পরিমার্জিতে সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনন্য সৃষ্টি- এই আমাদের প্রত্যাশা।

সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা কমার্স কলেজ

কলেজের প্রথম দিন

ইয়াসমিন আক্তার

মানব জীবন হল এক ধারাবাহিক কর্ম, বোধ, প্রেম, সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়। সবকিছু নিয়ে তা এক প্রবহমান সময় স্রোতের ওপর আপতিত। কিন্তু সময় বয়ে চলে। চলে যাওয়া দিনগুলোর মধ্যে কোনও কোনওটি স্মরণীয় নিয়ে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকে। যে দিনটির কথা মনে পড়লে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে দিনটি হল, আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। শুরু থেকেই দেশের ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, উন্নতমানের পাঠদান, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সুযোগ- এসব মিলিয়ে দেহ-মন ও চরিত্র গঠনের যে বিরল ব্যবস্থা এখানে রয়েছে তার জন্য এখানে প্রবেশের আগ্রহ ছিল প্রবল।

অধীর উৎকণ্ঠার পর অবশেষে এল সেই দিন অর্থাৎ আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪। স্বপ্নের ঢাকা কমার্স কলেজে ঢুকতেই দেখি শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফরম, চলন, এমনকি রূপচর্চার শালীনতাও পরখ করছেন। বিশাল হলরুমে প্রবেশ করা মাত্র প্রবীণরা আমাদের ফুল ও হাসি দিয়ে বরণ করলেন। আমাদের দেয়া হল কলেজ আকাডেমিক ক্যালেন্ডার, আইডি কার্ড ও ফাইল। শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা বেশ মজা করে নিজ নিজ পরিচয় দেন। অনুষ্ঠানে ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ স্যারের মূল্যবান বক্তব্য ও উপদেশ-পরামর্শ শুনে বুঝলাম, এখানে ভর্তি না হলে জীবনে অনেক স্বাদই মিটত না। অধ্যক্ষ 'কলেজের প্রথম দিন' বিষয়ে আমাদের সবাইকে রচনা লিখতে বললেন। ১৫২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানটি অর্জনের গৌরব আমার হয়েছিল।

শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৯১৫০

আমার স্বপ্ন

আরফাত উল্লাহ

'সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা।' স্বপ্নবিহীন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষও স্বপ্ন দেখে। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বপ্নবিলাসী। বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে দুঃসময় অতিক্রান্ত করছে। আবার চলতি সালের শুরুতে কোটা ব্যবস্থা উঠে যাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চরম মন্দাভাব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আমাদের এখন খুব দরকার যোগ্য অর্থনীতিবিদ। একজন অমর্ত্য সেন কিংবা একজন মাহাথির মোহাম্মদ সোনার পরশ দিয়ে পারেন অনেকের ভাগ্য ফেরাতে। আমার স্বপ্ন হল একজন দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ হওয়া এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করা। সেজন্য আমি ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছি। এটি আমার স্বপ্নপূরণের প্রথম পদক্ষেপ। পুঁজিসংস্থান ও অর্থের সুষম বণ্টনের অভাব, পুঁজিবাদীদের নিষ্পেষণ প্রভৃতি কারণে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা বাংলাদেশের মানুষকে গ্রাস করেছে। আমি তাদের খানিকটা মুক্তি দিতে চাই। আমি স্বপ্ন দেখি একটি সুন্দর প্রভাতের, যার মিষ্টি আলোয় ভরে যাবে প্রতিটি দরিদ্রের শীর্ণ কুটির। যাতে এই মনোরমা দেশটিকে কেউ তলাবিহীন ঝুড়ি বলবে না।

শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৯৯২৬

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল : ১ জুলাই ১৯৮৯

উদ্দেশ্য : বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা

আদর্শ : রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা : ১৫ জন

শিক্ষক সংখ্যা : ৮৯ জন (নিয়মিত), ১০ জন (খণ্ডকালীন) = ৯৯ জন

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা : ৭৪ জন

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা : ৫,৭০১ জন

কোর্সসমূহ : উচ্চ মাধ্যমিক : ব্যবসায় শিক্ষা এবং স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর : ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ইংরেজি ও পরিসংখ্যান।

শিক্ষা কার্যক্রম : ১. পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা; ২. উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক); ৩. আসন বিন্যাস : নির্ধারিত; ৪. সেকশন পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে

ফলাফল : উচ্চমাধ্যমিক : ১৯৯১-২০০২ মেধা তালিকায় স্থান ৮২ জন, স্টার ৫৯১ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন; ২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে [illegible] জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১১ জন; ২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ৭১৩ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে গড় পাসের হার ৯৬%। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৩.৫%।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম : শিক্ষা ও শিল্প সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, প্রকাশনা, ক্লাব কার্যক্রম, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সঙ্গে ২০০৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী

নিয়ম-শৃংখলার কঠোর অনুশীলনে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করছে
— কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী

প্রশ্ন : আপনাদের কলেজ বরাবর ভালো ফলাফল করছে। এক্ষেত্রে পড়াশোনায় আপনারা ছাত্রছাত্রীদের কোন দিকটিতে বেশি জোর দিচ্ছেন?

অধ্যক্ষ : স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সব ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে। অর্থাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলনের কারণে ছাত্রছাত্রীদের উত্তম ফল হচ্ছে।

প্রশ্ন : দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আপনাদের কলেজে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

অধ্যক্ষ : এখানে ৫ থেকে ১০% দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিনাবেতনে বা অর্ধ বেতনে পড়ানো হয়। এছাড়া দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ আর্থিক সাহায্য করা হয়। তাছাড়া প্রয়োজনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভরণপোষণ করা হয়।

প্রশ্ন : স্বল্প সময়ে কলেজের এ বিশাল অট্টালিকা অবকাঠামোগত উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব হল?

অধ্যক্ষ : ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল অট্টালিকা স্ব-অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে কোনও অনুদান নেয়া হয় না। সংগৃহীত ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে সব ব্যয়ের অর্থ সংস্থান করা হয়। আমরা স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতা থেকে শিক্ষা- কোনটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

অধ্যক্ষ : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হবে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পারিপার্শ্বিকতা থেকে জ্ঞান নিয়ে বাস্তবভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যকর করতে হয়। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হবে পারিপার্শ্বিক শিক্ষার সম্পূরক।

প্রশ্ন : লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে আপনাদের ছেলেমেয়েরা কতটুকু অংশ নিচ্ছে?

অধ্যক্ষ : এখানে নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রথম পিরিয়ডে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস ও প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সাংস্কৃতিক ক্লাস হয়। শিক্ষার্থীরা বিএনসিসি ও বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশ্ন : শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বা ক্রমাগত শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি উচ্চশিক্ষাকে সংকুচিত করছে- মন্তব্য করুন।

অধ্যক্ষ : এদেশে এখনও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। বিশ্বের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল। এদেশে উচ্চশিক্ষা ক্রমেই ব্যয়বহুল হচ্ছে। কিন্তু এখনও এদেশে উচ্চশিক্ষায় ব্যয় কম। তবে শিক্ষা ব্যয় সীমিত থাকা উচিত।

প্রশ্ন : বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি কী সঠিকভাবে মেধা যাচাই করতে পারছে?

অধ্যক্ষ : বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি মেধা যাচাইয়ে আগের চেয়ে উন্নত পন্থা। তবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর ব্যবধান কমানো দরকার। সব পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন সংযোজন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : বর্তমান পাঠ্যক্রমকে কি সময় উপযোগী মনে করেন?

অধ্যক্ষ : বর্তমান পাঠ্যক্রম আগের চেয়ে অনেকটা উন্নত কিন্তু সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়। পাঠ্যক্রম হবে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। যেন লেখাপড়া শেষে কাউকে বেকার থাকতে না হয়। পাঠ্যক্রম ব্যবহারিক উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রণীত হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাবে। ফলে চাকরির সুযোগ বাড়বে এবং আত্মকর্মসংস্থানের প্রসার ঘটবে।

সাক্ষাৎকার : সিরাজুল ইসলাম আবেদ

যুগান্তর THE DAILY JUGANTOR ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

ঢাকা কমার্স কলেজের একক প্রাধান্য

১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ সর্বমোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। তন্মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় ২ জন। প্রথম স্থান অধিকার করেছে মোঃ আব্দুস সোবহান। তার সর্বমোট নম্বর ৮২২। ১৯৯৫ সালেও এ কলেজ থেমে ১ম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান লাভ করেছিল। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭০ জন প্রথম বিভাগে এবং ১৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। পাসের হার প্রায় ৯০%।

মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের নামঃ প্রথমঃ মোঃ আব্দুস সোবহান, সপ্তমঃ মোঃ সাইফুল আলম, অষ্টমঃ মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, দশমঃ সারওয়াত আমিনা, একাদশঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, চতুর্দশঃ মোঃ শাহ্‌রিয়ার আক্তার, পঞ্চদশঃ ইমরান মজিদ, সপ্তদশঃ মোঃ গোলাম মোর্তজা, অষ্টাদশঃ মোঃ তরিকুল আলম, অষ্টাদশঃ মোঃ মঈনুল হক সিরাজী, উনবিংশঃ শামীমা সিদ্দীকা

মেয়েদের মেধা তালিকাঃ

তৃতীয়ঃ সারাওয়াত আমিনা, পঞ্চমঃ শামীমা সিদ্দিকা, নবমঃ শাহীদা আক্তার, দশমঃ মালকা তারান্নুম।

পূর্বকোণ ৩১.১০.১৯৯৬

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

— এস.এম. আলী আজম

মনোমুগ্ধকর ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি তিনদিন ব্যাপী ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উৎসব উদযাপন [illegible]

[illegible]

সাপ্তাহিক শিক্ষাপত্র ২৩-২৯ এপ্রিল ২০০১

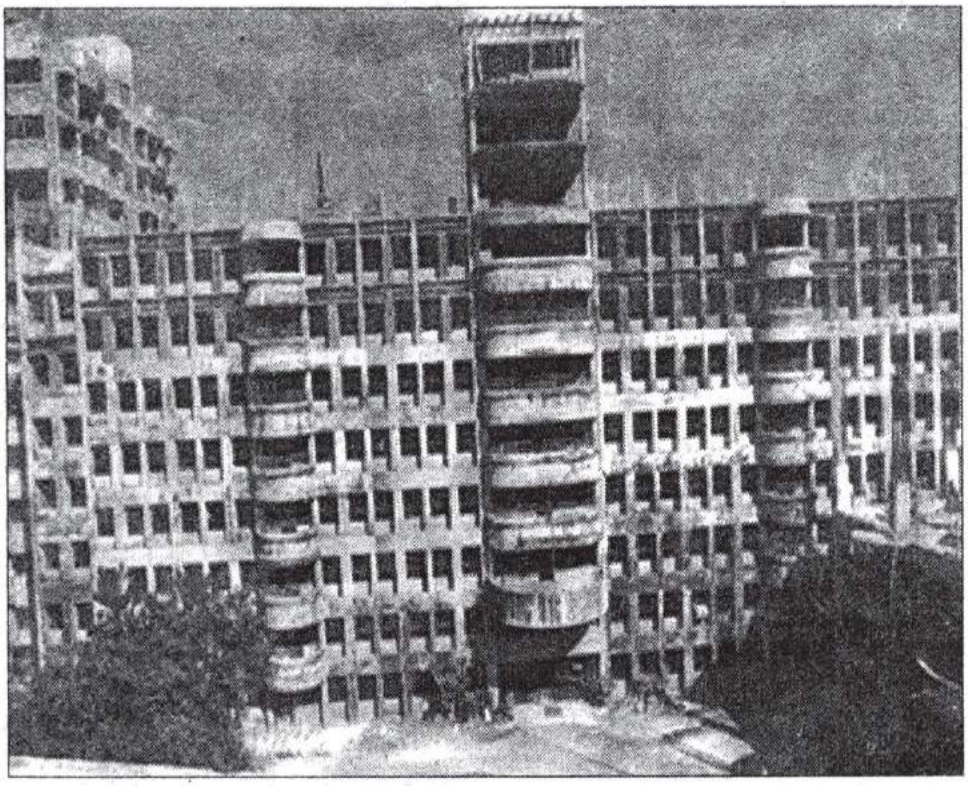

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি অল্প সময়ে বেসরকারী এ প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই অনেকের নজরে এসেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র ১০/১১ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য তাই সুবিদিত। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষসহ কতিপয় বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় ১৯৭৯ সালে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন ১৯৮৯ সালে বাস্তবরূপ লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। কিছুদিন লালমাটিয়ায় ও পরে ধানমন্ডির একটি বাসা ভাড়া করে কলেজের প্রাথমিক কার্যশুরু হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে সরকার ঢাকা কমার্স কলেজের নামে মীরপুরে সাড়ে তিন বিঘা জমির একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম চলতে থাকে। তবে কলেজটি প্রতিষ্ঠার মূলে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব যাদের তারা হলেন ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গভর্নিং বডির।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে (বাণিজ্য) পাঠদান করা হচ্ছে। ১৯৯৪ -৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স ও পরিসংখ্যান বিষয়ে সম্মান কোর্স, বিবিএসহ ইংরেজী অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান কোর্স ও হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এমকম পার্ট-১,২ চালু রয়েছে। এই কার্যক্রমের পরই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলোজী (BUBT)-র কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। কলেজের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষার মত। শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত পড়া আদায় করে নেন- ফাঁকি দেবার কোন সুযোগ নেই। এখানকার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক নিয়মিত উপস্থিতি। নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। উপস্থিতি ৯০% বাধ্যতামূলক এবং চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৪০% নম্বর ছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অসুস্থাবস্থায় Sick bed-এ পরীক্ষা দিতে হয় অন্যথায় ছাড়পত্র নিতে হয়। কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা নির্ধারিত আসনে বসে। ছাত্র/ছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ নির্ধারিত ইউনিফরম ও এপ্রোণ গায়ে দিয়ে ক্লাসে আসে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক ও শিল্পকলা সহ যাবতীয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র রাজনীতি ও ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কলেজে কোন ছাত্র সংসদ নেই তবে ছাত্র/ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়নে ছাত্র/ছাত্রী কল্যাণ পরিষদ রয়েছে। এর কাজ হলো শিক্ষা সম্পূরক সফল কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ-ছাড়াও ছাত্র/ছাত্রীরা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য হয়ে মেধার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে। কলেজের সার্বিক নিয়মের মধ্যে পোশাক, পরিচয়পত্র প্রদান ছাড়াও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ক্লাশে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, আচার আচরণের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রায়োগিত শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যে প্রতিষ্ঠানটি আজ বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে পাসের হার ৯৬% থেকে ১০০%। এ ছাড়াও প্রতিবছর ১ম, ২য়সহ বোর্ডের তালিকায় স্থান পাওয়া সাফল্যের আর এক বিরাট অংশ। ১৯৯৬ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। এ কলেজেরই প্রথম ব্যাচের দুইজন ছাত্র/ছাত্রী ইতিমধ্যেই এ কলেজেরই শিক্ষকরূপে যোগদান করাও অল্প সময়ে কলেজটির আরেক সাফল্য। আস্তে আস্তে কলেজের একাডেমিক ভবন ১ (১১ তলা) ২ (২০ তলা) প্রশাসনিক ভবন, প্রচার কেন্দ্রসহ শিক্ষকদের আবাসিক ভবন (১২ তলা)-এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভবনগুলোতে সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, জেনারেটর-এর ব্যবস্থাসহ ৩টি লিফট জুন থেকে চালু হতে যাচ্ছে। এছাড়াও কলেজের অডিটোরিয়াম, ছাত্রীনিবাস অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্বয়ের বাসভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক বিষয়ে কথা হয় কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর সাথে। যার দীর্ঘদিন সরকারী কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় কমার্স কলেজের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক শামসুল হুদা। বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব কাজী ফারুকী জানালেন- অনেক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে উঠে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে গভর্নিং বডি শিক্ষক/ শিক্ষিকাসহ কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাই আজ সাফল্যের মূলে, যাতে সরকারী কোন সাহায্য ছাড়াই স্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। সরকারের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি প্রশ্নে তিনি বলেন, ছাত্র/ছাত্রীরা রাজনীতি সচেতন হবে এবং স্বীয় অধিকার ও কর্তব্যবোধে সজাগ হবে- তবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত হবে না। পড়াশোনা ও রাজনীতি এক সাথে চলতে পারে না- এই দিক বিবেচনা করে কলেজটিকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখা হয়েছে।

❑ আতাউর রহমান কাবুল

দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ই বৈশাখ, ১৪০৭ ❑ Thursday, 27 April, 2000

এবারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা মহানগর এলাকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুরস্কৃত হয়। গত সোমবার ওসমানী মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

৬ নভেম্বর ১৯৯৬

The Bangladesh Times NOVEMBER 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes at the prize distribution ceremony of National Education week 1996 at the Osmany Memorial auditorium on Monday.

শিক্ষা সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেল

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয় বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ অতিক্রম করেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছে। এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীও ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সনদ লাভ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের কোল ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে শির উঁচু করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ মহাপ্রকল্প। সম্পূর্ণ স্ব অর্থায়নে এ কলেজের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ স্বপরিবারে বসবাস করছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিন মাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভান্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫টি, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য়সহ ১৩টি এবং ২০০১ সালে ১মসহ ৬টি স্থান অর্জনের ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সম্মান এবং মাস্টার্স পরীক্ষায়ও এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর মেধাতালিকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থান অর্জন করছে।

❑ এসএম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দ্বিতীয় বারের মত স্বীকৃতি পাওয়ায় কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক এর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন, মাঝে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ● বর্ষ ২০ ● সংখ্যা ৫ ● মার্চ ২০০২

THE FINANCIAL EXPRESS November 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes on the occasion of the National Education Week '96 in the Osmany Memorial Auditorium on Monday. -- PID photo

Prime Minister Sheikh Hasina giving away awards of the National Education Week '96 at the Osmany Memorial Hall yesterday. The Daily Star - NOVEMBER 5, 1996 PID photo

দৈনিক জনকণ্ঠ The Daily Janakantha

২৫.০৬.১৯৯৫ ঢাকা ঃ রবিবার, ১১ আষাঢ় ১৪০২ বাংলা

ঢাকা কমার্স কলেজ

অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যদি জানতে চাওয়া হয় রাজধানীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে বলা যায় ঢাকা কমার্স কলেজের কথা। সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে এ কলেজটিতে। অনেকটা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অনুসরণের চেষ্টা করছে কমার্স কলেজ। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শিক্ষা ও কর্মের মৌলিক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রণীত আইনের কাছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলে আবদ্ধ। মোট কথা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, হানাহানি ও ফাঁকিবাজির কোন সুযোগ নেই এখানে। সামান্য আইনভঙ্গ করলে তার উপর শাস্তি চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মতো।

আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়ে '৮৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কোন রকম সরকারী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বা একক ব্যক্তির অনুদান ছাড়া বিগত সাত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এ শিক্ষাঙ্গনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের একমাত্র বেসরকারী এ কমার্স কলেজের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। এ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি এন্ড বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'। এসএসসি পাসের পর এখানে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে সে সময়।

'৮৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯ জন। বর্তমানে আইকম, বিকম ও অনার্স পর্যায়ে এক হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। এদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা ৩৩ জন। এখানে ভর্তির জন্য কোন নম্বর বেঁধে দেয়া হয় না। কলেজ কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত চেয়ার টেবিল। রোল নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের সেখানে বসা বাধ্যতামূলক। কোন ছাত্র ক্লাসে না এলে তার আসনটি খালি থাকে। এছাড়া প্রতি শ্রেণীকক্ষে অডিও ভিডিও'র মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। বর্তমান কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি ১৪ তলা বিশিষ্ট। এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বহুতল বিশিষ্ট এ ভবনে থাকবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ষ্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ, শিক্ষকদের পৃথক পৃথক কক্ষ, ক্যাফেটরিয়া, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম

কমার্স কলেজের নির্মাণাধীন ভবন

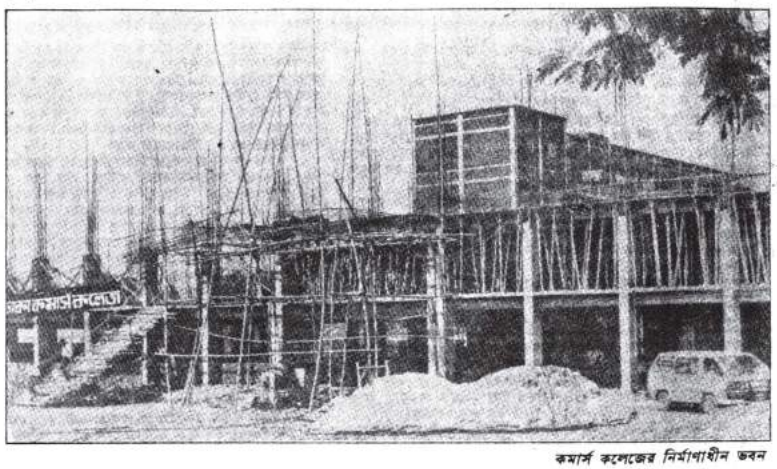

পৃথক কমনরুম, জিমনেসিয়াম, ষ্টুডিও, ব্যাংক, অডিটরিয়াম প্রভৃতি। ইতোমধ্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের চার তলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শুধু বাইরের চাকচিক্য নয়, একাডেমিক ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান শীর্ষে। '৯১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে ৬১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও পনেরোতম স্থান দখলসহ ৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় যথাক্রমে ১৬ জন ও ২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে ৫শ' ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৪শ' ৭৪ জন। এদের মধ্যে ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান দখলসহ প্রথম বিভাগে পাস করে ৩শ' ৬৬ জন।

কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। এ কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ও ব্যাজ লাগিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে হয়। ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষককে পরিধান করতে হয় সাদা এপ্রন। পাঠক্রম বিন্যাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাসে পাঠদান করেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বশেষে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ছাত্রছাত্রীদের বিভক্ত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকে।

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি। এর সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দীন আহমেদ। অধ্যাপক শামসুল হুদা ছিলেন কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজটিকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার পিছনে রয়েছে এই শিক্ষাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি জানান, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা। গতানুগতিক তাত্ত্বিক শিক্ষাদান, পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও প্রয়োগভিত্তিক পাঠদানের লক্ষ্যে কমার্স কলেজের জন্ম। তিনি আরও জানান, একটি আদর্শ কলেজের জন্য আদর্শ পরিবারের বিকল্প নেই। আমরা মনে করি, পুঁথিগত বিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ, প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানদানের জন্যই আমাদের এই পথ চলা।

কলেজ ক্যাম্পাসে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় ভূগোল বিভাগের তরুণ শিক্ষক বাহারউল্লাহ ভুঁইয়ার সঙ্গে। তিনি কলেজ ভবনের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে যান এ প্রতিবেদককে। কলেজের কোথাও কাগজের টুকরা ছিল না। দেয়াল ও মেঝে ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার। সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী থাকলেও শোনা গেল না কোন রকমের শোরগোল। সবাই যার যার দায়িত্বে ব্যস্ত। কলেজ পিছনে ফেলে রাস্তায় পা রেখে বুঝতে পারলাম—একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে বিশৃঙ্খল পরিবেশে এসে পড়েছি।

পড়াশুনা

আছে কী কোন যাদুর চেরাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ

আজ থেকে ৮ বছর আগে ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে তাত্ত্বিক শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরো কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। উদ্যোক্তাদের চাঁদা দিয়ে শুরু এই কলেজ আজ প্রায় পরিপূর্ণ ভবনে। ভাবতে অবাক লাগে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রমাণ করিয়ে দেয় যেকোনো মহতী উদ্যোগ কখনো টাকার অভাবে থেমে থাকেনি।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশেই রাইনখোলায় অবস্থিত কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে কলেজের সাইনবোর্ড। নির্মাণ কাজ চলছে এখনো। কলেজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বুঝা যায় এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এই কলেজে। পাঠদানে শিক্ষকগণ যেমন আন্তরিক তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠগ্রহণে সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়ালেও অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে তাকে পাস করতেই হবে। গত কয় বছরে এখানকার আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ এই কলেজে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান এখন।

ঢাকা-কমার্স কলেজের ফলাফল সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এই কলেজ থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশনেয়, যাদের সবাই উত্তীর্ণ হয়। এমনকি মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। এরপরের বছরও সবাই উত্তীর্ণ হয় এবং মেধাতালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে, এভাবে প্রতিবছরই এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাতালিকায় বিশেষ স্থান অর্জনসহ ভালো ফলাফল করে থাকে। এসব ছাত্র-ছাত্রী মতে, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম-শৃংখলা খুবই চমৎকার। এই কলেজের পড়াশুনার পদ্ধতি এমন যে, ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। স্যারদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতাও থাকে খুব বেশী।

সরকার ১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। এরপর শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোনো সরকারী সহযোগিতা নয় নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তিপ্রদত্ত অনুদান থেকে বর্তমানে কলেজ ভবনের ১১ তলা নির্মাণ কাজ চলছে। সেইসঙ্গে ২০ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ভবনের নির্মাণ কাজও চলছে। যার পেছনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।

উদ্দেশ্য মহৎ হলে ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। সময়ের গতিতে সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই কলেজ 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কলেজের ক্রেষ্ট ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

এছাড়াও কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বিদ্যাশিক্ষার অনন্য পাদপীঠ হিসেবে বেসরকারীভাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষে অবস্থানের কারণে কলেজ 'নায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক '৯৬ প্রাপ্ত হয়। আবার কলেজ থেকেও মেধাতালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরেও এই কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, নাট্য পরিষদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব, বিএনসিসি ও রোভারস্কাউটিংসহ নানান ধরনের কার্যক্রম। প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে ৩টি প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। শিক্ষার্থীদের ৪র্থ বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী ছাড়াও কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে লাইব্রেরীর জন্য ৬ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়। এই লাইব্রেরীতে বর্তমানে দশ হাজারেরও বেশী বই রয়েছে। এই লাইব্রেরীকে ইন্টারনেটের আওতায় নেয়া হবে বলে জানা গেছে। প্রতিবছরই কলেজ থেকে বনভোজন ও শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষামূলক বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। এতে করে সহজে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটে। ☐ জামাল আজিজী

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১১ই পৌষ, ১৪০৪ ☐ Thursday, 25 December, 1997

সাফল্যে প্রফুল্ল সবাই

নিয়াজ মোর্শেদ

ঢাকা কমার্স কলেজ

বাঁধভাঙা উল্লাস ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। কারও মুখে বেদনার ছাপ নেই। একজন পরীক্ষার্থীও অকৃতকার্য হয়নি। বোর্ডে নিজের রোল নম্বর দেখেই তারা ছুটছে শিক্ষকদের কাছে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলছে না কেউ। আর শিক্ষকেরাও এত দিনের শাসন ভুলে

প্রিয় শিক্ষার্থীদের মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে গর্ব বোধ করছেন। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মাদ নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলে আমি খুশি। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।'
অধ্যক্ষ জানান, এবার এইচএসসি পরীক্ষায় তাঁর কলেজ থেকে এক হাজার ৯২৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে এক হাজার ৯২৩ জন পাস করেছে। শুধু একজন অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। শিক্ষার্থী আর শিক্ষকদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সাফল্য এসেছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান, এবার ৫১৮ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অথচ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৯৭ জন এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই তাদের ফলাফল এত ভালো হয়েছে। কাজী ফারুকী জানান, শুধু ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় তাঁর কলেজের সাফল্য দেশের অন্য যেকোনো কলেজের কাছে ঈর্ষণীয়। মধ্যম মানের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে তাঁদের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ভালো ফল করানো হয়েছে।
মিরপুরে শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পরই ভালো ফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। প্রতিবছর পরীক্ষার্থীরা চেষ্টা করে আগের বছরের চেয়ে ভালো ফল করতে। শিক্ষকদের আন্তরিকতার জন্যই শিক্ষার্থীরা উৎসাহ নিয়ে পড়ালেখা করে। এ কারণে অভিভাবকেরাও সন্তানকে এখানে ভর্তি করাতে পেরে নিশ্চিন্তে থাকেন।
কলেজের নোটিশ বোর্ডে ফলাফল টাঙানোর এক ঘন্টা পরও সেখানে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগেই ছিল। বারবার নিজের আর বন্ধুদের ফল দেখে নিচ্ছিল তারা। প্রিয় বন্ধুর ভালো ফলে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল সবাই। প্রিয়জনকে জড়িয়ে আনন্দে মেতে উঠছিল তারা।
জিপিএ-৫ পাওয়া মারজান হিবা, সিহানুক, ফারুক হোসেন, সোনিয়া, শোয়েব, শিমা ও শানিলা এনাম জানালেন, শিক্ষকদের নিয়মিত পরিচর্যা, সঙ্গে কড়া শাসন, ক্লাসে নিয়মিত পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষার পর বিশেষ কোচিং আর অভিভাবকদের যত্ন তাঁদের ভালো ফল পেতে সাহায্য করেছে।
মহিউদ্দীন রাসেল জানান, এসএসসি পরীক্ষায় তিনি জিপিএ-৫ পাননি। কিন্তু এবার পেয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে শিক্ষকদের নিয়মিত তত্ত্বাবধান। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকেরা খেয়াল করেছেন। কে কোন বিষয়ে দুর্বল, তা চিহ্নিত করে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বাড়িতে অভিভাবকেরা সচেতন ছিলেন বলে তিনি ভালো ফল লাভ করেছেন।
এস এম হাবিব রাজু, জিয়াউল হাসান, তৌহিদুল ইসলাম, নামুস সাকিম, কাজী তানজিলা তাহের, মহিউদ্দীন রাসেল, পপি ও সামিয়া সবাই জানালেন, স্যারদের কড়া শাসনের জন্যই তাঁরা ভালো ফল করেছেন। ক্লাস চলাকালে তাঁদের শাসন মাঝেমধ্যে অসহ্য লেগেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, স্যাররা কঠিন না হলে এত ভালো ফল হতো না। স্যারদের কারণেই এখন তাঁরা স্বপ্ন দেখতে পারছেন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিভাগে ভর্তি হওয়ার। সবার স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কিংবা ব্যবসায় অনুষদে ভর্তি হওয়া।

কৃতী শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো তুলেছেন জিয়া ইসলাম, সাইফুল ইসলাম কল্লোল, মনিরুল আলম, জাহিদুল করিম সেলিম ও হাসান রাজা

প্রথম আলো ১৪.৭.২০০৮

এইচএসসি : সেরা যারা শীর্ষে যারা

মিরপুর কমার্স কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রীদের উল্লাস —আমার দেশ

ভালো করছে ঢাকা কমার্স কলেজ

মাহাবুবুর রহমান

সাফল্যের উজ্জ্বল ধারায় এগিয়ে চলছে ঢাকা কমার্স কলেজ। পাঠদানের জাদুতে ধারাবাহিক সফলতায় ব্যবসায় শিক্ষা বিশেষায়িত এ কলেজটি। এসএসসিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফল নিয়েও জিপিএ-৫ পাচ্ছে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। এবারের এইচএসসির ফলে শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে তারা। জিপিএ-৫ কিছুটা কমলেও আনন্দ ও উৎসাহের কমতি নেই কলেজ পরিবারের সদস্যদের। ছাত্র-শিক্ষক সবাই আশা করছেন, সফলতার সিঁড়ি বেয়ে কলেজটি এক সময় দেশসেরার তালিকায় প্রথম হবে।

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম

এবারের এইচএসসির ফলে জিপিএ-৫প্রাপ্তির দিক দিয়ে ঢাকা বোর্ডে এ কলেজটির অবস্থান পঞ্চম। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৯ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৯৪ ভাগ। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৮১৫ জন। পাস করেছে ১ হাজার ৮১৪ জন। ভালো ফল সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, এ কলেজের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ শিক্ষাসহায়ক। কঠোরভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এজন্যই আমরা ভালো করছি। তবে আগামীতে আরও ভালো ফলের চেষ্টা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।
গতবারের চেয়ে এক ধাপ নিচে নামার কারণে কিছুটা চিন্তিতও কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকরা। গতবার এ কলেজটির অবস্থান ছিল ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে ছিল সপ্তম স্থানে। ২০০৬-এ কলেজের অবস্থান ছিল দশম।
সফলতা সম্পর্কে কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, নটর ডেম ও ভিকারুননিসা নূনসহ অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় কলেজের মতো অধিকতর মেধাবী শিক্ষার্থী এই কলেজে কম ভর্তি হয়। জিপিএ-৪ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীও এ কলেজে পড়ে। তাদেরকে যথাযথ পাঠদানের মাধ্যমে ভালো ফলের জন্য তৈরি করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের অধিক নজরদারি আর ● পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

● শেষ পৃষ্ঠার পর
নিয়মিত পাঠদান ও সব বিষয়ে সহযোগিতা, টেস্টের পর বিশেষ কোচিং, কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি কারণে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
১৯৮৯ সালে কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু করেন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করতে ও মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের নার্সিংয়ের মাধ্যমে ভালো অবস্থায় নিয়ে আসতেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তার সে চিন্তা বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজের শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে আসছে। ১৯৯১ সালে এই কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রথমবারেই দেশের সেরা কলেজগুলোর একটি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এরপর প্রতি বছরই শীর্ষ ১০টি কলেজের মধ্যে নিজেদের স্থান ধরে রাখছে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। মাত্র ৬১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজ চালু করলেও বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজে পাঁচ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। আর তাদের পাঠদানের জন্য আছেন শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা। অধ্যক্ষ জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি আউটডোর গেমস ছাড়া সহশিক্ষা কার্যক্রমের সকল শাখায় রয়েছে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিচরণ। পড়াশোনার মতোই এদিক থেকেও বহুবার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তারা। শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বেশ কয়েকবার অর্জন করেছে ছাত্রছাত্রীরা।

আমার দেশ
ঢাকা, শনিবার ● ১ আগস্ট ২০০৯

ত্রাণ তৎপরতা

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলেজ ভবনে ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বন্যার্তদের মধ্যে প্রত্যহ দুই সহস্রাধিক রুটি, গুড়, চিড়া, স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানি, পুরান কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
5 September, 1998

কমার্স কলেজ ১শ'তে ১শ'

মোস্তফা কাজল : ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই হৈচৈ শব্দ ছড়িয়ে পড়ে মিরপুর কমার্স কলেজের ক্যাম্পাস। আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই। মিষ্টির প্যাকেট ও ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় অধ্যক্ষের কক্ষ। গোটা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে খুশির আমেজ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শিক্ষার্থীরা। গতকাল এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পর মিরপুর কমার্স কলেজে ছিল এ আনন্দের চিত্র। অভিভাবকরা মিষ্টি হাতে অধ্যক্ষ কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুককে নিজহাতে মিষ্টিমুখ করান। মিষ্টি খেয়ে অধ্যক্ষ বলেন, এই আনন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষকদের কথামতো শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেছে। টিউটোরিয়াল ও সেমিস্টার পদ্ধতিতে লেখাপড়া করায় ছাত্রছাত্রীরা সবসময় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিল। এ জন্যই গত ৫ বছরে কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা ফলাফলে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২০০২ সালে ৭শ' ২৮ জনের মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন ৫শ' ৯৩ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ১শ' ১২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৯৬ দশমিক ২০ ভাগ। ২০০৩ সালে ৮শ' ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ওই বছর জিপিএ-৫ পায় ২শ' ২২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৯৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। ২০০৪ সালে ৮শ' ৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২শ' ৫৩ জন জিপিএ-৫ পায়। সেবার পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ। চলতি বছরে ৯শ' ৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ জন জিপিএ-৫, ৩শ' ৮৭ জন জিপিএ ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫, ৩শ' ৫৮ জন জিপিএ-৪ থেকে ৪ দশমিক ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ১শ'তে ১শ'। জিপিএ-৫ পাওয়া তানজিনা মোসাদ্দেক বলেন, আমাদের কলেজ সম্পূর্ণরূপে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। শিক্ষকরা নিবেদিতপ্রাণ। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত আরেক ছাত্র আরশাদুজ্জামান বলেন, কলেজেই পাঠদান, কলেজেই অধ্যয়ন। টিউটোরিয়াল ক্লাস ও ক্লাস টেস্ট নিয়মিত হতো বলে লেখাপড়ার মান সব সময় উন্নত। আমরা কলেজের কাছে কৃতজ্ঞ। আরশাদুজ্জামান বড় হয়ে এমবিএ পড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ভাল ফলাফলের জন্য নিয়মিত ৪/৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করতে হয়েছে বলে তিনি জানান। কলেজের শিক্ষক মিঞা লুৎফর রহমান বলেন, আমাদের কলেজে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও কঠোর অধ্যবসায়। এসবের সমন্বয়ে যাতে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলা যায়- এটাই আমাদের লক্ষ্য।

মানবজমিন ২৭.৭.২০০৫

মাস্টার্স ফাইনাল

এবারও ঢাকা কমার্স কলেজের ঈর্ষণীয় ফলাফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ঘোষিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় এবারও ঈর্ষণীয় ফলাফল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা। শতভাগ পাস। কোনো ফেল নেই। একজনও থার্ড ক্লাস নেই। সব বিভাগের ফলই সন্তোষজনক তথা ঈর্ষণীয়। অ্যাকাউন্টিংয়ে ৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৭ জন প্রথম এবং ৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে। ফিন্যান্সের ৫৩ পরীক্ষার্থীর ৪২ জন প্রথম শ্রেণী এবং বাকি ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেছে। ম্যানেজমেন্টে ২৬ পরীক্ষার্থীর ২৪ জনই পেয়েছে প্রথম শ্রেণী। মার্কেটিংয়ের ২৬ জন পরীক্ষার্থীর ১৪ জন প্রথম শ্রেণী এবং ১২ জন দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করে। ইংলিশ-এ ১১ জনের ১১ জনই দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে। ইকোনমিক্সে ৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রায় প্রতি বছর ঢাকা কমার্স কলেজের চিত্র এ রকমই। বিগত অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারসহ বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কলেজটির অন্যান্য শ্রেণীর ফলাফলেও ঈর্ষণীয় সাফল্যের চিত্র। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছর বয়সে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০০৫ অবধি এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অর্থনীতি, ইংরেজি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে।
এ সাফল্যে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম বলেন, এই সাফল্যের মূল ভিত্তি আমাদের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে এখানে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। তিনি আরও বলেন, নিচের শ্রেণীগুলোতে এখানে ভালো ফলাফল অর্জনের নামে মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে বা হোমওয়ার্ক দিয়ে গৃহশিক্ষক নির্ভরিতা বাড়ানো হয় না; বরং শ্রেণীকক্ষেই সব শিক্ষা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা হয়। ❑ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রতিদিন
ঢাকা ॥ শুক্রবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ ॥ ১৬ পৌষ ১৪১৮

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মাঝে কলেজের প্রিন্সিপাল

ঢাকা কমার্স কলেজ ঃ
অব্যাহত সাফল্যের সূতিকাগার

এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও উল্লেখযোগ্য ফলাফল লাভ করেছে। বাণিজ্য শিক্ষার এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির ৮৯৭ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৯৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে ৫৩ জন পেয়েছে জিপিএ-৫। মোট ৮০০ জনেরও বেশী শিক্ষার্থী অর্জন করেছে জিপিএ-৪ থেকে ৪.৫০ পর্যন্ত নম্বর। রেকর্ডে দেখা যায়, এসএসসিতে জিপিএ-৫ নম্বর পেয়ে মাত্র ১ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল এ কলেজে। অথচ এইচএসসিতে শতকরা ৮৫ দশমিক ৪০ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবার উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ হতে ৫ নম্বর পেয়ে। এবার মোট পাসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯ দশমিক ৭৮ শতাংশে।

চলতি ২০০৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখার জিপিএ-৫ পাওয়া ৫৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জনই ছাত্রী ও ১৮ জন ছাত্র।

২০০৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ২৯ শতাংশ এবং ২০০২ সালে ৯৬ দশমিক ৮৪ শতাংশে। ১৯৯১ ও '৯২ সালে এ কলেজ থেকে শতকরা ১০০ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেছেন, আমাদের কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা একযোগে ছাত্রকল্যাণের বিষয়টি দেখাশুনা করে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান করা হয়, কঠোরভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। দেশের রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে ক্লাস বন্ধ হলেও কর্তৃপক্ষ সেটা অন্য কোনভাবে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এই কলেজের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কঠোর। সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা নিয়ে তার ফলাফল যোগ করে সারা বৎসর ছাত্রছাত্রীদের সচেতন রাখার চেষ্টা করা হয়। কেউ খারাপ করে থাকলে তাকে নীচের সেকশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটাই এক ধরনের শাস্তির বিধান। গত বছর এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৬টি সেকশন বা শাখা ছিল। এবার সেখানে সেকশনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। তারমধ্যে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষার জন্যও শাখা রয়েছে। সেকশন প্রতি ছাত্রছাত্রী আগে ছিল ৫৬ জন. এবার হয়েছে ৬০ জন।

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ২২ আশ্বিন, ১৪১১ □ Thursday, 7 October, 2004 দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা কমার্স কলেজ ॥ মিরপুরের অহঙ্কার

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

আলী আজম ॥ মিরপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বোর্ডের (বাণিজ্য) ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ তেরটি স্থান দখল করেছে।

২৬ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এ কলেজের ৬৬৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮০ জন ১ম বিভাগ ও ১৪৫ জন ২য় বিভাগসহ মোট ৬০০ জন কৃতকার্য হয়। স্টার নম্বর লাভ করে ৫৬ ছাত্রছাত্রী। কলেজের পাসের হার ৯৪.৪%, যেখানে বোর্ডের পাসের হার মাত্র ৫৫.৪%। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকীসহ অধ্যাপকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে।

এ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫টি স্থান, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১৩টি স্থান লাভ করে। ডিগ্রী, সম্মান ও মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কমার্স কলেজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাল ফলের কারণে এ কলেজ মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য সম্পর্কে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, পরিচালনা পরিষদের বিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালনা, শিক্ষকদের অক্লান্ত শ্রম, শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার সুষ্ঠু অনুশীলন ও নিয়মিত উপস্থিতি, কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ও লেখাপড়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশের কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা ভাল ফল অর্জন করছে। তিনি এ কলেজের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এবারের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল আলম। তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৮। তার পিতা তোফাজ্জেল হোসেন লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও মা মরজাহান বেগম গৃহিণী। লক্ষ্মীপুরের সাইফুল কলেজ হোস্টেলে থেকে নিয়মিত ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্বয়ং সাইফুলের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। সাইফুল তার ভাল ফলের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহপাঠীদের সহযোগিতা এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে। সাইফুল প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। তার মতে ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিমুক্ত হয়ে অস্ত্র ফেলে সাধারণ ছাত্র কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা দরকার। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ করতে চায়। ভবিষ্যতে সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হওয়ার আশা ব্যক্ত করে।

বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ ইমতিয়াজ খান পার্থ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬। সে ভবিষ্যতে একজন এমবিএ হতে আগ্রহী। মুন্সীগঞ্জের ইমতিয়াজের পিতা রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার ম্যানেজার ও মা জিন্নাতুল নাহার গৃহিণী। ইমতিয়াজ তার ভাল ফলের জন্য কলেজের শিক্ষক ও পিতামাতার অবদানের পাশাপাশি কলেজের শৃঙ্খলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কারণ এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ভাল ফলের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার মতে, বাজারের প্রচলিত গাইড বই না পড়ে টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত কয়েকটি বই পড়ে নিজে নোট করে তা শিক্ষকদের দ্বারা সংশোধন করিয়ে পড়া উচিত।

বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোঃ রেজাওয়ানুল হক জামী। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র জামীর প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫। তার পিতা জেবাউল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও মা দিলরুবা হক গৃহিণী। জামীর ভাল ফল পাওয়ার পিছনে শিক্ষকবৃন্দ, পিতামাতা ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তার মতে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো প্রযুক্তি নির্ভর হওয়া দরকার। তার স্বপ্ন নিজস্ব একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। সায়েন্স ফিকশনের বই জামীর পছন্দ। তার প্রিয় লেখক আইজ্যাক আসিমভ ও জাফর ইকবাল।

মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ মনজুর মোর্শেদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৫। পিতা তোফায়েল আহমেদ চাকুরীজীবী। সে এমবিবিএস হতে ইচ্ছুক। তার মতে, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক।

বাণিজ্য বিভাগে ৮ম স্থান অধিকার করেছে মোঃ খালেদ মনসুর। প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩। রংপুরের ছেলে খালেদের পিতা আইসিডিডিআর বি'র চাইল্ড হেলথ প্রজেক্ট ম্যানেজার। তার মতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এসব গ্রুপ থাকা ঠিক না। একই সঙ্গে যে কোন গ্রুপের সাবজেক্ট নেয়ার ব্যবস্থা থাকা

সাইফুল আলম — প্রথম স্থান; ইমতিয়াজ খান — দ্বিতীয় স্থান; রেজওয়ানুল হক জামী — তৃতীয় স্থান
মনজুর মোর্শেদ — ৬ষ্ঠ স্থান; খালেদ মনসুর — ৮ম স্থান; নাহিদ আফরোজ — ১১তম (মেয়েদের মধ্যে তৃতীয়); ইশরাত সুলতানা — ১২তম (মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ); মোজাহেদ হোসেন — ১৩তম
তারিকুল ইসলাম — ১৪তম; সাজ্জাদ মোস্তফা — ১৫তম; মোশাররফ হোসেন — ১৬তম (যুগ্ম); মাহফুজুর রহমান — ১৬তম (যুগ্ম); মুশফিকুর রশীদ — ২০তম

সাপ্তাহিক মিরপুর বার্তা ৪ সেপ্টেম্বর ২০০০

সাফল্যের মূলে অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা

মিয়া লুৎফার রহমান

কমার্স কলেজের ভালো ফলাফলের পেছনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা সৃষ্টির প্রয়াস সর্বদা চালানো হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তারা সার্বিক সহযোগিতা কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর কাজ থেকে পেয়ে থাকে। কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা যে শতভাগ পাস করেছে এর পেছনে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-অধ্যবসায়, নিয়ম-আনুবর্তিতা, সঠিক দিকনির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করি। মেধার নিবিড় চাষ এ কলেজে হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের যে বিষয়ে দুর্বলতা থাকে সে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বয়ে একটি নিয়মিত বোঝাপড়া হয়ে থাকে। খোলামেলা আলোচনা এবং পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে এবং মেধার ক্রমানুযায়ী সেকশন তৈরি ও ভাগ আছে। এ থেকে জেড সেকশন পর্যন্ত মেধার ক্রমানুসারে সাজানো হয়। যারা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সবচেয়ে ভালো করে অর্থাৎ মেধার স্বাক্ষর রাখে তারা 'এ' সেকশনে তারপর মেধার ক্রমানুসারে 'বি', 'সি' ও 'ডি' থেকে জেড পর্যন্ত ভাগ আছে। তবে ফলাফলের ওপরে শিক্ষার্থীদের সেকশন পরিবর্তন হয়। যারা ভালো ফলাফল করে তারা ওপরের সেকশনে উঠে আসে। যারা এই নিয়মিত পরীক্ষায় খুব ভালো করে না তারা নিচের সেকশনে চলে যায়। জিপিএ-৫ এসএসসিতে ভর্তি হয়েছিল ৩ জন আর এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে এবার ৭১ জন। ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী এবার এইচএসসিতে অংশগ্রহণ করেছে। তারা সবাই পাস করেছে। পাসের হারে কমার্স কলেজ শতভাগ উত্তীর্ণ। সেরা দশ কলেজের মধ্যেও কমার্স কলেজ অন্যতম। এটা নিঃসন্দেহে এই কলেজের জন্য গৌরবের বিষয়। আমরা যে সব ভালো শিক্ষার্থীকেই এখানে ভর্তি করি তা নয়। ৫০ ভাগ ভালো ফলাফল নিয়ে ভর্তি হয়, বাকি ৫০ ভাগ সাধারণ মেধার। তাদের ফলাফলও সে রকম। কিন্তু তাদের আমরা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি, গাইড, পর্যবেক্ষণ, সাজেশন মাধ্যমে ভালো ফলাফল লাভের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করি। যাতে তারা ভালো ফলাফলে উৎসাহিত হয়। এজন্য অবশ্য তাদের নিয়মিত অধ্যবসায় ও একাগ্রতাও কম নয়। গত বছর ৫৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার এইচএসসিতে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের কেউ জিপিএ-৫ পায়নি। কিন্তু তারপরও এবার এইচএসসিতে ৭১ জনের জিপিএ-৫ পাওয়া কম সাফল্য নয়। গত বছরে আমাদের পাসের হার ছিল ৯৯.৭৮ ভাগ। কারণ দুটি ছেলে অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা ড্রপ দিয়েছিল। এবার সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তাই শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে। সমাজের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। আমরা সে দায়বদ্ধতা থেকে যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করলাম তাদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান সময়ের এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগেও আমরা যদি কিছু মানুষের মতো মানুষ গড়ে তুলতে পারি সেটাই আমাদের সবচেয়ে সার্থকতা। এরাই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারবে সেই প্রচেষ্টায় আমরা সর্বদা নিবেদিত।

কমার্স কলেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা। ক্লাস শুরুর নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার জন্য ক্লাসে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিতির বিষয়ে সব শিক্ষার্থী সচেতন থাকে।

উপাধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

সমকাল | বুধবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫

ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। গতকাল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ঢাকা কমার্স কলেজ ৯ উইকেটে মিরপুর কলেজকে হারিয়ে এই সফলতা অর্জন করে। প্রথমে ব্যাট করে মিরপুর কলেজ ১২৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ঢাকা কমার্স কলেজ ১ উইকেট হারিয়ে পৌঁছায় লক্ষ্যে (১২৫)। সিয়াম দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৬ এবং সালমান ৪ উইকেট সংগ্রহ করে। ম্যাচ সেরা হয়েছেন বিজয়ী দলের সালমান। উল্লেখ্য, এবার আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ঢাকার মোট ৪৮টি

যায়যায়দিন ২.১২.২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজের পুনর্মিলনী

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ২০০৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'প্রত্যয়' এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলেজ হল রুমে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনী ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিয়া লুৎফার রহমান ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। পুনর্মিলনীর সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক ছিলেন এস এম আলী আজম এবং আব্দুল্লাহিল হোসেন জয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'প্রত্যয়' সভাপতি মুনতাসীর রহমান পিয়াল।

যুগান্তর ২২.৩.২০০৬

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা সাফল্য

দিদার চৌধুরী/আহমেদ ইরফান ❑

ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত করা ঢাকা কর্মাস কলেজের উদ্দেশ্য। ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান নেই। খুব দরকার ছিল এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের।

ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। জন্ম দিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের।

তারিখটি ১ জুলাই '৮৯ সাল। লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে কলেজটি প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে কলেজের ফাণ্ড ছিল মাত্র ১৩ শত টাকা। তারপর ধানমন্ডির ভাড়া করা বাড়িতে কিছু দিন শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। বর্তমানে কলেজটি মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে স্থায়ী আসন গেড়েছে। কলেজটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর থেকেই সাফল্য পেতে থাকে। মাত্র ৯৮জন ছাত্রছাত্রী দিয়ে শুরু করা ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৬৫০ জন। শিক্ষক ও বেড়েছে অনুপাতিক হারে। ৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক আছেন ৫৬ জন।

ঢাকা কমার্স কলেজে শুরুতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) কোর্স চালু ছিল। বাণিজ্য শিক্ষার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে '৯৫ সাল থেকে চালু করা হয়েছে অনার্স কোর্স। এতো কম সময়ে অনার্স কলেজ হিসেবে মর্যাদা লাভ করার গৌরব বাংলাদেশে অন্য আর কোন কলেজের নেই। প্রথম বছরে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে অনার্স কোর্স কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও মার্কিটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। এখানে ইতিমধ্যে মাষ্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী নরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটিতে বিবিএ ও এমবিএ কোর্স চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন, কলেজের পুরো অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে প্রতিষ্ঠানটিকে Bangladesh university of Business and Technology (B.U.B.T)- তে রূপান্তর করা হবে।

কাজী ফারুকী বলেন, (B.U.B.T)-তে কেবল Business Education-এর বিষয়গুলোই পড়ানো হবে না, বাণিজ্য শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং দেশ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ও পাঠদান করা হবে। অবশ্য প্রাথমিকভাবে ব্যবসা ও কম্পিউটার বিষয়ক কোর্সকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা কর্মাস কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ৬টি টার্মে বিভক্ত। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটরিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। সবাইকে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। কোন ফাপ নেই। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন ছাত্রছাত্রী পুনরায় এ কলেজে পরীক্ষা দিতে পারে না। কারণ এ কলেজের মূলনীতি হলো ভর্তি হলেই পাস করতে হবে।

ফলাফল

ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই ভালো ফলাফল করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি

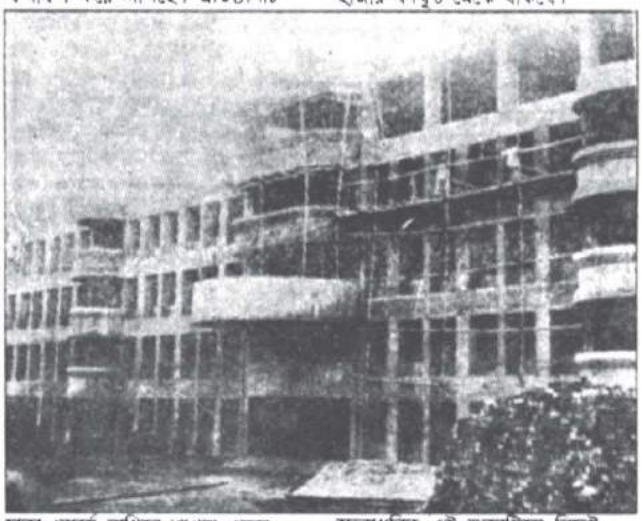

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় একক কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। '৯১ সালে ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী মাসুদা খানম নিপার ফলাফল দিয়ে শুরু হয় যাত্রা। এ বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নেয়। গত সাত বছরে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৩৬ জন মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নেয়। বিগত বছরগুলোর ফলাফল বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজের গড় পাসের হার ৯৫%। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বি কম, (পাস) পরীক্ষায় কয়েকটি কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে। বি কম (পাস) পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার গড়ে ১০০%।

একটি মহাপরিকল্পনা

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে এক মহাপরিচালনা। প্রথমে পরিকল্পনার কথা শুনে হয়তো অবিশ্বাস্যও মনে হতে পারে। তবে যে কলেজ মাত্র ১৩০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তাদের দ্বারা সব সম্ভব, এ কথা অন্তত বলা যায়। কলেজের প্রশাসনিক ভবনটি হবে ৮তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় থাকবে ৪ হাজার বর্গফুট মেঝে। ইতিমধ্যে কলেজের নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। একাডেমিক ভবন থাকবে ২টি। ১নং একাডেমিক ভবন ১১তলাবিশিষ্ট হবে। ইতিমধ্যে ভবনটির ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২ নং একাডেমিক ভবনটি হবে ২০তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট মেঝে থাকবে। অত্যাধুনিক এই ভবনটিতে লিফট, তিনটি সিঁড়িসহ সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে।

কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হবে ১২ তলাবিশিষ্ট আধুনিক ভবন। এই ভবনে মোট ৬৬টি পরিবার থাকার সুযোগ পাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের শিক্ষা ও ভৌত কাঠামো, পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলতে খরচ হবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭টি লিফট, অডিও ভিডিও ও প্রচার সিস্টেম, লাইব্রেরিসহ যাবতীয় সব ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার সম্পূরক কার্যক্রম

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বির্তক, আবৃত্তি, নাটক, শিল্পকলা, শিক্ষাসফর প্রভৃতি শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম পালন করা হয় নিয়মিতভাবে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গড়া হয়েছে মিউজিক ডামা, বির্তক, সাধারণ জ্ঞান, রাইংটিং ইত্যাদি ক্লাব। সাহিত্যচর্চার জন্য নিয়মিত বার্ষিকী ও দেয়ালিকাও প্রকাশ করা হয়।

শুধু শিক্ষাই নয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা করে থাকে এই কলেজের ছাত্রছাত্রী। এছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলায় এ কলেজের ছাত্রছাত্রী বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে।

মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলাম কেন এই কলেজের ছাত্রছাত্রী ভালো ফলাফল করছে। তারা বললেন– এই কলেজের প্রত্যেক শিক্ষক আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাছাড়া এই কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সব সময় আমাদের প্রতিযোগীর মনোভাব গড়ে তুলেছে যার ফলে আমরা ভালো ফলাফল করেছি।

ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা বিভাগ) মোঃ সাইদুর রহমান বলেন ছাত্ররা হচ্ছে কাঁচা মাটির মতো। তাদের যেভাবে গড়া হবে তারা সে ভাবেই গড়বে। তাই আমরা সর্বক্ষণ তাদের ভালো ফলাফল, ভালো ছাত্র ও যুগপোযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী বললেন, ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি ও বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখেই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন বাংলাদেশে কমার্স কলেজের মতো বিজ্ঞান কলেজ এবং বিষয়ভিত্তিক কলেজ গড়ে তোলা উচিত। তিনি বলেন, এই কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত করি এবং একাধিকবার পরীক্ষা নেই। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়। তিনি ১৯৯৮ সালের মধ্যে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ঢাকা কমার্স কলেজ ভালো ছাত্র তৈরির পাশাপাশি ভালো শিক্ষক তৈরির দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছে। প্রতি বছর এখান থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্ম শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কলেজের সকল শিক্ষক অংশ নেয়। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্বটি পালন করেন। পেশাগত প্রশিক্ষণের এই ব্যবস্থাটি বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম।

ভোরের কাগজ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৩ কার্তিক ১৪০৩
৭ নভেম্বর ১৯৯৬

কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য

মাহবুব বিদ্যুৎ

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের ঐতিহ্য প্রায় এক যুগের। যুগোপযোগী ও বস্তুনিষ্ঠ বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্তনে ১৯৮৯ সালে লালমাটিয়ায় কেবল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী দিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলায় নিজস্ব বহুতল ভবনে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, পরিসংখ্যান, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স চালু আছে। এছাড়া মাস্টার্স আছে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে। বাণিজ্য শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৯৭ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিবিএ কোর্স চালু করে। খুব শিগগিরই এমবিএসহ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস টেকনোলজি নামে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পেতে যাচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। আধুনিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যজনক ফলাফল করার কারণে ইতিমধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পাশাপাশি যুগোপযোগী ও সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সন্তোষজনক ফলাফলের কারণে ১৯৯৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স অনার্স চালুর অনুমতি দেয়। সম্প্রতি প্রকাশ পায় ফিন্যান্স অনার্সের প্রথম ব্যাচের ফলাফল। মোট ৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণীসহ ৩৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুধু ঢাকা কমার্স কলেজেই ফিন্যান্সে অনার্স আছে। এই ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীর সাফল্যজনক ফলাফলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহলে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের কলেজে ফিন্যান্স অনার্স কোর্স চালু করি। ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম ব্যাচের ফলাফলে আমি অভিভূত। আমি মনে করি, ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর শিক্ষক-অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলে পাঁচটি প্রথম শ্রেণী ও বাকি ৩৪টি দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জনে সক্ষম হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূর হোসেন বলেন, 'প্রথম ব্যাচ হিসেবে এই ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা যে রেজাল্ট করেছে তা পরবর্তী ব্যাচগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

কমার্স কলেজের সফল শিক্ষার্থীরা

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী মিনহাজ সহিদ বলেন, এরকম একটি ফলাফল করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, তবে আমি আমার ফলাফলের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব আর শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা আমাকে এই ফলাফলের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া কমার্স কলেজের রুটিনওয়ার্ক ও মনিটরিং ব্যবস্থা যেকোনো পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে, আমার সব সহপাঠিও ভালো করেছে। প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমি মনে করি, আমরা সৌভাগ্যবান। আমি ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউনটেন্ট হতে আগ্রহী।

প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় মারুফ হাসান বেগ বলেন, আমি আমার ফলাফলে সন্তুষ্ট। মা-বাবার অনুপ্রেরণা ছিল সব সময়ের জন্য। প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি মনে করি, আমাদের ডামি হিসেবে ধরে পরবর্তী ব্যাচগুলোর প্রতি যত্নবান হলে ফিন্যান্স বিভাগের রেজাল্ট আরো অনেক ভালো হবে। এছাড়া বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে চাকরির বাজারে টিকে থাকার জন্য ইংরেজি শিক্ষার ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমি ম্যানেজারিয়াল জব পছন্দ করি। তাই আমি এমবিএ করতে আগ্রহী।

ঢাকা কমার্স কলেজের জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস -ভোরের কাগজ

সবিশেষ ঢাকা কমার্স কলেজ

এইচএসসি ২০০৫ সাফল্যগাথা

বিভাষ বাড়ৈ : প্রতিবারেই ফল প্রকাশের দিন পরীক্ষার্থীদের মাঝে থাকে ফুরফুরে মেজাজ। কারো মনে থাকে না কোনো টেনশন, অবস্থা দেখে মনে হবে, ফলাফল ভালো হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু ফল প্রকাশের পর প্রতিবছরেই আনন্দের হাট বসে সেখানে। দেশে বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত শিক্ষা-দানকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজে এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের দিনের চিত্রটি থাকে ঠিক এ রকম। এবারেও এই চিত্রের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঢাকাসহ দেশের সেরা কলেজগুলো যেখানে সেরা মেধাবীদের নিয়ে সেরা সাফল্য নিয়ে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

● শেষের পাতার পর আসছে। সেখানে স্বল্প মেধাবীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ সেরাদের তালিকায় চলে আসছে বারবার।

এসএসসিতে মাত্র ৩ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে নিয়ে ২০০৩ সালে একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৭১ জন শিক্ষার্থীর জিপিএ ৫ প্রাপ্তির মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ চলে আসে সেরা দশের তালিকায়। জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে কমার্স কলেজের অবস্থান এবার দশম। আর পাসের হারের ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ এবার সেরাদের সেরা বিদ্যাপীঠ। পাসের হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান এবার ১ নম্বরে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কমার্স কলেজ থেকে ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার শতকরা ১০০ ভাগ। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রী ও ৪৬ জন ছাত্র। জিপিএ ৪ দশমিক ৯ পেয়েছে ৫৮ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া ইংরেজি মাধ্যমে ১৬ জন শিক্ষার্থীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ ৫ পেয়েছে ২ জন।

গত বছর ৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৮৯৫ জন। জিপিএ ৫ পায় ৫৩ জন। এদের মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ১ জন।

২০০৩ সালে ৮৪৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের সবাই উত্তীর্ণ হয়। ২০০৩ সালে অবশ্য কেউ জিপিএ ৫ পায়নি। ২০০২ সাল এবং ২০০১ সালেও ঢাকা কমার্স কলেজে পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ।

প্রতিষ্ঠানের এই ক্রমবর্ধমান ধারবাহিক সাফল্যে ভীষণ খুশি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকরা। স্বল্প মেধাবীদের মাধ্যমে সেরা সাফল্যের কারণ হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী একবাক্যে বললেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের পারস্পরিক সহযোগিতার ফল হলো আমাদের সাফল্য। তিনি বলেন, কেবল দক্ষ প্রশাসন আর দক্ষ শিক্ষক থাকলে যেমন কাজ হয় না, তেমনি কেবল মেধাবী শিক্ষার্থী থাকলেও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব নয়। ভালো ফলের জন্য দুটোরই প্রয়োজন। আবার অভিভাবকদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখারও সুযোগ নেই।

কলেজের নিয়মানুবর্তীতার কথা উল্লেখ করে অধ্যক্ষ বলেন, এখানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। ৫০ থেকে ৫৫ জন শিক্ষার্থীর একটি ক্লাস হওয়ায় শিক্ষকরা নিবিড়ভাবে ছাত্রছাত্রীদের যত্ন নিতে পারেন। আর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। এরপর তিনি বলেন, আমাদের কলেজে পড়ালেখা করে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির মুখাপেক্ষি না হয়ে যেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে কিছু করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এবার জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রী তানজীনা মেসাদ্দেক, মাশরুরা ফেরদৌসী বলেন, আমাদের কলেজে বারবার পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কিছু না জানিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা সবসময় পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যে থাকে।

জিপিএ ৫ পেয়েছে মোঃ সাইফুর রহমান, শেখ রেজাউল ইসলাম, মেহেদি হাসান, ফায়েজ ইমাম, রিফাত হাসান, মোঃ তৌফিক হোসেন, ফয়সাল আহমেদ খান, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ নাজিম আসিফ, ফারুক এম সাঈদ, আফসানা আর বিন্দু, নুশরাত শারমীন। এরা সবাই ভালো ফলাফলের জন্য বারবার পরীক্ষা নেওয়াকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।

তাদের মতে, বারবার পরীক্ষা নেওয়ার কারণে এইচএসসি পরীক্ষার আগেই একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য পুরো পুরি তৈরি হয়ে যায়। ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তার বাড়তি কোনো চাপ সহ্য করতে হয় না। নিজের এই সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ সব শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) অধ্যাপক মিঞা লুৎফর রহমানও নিজ প্রতিষ্ঠানের ভালো ফলাফলের জন্য কলেজের নিয়মানুবর্তীতার কথা উল্লেখ করলেন। উপাধ্যক্ষ বললেন, আমাদের কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে খারাপ করা শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া ফলাফল খারাপ করলে অভিভাবকদের ডেকে তাদের অবহিত করা হয়। সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিমত সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়ায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে গড়তে পারেন।

কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর বিশেষ উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে তার কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় মোহাম্মদপুরের কিং ফয়সাল ইনস্টিটিউটের ভাড়া করা একটি ঘরে মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে কমার্স কলেজ। ১৬ বছরের পথপরিক্রমায় মিরপুরে ৪ একর জায়গার ওপর ১১তলা ভবনে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে এখন ৪ হাজারের ওপর শিক্ষার্থী রয়েছে। কেবল বাণিজ্য বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ কলেকটি আজ সবার চেয়ে আলাদা। কেবল একাডেমিক শিক্ষাই নয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় নিয়ে একটি আলোচনার ক্লাস শিক্ষার্থীদের আরো বেশি মেধাবী করে তুলছে।

সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ শুরু থেকেই সাফল্য দেখিয়ে আসছে। ১৯৯৬ এবং ২০০০ সাল ছিল প্রতিষ্ঠানটির জন্য সোনালী বর্ষ। '৯৬ সালে দেশের শীর্ষস্থানীয় ২০ জনের মেধা তালিকায় ১৩ জনই ছিল কমার্স কলেজের এবং ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানসহ মেধাতালিকায় ১৩ জন শীর্ষস্থান দখল করে।

ভোরের কাগজ

ঢাকা সোমবার ৩ অক্টোবর ২০০৫

ঢাকা কমার্স কলেজ

● ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং বার্ষিক সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। পরে কলেজ অধ্যক্ষ অতিথিদের হাতে উপহার তুলে দেন।

ইত্তেফাক ২৭.৩.১৩

এইচএসসি ২০০৪ সেরা যারা

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সফল ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ —প্রথম আলো

ঢাকা কমার্স কলেজ ও সাফল্য যেন একই সূত্রে গাঁথা

আরিফুর রহমান

পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার আগমুহূর্তে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যেও আলাদা এক ধরনের মানসিক চাপ থাকে। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে পাস করবে কি না, কাঙ্ক্ষিত ভালো ফল পাবে কি না– এরকম আরো নানা চিন্তা থাকে তাদের। কিন্তু অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে এ ব্যাপারে একেবারেই আলাদা ঢাকা কমার্স কলেজ।

শিক্ষকরা পরীক্ষার ফল বেরোবার মুহূর্তে থাকেন ফুরফুরে মেজাজে। কেন? উপাধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফার রহমান মিঞা জানালেন, সাফল্য আর ঢাকা কমার্স কলেজ যে এক

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫ .

সূত্রে গাঁথা। আমরা জানি আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করবে। আমরা বরং এই দিনটির অপেক্ষাতেই থাকি। কেননা মিষ্টি বিতরণ, হাসি, আনন্দ নিয়ে অন্যরকম এক দিন হয়ে ওঠে।

এসএসসিতে একজন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী নিয়ে ২০০২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যাত্রা শুরু করে। তাদের মধ্য থেকে এবারে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৩ জন। জিপিএ ৪ দশমিক ৪ থেকে জিপিএ ৫-এর নিচে আছে ৩৫৩ জন। আর জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ সাড়ে ৪-এর নিচে আছে ৩৬০ জন। ৮৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮৯৫ জন। পাসের গড় হার ৯৯ দশমিক ৭৮।

আর সাফল্যটা শুধু এ বছরকার নয়। ১৯৮৯-তে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সব কটি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৯৭ শতাংশ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কলেজের ১৩৮ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় মেধা তালিকায় বোর্ডে স্থান করে নিয়েছে।

বরাবর এ সাফল্য কেন? এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শারমিন জাহান, নিশাত জাহান আরা ইসলাম, নুজহাত সাকিনা হোসেন, রেশমা নওরীন, মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ সাফল্য অর্জনকারীদের মাঝে এ প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই উত্তর পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ। সবার বক্তব্য, কলেজে ভর্তির পর ফাঁকি দেওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না। শিক্ষকরা এমনভাবে পড়া দেন এবং আদায়ের ব্যবস্থা রাখেন যে, ইচ্ছে না থাকলেও পড়তে হয়। রাজনীতিমুক্ত হওয়ায় কলেজের সার্বিক পরিবেশও শিক্ষালাভের জন্য সহায়ক।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী বললেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলে কারো সীমিত সামর্থ্য নিয়েও যে একটি মানসম্পন্ন ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তার উদাহরণ ঢাকা কমার্স কলেজ। সরকার থেকে কোনো অনদান নেয় না কলেজটি।

প্রথম আলো
২.১০.২০০৪

কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৯ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার। মন্ত্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

20 February 1999

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মতামত

ঢাকা কমার্স কলেজ
দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

ধূমপানে বিষপান। মানুষ সিগারেট খায় না, সিগারেট মানুষকে খায়। এ নীরব ঘাতক এতই ভয়ংকর যে, ধীরে ধীরে ধূমপায়ীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে ১জন লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হাইপার টেনশন, পেপটিক আলসার, পুরুষত্বহীনতা, গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি, অকালমৃত্যু, দাম্পত্য কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি রোগ ও অপরাধের জন্য ধূমপান অনেকটা দায়ী। মূলতঃ কলেজ জীবনে সহপাঠী ও বন্ধুদের প্ররোচনায় ছাত্র বা তরুণরা ধূমপানে আসক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে তা সারা জীবনের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই কলেজ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখা অত্যাবশ্যক ।

ঢাকা কমার্স কলেজে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কলেজের নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বিনয়ের সাথে পালন করছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি প্রথম থেকেই ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত। ব্যতিক্রম চিন্তাধারার বাহক ও দক্ষ প্রশাসক, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন "ঢাকা কমার্স কলেজই দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের পূর্বে অন্য কোন কলেজ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেনি।"

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ সংস্থা ৩১মে '৯৯ স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রদান করে যে বাংলাদেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন হল ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ তার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রকাশনাসহ সর্বক্ষেত্রে শুরুতেই 'ধূমপান মুক্ত' কথাটির অবতারণা করে। কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রসপেক্টাসে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান করা যাবে না। এমনকি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও শর্ত থাকে 'ধূমপায়ীদের আবেদন করার দরকার নেই'। অভিভাবক সাক্ষাৎকারে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়-'শিক্ষার্থী' ধূমপায়ী হতে পারবেনা। শিক্ষকগণ প্রতিদিন গেট ডিউটি পালনকালে এবং কখনও কখনও শ্রেণী কক্ষে 'চিরুনী অভিযান'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও পকেট তল্লাশী চালিয়ে নেশা দ্রব্য পেলে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধূমপানের প্রমাণ বা নেশা দ্রব্য পাওয়ার কারণে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের ধূমপানে বিরত রাখার জন্য এ কলেজই প্রথম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তাহল- শিক্ষার্থীকে ক্লাশ শুরুর পূর্বে কলেজে প্রবেশ করতে হবে এবং ছুটি হওয়ার আগে কোন ক্রমেই কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে এক সাথে ৫/৬ ঘন্টা কলেজে থাকতে হয় এবং এ সময়ে ধূমপানের কোন সুযোগ নেই। আর দিবসের প্রথম প্রধান অর্ধাংশে এভাবে ধূমপানে বিরত থাকার কারণে শিক্ষার্থী অটোমেটিক সারাদিনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ ধূমপায়ীরা কেন্টিনে খাওয়া শেষে ধূমপান করে বেশী। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের টিফিন বিরতির সময়েও শিক্ষার্থীকে কলেজ ত্যাগ করতে দেয়া হয় না এবং টিফিনের সময় শিক্ষকবৃন্দ কলেজ কেন্টিন ও বারান্দায় নিয়মিত ডিউটি পালন করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ধূমপান বা অসদাচারণ করতে না পারে। এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক-এর সুদক্ষ পরিচালনা, কঠোর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এবং কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুন্দর ও আদর্শ শিক্ষাঙ্গন গড়ার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে অনেক ধূমপায়ী ছাত্র এ কলেজে ভর্তি হয়েও ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বলে কলেজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বললেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে বর্তমানে দেশে অনেক ধূমপান মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে দরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূমপান মুক্ত ঘোষণা ও তা কার্যকর করা।

❑ এস এম আলী আজম

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ● বর্ষ ১৮ ● সংখ্যা ৭ ● ডিসেম্বর ২০০০ (২)

দেশের প্রথম একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ

॥ আলী আজম ॥

ক্লাস, পরীক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ছুটি ইত্যাদি পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার কোর্স বিন্যাস, সেশন জ্যাম দূরীকরণ ও যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে বর্তমানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু রয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সর্বপ্রথম 'একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান' প্রণয়ন করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত জাতীয় স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৯-৯০ থেকেই প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছে। এতে বিভিন্ন দিবসের কার্যক্রম এবং প্রতি পর্ব পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম বিন্যাস রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক শ্রেণী কার্যক্রম শুরুতেই জানতে পারে কোন দিন কোন ক্লাস হবে, কখন পরীক্ষা হবে, কবে ফল প্রকাশিত হবে, কোন দিন কোন অনুষ্ঠান হবে এবং কোন পর্বে পাঠ্যক্রমের কোন অংশ পড়ানো হবে ইত্যাদি বিষয়।

১ জুলাই ১৯৯০-এ ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কলেজের একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঐ সময়ে সেশনজ্যামে নিমজ্জিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের আশা ব্যক্ত করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো বহু প্রত্যাশিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। এরপর দ্রুত দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হতে থাকে।

সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজ একাডেমিক ক্যালেন্ডারই এ দেশের প্রথম সম্পূর্ণ একাডেমিক ক্যালেন্ডার।

দৈনিক রূপালীদেশ ২১ নভেম্বর ২০০০

ঢাকা কমার্স কলেজ
দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন

দৈনিক রূপালীদেশ ১৮নভেম্বর২০০০

আলী আজম

বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম শৃংখলার অনুশীলন, যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যেই এ কলেজটি জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে। এ কলেজের ডেভেলপমেন্ট মাষ্টার প্লান তৈরি করে বিখ্যাত শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (নির্মাণ) বাহার উল্যা ভূঁইয়াসহ একদল নিবেদিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অবিরাম গতিতে কলেজের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

১৯৯৩ সালে চিড়িয়াখানা রোডের পাশে কলেজ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি। এমনকি আধুনিক বিশ্বের অন্য কোন দেশেও এরূপ সুউচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা জানা যায়নি। হয়তো এটিই বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনার মডেল দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন। এ যেন কোন টুইন টাওয়ার বা সিয়ার্স টাওয়ার। শিক্ষার উপকণ্ঠে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যক্রম শুধু পরিকল্পনা বা মডেল প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অভিপ্রেত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রতিটি নির্মাণ কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর ৮ বছরের মধ্যে কলেজের ভৌত অবকাঠামো ঈর্ষনীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আগামী এক দশকের মধ্যেই মহাপরিকল্পনার সম্পূর্ণ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা পোষন করছেন। তখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল অবকাঠামো নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে নিশ্চয়। নিচে ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যক্রম

ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর ফ্রন্টভিউ

ভবন ঃ কলেজের ১০ তলা বিশিষ্ট ১ নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ জানুয়ারী ১৯৯৪ এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইককৃত এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। তিনটি সিঁড়ি ছাড়াও ভবনে দুটি অত্যাধুনিক লিফট রয়েছে। ভবনের নীচতলায় বিশাল হলরুম ও কেন্টিন এবং দোতলায় সুসজ্জিত কনফারেন্স রুম রয়েছে। চতুর্থ তলায় রয়েছে পর্যাপ্ত গ্রন্থ সম্বলিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। প্রতি বিভাগের জন্য রয়েছে পৃথক কক্ষ রয়েছে। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত চেয়ার ও ডেস্ক রয়েছে। [illegible] শ্রেণীকক্ষে ইন্টারনেট, প্রজেক্টর, অডিও-ভিডিও ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত ওয়াল টাইলস ও আধুনিক ফিটিংস সামগ্রী সজ্জিত পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন টয়লেট রয়েছে। বৈদ্যুতিক সমস্যা মোকাবেলায় এ ভবনে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভবনটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২০ তলা বিশিষ্ট ২ নং একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতি তলা ৭ হাজার ৫শ বর্গফুট মেঝ বিশিষ্ট এ ভবনের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে এ ভবনের ৯ম তলার নির্মাণ কাজ চলছে। এ ভবনে বিবিএ প্রোগ্রাম এর একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। এখানে রয়েছে স্টুডেন্টস কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার রুম। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT) এর কার্যক্রম এ ভবনেই চলার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩. ১২ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ঃ শিক্ষক-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য একাডেমিক ভবন সংলগ্ন তিনটি ফ্লাট বিল্ডিং নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। জুন ২০০০-এ ১ নং স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, যার প্রতি ফ্লোরে ২টি ফ্লাট রয়েছে। প্রতি ফ্লাটের আয়তন প্রায় ১ হাজার ৫শ বর্গফুট। কোয়ার্টারে বর্তমানে ২২ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন।

৪. ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ঃ কলেজের ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল প্রায় ৩ হাজার ৩শ বর্গফুট।

৫. অন্যান্য ভবন ঃ শীঘ্রই ছাত্র-ছাত্রী নিবাস, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ কোয়ার্টার নির্মাণ কার্য শুরু হবে।

অতি স্বল্প সময়ে কলেজের এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্থায়ন সম্পর্কে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সরকার বা দাতাদের থেকে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী এবং আমরা সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তির বিশ্বে শিক্ষকদের দক্ষ ও উপযুক্ত করতে প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান

গণবার্তা রিপোর্ট ॥ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান বলেন, তথ্য প্রযুক্তির বিশ্বে শিক্ষকদের দক্ষ ও উপযুক্ত করে তুলতে প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, সৃজনশীল শিক্ষার্থী ও কর্মী তৈরি করতে শিক্ষকদের পাঠ্য বিষয়ের সাথে বাস্তবের মিল ও সমন্বয় করিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হবে। ঢাকা কমার্স কলেজের ২ দিনব্যাপী ২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর সমাপনী অধিবেশনে ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়্যারম্যান একথা বলেন। সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ড. সিদ্দিক বলেন, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে শিক্ষকদের পাঠদানজ্ঞান ও কৌশল বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি'র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ এবং প্রোগ্রাম আহবায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ।

ঢাকা কমার্স কলেজে ২দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সৃজনশীল, পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ কলেজ কনফারেন্সে হল-এ ২০ তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। কর্মসূচি উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও প্রোগ্রাম আহবায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ। ***সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি:*** 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ) এর সিনিয়র বিশেষজ্ঞ রবিউল কবির চৌধুরী। সৃজনশীল পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেন শামিমা আক্তার, আসলাম খালেদ, শামছুল হুদা, রনজিত কুমার সাহা, এনসিটিবি বিশেষজ্ঞ ইকরামুজ্জামান ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ গৌতম রায়।

পাঠদান পদ্ধতি: 'শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পাঠদান পদ্ধতি : প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও পাঠ করেন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী। মূখ্য আলোচক ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান বদিউল আলম।

পরীক্ষা পদ্ধতি: 'পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজ' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও পাঠ করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক এস এম আলী আজম। মূখ্য আলোচক ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ। উল্লেখ্য, প্রবন্ধপাঠের সাথে কলেজে এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভিডিও প্রেজেন্টেশন করা হয়, এতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দের নিকট আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়।

ডেমোক্লাস: কলেজে নতুন যোগদানকৃত ২৬ জন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনী ক্লাস উপস্থাপন করেন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ নবীন শিক্ষকদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়ে দেন।

সাপ্তাহিক গণবার্তা
বর্ষ ০১ ॥ সংখ্যা ১৮ ॥ ০২ জানুয়ারি ২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজের মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ বিজয় দিবস উদযাপন ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার দেয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম কে মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। উপাদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও সংস্কৃতি কমিটির আহ্বায়ক মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠান শেষে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, সকল বাহিনী ও সাধারণ জনতার সংগ্রামের ফলে বিজয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধু না জন্মালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। তিনি বলেন, ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর অগ্নিঝরা ভাষণে কোটি জনতা সংগ্রামী ও একতাবদ্ধ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা কিছুর পাওয়ার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করেনি। কেবল দেশ বাঁচাতে, পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি দিতে এদেশের লোকেরা জীবন দিয়ে মাত্র ৯ মাসে দেশকে স্বাধীন করেছে।

সাপ্তাহিক গণবার্তা
বর্ষ ০১ ॥ সংখ্যা ১৮ ॥ ০২ জানুয়ারি ২০১৭

তাক লাগানো রেজাল্টে নৌবিহার বাতিল

শফিকুল ইসলাম জীবন : গ্রেট সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিলো ঢাকা কমার্স কলেজের চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের জন্য। তারা ভাবতেও পারেননি এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে তাদের ৩ ছাত্র বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করবে। ঢাকা ১১ পৃষ্ঠায়

ঢাকা বোর্ডে কমার্সে সেরা তিন

১ম পৃষ্ঠার পর বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ৩টি স্থানই দখল করে নেবে তারা। তাক লাগানো এ সুসংবাদ যখন চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের কাছে পৌঁছালো তখন তারা নৌবিহারে। ৬৫ জন শিক্ষক ও ৪শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে চাঁদপুর অভিমুখে নদী পথে। সদরঘাট থেকে কেবলমাত্র মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন, তখনই সংবাদ পৌঁছালো। হৈ হৈ আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়লো পুরো নৌযানজুড়ে। কিসের নৌবিহার। তক্ষুণি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ সিদ্দিক ও প্রিন্সিপাল কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুক বিকেল ৪টা নাগাদ সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন কলেজে।

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মুতিয়ুর রহমান এ চমকপ্রদ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, আমরা জানতাম না যে আজ পরীক্ষার ফলাফল দেবে। কারণ এ যাবৎ পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। শনিবারই যে এটা দেয়া হবে, বুঝতে পারিনি। যে জন্য নৌবিহার প্রোগ্রাম বহাল রাখা হয়েছিলো। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ছাত্রদের বিস্ময়কর ফলাফলের আনন্দে বাতিল হলো নৌবিহার। সবাই ফিরে আসলেন। নৌবিহারের চাইতে আরো বড় আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন তারা। বাণিজ্য বিভাগের ফলাফলে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে যারা চমক দেখালেন, তারা হলেন-- সাইফুল আলম ইমতিয়াজ খান এবং রেজাওয়ানুল হক জামী। এ বছর কলেজে পাসের হার ৯৪.৫২ শতাংশ। ৬শ' ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬শ' ৩০ জন। এদের মধ্যে ৫৫ জন স্টার প্রাপ্ত মার্কস। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৪শ' ৮০ জন, ২য় স্থান ১শ' ৪৫ জন এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছে মাত্র ১ জন। অন্যদিকে বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে আরো ৪ জন। বাকি ৩৮ জন গেছে অকৃতকার্যের তালিকায়।

বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কলেজের মোঃ সাইফুল আলম। তার পিতার নাম মোঃ তাজাম্মল হোসেন। মায়ের নাম মারজাহান বেগম। বাবা-মা আর অন্য ৩ ভাই বোন থাকেন লক্ষীপুর। তার বাবা একজন ব্যাংকার। এবার ৮৬৮ নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হয়েছেন। ৩টি বিষয়ে রয়েছে লেটার মার্ক। ৪ ভাই বোনের মধ্যে বড় সাইফুল কলেজের হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করেছেন। পরীক্ষার পর থেকে রয়েছেন ঝিগাতলায় একটা মেসে। পরীক্ষার আগে দিনে মাত্র ৫/৬ ঘন্টা পড়াশুনা করেছেন। এর আগে '৯৮ সালে মেট্রিক পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। এছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছেন। কখনো প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিং সেন্টারে পড়া হয়নি।

প্রত্যাশার চাইতে ভালো করেছেন ইমতিয়াজ

একই বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছেন একই কলেজের মোঃ ইমতিয়াজ খান। পিতা রফিকুল ইসলাম খান একজন ব্যাংকার। মা জিন্নাতুন নাহার গৃহিণী। ইমতিয়াজরা ২ ভাই। তিনি বড়। পরীক্ষা দেবার পর প্রত্যাশা ছিলো এক থেকে ১০ম স্থানের মধ্যে থাকবেন। কিন্তু প্রত্যাশার চাইতেও ভালো ফলাফল হওয়ায় কিছুটা অবাক হয়েছি। ইমতিয়াজ বলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই কলেজে গিয়েছিলাম রেজাল্ট জানতে। কিন্তু এটা শুনে বিশ্বাসই হচ্ছে না-- এতো ভালো করবো। ৩টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৬১। দিনে ৫/৬ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন ইমতিয়াজ। এরপর বিবিএ পড়ার ইচ্ছে আছে।

জামীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে

একই কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেছেন মোঃ রেজাওয়ানুল হক জামী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৪৫। বাবা মোঃ জোব্দুল হক একজন সরকারি চাকুরে। মা দিলরুবা হক গৃহিণী। পরীক্ষার আগে মাত্র ৪/৫ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন তিনি। এর আগে '৯৮-এর এসএসসি পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন। জামী বলেন, আমার যা প্রত্যাশা ছিলো, তা পূরণ হয়েছে। ভবিষ্যতে কম্পিউটার ও ব্যবসা সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত হবার ইচ্ছে তার। ভালো ফল করার পেছনে বাবা-মা-শিক্ষক ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তিনি ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করেন।

মানব জমিন
২৭ আগস্ট ২০০০

গাইড বই পছন্দ নয় সাইফুলের

যুগান্তর রিপোর্ট

মূল বই থেকে নোট করে রুটিন মাফিক পড়াশোনা করলেই ভাল রেজাল্ট করা যায়। তবে কোন গাইড বই পছন্দ নয় মোহাম্মদ সাইফুল আলমের।

সাইফুল ঢাকা বোর্ডে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল এসএসসি পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ড থেকে একই বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেছিল।

লক্ষ্মীপুর জেলার শরীফপুর গ্রামের ব্যাংক কর্মকর্তা তাজাম্মল হোসাইন ও মারজাহান বেগমের ছেলে সাইফুল আলম ৩টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬৮ নম্বর পেয়েছে। সে প্রত্যহ ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। থাকত কলেজের হোস্টেলে। ইংরেজি, একাউন্টিং ও পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রাইভেট পড়ত। সে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চায়।

দৈনিক যুগান্তর
২৭ আগস্ট ২০০০

কলেজ সংবাদ

ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিককে ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় মনোনয়ন দিয়েছে। গত ৬ জুলাই ডঃ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ডঃ সিদ্দিক ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব। তিনি চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় কলেজের ছাত্র শিক্ষক সকলেই আন্তরিকভাবে খুশী। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ডঃ সফিক সিদ্দিক এর সহধর্মিণী।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
আগষ্ট '৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য

সালাহউদ্দীন বাবলু ঃ সদ্য ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে সর্বোচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। একক কলেজ হিসেবে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১ জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় আরো ২ জনসহ সর্বমোট ১৩ জনের এই কৃতিত্ব ধারণ করেছে মাত্র ছ'বছর বয়সী মিরপুরের ঢাকা কমার্স কলেজটি। সর্বমোট ৮২২ নম্বর পেয়ে কলেজের মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুস সোবহান বাণিজ্যের ১ম স্থানটি অধিকার করেছে। গত বছরও এ কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান পেয়েছিল। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি হ্যাট্রিকসহ মোট চারবার দখল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়ই এই ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণ। এ বেসরকারী কলেজটিতে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক রাজনীতি নেই।

ইনকিলাব ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬

কমার্স কলেজের 'ফেন্সিং-বিপ্লব'

প্রথম আলো ২৩/০৪/২০১৬

ক্রীড়া প্রতিবেদক ● বার্ষিক ফাইনালের সাচিবিক বিদ্যা পরীক্ষা শেষ। কলেজের পোশাকেই মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোরে এলেন তানজিনা আক্তার, সাফিনা, ফাইরুজ জামান, শাহিদা নাজনীনরা। বাংলাদেশ গেমসের ফেন্সিংয়ে অংশ নিতে পরীক্ষার হল থেকে সোজা ভেন্যুতে ঢুকে পড়লেন সবাই। এসেই দ্রুত পরে নিলেন মাস্ক, জ্যাকেট, গ্লাভস, চেস্টগার্ড, নিকার্স। ম্যাটে নামার আগে একটু ঝালিয়ে তো নিতে হবে!

ফেন্সিংয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। বাংলাদেশ আনসারের পর এই কলেজের খেলোয়াড়েরাই দাপটের সঙ্গে খেলছেন ফেন্সিং। সাবেক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছে এবারের গেমসে বিভিন্ন দলের হয়ে। আগ্রহটা জাগিয়েছেন ক্রীড়া শিক্ষক ফয়েজ আহমেদ।

ফেন্সিং বাংলাদেশে শুরু ২০০৮ সালে। তবে এখনো ফেডারেশনের মর্যাদা পায়নি। আন্তর্জাতিক ফেন্সিং ফেডারেশনের (এফআইই) সদস্যপদ পেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে।

অলিম্পিকের এই খেলাটির জন্ম ফ্রান্সে। আধুনিক ফেন্সিংয়ের সব নিয়ম মানা হয় এফআইইয়ের গঠনতন্ত্র অনুসারে। খেলাটা তিনটি বিভাগে—ফয়েল, স্যাবর ও ইপি। এরই মধ্যে ইপিতে একটি সোনা জিতেছেন কমার্স কলেজের ছাত্র সাজিদ হোসেন।

লম্বা স্টিলের তরবারি দিয়ে খেলা হয়। পাঁচ মিনিটের বাউটে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া খেলোয়াড় জেতেন। ইপিতে শরীরের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলেই পয়েন্ট। ফয়েলে শুধু জ্যাকেটে স্পর্শ করতে হবে। স্যাবরে প্রতিপক্ষকে শুধু স্পর্শ করলেই চলবে না, তরবারির মাথায় লাগানো ক্লিপটিও চেপে ধরতে হবে। চাপটার ওজন ৫০০ গ্রাম হলেই পয়েন্ট।

কমার্স কলেজের সাবেক ছাত্র কাজী সামির আসাফ দুই বছর আগে ইতালিতে ফেন্সিংয়ের বিশ্বকাপে খেলেছেন। একদিন অলিম্পিকে খেলবেন, এই স্বপ্নই দেখেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফেন্সিংয়ের সরঞ্জাম খুবই মূল্যবান। ম্যাটের দাম ২৭ লাখ টাকা। প্রতিটি তরবারির দাম ৮-১০ হাজার টাকা। আপাতত সব সরঞ্জাম এফআইইর অনুদান হিসেবে পাওয়া। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ভাগাভাগি করে খেলতে হচ্ছে।

এই কলেজের সাবেক ছাত্রী উম্মে হাবিবার কথা, 'প্রথমে খেলাটির নাম শুনে একটু ভয় পেয়েছিলাম। ফয়েজ স্যার শিখিয়ে দেওয়ার পর ভয়টা কেটে গেছে। এটা খুবই মজার খেলা।' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে টুকটাক সাফল্যও আসছে ফেন্সিংয়ে। ২০১০ সালে চেন্নাইয়ে প্রথম দক্ষিণ এশিয়ান ফেন্সিংয়ে রুপা, গত বছর হায়দরাবাদে পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জ। এখন এসএ গেমসে সোনার স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশ।

সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজে নবীনবরণ

সম্প্রতি ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটির প্রক্টর ও ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, এ দেশে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই, সন্ত্রাসবাদেরও স্থান নেই। এ জন্য আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি দেশপ্রেমের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ নির্মূলের জন্য সবাইকে শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা একাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সাদিক মোঃ সেলিম।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৯ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৪ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

শিক্ষাঙ্গান পরিচিতি

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

এম এন মানিক

এক দশক আগেও আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। দেশের দুই প্রান্তে (চট্টগ্রাম ও খুলনা) দুই বন্দর নগরীতে সরকারিভাবে দু'টি ক্ষুদ্র বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল যা নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র হলেও এখানে বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু এর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল ব্যাপকভাবেই। কেননা, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে করেছে ত্বরান্বিত। এসব বিবেচনায় এ দেশেরই একজন ডায়নামিক শিক্ষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর কাজী ফারুকী তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেন ঢাকা কমার্স কলেজ। উল্লেখ্য, ১ জুলাই '৮৯ তারিখে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত শিল্পপতি সামসুল হুদা এফসিএ।

যাদের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় কলেজটি ধন্য তারা হচ্ছেন প্রফেসর সিদ্দিকী, প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, ডঃ হাবিবুল্লা, প্রফেসর আলী আযম, এম হেলাল, ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রফেসর লতিফুর রহমান, এম আর মজুমদার প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যঃ

১। ধুমপান ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান,
২। ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে কাম্যান্তরে রেখে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদান,
৩। সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ,
৪। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ ও
৫। আত্মিক বিকাশের সুযোগ দান।

বিশেষ পদ্ধতিঃ

* তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান,
* নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ,
* ভর্তি হলেই পাস করতে হবে- এরূপ মূলনীতি পালন।

ক্লাব কার্যক্রমঃ

* সাধারণ জ্ঞান ক্লাব- প্রতিদিন প্রথম ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হয়।
* বিতর্ক ক্লাব-নিয়মিত বিতর্ক চর্চা করা হয়।
* আবৃত্তি পরিষদ- আবৃত্তি চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়।
* সঙ্গীত ক্লাব- নিয়মিত সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিতকরণ।
* নাট্য পরিষদ- নাট্যচর্চা করা হয়।
* BNCC ও রোভার স্কাউট।
* বন্ধন- গরীব ও মেধাবীদের জন্য আর্থিক সহায়তাকারী সংগঠন।
* টেবিল টেনিস ক্লাব।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

* ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের শুধু নিয়মিত চর্চাই হয় না, প্রতি বছর আয়োজন করা হয় অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ।

অন্যান্য কার্যক্রম

* শিক্ষা সফর,
* সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন,
* আন্তঃশাখা প্রতিযোগিতা,
* ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক দিবস।

শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রীসহ ৯টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে- ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, বাংলা পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, ইংরেজি ও বিভিন্ন কোর্স/ প্রোগ্রাম।

শিক্ষক সংখ্যা ঃ

নিয়মিত ৮০ জন। অতিথি শিক্ষক ৫ জন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ

মোট ১৯৪৬। তন্মধ্যে এইচএসসি লেভেলে ১১৭৬ জন।

লাইব্রেরী ঃ

প্রত্যেক বিভাগের জন্য সেমিনার লাইব্রেরী রয়েছে। এছাড়া রয়েছে চারতলার বিশাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। যাতে প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে।

কম্পিউটার ঃ

শিক্ষার্থীদের ৪র্থ বিষয় হিসেবে চালু আছে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব।

অডিও ভিডিও ও প্রজেক্টর সিস্টেমঃ

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা ও প্রজেক্টর।

প্রকাশনা ঃ

প্রজ্ঞতি, দর্পণ, অতনু ও প্রতনু, রিলায়্যান্ট, ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট, দি একাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি প্রকাশনা রয়েছে।

সাফল্যের ইতিবৃত্তঃ

* প্রথম ব্যাচে (১৯৯১) ৬১ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ১০০%। মেধা তালিকায় স্থান পায় ২ জন (২য় ও ১৫তম)। ৪৩ জন প্রথম বিভাগ (৪ জন স্টার)।
* '৯২ সালে মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান লাভ। পাশের হার ১০০%।
* '৯৩ সালে মেধা তালিকায় ২য়, ৮ম, ১১ তম, ১৪তম, ১৬তম স্থান। পাশেসর হার ৯৭%।
* '৯৪ সালে মেধা তালিকায় ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান লাভ। পাসের হার ৯৩.৩১%।
* '৯৫ সালে ১ম ও ৩য়সহ ১০ জন মেধা তালিকায় স্থান পায়।
* '৯৬ সালে ১ম স্থানসহ মোট ১৩ জন মেধা তালিকায় স্থান পায়।
* '৯৭ সালে ৪ জন মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে।

অবস্থান ঃ

এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম '৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি হতে। মিরপুর ১নম্বর থেকে চিড়িয়াখানায় যেতে এক সুন্দর পরিবেশে নিজস্ব ক্যাম্পাসে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

আমরা এ কলেজটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। এ মডেলের আরো একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে আবেদন রইল।

দৈনিক দিনকাল 9 September 1998

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : গুণীজন সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে) ১৬২
পরিশিষ্ট-২ : প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে) ১৬২
পরিশিষ্ট-৩ : প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে) ১৬২
পরিশিষ্ট-৪ : গুণীজন সম্মাননা ২০১০ (দু'দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে) ১৬২
পরিশিষ্ট-৫ : গুণীজন সম্মাননা ২০১৪ (পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে) ১৬৩
পরিশিষ্ট-৬ : গুণীজন সম্মাননা ২০১৫ (মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ) ১৬৪
পরিশিষ্ট-৭ : গুণীজন সম্মাননা ২০১৬ (মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ) ১৬৪
পরিশিষ্ট-৮ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী ১৬৫
পরিশিষ্ট-৯ : প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র ১৬৬
পরিশিষ্ট-১০ : শিক্ষা বোর্ডে অনুমোদনের জন্য আবেদন ১৬৭
পরিশিষ্ট-১১ : সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা ১৬৯
পরিশিষ্ট-১২ : প্রথম সভার রেজুলেশন ১৭০
পরিশিষ্ট-১৩ : প্রথম প্রচারপত্র ১৭১
পরিশিষ্ট-১৪ : কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি ১৭২
পরিশিষ্ট-১৫ : প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি ১৭২
পরিশিষ্ট-১৬ : ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন করেন যাঁরা ১৭২
পরিশিষ্ট-১৭ : সাংগঠনিক কমিটি ১৭২
পরিশিষ্ট-১৮ : নির্বাহী কমিটি ১৭৩
পরিশিষ্ট-১৯ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক) ১৭৩
পরিশিষ্ট-২০ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত) ১৭৩
পরিশিষ্ট-২১ : দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ ১৭৪
পরিশিষ্ট-২২ : তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ ১৭৪
পরিশিষ্ট-২৩ : চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ ১৭৪
পরিশিষ্ট-২৪ : পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ ১৭৫
পরিশিষ্ট-২৫ : ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ ১৭৫
পরিশিষ্ট-২৬ : সপ্তম পরিচালনা পরিষদ ১৭৬
পরিশিষ্ট-২৭ : অষ্টম পরিচালনা পরিষদ ১৭৭
পরিশিষ্ট-২৮ : নবম পরিচালনা পরিষদ ১৭৭
পরিশিষ্ট-২৯ : পরিচালনা পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা ১৭৮
পরিশিষ্ট-৩০ : দাতাবৃন্দের নামের তালিকা ১৭৯
পরিশিষ্ট-৩১ : ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ ১৮১
পরিশিষ্ট-৩২ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ ১৮১
পরিশিষ্ট-৩৩ : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫: সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব কমিটি ১৮২

পরিশিষ্ট - ০১
গুণীজন সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে)

১. প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, বাণিজ্য শিক্ষার পথিকৃত
২. প্রফেসর শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৩. ড. মো. হাবিব উলাহ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৪. প্রফেসর মো. আলী আজম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

পরিশিষ্ট - ০২
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে)

১. মো. শামছুল হুদা, এফ.সি.এ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ
২. এ.বি.এম. আবুল কাশেম, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
৩. আহমেদ হোসেন, দাতা সদস্য
৪. প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী, উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা

পরিশিষ্ট - ০৩
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে)

১. মো. শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২. মো. রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ
৩. মো. আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
৪. মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, ভূগোল বিভাগ
৫. মো. আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ
৬. রওনাক আরা বেগম, অর্থনীতি বিভাগ

পরিশিষ্ট - ০৪
গুণীজন সম্মাননা ২০১০ (দু'দশকপূর্তি উপলক্ষ্যে)

১. আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), এফ.সি.এ, এম.পি, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য
২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি সদস্য এবং প্রথম নির্বাহী কমিটির সভাপতি
৩. মোহাম্মদ তোহা, এফ.সি.এ, সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি
৪. প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রথম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি
৫. প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ
৬. এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান
৭. প্রফেসর আবু সালেহ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য
৮. প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা

পরিশিষ্ট - ০৫
গুণীজন সম্মাননা ২০১৪ (২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে)

শিক্ষাবিদ হিসেবে সম্মাননা

১. প্রফেসর ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান
অনারারি প্রফেসর, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. প্রফেসর এ এ এম বাকের
উপাচার্য, দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি

৩. ড. দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য
উপাচার্য (অনারারি), ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাবেক উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

৪. অধ্যাপক মো. মঈনউদ্দীন খান
উপদেষ্টা, আশা ইউনিভার্সিটি

৫. প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক
উপাচার্য, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি

৬. শান্তি নারায়ণ ঘোষ
প্রফেসর অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, ডিরেক্টর অব রিসার্চ (বিইউবিটি)

বিজনেস লিডার হিসেবে সম্মাননা

১. মীর নাসির হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মীর টেলিকম লি., সাবেক সভাপতি এফবিসিসিআই

২. আফতাব-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো. লি.

ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মাননা

১. ইকবাল-ইউ-আহমদ
উপদেষ্টা, এনআরবি ব্যাংক

২. এম শামসুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বিমা কর্পোরেশন

সিএ এবং আইসিএমএ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মাননা

১. আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাঈম
পার্টনার, একনাবিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্

২. রুহুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএএসই কেমিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড

কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মাননা

১. আ হ ম মুস্তফা কামাল এফ সি এ, এম পি, পরিকল্পনা মন্ত্রী, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য

২. প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
অনারারি প্রফেসর, সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ

৩. প্রফেসর ড. সফিক আহমদ সিদ্দিক
অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

৪. এ এফ এম সরওয়ার কামাল
প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

৫. প্রফেসর মো. আলী আজম
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬. প্রফেসর মো. আবু সালেহ
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলোজি
৭. মো. শামছুল হুদা এফসিএ
ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ
৮. আহমদ হোসেন
দাতা ব্যক্তিত্ব, ঢাকা কমার্স কলেজ
৯. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
প্রক্টর (বিইউবিটি) ও সদস্য গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ
১০. অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি অ্যান্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মাননা

১. প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমান, সাবেক উপাধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ
২. প্রফেসর মো. ইলিয়াছ, পরিসংখ্যান কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৩. প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৪. মো. নূর হোসেন (মরনোত্তর), সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৫. প্রফেসর মো. আবু তালেব, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৬. মো. ওয়ালী উল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৭. মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৮. বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
৯. মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
১০. মো. ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
১১. মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
১২. সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
১৩. মো. হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
১৪. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্মাননা

১. ড. মো. মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
২. ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম, ঢাকা কমার্স কলেজ
৩. ড. এ এম সওকত ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ

পরিশিষ্ট-০৬

গুণীজন সম্মাননা ২০১৫ (মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ)

১. ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, কলেজের প্রথম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য
২. মেজর জেনারেল (অব.) এম. আজিজুর রহমান, বীর উত্তম, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্

পরিশিষ্ট-০৭

গুণীজন সম্মাননা ২০১৬ (মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ)

১. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম, মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী

পরিশিষ্ট-০৮

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী

০৮ - ৯ - ৮৬ ইং সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবের বাসভবনে (৮ / ই, মনেশ্বর রোড, ঝিকাতলা, ঢাকা - ৯) এক ঘরোয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন :-

১। অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী,
২। অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম কারাকী,
৩। জনাব মোঃ হেলাল,
৪। " মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী,
৫। " মোঃ নূরুজ্জামান,

উপস্থিত সকলেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

* বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ইত্যাদির বিরীখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং দেশে ও বিদেশে কর্ম সংস্থান করার উদ্দেশ্যে বর্তমান জন সংখ্যাকে দক্ষ জন শক্তিতে পরিনত করার জাতীয় প্রচেষ্টায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে কালক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার অভিপ্রায়সহ ঢাকায় এখন সূচনা পর্বে একটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই একমত হন।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিস্তারিত আলোচনা ও এতদুদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন কল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিদেশগামী সমাজ দরদী ব্যক্তিবর্গ সহ আলাপ আলোচনার জন্য পুনরায় একটি বর্দ্ধিত সভা আহ্বানের জন্য অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করা হয়।

শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
১৬-৯-৮৬

তারিখ :- ১৬ - ৯ - ৮৬ ইং।

(শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী)

ধারাবিবরনীতে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আহুত বর্দ্ধিত সভায় যোগদানের জন্য
---------- অনুরোধ করা হইল।

বর্দ্ধিত সভায় :-

তারিখ :- ২৬ - ৯ - ৮৬ ইং (শুক্রবার)
সময় :- বৈকাল ৪ ঘটিকা।
স্থান :- ৮ / ই, মনেশ্বর রোড, (দোতালায়)
ঝিকাতলা, ঢাকা - ৯।

শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
১৬-৯-৮৬

পরিশিষ্ট-৯

প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র

মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয় :- লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি।

জনাব,

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ হইতে আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। কলেজ পরিচালনা পরিষদ লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, নৈশ কলেজ পরিচালনা কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয় পরিচালনাকে ব্যাহত করিবে না। তদুপরি কলেজ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমরা উহার পুনঃস্থাপন করিয়া দিব।

অতএব আমরা আশা করি উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশ কালে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

(স্বাক্ষর) ২০-৬-'৮৭
(মোঃ মেনাম)
সদস্য,
পক্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটি,
ই-৫/৯, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

পরিশিষ্ট-১০

শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য আবেদন

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া,
ঢাকা-১২০৭

সূত্র : ঢাকক/প-৬৭৯ তারিখ ১৬.১০.৮৯

মাননীয়
চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

বিষয়: ঢাকা কমার্স কলেজের অনুমতি প্রসঙ্গ ।

জনাব,
উপরোক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে আপনার দপ্তরে অত্র কলেজের একখানা দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ২০.০৯.৮৯ তারিখের মধ্যে ভর্তিকৃত ছাত্রদের দুই কপি তালিকা বিগত ২৭.০৯.৮৯ তারিখে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কলেজ পরিদর্শন বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজও আমরা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন করিয়াছি এবং বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কলেজে নিয়মিত ক্লাস শুরু হইয়াছে ।

একাদশ শ্রেণীতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পড়ানোর ব্যবস্থা করিয়াছি :

আবশ্যিক বিষয় সমূহ	চতুর্থ বিষয় সমূহ
ক) বাংলা	ক) শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং
খ) ইংরেজী	খ) পরিসংখ্যান
গ) বানিজ্যনীতি	
ঘ) হিসাব রক্ষন ও হিসাব বিজ্ঞান	
ঙ) অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল	

পৃষ্ঠা - ২

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া,
ঢাকা-১২০৭

সূত্র :

তারিখ : ১৬.১০.৮২

উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বোর্ডের নির্ধারিত ছকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের একটি বিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদ্‌সঙ্গে পেশ করা হইল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যেই কলেজের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অত্রসঙ্গে বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক প্রদত্ত সংরক্ষিত তহবিল ও সাধারণ তহবিলের সার্টিফিকেট এবং একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি ফি বাবদ বোর্ডের সচিবের অনুকূলে ২০০০/= (দুই হাজার) টাকার একটি পে- অর্ডার সংযুক্ত করা হইলো।

অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কমার্স কলেজকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

সংযুক্তি :
① Bank Certificate
② Pay order no.. dated
③ Teachers & staff list

আপনার বিশ্বস্ত
(শামসুল হুদা)
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ
ঢাকা।

পরিশিষ্ট-১১
সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টা ৩ টা ৩

তিন টাকা

গ/ত - ২৮২১৯০৮

কলেজ পরিচালনায় সরকারী অনুদানের প্রয়োজন নাই
বিষয়ক অংগীকারনামা

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বেসরকারী বিশেষায়িত বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে সুশৃংখলভাবে এবং রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, কলেজটি আমাদের নিজস্ব আয়ের উৎস হতে পরিচালিত, আমরা দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজটি পরিচালনার জন্য সরকারী কোন অনুদান নেবনা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তাই আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটির পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অংগীকার করছি যে কলেজ পরিচালনার জন্যে কোন সরকারী অনুদান নেব না,

১/ মোহাম্মদ তাহা (সভাপতি)
২/ এ.এফ.এম সারওয়ার কামাল (সদস্য)
৩/ মোহাম্মদ সামছুল হুদা (অধ্যক্ষ)
৪/ এ. বি এম আবুল কাসেম (সদস্য)
৫/ এম হেলাল (সদস্য)
৬/ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী (সদস্যসচিব)

অনুমোদনের শর্ত হিসেবে সরকারি অনুদান না নেয়ার এ অঙ্গীকারই আমাদের স্বাবলম্বী হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে।

পরিশিষ্ট-১২

প্রথম সভার রেজুলেশন

রেজুলেশন বুক নং

মিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম সভা

স্থান : ই-৫/২, লালমাটিয়া
ক্ষেত্র : বৃহস্পতিবার
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
তারিখ : ৬ই অক্টোবর '৮৮, ২১শে আশ্বিন '৯৫, ২৩শে সফর ১৪০৯

উপস্থিত সদস্যদের নাম :

১। অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী - [signature]
২। এ. বি. এম. আবুল কাশেম - - - - - - - [signature]
৩। অধ্যাপক এস. আর. মজুমদার - - - - - - [signature]
৪। এম. হেলাল, সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। [signature]
৫। মোহাম্মদ মাহবুবুল হক শাহিন - - - - - - - [signature]

রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :-

১। কলেজের নাম : ঢাকা কমার্স কলেজ।
ইংরেজীতে : DHAKA COMMERCE COLLEGE
সংক্ষেপে : Dcc.

২। অবস্থান : যেহেতু কলেজের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি সুবিধাজনক স্থানে কলেজটি অবস্থিত হবে।

৩। প্রকল্প কার্যালয় : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় আপাততঃ ই-৫/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭-এ স্থাপিত হলো।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ঢাকা কমার্স কলেজের ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে আরম্ভ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় :-
ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী = আহ্বায়ক
খ) অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম - যুগ্ম আহ্বায়ক
গ) জনাব এম. হেলাল - - - - - সদস্য
ঘ) জনাব মোঃ মাহবুবুল হক শাহিন - - সদস্য

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২য় পৃষ্ঠা

৫। জনাব মাহবুবুল হক শাহিনকে অবৈতনিক সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৬। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচাদি নির্বাহের জন্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত চাঁদা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয় :-
ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী - - - - - ১,০০০/০০ টাকা
খ) এ. বি. এম. আবুল কাশেম - - - - - - ৫০০/০০ টাকা
গ) এম. হেলাল - - - - - - - ২০০/০০ টাকা
ঘ) মোঃ মাহবুবুল হক শাহিন - - - - - - - ৫০/০০ টাকা
ঙ) জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী (অনুপস্থিত) - - - ১০০/০০ টাকা
চ) জনাব শফিকুল ইসলাম - - - - - - - - ১০০/০০ টাকা

৭। কলেজের অফিসে ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি ফাইল কেবিনেট দানের কথা ঘোষণা করলে, তা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।

৮। ঢাকা কমার্স কলেজের নামে সিটি ব্যাংক লিমিটেড, নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিসাবটি যৌথভাবে জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী এবং জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম পরিচালনা করবেন।

৯। কলেজ প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অফিস সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত মনোহারি দ্রব্য ক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
ক) কলেজের রেজুলেশন বহি - ১টি
খ) ক্যাশ বহি - - - - - - - ১টি
গ) স্টক বহি - - - ১টি
ঘ) ফাইল - - - - - - - - ২টি
ঙ) দুইটি রাবার স্ট্যাম্প
① আহ্বায়ক - - - - - ১টি
② সদস্য সচিব - - - - - ১টি

১০। কলেজের প্যাড, খাম ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১১। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

[signature] ৬/১০/৮৮

পরিশিষ্ট-১৩

প্রথম প্রচারপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী অবহিত। এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব যেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষাও তেমনি অনেকাংশে দুর্লভ হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এখানে গড়ে উঠেনি। উপরন্তু সামাজিক প্রয়োজন এবং পেশাগত চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতাও এখানে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, বর্তমান বিশ্ব একদিকে বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বাণিজ্য কেন্দ্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। আর তাই গোটা বিশ্বেই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারটি এখনো হতাশা ব্যাঞ্জক।

আমাদের দেশের দুই প্রান্তে দুইটি কমার্স কলেজ বর্তমান থাকলেও রাজধানী ঢাকায় কোন কমার্স কলেজ নেই। অথচ সারাদেশের কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে ঢাকা। কাজেই ঢাকাতে এই ধরনের বিশেষায়িত কলেজের চাহিদা যে কতখানি, তা না বললেও বুঝা যায়।

তাছাড়া এদেশে বাণিজ্য বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে তেমন কোন বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মোটকথা, দেশের শিল্প ও শিক্ষাঙ্গনের দৈন্যদশা, গোটা বিশ্বের বাণিজ্যমুখী প্রবণতা, সর্বোপরি দেশের বাণিজ্য শিক্ষার চাহিদাকে সামনে রেখে আদর্শ ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উদাহরণযোগ্য ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজধানীতে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' প্রতিষ্ঠার এই সুযোগযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

১. কলুষমুক্ত আদর্শ পরিবেশে শিক্ষাদান।

২. সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক দ্বারা আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।

৩. ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হার কাম্যস্তরে (Optimum Level) রেখে শ্রেণী কক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদানের মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এতে শিক্ষার্থীগণ গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হবে না।

৪. বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্য বিষয়কে প্রয়োগ ভিত্তিক করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদানের পর ছাত্রদের মেধা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৫. সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পাঠদান। অর্থাৎ Lesson বা Course planing অনুসরণ।

৬. অধীত বিষয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই এর লক্ষ্যে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এতে একদিকে পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দোষ ত্রুটি দূর করে মেধা উন্নয়ন সম্ভব হবে, অন্যদিকে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করা যাবে। ফলে শিক্ষার্থীগণ নকল প্রবণতা হতে বিরত থাকবে।

৭. নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন।

৮. শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, অথচ রাজনীতি সচেতন করে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

অর্থাৎ, ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান দান, যাতে করে শিক্ষার্থীগণ বাস্তব জীবনে সফল কারবারি হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কারবার তথা শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে যে শিক্ষাদান করা হচ্ছে তা বাস্তব বর্জিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ কেবলমাত্র পরীক্ষায়ই পাশ করে থাকে, অথচ তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে মোটেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না।

মোটকথা, দেশ ও জাতির কৃতি সন্তান, তথা সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে। এ ধারায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে বলে, আমরা বিশ্বাস করি।

সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে—
অধ্যাপক কাজী ফারুকী
ই-৩/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৩১ ৮৯ ১৪

উপদেষ্টা পরিষদ

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম।
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
২। প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ড।
৩। ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর ও ডীন, বাণিজ্য অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আকন্দ
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
মেম্বার, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড।
৫। অধ্যাপক আবুল কালাম
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
ডি ডি [illegible], ঢাকা বোর্ড।
৬। প্রফেসর মোঃ নুরুল আলম
সেক্রেটারী, ঢাকা বোর্ড, ঢাকা।
৭। ড. সফিক উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। জনাব মোহাম্মদ তোহা এফ. সি. এ
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন।
৯। ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।
১০। জনাব মুজাফফর আহমেদ এফ. সি. এম. এ
পরিচালক, আই. বি. এম. এ.
১১। জনাব এ. এইচ. এম মোস্তফা কামাল এফ. সি. এ
১২। জনাব বদরুল আহসান এফ. সি. এ
১৩। জনাব মোঃ মাসুদুল হুদা এফ. সি. এ
১৪। অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাসেম
১৫। জনাব এম. হেলাল
সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও লক্ষ্মীপুর বার্তা।
১৬। জনাব জিয়াউল হক এম. আই. এস , সি. সি. এ

পরিশিষ্ট-১৪
কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ ও ঢাকা কলেজ
২। প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৩। ড. মো. হাবিবুলাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট-১৫
প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি (১৯৮৯-১৯৯০)

১। প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী	আহবায়ক
২। এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৪। মো. শামছুল হুদা	সদস্য
৫। ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য

পরিশিষ্ট-১৬
ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন করেন যাঁরা (১/৮/১৯৮৯)

১। অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী
২। অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম
৩। অধ্যক্ষ এ.বি.এম. শামছুদ্দিন
৪। এম. হেলাল
৫। মো. জিয়াউল হক
৬। মো. শফিকুল ইসলাম চুন্নু
৭। মাহফুজুল হক শাহীন
৮। মনিরুজ্জামান দুলাল
৯। কাজী হাবিবুর রহমান
১০। মুনির চৌধুরী
১১। মো. হাফিজ
১২। কাজী আব্দুল মতিন
১৩। আব্দুল লতিফ

পরিশিষ্ট-১৭
সাংগঠনিক কমিটি (২১/৯/১৯৮৯-২৪/৭/১৯৯০)

১। মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি,সি,আই,সি	সভাপতি
২। প্রফেসর মো. আলী আজম, সদস্য, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩। প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। মফিজুর রহমান মজুমদার, এ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট	সদস্য
৫। এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬। মো. শামছুল হুদা, এফ.সি.এ. (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	সদস্য
৭। মুজাফফর আহমদ এফ.সি.এম.এ	সদস্য
৮। অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৯। মো. আব্দুল মতিন	সদস্য
১০। এম. হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১১। প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট-১৮
নির্বাহী কমিটি (ঢাকা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে গঠিত)
(২৫/৭/১৯৯০-৩/৯/১৯৯১)

১।	প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সভাপতি
২।	মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি	সদস্য
৩।	প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডিন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪।	এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫।	মো. শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৬।	শামছুল হুদা (৩১/৭/১৯৯০ পর্যন্ত)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব
৭।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (১/৮/১৯৯০ থেকে)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৯
প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত (৪/৯/১৯৯১-২২/৩/১৯৯২)

১।	ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২।	এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩।	শামছুল হুদা, এফ. সি. এ. পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্	সদস্য
৪।	মো. শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৫।	কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২০
প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (২৩/৩/১৯৯২-৩০/৪/১৯৯৫) (১৯৯২ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২।	প্রফেসর মো. আলী আজম, ডিজি প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপাচার্যের প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	মো. শামছুল হুদা, এফ. সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫।	আহমেদ হোসেন	হিতৈষী সদস্য
৬।	এ. এইচ. এম. মুস্তফা কামাল	দাতা সদস্য
৭।	এ.বি.এম. আবুল কাশেম, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	এম. এ. জহির, এফ.সি. এ	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯।	এ.কে. এম. আতাউর রহমান	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০।	কাজী সুলতান আহমেদ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১।	মো. মাহফুজুল হক	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২।	মো. রোমজান আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	কামরুন নাহার সিদ্দিকী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২১

দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (১/৫/১৯৯৫-৫/৭/১৯৯৮) (১৯৯৫ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, উপ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২।	মো. আলী আজম (ডি.জি.'র প্রতিনিধি), উপদেষ্টা, ইউনিসেফ ও সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.	সদস্য
৩।	এম. এ. খালেক, পি.এস.সি (উপাচার্য প্রতিনিধি), অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	সদস্য
৪।	মো. শামছুল হুদা, এফ.সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫।	এ.বি.এম. আবুল কাশেম (বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি), উপ-সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	দাতা সদস্য
৭।	বদরুল আহসান এফ.সি.এ., সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	হিতৈষী সদস্য
৮।	খন্দকার শাহ আলম, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক শহীদুল হক, কর্মকর্তা, এন.সি.টি.বি	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০।	মো. মহিব উল্যা, কর্মকর্তা, বি.আই.এস.এফ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১।	ডা. আবদুর রহমান, এম.বি.বি.এস, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১২।	মো. শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	মো. রোমজান আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২২

তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ (৬/৭/১৯৯৮-৩০/৫/২০০১) (১৯৯৮ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২।	প্রফেসর মো. আলী আজম, সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩।	মো. বদিউজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মহাপরিচালক, দুর্নীতি ব্যুরো	সদস্য
৪।	প্রফেসর মো. শামছুল হুদা, এফ.সি.এ, পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৫।	প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিঞা, যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সদস্য (অর্থ), পি.ডি.বি.	সদস্য
৬।	অধ্যাপক আবু সালেহ, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৮।	এ.বি.এম. আবুল কাশেম, উপ-সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
৯।	এম. হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১০।	ডা. আবদুর রহমান, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১১।	মো. শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২।	মো. আব্দুল কাইয়ুম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	রওনাক আরা বেগম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	মো. সাইদুর রহমান মিঞা	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২৩

চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ

জুন ২০০১-মে, ২০০৪ (২০০১ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩।	প্রফেসর মো. আলী আজম	সদস্য
৪।	মো. বদিউজ্জামান	সদস্য
৫।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬।	মো. এনায়েত হোসেন মিয়া	সদস্য
৭।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৮।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৯।	এ.বি.এম. আবুল কাশেম	সদস্য
১০।	এ. কে. এম জাফরুল্লাহ সিদ্দিকী	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১১।	মো. মাসুদুল হক	সদস্য
১২।	ড. এম. এ. মান্নান	সদস্য
১৩।	মো. নুর হোসেন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	শামসাদ শাহজাহান	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	মো. জাকির হোসেন মজুমদার	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
	* এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান (২৯.৫.২০০২ - ৩০.৫.২০০৪)

পরিশিষ্ট - ২৪

পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৪- ০২ জুন ২০০৭ (২০০৪ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
২।	প্রফেসর মো. আলী আজম	সদস্য
৩।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৪।	এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য
৫।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
৭।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৮।	এ. কে. এম. জাফরুল্লাহ সিদ্দিকি	চিকিৎসক প্রতিনিধি
৯।	প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান	সদস্য
১০।	এম. এম. মিজানুর রহমান	সদস্য
১১।	মো. আবু জাফর পাটোয়ারী	সদস্য
১২।	মো. মোশতাক আহমেদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	মাকসুদা শিরিন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	এ.বি.এম মিজানুর রহমান	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২৫

ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৭- ০৮ জুন ২০১০ (২০০৭ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
২।	প্রফেসর মো. আলী আজম	সদস্য
৩।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৫।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৭।	প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ	সদস্য
৮।	প্রফেসর মো. সিদ্দিকুর রহমান	সদস্য
৯।	প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান	সদস্য
১০।	মো. রেজাউল কবীর	সদস্য
১১।	হোসেন আহমেদ	সদস্য
১২।	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	মো. মিরাজ আলী	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	শবনব নাহিদ স্বাতী	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
	* ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান (১৬.৭.২০০৯ - ৮.৬.২০১০)

পরিশিষ্ট - ২৬

সপ্তম পরিচালনা পরিষদ ৯ জুন ২০১০- ১৬ জুন ২০১৩ (২০১০ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩।	প্রফেসর মো. আলী আজম	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৫।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
৬।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৭।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৮।	প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
৯।	প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ	সদস্য
১০।	মো. মফিজুর রহমান	সদস্য
১১।	দীন মোহাম্মদ, এফ.সি.এম.এ	সদস্য
১২।	এ কে এম আশ্রাফুল হোসাইন	সদস্য
১৩।	মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	মো. তৌহিদুল ইসলাম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	শামা আহমাদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬।	প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য সচিব/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২৭

অষ্টম পরিচালনা পরিষদ ১৭ জুন ২০১৩- ৯ জুলাই ২০১৬ (২০১৩ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩।	প্রফেসর মো. আলী আজম	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৫।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৭।	প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ	সদস্য
৮।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
৯।	প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
১০।	আবু ইয়াহিয়া দুলাল	সদস্য
১১।	মোসা. হাফিজুন নাহার	সদস্য
১২।	শহীদুল হক খান	সদস্য
১৩।	প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	মো. সাইদুর রহমান মিঞা	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	ফারহানা সাত্তার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬।	প্রফেসর মো. আবু সাইদ	সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২৮

নবম পরিচালনা পরিষদ ১০ জুলাই ২০১৬ - ১০ জুলাই ২০২০ (২০১৬ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১।	ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২।	এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩।	অধ্যাপক মো. আবু সালেহ	সদস্য
৪।	মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৫।	আহমেদ হোসেন	সদস্য
৬।	প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া	সদস্য
৭।	প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ	সদস্য
৮।	প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
৯।	প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
১০।	শামীমা সুলতানা	সদস্য
১১।	এ কে এম মোরশেদ	সদস্য
১২।	মো. জুলফিকার রহমান	সদস্য
১৩।	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪।	ড. মো. মিরাজ আলী	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫।	সুরাইয়া খাতুন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬।	প্রফেসর মো. আবু সাইদ	সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২৯
পরিচালনা পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা (১৯৮৯ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত) (বর্তমান পদসহ)

সাল	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ
১৯৮৯	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)	মো. মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি		
১৯৯০	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)			
১৯৯১	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)			
১৯৯২	মো. মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মো. রোমজান আলী বাংলা	কামরুন নাহার সিদ্দিকী প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা
১৯৯৩	মো. মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মো. রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	
১৯৯৪	মো. মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মো. রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	
১৯৯৫	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)	মো. মাহফুজুল হক, প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মো. রোমজান আলী, বাংলা	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সমাজবিদ্যা
১৯৯৬	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)	প্রফেসর মো. রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	মো. ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
১৯৯৭	প্রফেসর মো. রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	প্রফেসর মো. আবু তালেব সাচিবিক বিদ্যা	মো. ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
১৯৯৮	প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন	প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	প্রফেসর রওনাক আরা অর্থনীতি বিভাগ	মো. সাইদুর রহমান মিঞা সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
১৯৯৯	প্রফেসর রওনাক আরা বেগম অর্থনীতি	প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ পরি.কম্পি. ও গণিত	মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	
২০০০	প্রফেসর ড. মো. আবদুছ ছাত্তার মজুমদার হিসাববিজ্ঞান	প্রফেসর রওনাক আরা বেগম অর্থনীতি বিভাগ	মোহাম্মদ আকতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	
২০০১	মো. নুর হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	শামসাদ শাহজাহান, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা	মো. জাকির হোসেন মজুমদার প্রভাষক, ইংরেজি	
২০০২	মাওসুফা ফেরদৌসী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা	মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	মো. শফিকুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান	
২০০৩	বদিউল আলম সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	
২০০৪	মোশতাক আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	মাকসুদা শিরিন সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি	এ.বি.এম.মিজানুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	
২০০৫	মাওসুফা ফেরদৌসী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ	মো. নজরুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	
২০০৬	প্রফেসর মো. আবু তালেব সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা	কামরুন নাহার সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	মো. মনসুর আলম সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	
২০০৭	প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	ড. মো. মিরাজ আলী সহযোগী অধ্যাপক, সিএসই	শবনম নাহিদ স্মাতী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান	
২০০৮	মো. ইউনুছ হাওলাদার সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	মো. শরিফুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	মো. আবদুস সালাম সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	
২০০৯	মো. ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক , অর্থনীতি	আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	উৎপল কুমার ঘোষ সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি	
২০১০	প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	মো. তৌহিদুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	শামা আহমাদ সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	
২০১১	মো. ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক , অর্থনীতি	সৈয়দ আবদুর রব সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	কে.এ. নাসরীন সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ	
২০১২	মো. হাসানুর রশীদ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সাজনিন আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	সুরাইয়া পারভীন সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	
২০১৩	প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	মো. সাইদুর রহমান মিঞা সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	ফারহানা সাত্তার সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	
২০১৪	প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	মোহাম্মদ আকতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	ফারহানা আরজুমান সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	
২০১৫	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	ড. মো. মিরাজ আলী সহযোগী অধ্যাপক, সিএসই	হাফিজা শারমিন সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	
২০১৬ ২০১৭	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	ড. মো. মিরাজ আলী সহযোগী অধ্যাপক, সিএসই	সুরাইয়া খাতুন সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি	

পরিশিষ্ট - ৩০

দাতাবৃন্দের নামের তালিকা

কলেজের আর্থিক সংকটকালে বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন তাঁদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	টাকার পরিমান
০১	প্রফেসর কাজী মো. নূরুল ইসলাম ফারুকী	০৬.১০.৮৮-০২.০২.৯২	১,৬৫,৮৫৩.০০
০২	মো. শামসুল হুদা, এফসিএ	০১.০৭.৯০	৭৫,০০০.০০
০৩	মো. বদরুল আহসান	২৩.০৬.৯০	২০,০০০.০০
০৪	আহমেদ হোসেন	০১.০৩.৯২-১২.০৪.৯৪	৭০,০০০.০০
০৫	অধ্যাপক কাজী শামছুন নাহার ফারুকী	১৭.১২.৯১-১৮.০৮.৯৪	৮৪,০০০.০০
০৬	এ.এইচ.এম মুস্তফা কামাল, এফসিএ	০৫.১১.৮৯ - ২২.০৮.৯১	১,৩৬,০০০.০০
০৭	আফজালুর রহমান	১৩.১১.৮৯-১২.০৮.৯৫	৪,০০০.০০
০৮	মজিবুল হায়দার চৌধুরী	১৩.১১.৮৯- ০১.০৪.৯০	১৭,৭০০.০০
০৯	রফিকুল হক	২৩.১১.৮৯ - ২৩.১২.৯১	৯,৭৫০.০০
১০	এ্যাড. মফিজুর রহমান মজুমদার	০৮.০১.৯০ - ২৮.০৭.৯০	২০,০০০.০০
১১	ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স	২৭.১১.৮৯	১০,০০০.০০
১২	হাজী জুম্মন বেপারী	১৮.০১.৯০	১০,০০০.০০
১৩	এ জেড এম হোসাইন খান	১৫.১০.৮৯	৫,০০০.০০
১৪	এম ওমর ফারুক	১৫.১০.৮৯	১,০০০.০০
১৫	মোজাফ্ফর আহমেদ,এফসিএমএ	২৬.১০.৮৯	৫,০০০.০০
১৬	ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০৯.০২.৯১	১০,০০০.০০
১৭	অধ্যাপিকা কাজী সালমা	২০.১১.৯১	৭,০০০.০০
১৮	একমি ল্যাব	১৪.০৩.৯১	৫,০০০.০০
১৯	এ বি এম আবুল কাসেম	০৬.১০.৮৮- ০৮.০১.৯১	১১, ১০০.০০
২০	এম হেলাল	০৬.১০.৮৮	২০০.০০
২১	নূরুল ইসলাম সিদ্দিক	০৬.১০.৮৮	১০০.০০
২২	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	১৮.০১.৯০	২,৫০০.০০
২৩	বাংলাদেশ জুট কোং	২৪.০১.৯০-৩০.০৬.৯৪	৩০,০০০.০০
২৪	মো. তোহা, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি	৩০.০১.৯০- ২৪.০৯.৯০	২৫,০০০.০০
২৫	ইফতেখার হায়দার চৌধুরী	৩০.০৯.৮৯	৮,০০০.০০
২৬	জিনাত শাহজাহান	০৮.০১.৯০	৫,০০০.০০
২৭	পিয়ার আলী, এফসিএ	০৬.০২.৯০	১,০০০.০০
২৮	প্রফেসর তাজুল আলম	২৬.০২.৯০	৪,০০০.০০

২৯	হাজী সরওয়ার হোসেন	১৭.০৩.৯০-০৮.০৫.৯০	২০,০০০.০০
৩০	রাবেয়া হায়দার	০৪.০৪.৯০	১,০০০.০০
৩১	এম এ কামাল	১৫.০৪.৯০	২,০০০.০০
৩২	জি এইচ খান	২৩.০৪.৯০	২,০০০.০০
৩৩	ডা. আবদুল্লা আল ফারুক	১২.০২.৯০	২,০০০.০০
৩৪	মো. অলিউর রহমান	২৩.০৫.৯০	১০,০০০.০০
৩৫	মো. মাহফুজুল হক (শাহীন)	০৬.১০.৮৮-৩০.১২.৯১	১৬,০৪৫.০০
৩৬	মো. শফিকুল ইসলাম (চুন্নু)	০৬.১০.৮৮-৩০.১২.৯১	১৬,৩৬৫.০০
৩৭	মো. রোমজান আলী	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৬,২৬৫.০০
৩৮	মো. আবদুস ছাত্তার মজুমদার	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৩৯	মো. রফিকুল ইসলাম	০১.০৯.৯০-৩০.০৬.৯১	৫,৫০০.০০
৪০	কামরুন নাহার সিদ্দিকী	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১০,২২৫.০০
৪১	মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৪২	ফেরদৌসী খান	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১১,৪৭৫.০০
৪৩	মো. আবদুল কাইয়ুম	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১০,২২৫.০০
৪৪	মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৯৫৫.০০
৪৫	রওনাক আরা বেগম	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৪৬	মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৯৫৫.০০
৪৭	মো. নুর হোসেন	০১.১০.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৪৫৫.০০
৪৮	মো. আবু তালেব	২৫.১২.৯১-৩০.১২.৯১	৭,৯৫৫.০০
৪৯	মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০৯.০৭.৯৪	২,৬০০.০
৫০	মো. কামাল আহমেদ মজুমদার	১৭.০৬.৯৭	১,০০,০০০.০০
৫১	ঢাকা কমার্স কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন	৩০.০৬.৯৪	৬৫,০০০.০০
৫২	মাসুম এন্টারপ্রাইজ	১৩.০৮.৯১	৯২২.০০
৫৩	ঢাকা কোচিং	০১.১০.৯১-২৪.১০.৯১	১২,০০০.০০
৫৪	ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি	১০.০৩.৯২	২,০০০.০০
৫৫	মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া	২১.০৭.৯৩	৪,০০০.০০
৫৬	নুরুল করিম	২৫.০৯.৯৩	৫০,০০০.০০
৫৭	অধ্যাপিকা আফছারুন নেছা	১১.০৪.৯৪	৫,০০০.০০
৫৮	ম্যাগাজিন "শিকড়"	২৩.১২.৯৩	৪,০০০.০০
৫৯	মোস্তফা কামাল মজুমদার	১২.০৫.৯৪	২,৮৫০.০০
৬০	মিসেস ফেরদৌসী	১৭.০৫.৯৪	৩,০০০.০০
৬১	বাবু ক্ষেত্র সাহা	-	১৫,০০০.০০
৬২	রফিকুল ইসলাম	-	৫,০০০.০০
		মোট	১২,২১,১৭০.০০

পরিশিষ্ট - ৩১

ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ (৬ অক্টোবর ১৯৮৮)

ক্রমিক নং	নাম	টাকা
১	কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	১,০০০/=
২	এ.বি.এম. আবুল কাশেম	১০০/=
৩	এম. হেলাল	২০০/=
৪	মো. মাহফুজুল হক শাহীন	৫০/=
৫	নুরুল ইসলাম সিদ্দিক	১০০/=
৬	মো. শফিকুল ইসলাম চুন্নু	
	মোট	১,৫৫০/=

পরিশিষ্ট - ৩২

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ

১. প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ

২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

৩. ড. মো. হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. মোহাম্মদ তোহা
চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি

৫. প্রফেসর মো. আলী আজম
সদস্য (কারিকুলাম), এন.সি.টি.বি

৬. প্রফেসর মো. খুরশীদ আলম
সদস্য (অর্থ), এন.সি.টি.বি

৭. মো. আসাদুল্লাহ
বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও শিক্ষানুরাগী

৮. ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৯. ড. খন্দকার বজলুল হক
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল
ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ

১১. এ. এইচ. এম. মুস্তফা কামাল
বিশিষ্ট শিল্পপতি

১২. প্রফেসর আবুল বাসার
সাবেক অধ্যক্ষ
আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা

১৩. অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম

১৪. জিয়াউল হক সি.পি.এ

১৫. এম হেলাল
সম্পাদক
মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

১৬. মুজাফ্‌ফর আহমেদ
এফ.সি.এম. এ

১৭. মফিজুর রহমান মজুমদার
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট

১৮. বদরুল আহছান
এফ.সি.এ

১৯. বেগম সামছুন নাহার ফারুকী

২০. বেগম আফসারুন্নেসা

২১. ড. খান মো. সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর

২২. এ.বি.এম. সামছুদ্দিন আহমেদ
অধ্যক্ষ, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট

২৩. প্রফেসর আহছান উল্লা
সচিব, ঢাকা বোর্ড

২৪. প্রফেসর গোলাম মোস্তফা
কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বোর্ড

২৫. আব্দুল মতিন
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
হোয়েকস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস

২৬. প্রফেসর লতিফুর রহমান
ঢাকা কলেজ

২৭. মো. মোজাহার জামিল
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৮. সাদেকুর রহমান মজুমদার
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৯. আব্দুল বাকী
প্রভাষক, তেজগাঁও কলেজ

৩০. আবুল এহসান
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ
এবং আরও অনেকে।

পরিশিষ্ট - ৩৩
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫: সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব এর বিভিন্ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক:
১. এ এফ এম সরওয়ার কামাল, সদস্য, গভর্নিং বডি
২. প্রফেসর মো. আবু সালেহ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৩. প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা:
১. মো. শামছুল হুদা এফ.সি.এ., সদস্য, গভর্নিং বডি
২. আহমেদ হোসেন, সদস্য, গভর্নিং বডি
৩. প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া, সদস্য, গভর্নিং বডি
৪. প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৫. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি
৬. প্রফেসর মো. জুলফিকার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি
৭. এ কে এম মোরশেদ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৮. শামীমা সুলতানা, সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রধান সমন্বয়কারী:
প্রফেসর মো. আবু সাইদ, অধ্যক্ষ

সমন্বয়কারী:
প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উদ্‌যাপন কমিটি:
১. প্রফেসর মো. রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ-আহবায়ক
২. প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৩. প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরি.কম্পি ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৫. প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৬. প্রফেসর মো. আবু তালেব, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৭. মো. ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৮. মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৯. বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১০. মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. মো. ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১২. মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৩. সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৪. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৫. মো. মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৬. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
১৭. ড. মো. মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ-সদস্য
১৮. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন,সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৯. সুরাইয়া খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
২০. ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

অভ্যর্থনা কমিটি:
১. প্রফেসর মো. রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ-আহবায়ক
২. প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৩. প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরিসংখ্যান বিভাগ-সদস্য
৫. প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৬. প্রফেসর মো. আবু তালেব, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৭. মো. ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৮. মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৯. বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১০. মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১২. মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৩. সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৪. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য

সাংস্কৃতিক কমিটি:
১. মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-আহবায়ক
২. রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৩. ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৫. মো. শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. শিরিন আক্তার, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৭. এরিন সুলতানা, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৮. শাহিদা শারমীন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং-সদস্য

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ কমিটি:
১. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-আহবায়ক
২. ফারহানা সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড বাংকিংবিভাগ-সদস্য
৩. খোন্দকার মো. হাদিউজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. ইসরাত মেরিন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৬. তানবীর আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৭. ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৮. মো. আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৯. ফারহানা ফেরদৌস, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১০. শাহিদা শারমীন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১১. ফয়েজ আহমদ, সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক-সদস্য

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা কমিটি:
১. বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-আহবায়ক
২. সুরাইয়া খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৩. মো. হযরত আলী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. ফারজানা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৫. মো. আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৬. সাবিহা আফসারী, প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৭. মো. সাহেদ হোসেন, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য

স্মরণিকা ও এ্যালবাম কমিটি:

১. প্রফেসর মো. রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ-আহবায়ক
২. প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-সিনিয়র সদস্য
৩. এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সম্পাদক
৪. মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৫. মো. মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক , ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৭. মো. মনসুর আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৮. এস. এম. মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৯. ইসরাত মেরিন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১০. মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১২. মো. হাসান আলী, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১৩. পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১৪. মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ-সদস্য
১৫. মো. তারেকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৬. অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৭. মো. আহসান হাবিব, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ-সদস্য

শৃংঙ্খলা কমিটি:

১. ড. মো. মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সিএসই বিভাগ-আহাবয়ক
২. সাজনিন আহমদ,সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
২. কামরুন নাহার,সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৪. এ. বি. এম. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সাবি ও অফিস ব্যব.বিভাগ-সদস্য
৫. খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৭. উম্মে সালমা, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৮. মো. আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৯. শিমুল চন্দ্র দেবনাথ, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১০. এরিন সুলতানা, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. সাবিহা আফসারী, প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
১২. নাজমা আক্তার, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ-সদস্য
১৩. সাহিদা শারমীন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১৪. মাছুম আলম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৫. সোলায়মান আলম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ-সদস্য
১৬. রিফ্‌ফাত শবনম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), সিএসই বিভাগ-সদস্য
১৭. সুয়াইবা হক তুরাবী, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), সিএসই বিভাগ-সদস্য
১৮. ফয়েজ আহমদ, সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক-সদস্য

রক্তদান কমিটি:

১. প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূইয়া, সমাজবিদ্যা বিভাগ-আহবায়ক
২. মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৩. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভগ-সদস্য
৪. ফারহানা আক্তার সাদিয়া, সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৫. রেহানা আখতার রিংকু, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. মোহাম্মদ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য

সাজ-সজ্জা, মঞ্চ ও ফুল ক্রয় কমিটি:

১. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরিসংখ্যান বিভাগ-আহবায়ক
২. প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৩. এ.এইচ.এম. সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ-সদস্য
৪. শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৫. মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ-সদস্য
৬. মো. শহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৭. মো. মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৮. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৯. নার্গিস হায়দার, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ-সদস্য
১০. মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য

প্রচার, ছবি ও ভিডিও কমিটি:

১. সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-আহবায়ক
২. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৩. নুর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৪. মো. জাহিদুল কবির, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. সমীরন পোদ্দার, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. মো. মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৭. মো. আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য

ক্রেস্ট ও মেডেল তৈরি কমিটি:

১. মো. ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক,সাবি ও অফিস ব্যব. বিভাগ-আহবায়ক
২. মো. নুরুল আলম ভূইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৪. শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৫. মো. নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
৬. সিগমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

ব্যানার ও দাওয়াত কার্ড কমিটি:

১. প্রফেসর মো. আবু তালেব, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-আহবায়ক
২. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৩. ড. এ. এম.সওকত ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. ফরিদা ইয়াসমিন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৫. সোহেল রানা, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৬. মাসুম আলম, প্রভাষক, (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

অর্থ ও হিসাব কমিটি:

১. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ,সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-আহবায়ক
২. মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৩. ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. ফারহানা হাসমত, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য

আপ্যায়ন কমিটি:

১. মো. ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-আহবায়ক
২. মো. মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৩. মো. আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ-সদস্য
৪. উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. শারমীন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং-সদস্য
৬. মো. মশিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৭. নাজমা আক্তার, প্রভাষক, সিএসই বিভাগ-সদস্য
৮. মেহেরুন নাহার, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৯. সুয়াইবা হক তুরাবী, প্রভাষক, (খণ্ডকালীন), সিএসই বিভাগ-সদস্য
১০. মো. শফিকুর রহমান, প্রভাষক (খণ্ডকালীন) সমাজবিদ্যা বিভাগ-সদস্য

ঢাকা কমার্স কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব

তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, **সময়:** সকাল ১০:০০টা
স্থান: প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়াম

প্রধান অতিথি:
নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি
শিক্ষামন্ত্রী

বিশেষ অতিথি:
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি:
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

অ্যালবাম

কলেজ র‍্যাংকিং ০২	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৩	শিক্ষকদের ভ্রমণ ৫৭
সাফল্য ও স্বীকৃতি ০৫	শিক্ষা সপ্তাহ ২৭	ভোজ ৫৯
গভর্নিং বডি ০৯	পুরস্কার বিতরণী ৩০	ফলাহার ও ইফতার ৬১
কলেজের ইতিবৃত্ত ১১	কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ৩৩	বিভাগীয় কার্যক্রম ৬২
অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ১৩	যুগপূর্তি ৩৫	ক্লাব কার্যক্রম ৬৭
নিয়োগ ও মানববন্ধন ১৫	দু'দশক পূর্তি ৩৭	সামাজিক কার্যক্রম ৭৩
ট্রেনিং ও সেমিনার ১৬	রজত জয়ন্তী ৪০	পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার ৭৫
শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি ১৭	দিবস উদ্‌যাপন ৪৭	প্রকাশনা ৭৭
বিদায় ২১	সুন্দরবন ভ্রমণ ৫৩	দেয়ালিকা ও চিত্র প্রদর্শন ৮২
শোক ২২	নৌ-ভ্রমণ ৫৪	অবকাঠামো ৮৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ (২০.০৫.২০১৬)

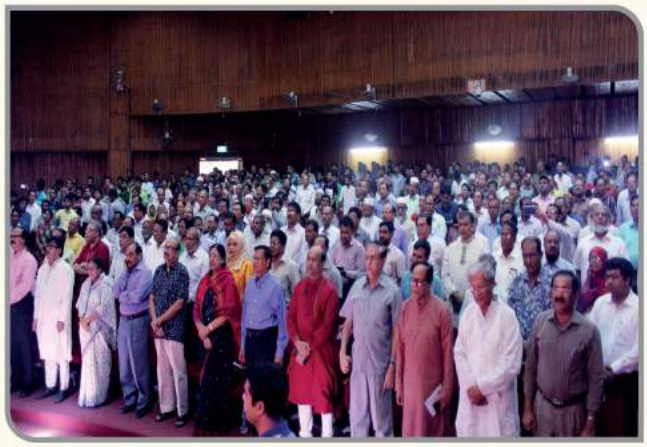

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন

অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের একাংশ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অন্যান্য অতিথি

ঢাকা-১৪ আসনে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় সংসদ সদস্য মো. আসলামুল হক এবং কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

1ST

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৫.২০১৬)

3rd

ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৩য় স্থান অর্জন করায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৫.২০১৬)

4th

জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অধিকার করায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৫.২০১৬)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ -এর নিকট থেকে বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী কলেজের সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান-এর নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে
১ম স্থান প্রাপ্ত ক্রেস্ট

ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে
৩য় স্থান প্রাপ্ত ক্রেস্ট

জাতীয় পর্যায়ে
৪র্থ স্থান প্রাপ্ত ক্রেস্ট

পুরস্কার গ্রহণ শেষে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট হাতে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষক (জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে, ২০.০৫.২০১৬)

সাফল্য ও স্বীকৃতি

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' পুরস্কার লাভ করায় উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমানকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

২০০৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মিলনে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কলেজের প্রথম শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজের 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' পুরস্কার লাভ করায় সমবেত শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস-এর নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউটিং পুরস্কার নিচ্ছে কলেজের ছাত্র শাহানশাহ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১-এ উচ্চাঙ্গ নৃত্যে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রুমা বিশ্বাস

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম-এর নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছে কলেজ ছাত্রী রুমা। পাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ (১৯৯৬)

সাফল্য ও স্বীকৃতি

'ধরিত্রী বাংলাদেশ' শিক্ষায় অবদানের জন্য প্রফেসর কাজী ফারুকীকে সম্মাননা ২০১০ প্রদান অনুষ্ঠানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এমপি, অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ ও অন্যান্য

টিআইবি সভাপতি অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদের নিকট থেকে রুর‍্যাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বর্ষসেরা সম্মাননা ২০০৮ গ্রহণ করছেন কলেজের শিক্ষক এস এম আলী আজম

জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ ১৯৯৩-এ কলেজের ছাত্রী স্নিগ্ধা উপস্থিত বক্তৃতায় এবং দিপু নির্ধারিত বক্তৃতায় বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ করছে

অধ্যক্ষ ও মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যানের সাথে জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ ১৯৯৭-এ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থী মামুন-উর-রশিদ

নাইজিং এশিয়ান ইউথ গেমস্ ২০১৩-এ বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেটিকস টিমে কলেজের শিক্ষার্থীরা

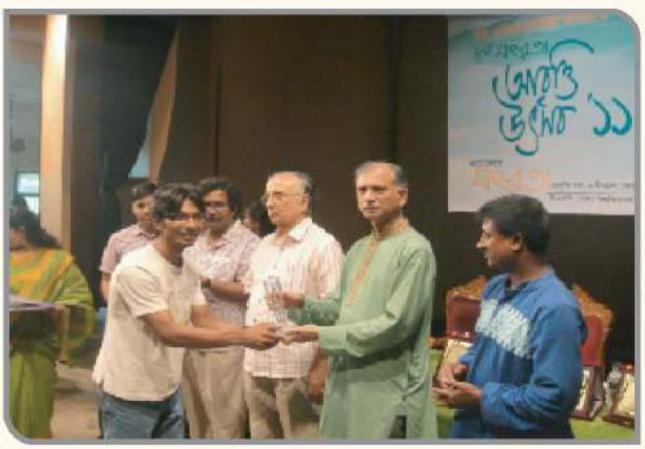

সংবৃতা আবৃত্তি উৎসব ২০১১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিকীর নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছে কলেজের ছাত্র মো. মেহেদী হাসান

সাফল্য ও স্বীকৃতি

জাপান কাপ কারাতে ২০১৩-এ গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত
ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র পারভেজ

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ
চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ
বোর্ডের উপ-পরিচালকের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে বিজয়ী শিক্ষার্থী

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ
গোলক নিক্ষেপে রানার আপ নওশাদ

৩য় জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ
রানার আপ ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ
পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র শাকিল ও রিয়াজ

সাফল্য ও স্বীকৃতি

২০০৩ সালে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ খেলাধুলায় পদক বিজয়ী শিক্ষার্থী মহীন, নাজিয়া, ভাবনা, মিরাজ, সৈকত ও শামীম কলেজ অধ্যক্ষের সাথে

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০০৩-এ মহিলা একককে চ্যাম্পিয়ন নাজিয়া রশীদ-কে ক্রেস্ট দিচ্ছেন অধ্যক্ষ কামরুন নাহার, এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর মোখলেছুর রহমান

ভারতের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া বাংলাদেশ দল। শিক্ষক ফয়েজ আহমদের সাথে কলেজের ছাত্র সাজিদ ও সামির (২৪.০৪.১২)

৮ম বাংলাদেশ গেমস্ ২০১৩-এ বিজয়ী ঢাকা কমার্স কলেজের ফেন্সিং টিমের খেলোয়াড়বৃন্দ

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪-এ অংশ নেয়া ঢাকা কমার্স কলেজ রাগবি দল

জাতীয় ফ্লোরবল প্রতিযোগিতা ২০১৪-এ চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ মহিলা দল

গভর্নিং বডি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
প্রথম পরিচালনা পরিষদের একটি সভা (৮ মার্চ ১৯৯২)

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে
২য় পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা (৬ জুলাই ১৯৯৮)

সভায় উপস্থিত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অন্যান্য সদস্য

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে পরিচালনা পরিষদের সভা

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে
দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ। ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন
বিদায়ী চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল (১৬ জুলাই ২০০৯)

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভা (২৩ ডিসেম্বর ২০১০)

গভর্নিং বডি

শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন
পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মো. আলী আজম (১৩.০৬.২০১৫)

পরিচালনা পরিষদের সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা (২০১৫)

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে চলছে
পরিচালনা পরিষদের সভা (২০১৪)

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে
পরিচালনা পরিষদের সভা (২০১৬)

পরিচালনা পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (২০১৬)

সভায় উপস্থিত পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০১৬)

কলেজের ইতিবৃত্ত

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম প্রকল্প কার্যালয় ই-৫/২ লালমাটিয়ায় (প্রফেসর কাজী ফারুকীর বাসা) কলেজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সভায় উপস্থিত এস আর মজুমদার, এম হেলাল, মো. শফিকুল ইসলাম, মো. মাহফুজুল হক, জিয়াউল হক, আবুল কাশেম, কাজী আব্দুল মতিন প্রমুখ

প্রথম প্রকল্প কার্যালয়ে কাজী ফারুকীর সাথে আলাপরত উদ্যোক্তাদের কয়েকজন: বদরুল আহসান, সরওয়ার কামাল ও শামছুল হুদা

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অস্থায়ী কার্যালয় কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবিএম শামসুদ্দীন, কাজী ফারুকী ও মো. শফিকুল ইসলাম (০২.০৭.১৯৮৯)

কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে মোহাম্মদ তোহার সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কমিটির সভায় উপস্থিত এম. হেলাল, শামছুল হুদা এফসিএ, ড. হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর আলী আজম, মফিজুর রহমান মজুমদার, অধ্যাপক আব্দুর রশিদ চৌধুরী, এএফএম সরওয়ার কামাল, প্রফেসর কাজী ফারুকী, মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ

একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত (সাইনবোর্ড উত্তোলন)

নীরব যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৭৯ সালে শুরু হয় প্রকাশ্য চিন্তাভাবনা। অনেক সভা, সেমিনার, আলোচনা, পর্যালোচনার পর অবশেষে ০১.০৮.১৯৮৯ তারিখে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ-এর সাইনবোর্ড উত্তোলন করা হয়। এসময় অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন (বাম হতে) কাজী আব্দুল মতিন, অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম, মো. জিয়াউল হক, এম হেলাল, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, অধ্যক্ষ এবিএম শামসুদ্দিন, মো. শফিকুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, মুনির চৌধুরী, এসআর মজুমদার, কাজী হাবিবুর রহমান প্রমুখ। (ছবিতে নেই, কিন্তু আরো উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুল হক, হাফিজ এবং আব্দুল লতিফ)।

কলেজের ইতিবৃত্ত

প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শামছুল হুদা, এফসিএ-র সাথে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ (১৯৯০)

প্রথম অধ্যক্ষের সাথে তৎকালীন শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯০)

প্রফেসর কাজী ফারুকীর সাথে প্রথম দিকের শিক্ষকগণ। (বাম থেকে দাঁড়ানো) মুহম্মদ ইলিয়াস, আবু তালেব, আব্দুল কাইয়ুম, জাহিদ হোসেন সিকদার ও নূর হোসেন, (বাম থেকে বসা) বাহারউল্যা ভূঁইয়া, আবদুস সাত্তার মজুমদার, মো. রোমজান আলী, মো. শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর কাজী ফারুকী, মো. মাহফুজুল হক, কামরুন্নাহার, ফেরদৌসী খান ও রওনাক আরা

ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রকল্যাণ পরিষদ ১৯৯৩-৯৪

ছাত্রকল্যাণ পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে
প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমান (১৯৯৩)

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাস কার্যক্রম (২০১৩)

স্নাতক শ্রেণির পরীক্ষার হল পরিদর্শন করছেন
মো. আব্দুল কাইয়ুম (২০০৭)

গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একাংশ (২০১৬)

নিবিষ্ট মনে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের একাংশ (২০১৬)

কলেজের আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন করছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের
প্রফেসর ড. মো. মঞ্জুর মোরশেদ (৩০/৩/২০১৪)

কম্পিউটার ল্যাব ১-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একাংশ (২০১৬)

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের একাংশ (২০১৬)

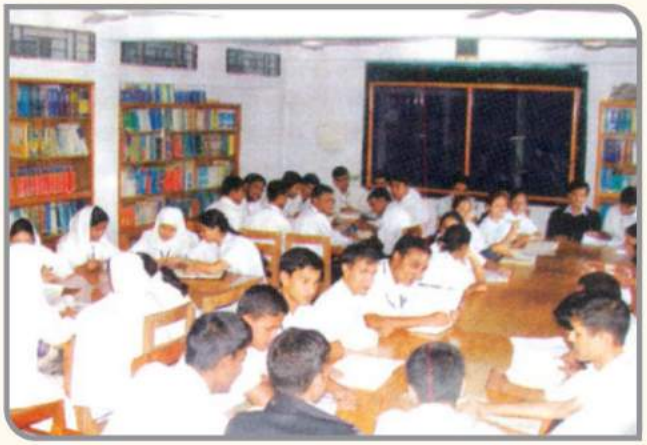

বিভাগের সেমিনারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০১৫)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত
শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বসিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (২০০৮)

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের একাংশের মাঝে
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্বয় (২০০৯)

বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬-এ
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬-এ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপস্থিত
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

নিয়োগ

অধ্যক্ষের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেমকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ (১৯.০৯.২০১০)

নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ মো.আবু সাইদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহম্মেদ সিদ্দিক (১৯.০৩.২০১২)

নতুন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলামকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা (০১.০২.২০১৫)

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রফেসর মো. মোজাহার জামিলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ (২৫.১২.২০১৪)

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী মানববন্ধন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের মানববন্ধন (০১.০৮.২০১৬)

স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. আসলামুল হকের আহ্বানে মিরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের মানববন্ধন (০৭.০৮.২০১৬)

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও সেমিনার

১৭তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০০৮-এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জিবি'র চেয়ারম্যান, বিইউবিটি-র উপাচার্য ও অধ্যক্ষ

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১০ এ বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৩-এ প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এনসিটিবি বিশেষজ্ঞ মো. ইকরামুজ্জামান খান

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০১৪-এ বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০১৬-এ উপবিষ্ট অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক রবিউল হোসেন (১০.১২.২০১৬)

২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০১৬-এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুর রহমান, জিবি'র চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি'র সদস্য মিঞা লুৎফার রহমান, অধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক (১১.১২.২০১৬)

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান (উচ্চমাধ্যমিক)

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর এম.এ সিদ্দিকিকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন অধ্যাপক রওনাক আরা বেগম (১১.১০.৮৯)

২য় ব্যাচের ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ শামছুল হুদা, এফসিএ। মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (১১.১২.৯০)

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান ১৯৯৯-এ বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। উপস্থিত আছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রফেসর মো. আবু সালেহ এবং অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০০০-এ বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মো. মুতিয়ূর রহমান। উপস্থিত আছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০১৫-এ নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০১৬-এ কলেজ সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান (অনার্স)

প্রথম ৪টি বিষয়ে সম্মান কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ড. শহিদ উদ্দীন আহমেদ, ড. হাবিব উল্লাহ ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১৯৯৬)

স্নাতক শ্রেণির নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী।
বক্তব্য প্রদান করছেন মো. শফিকুল ইসলাম (১৯৯৬)

নবীন বরণ (সম্মান শ্রেণি) ১৯৯৭-এ বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী।
মঞ্চে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. তাহমিনা হোসেন,
নায়েমের মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম ও উপসচিব মোসলেম আলী

স্নাতক শ্রেণির ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০০০-এ
মঞ্চে উপবিষ্ট ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং
ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক নূর হোসেন (১৪.০১.২০০১)

নবীন বরণ (সম্মান শ্রেণি) ২০১১-এ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

নবীন বরণ (সম্মান শ্রেণি) ২০১২-এ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান (অনার্স)

স্নাতক (সম্মান) শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে
বক্তব্য রাখছে একজন ছাত্রী (২০১২)

বিবিএ প্রফেশনাল (সম্মান) শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০১৫-এ
বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রফেশনাল (সম্মান) শিক্ষার্থীদের
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন ড. মো. শামসুদ্দীন ইলিয়াস,
কলেজ পরিদর্শক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৬)

স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রফেশনাল (সম্মান) শিক্ষার্থীদের
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০১৬)

স্নাতক (সম্মান) শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে
ব্যান্ড সংগীত পরিবেশন করছে কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০১৬)

স্নাতক (সম্মান) শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে
শপথ বাক্য পাঠ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০১৬)

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান (বিবিএ প্রফেশনাল)

বিবিএ ১ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরউল্যা। উপস্থিত আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ (২৭.০৮.১৯৯৮)

বিবিএ ২য় ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন বিবিএ প্রোগ্রামের উপদেষ্টা প্রফেসর মো. আবু সালেহ। উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. মো. ফরাসউদ্দিন (০১.০৭.১৯৯৯)

৩য় ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং বিবিএ পরিচালক মিঞা লুৎফার রহমান (০৫.০৪.২০০০)

বিবিএ প্রফেশনাল (সম্মান) শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও প্রোগ্রামের পরিচালক (২০১৫)

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান (মাস্টার্স)

এম কম ১ম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি। উপস্থিত অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও শামছুল হুদা, এফসিএ

এম কম (পার্ট-২) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৯৯৮-এ বক্তব্য রাখছেন ড. মো. হাবিব উল্লাহ (২২.০৩.৯৮)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায়

প্রথম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ১৯৯১-এ বক্তব্য রাখছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. হাবিব উল্লাহ

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন
ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ (২০০৪)

শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৩ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
জিবি সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল ও অধ্যক্ষ মো. আবু সাইদ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৪-এ বক্তব্য রাখছেন
উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা (২০১৫)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৬-এ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন জিবি সদস্য মিঞা লুৎফার রহমান, উপাধ্যক্ষ মো. শফিকুল ইসলাম এবং আহ্বায়ক মো. রোমজান আলী

শিক্ষক বিদায়

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমানের বিদায় উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান (১৩.০৭.১৯৯৭)

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর শামছুল হুদা, এফসিএ-র দ্বিতীয়বার বিদায় উপলক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার (১৯৯৮)

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নূরুল ইসলাম ফারুকীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম (২০১০)

অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের মাঝে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (২০১০)

শোক

কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজমের ইন্তেকালে শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন তাঁর মেয়ে তাহমিনা আজম (৭ মে ২০১৬)

কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেমের ইন্তেকালে শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন তাঁর ছেলে শিহাব রিজওয়ান (৪ জুন ২০১৬)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ধানমণ্ডি মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৯১-এ যুব ও ক্রীড়া সচিব মুশফিকুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৯২-এ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক প্রফেসর ইউনুস মিয়া

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ (১৯৯৩)

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন প্রধান অতিথি, ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করছেন ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ এবং কলেজ পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ

৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি ও পুরস্কার বিতরণী ১৯৯৫-এ অধ্যক্ষের সঙ্গে গৃহায়ণ ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক ও ডিজি প্রফেসর ইউনুস মিয়া

স্থানীয় সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদারকে কলেজ মনোগ্রামখচিত ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১০.০২.১৯৯৯)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০০৮-এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মো. আসলামুল হক, এমপি

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের নিকট থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী (২০১৪)

বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় সারিবদ্ধ প্রতিযোগীগণ (২০১৪)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪-এ বিসিবি'র মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান মো. জালাল ইউনুসের নিকট থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে একজন ছাত্র

লোকনৃত্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ (২০১৫)

লোকনৃত্যে ছাত্রদের অংশগ্রহণ (২০১৫)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ সাংসদ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (২০১৫)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিককে ফুল দিয়ে বরণ করছে একজন শিক্ষার্থী

কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করছে বিএনসিসি ও অন্যান্য শিক্ষার্থী (২০১৬)

বস্তা দৌড় প্রতিযোগিতার একাংশ (২০১৫)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়মঞ্চে ছাত্রীরা (২০১৬)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ মো. ইলিয়াছ মোল্লাহ এমপি-র নিকট থেকে প্রাইজ মানি গ্রহণ করছে চ্যাম্পিয়ন (ছাত্রী)

বিজয়ী শিক্ষার্থী সজিবকে মেডেল ও সনদ প্রদান করছেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও জিবি চেয়ারম্যান (২০১৬)

'যেমন খুশি তেমন সাজ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ (২০১৬)

জাতীয় দলের ক্রিকেটার আনামুল হক বিজয়কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন (২০১৬)

বিএনসিসি দলের ডিসপ্লে (২০১৬)

সাম্পান নৃত্যের বর্ণাঢ্য দৃশ্য (২০১৬)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রথম অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো. মনিরুজ্জামান মিয়াকে শুভেচ্ছা উপহার দিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (০১.০৭.৯০)

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী (২৫.০৭.৯১)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৯৯৬-এর উদ্বোধন করছেন কথাসাহিত্যিক ড. হুমায়ূন আহমেদ

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৯৯৬-এর উদ্বোধন করছেন আইজিপি এএসএম শাহ্জাহান। উপস্থিত অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, এবিএম আবুল কাশেম, এম হেলাল ও মো. শফিকুল ইসলাম

দাবা খেলে শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৩-এর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মো. আবু সাইদ এবং উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) এবিএম আবুল কাশেম

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫-এ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ ২০০৯-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ মো. আসলামুল হক (২০০৯)

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১-এ শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশন

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫-এ একক অভিনয়ের একটি দৃশ্য

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫-এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কলেজ সংগীত পরিবেশন (২০১২)

শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের ক্যারম খেলা (২০১২)

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৩-এ কলেজ সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা, তবলায় মো. করম হোসেন (২০১৩)

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ নজরুল সংগীত পরিবেশন করছে একজন শিক্ষার্থী

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ শিক্ষার্থীদের দাবা প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ শিক্ষার্থীদের টেবিল টেনিস খেলার একটি দৃশ্য

পুরস্কার বিতরণী

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৯৯২-এ বক্তব্য রাখছেন
কলেজ সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তোহা এফসিএ

পুরস্কার বিতরণ শেষে বক্তব্য রাখছেন
ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া (১৯৯২)

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মো. মহসিন এমপি, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও শামছুল হুদা, এফসিএ (১৯৯৪)

কৃতী ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন
ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন (১৯৯৪)

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১০-এ বক্তব্য রাখছেন
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, প্রথম
আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান (২০০২)

পুরস্কার বিতরণী

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১১-এ বক্তব্য রাখছেন
সংসদ সদস্য আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৪-এ প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নুর
(প্রোভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)-কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ

প্রধান অতিথির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে একজন শিক্ষার্থী (২০১৪)

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৫-এ প্রফেসর মো. হারুন-অর-রশিদ এর
নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছে একজন শিক্ষার্থী

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষের
নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছে একজন শিক্ষার্থী

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নৃত্যরত ছাত্রীগণ (২০১৫)

পুরস্কার বিতরণী

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৫-এ
প্রফেসর মো. হারুন-অর-রশিদ -এর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে
তিনটি ইভেন্টে ১ম সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থী নুসরাত নওরীন রুম্পা

প্রফেসর মো. হারুন-অর-রশিদ -এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন
অনুষ্ঠানের সভাপতি, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (২০১৫)

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৫-এ বক্তব্য রাখছেন
ড. মো. হারুন-অর-রশিদ, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বর্ণীল নৃত্য পরিবেশন (২০১৫)

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৫-এ
শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশন

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৫-এ শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায়
নাটক 'জব্বরের কেরামতি, পার্ট-২'

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৯১-এ মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী ১ম ব্যাচের ১ম ছাত্রী মাসুদা খানমের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (১৯৯১)

ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৯২-এ বোর্ডের মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারী কাজী নাঈমা বিন্‌তে ফারুকী, শিক্ষক রওনাক আরা, মাহফুজুল হক, কাজী ফারুকী, কামরুন নাহার ও ফেরদৌসী খান

১৯৯৩ সালের এইচএসসিতে মেধাস্থান অর্জনকারী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

অতিথিবৃন্দের সাথে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত একঝাঁক কৃতী শিক্ষার্থী (১৯৯৫)

কৃতী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল (২০০৬)

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের একাংশের সাথে জিবি চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল, জিবি সদস্য ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, মো. আলী আজম ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (২০০৬)

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও কলেজ অধ্যক্ষ (২৫.০৩.২০০১)

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. ওয়াকিল আহমদ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৩-এ বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি (২০১৩)

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৩-এ বক্তব্য রাখছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি ও অধ্যক্ষ-এর সাথে কৃতী শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০১৩)

যুগপূর্তি ২০০১

বেলুন উড়িয়ে যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন
এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান (২৩.০৩.২০০১)

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেনকে ক্রেস্ট প্রদান
করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী (২৩.০৩.২০০১)

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে
গুণীজন সম্মাননা-২০০১ গ্রহণ করছেন প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ্ সিদ্দিকী

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে
গুণীজন সম্মাননা-২০০১ গ্রহণ করছেন প্রফেসর ড. মো. হাবিব উল্লাহ

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে
গুণীজন সম্মাননা-২০০১ গ্রহণ করছেন প্রফেসর মো. আলী আজম

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে
গুণীজন সম্মাননা-২০০১ গ্রহণ করছেন
প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউল্লাহর পক্ষে তাঁর ছেলে

যুগপূর্তি ২০০১

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা-২০০১ ও স্বর্ণপদক
গ্রহণ করছেন প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম

এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান ও
অতিথিবৃন্দের সাথে পদকপ্রাপ্ত কয়েকজন (২০০১)

বক্তব্য রাখছেন আইন ও বিচার মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু,
দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক রাহাত খান ও
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমএ মান্নান (২০০১)

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক আলভী ও অধ্যাপক রফিকুন নবী (২০০১)

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সাথে
পদকপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকগণ (২৩.০৩.২০০১)

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সাথে
স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২০০১)

দু'দশক পূর্তি ২০১০

দু'দশক পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি (২০১০)

র‍্যালিতে শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য অংশগ্রহণ (২০১০)

রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন
প্রফেসর ডা. এম এ রশিদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট (২০১০)

দু'দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান (২০১০)

অতিথিদের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০১০)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কাজী শহীদুল্লাহর নিকট থেকে
কৃতী শিক্ষার্থী পদক গ্রহণ করছেন ফারহানা সাত্তার (বর্তমানে শিক্ষক)

দু'দশক পূর্তি ২০১০

বিশিষ্ট সুধীজনের সংবর্ধনা ও অডিটোরিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২০১০-এ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান (২০১০)

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন মো. তোহা, এফসিএ

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরীর পক্ষে তাঁর মেয়ে

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন এএফএম সরওয়ার কামাল

দু'দশক পূর্তি ২০১০

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন
প্রফেসর মো. আবু সালেহ

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ গ্রহণ করছেন
প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ
প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

গুণীজন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা ২০১০ অনুষ্ঠানে
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন গৃহায়ণ
ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেনের হাতে
ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

মো. আসলামুল হক, এমপি-র প্রতিনিধির হাতে
ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান

রজত জয়ন্তী ২০১৪

রজত জয়ন্তী র‍্যালি

রজত জয়ন্তী ২০১৪-এ র‍্যালির শুরুতে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন কলেজের একজন শিক্ষক, র‍্যালির উদ্বোধন ও হাতির পিঠে রাজা ও রাজপুত্র

রজত জয়ন্তী ২০১৪ উৎসবের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

রজত জয়ন্তী ২০১৪ উৎসবের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

রজত জয়ন্তী ২০১৪

রক্তদান কর্মসূচি

রজত জয়ন্তী ২০১৪-এ রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন
ড. এম এ রশীদ ও জিবি'র চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

রক্তদান কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন জিবি চেয়ারম্যান,
জিবি সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দ

রজত জয়ন্তী উৎসব

রজত জয়ন্তী উৎসব ২০১৪ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি'-র
মোড়ক উন্মোচন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর
হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতায়
পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

উৎসব উপলক্ষ্যে সজ্জিত গেট

রজত জয়ন্তী ২০১৪

গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

রজত জয়ন্তী ২০১৪ উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত
গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সভাপতি
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য ও
বিইউবিটি-র উপাচার্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ

বক্তব্য রাখছেন ঢাকা কমার্স কলেজের
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

রজত জয়ন্তী ২০১৪
গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

রজত জয়ন্তী ২০১৪ উপলক্ষ্যে গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর এ এ এম বাকের

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন আশা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর মো. মঈনউদ্দীন খান

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের প্রফেসর শান্তি নারায়ণ ঘোষ

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল ইউ আহমেদ

রজত জয়ন্তী ২০১৪
গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন বি এ এস ই কেমিক্যালস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুহুল আমিন

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন গ্রামীণ ফান্ড-এর সভাপতি আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাঈম, সিএ

রজত জয়ন্তী ২০১৪-এ গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মো. শামছুল হুদা, এফসিএ

গুণীজন স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন কলেজের দাতা সদস্য আহমেদ হোসেন

রজত জয়ন্তী ২০১৪

গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মাননা ২০১৪-এ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বিশিষ্টজন

কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্মাননা ২০১৪-এ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুধীজন

স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন জিবি সদস্য ডাক্তার এম এ রশীদ ও কলেজের প্রথম উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মুতিয়ুর রহমান এবং
কৃতী শিক্ষার্থীর ক্রেস্ট গ্রহণ করছে নাসরুল সাদাত পিয়াস

রজত জয়ন্তী ২০১৪

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সমবেত সংগীত পরিবেশন করছে কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত চরিত্রে অভিনয় করছে তৃষা ও মামুন

ক্লিউপেট্রা-এন্তোনিও চরিত্রে অভিনয় করছে সাবা ও রনি

শিরি-ফরহাদ চরিত্রে অভিনয় করছে তিথি ও শিমুল

লোকনৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

ধ্রুপদী নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ

দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪-এ
শহিদ মিনার উদ্বোধন শেষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ভাষাসৈনিক
আহমদ রফিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক (২০১৪)

বক্তব্য প্রদান করছেন ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক
মঞ্চে উপস্থিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (২০১৪)

শহিদ দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০১৪)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪-এ প্রভাতফেরি

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫-এ
প্রভাতফেরিতে শিক্ষার্থীরা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬-এ
বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ: স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১১-এর আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাইছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য

স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলমকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'সুলতানার যুদ্ধ'

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬-এর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

দিবস উদ্‌যাপন
১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে জাতীয় সংগীত গাইছেন প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠানের সভাপতি, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষকগণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. নূহ-উল-আলম লেনিন, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০১৬)

জাতীয় শোক দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাতীয় শোক দিবস-২০১০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ এবিএম আবুল কাশেম

দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলেজের প্রথম গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদকে গুণিজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৭.১২.২০১৫)

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেজর জেনারেল (অব.) আজিজুর রহমান, বীর উত্তম-কে গুণিজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৭.১২.২০১৫)

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম-কে গুণিজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৭.১২.২০১৬)

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজের প্রথম গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও মেজর জেনারেল (অব.) আজিজুর রহমান, বীর উত্তম

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম ও জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

দিবস উদ্‌যাপন

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১১-এ বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম, গভর্নিং বডির সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১৬-এ উপস্থিত ড. নুরুর রহমান খান, ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ মো. আবু সাইদ এবং সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (২০১৬)

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১১ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১৬-এ নৃত্য পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

১৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (১৭.০৩.২০১১)

১৪ ডিসেম্বর: শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৪.১২.১১)

১লা বৈশাখ: নববর্ষ উদ্‌যাপন

নববর্ষ উদ্‌যাপন: বাংলা ১৪০০ সাল (১৯৯৪)

নববর্ষ উদ্‌যাপনে সংগীত পরিবেশন করছে আবাসিক ভবনে বসবাসকারী শিক্ষকদের সন্তানরা (২০১৪)

বর্ষবরণ ১৪২৩-এ উপস্থিত শিক্ষক পরিবারের সদস্যবৃন্দ (২০১৬)

বর্ষবরণ ১৪২৩-এ সহকর্মীদের নিয়ে পান্তা-ইলিশ উপভোগ করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম (২০১৬)

সুন্দরবন ভ্রমণ

নৌ-ভ্রমণ ২০০৩-এর উদ্বোধন করছেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

সমুদ্রজলের স্পর্শে আনন্দে বিহ্বল শিক্ষক-শিক্ষার্থী (২০০৩)

কটকা অভয়ারণ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ (২০০৫)

ভ্রমণের অবসরে আড্ডায় শিক্ষার্থীরা (২০০৭)

সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ (২০০৫)

পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে অধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ (২০১০)

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ)

ইলিশ ভ্রমণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ (০৮.০১.৯৯)

নৌ-ভ্রমণে লঞ্চের সামনের বারান্দায় ছাত্রীদের একাংশ (১৯৯৯)

ইলিশ ভ্রমণে গভর্নিং বডির সদস্য
এ এফ এম সরওয়ার কামাল-কে উপহার প্রদান

নৌ-ভ্রমণ ২০১১-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ভ্রমণ কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ আবদুর রব (২৯.০৭.২০১১)

জিবি সদস্য শহীদুল হক খান এর নিকট থেকে র‍্যাফেল ড্র-এর
পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন শিক্ষার্থী (২০১৪)

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ)

ইলিশ ভ্রমণ ২০১৫-এর উদ্বোধন করছেন
গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

সারিবদ্ধভাবে খাবার গ্রহণ করছে ছাত্রীরা

ইলিশ ভ্রমণ ২০১৫-এ সংগীত পরিবেশন করছে কলেজের শিক্ষার্থীরা

ইলিশ ভ্রমণ ২০১৫-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
সংগীত পরিবেশন করছে একজন শিক্ষার্থী

নৌ-ভ্রমণ ২০১৫-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উৎফুল্ল শিক্ষার্থীগণ

নৌ-ভ্রমণ ২০১৫-এ দুপুরের খাবার গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ)

নৌ-ভ্রমণ ২০১৬-এর উদ্বোধন করছেন
গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

নৌ-ভ্রমণ ২০১৬-এ উপস্থিত
গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

ইলিশ ভ্রমণ-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
গভর্নিং বডির সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (২০১৬)

নৌ-ভ্রমণ ২০১৬-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
দলীয় নৃত্য পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

নৌ-ভ্রমণ ২০১৬-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
নৃত্য পরিবেশন করছে কলেজের শিক্ষার্থীরা

নৌ-ভ্রমণ ২০১৬-এর আনন্দঘন মুহূর্তে
কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষকদের বনভোজন ও ভ্রমণ

নাফ নদীর তীরে অবস্থিত রেস্ট হাউজে টেকনাফ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষ ও কলেজ শিক্ষকগণ (০৫.১১.৯৪)

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সোনা মসজিদের সামনে আমবাগানে শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯৫)

শ্রীমঙ্গলের চা বাগানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ সফরকারী শিক্ষকদের একাংশ (১৯৯৬)

বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত শ্রীপুরে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯৬)

সোমেশ্বরী নদীর তীরে সফরকারী শিক্ষকবৃন্দ (২০.০২.৯৮)

বনভোজনে অধ্যক্ষসহ সপরিবারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ (০৮.০৩.৯৮)

জিবি চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে শিক্ষকদের বনভোজন ও ভ্রমণ

শিক্ষকদের বনভোজনে প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর বাগান বাড়িতে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ (২৫.১২.২০১১)

শিক্ষকদের বনভোজনে প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-কে ফুলের তোড়া প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০১৪)

শিক্ষকদের বনভোজনে স্বাগতিক প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করছেন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (একাডেমিক) (২০১৬)

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দ (২০১৬)

গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সাথে অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ (২০১৬)

বনভোজনে উৎফুল্ল শিক্ষকগণ (২০১৬)

বার্ষিক ভোজ

ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রথম বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, ড. হাবিব উল্লাহ ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (০১.০৭.৯০)

গভর্নিং বডির সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর কাজী ফারুকী ও অন্যান্য (বার্ষিক ভোজ-১৯৯৩)

বার্ষিক ভোজ ২০০২ উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সাংসদ এস. এ. খালেক। পাশে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক ভোজ ২০০৯-এর উদ্বোধন করছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ বি এম আবুল কাশেম

বার্ষিক ভোজ ২০১২-এর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বার্ষিক ভোজ ২০১৩-এর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বার্ষিক ভোজ

বার্ষিক ভোজ ২০১৪-এ ছাত্রীদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বার্ষিক ভোজ ২০১৪-এ ছাত্রীদের খাবার গ্রহণ

বার্ষিক ভোজ ২০১৫-এ অংশগ্রহণ করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বার্ষিক ভোজ ২০১৫-এ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবির অন্যান্য সদস্য ও অধ্যক্ষ

বার্ষিক ভোজ ২০১৫-এ ছাত্রদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বার্ষিক ভোজ ২০১৫-এ ছাত্রীদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

ফলাহার

বার্ষিক ফলাহার ২০০৭-এ সুস্বাদু ফল সংগ্রহ করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত
বার্ষিক ফলাহার অনুষ্ঠান কাঁঠাল কেটে উদ্বোধন করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৬.১২)

ফলাহারে ফল সংগ্রহ করছেন অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ (১১.০৬.২০১৪)

বার্ষিক ফলাহার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৩.০৬.২০১৫)

ইফতার

বার্ষিক ইফতার মাহফিল ২০১৬-এ দোয়া করছেন
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক ইফতার মাহফিল ২০১৬-এ
কলেজের কল্যাণ কামনায় শিক্ষকদের মোনাজাত

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

ড. ফখরুল আলম ও ড. সৈয়দ আকরাম হোসেন-কে
বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা (১৯৯৭)

বিভাগীয় শিক্ষক এস এম মেহেদী হাসান, মো. মশিউর রহমান, রেজাউল আহমেদ ও ইসরাত মেরিন সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা (২০.০৬.১২)

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান নাঈম মোজাম্মেল-কে
ফুল দিয়ে বরণ করছেন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ (২০১৬)

ইংরেজি বিভাগ

ইংরেজি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে আগত
ড. ফখরুল আলম ও ড. সৈয়দ আকরম হোসেনকে ফুল দিয়ে বরণ
করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯৭)

গাজীপুরে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির গলফ ক্লাবে আয়োজিত
ইংরেজি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বনভোজন (২০১২)

গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে বিভাগের শিক্ষা সফর (২০১৫)

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ ১৯৯৬-এ বিভাগের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর এ.এ.এম. বাকের ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে
ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন ২০১৪-এ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গাজীপুরের গুল বাগিচার পিকনিক স্পটে
ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন ২০১৬

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহ ১৯৯৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
অধ্যক্ষ কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (০৩.১০.১৯৯৬)

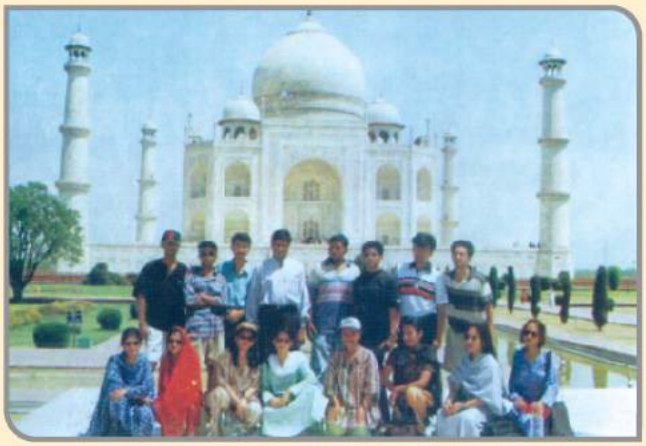

তাজমহলের সামনে এম. কম (১ম ব্যাচ)
শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (১৪.০৫.১৯৯৯)

কুয়াকাটায় হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা সফর (২০১৪)

বিভাগীয় কার্যক্রম

মার্কেটিং বিভাগ

মার্কেটিং ডে ২০১১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করছেন বিভাগের শিক্ষক শনজিত সাহা। মঞ্চে উপবিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান

মাস্টার্স (শেষ পর্ব) শিক্ষার্থীদের সমাপনী অনুষ্ঠান (২০১৪)-এ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

নবনিযুক্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ (২০১৬)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২০১১-এ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

রংপুরের জমিদারবাড়ি তাজহাটের সামনে ফিন্যান্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

৩৪০০ ফুট উচ্চতায় বান্দরবানের নীলগিরিতে ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিভাগীয় কার্যক্রম

অর্থনীতি বিভাগ

ইকোনোমিকস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পুনর্মিলনী ২০১৩-এ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষদ্বয়, বিভাগের চেয়ারম্যান ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট

শিক্ষা সফর ২০১৬-এ যাত্রার প্রাক্কালে

আনন্দঘন মুহূর্তে কক্সবাজারে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ (২০১৩)

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

বনভোজনে সোনারগাঁও জাদুঘরের সামনে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ (২০০৩)

আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা পরিদর্শনে যাবার পূর্ব মুহূর্ত (২০০৬)

বিভাগীয় ইফতার পার্টি (২০১৬)

বিভাগীয় কার্যক্রম

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২০০২ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বার্জার পেইন্টস-এর অফিস পরিদর্শনে বিভাগের শিক্ষকদের সাথে কোম্পানির কয়েকজন (২০০২)

প্রশিকা ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রীদের অফিস পরিদর্শন

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

মুন্সীগঞ্জস্থ এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ লি. পরিদর্শনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মিলের জেনারেল ম্যানেজার (২০১৬)

সেন্টমার্টিনের 'ছেঁড়া দ্বীপে' শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ (২০১০৬)

'ফিন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রদান ও গেট টুগেদার' প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও প্রোগ্রাম পরিচালক (২০১৫)

ক্লাব কার্যক্রম

বিতর্ক ক্লাব

'মানুষ' জাতীয় আন্তঃকলেজ স্বাস্থ্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিতার্কিকদের সাথে উপাধ্যক্ষদ্বয়

জাতীয় আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৪-এ বিতার্কিক দলের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বিতর্ক ক্লাবের মডারেটর

ন্যাশনাল ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬-এ বিতার্কিকদের সাথে অতিথিগণ

আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

বিজয় দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনে মডারেটরের সাথে ক্লাবের সদস্যগণ (২০১৬)

মডারেটরের সাথে আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ (২০১৪)

জাতীয় চিড়িয়াখানায় ক্লাবের প্রথম ফটোওয়ার্ক সমাবেশ (১৯.০৮.১৬)

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে অনুষ্ঠিত রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় রোটার‍্যাক্ট প্রশিক্ষণ 'পেসেট্স'-এ বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী (৯.০৬.২০০৭)

আইএলও-রোটার‍্যাক্ট ক্যারিয়ার কনফারেন্স-এ বিসিক স্কিটি'র অধ্যক্ষ মো. আবদুল ওয়াদুদকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম (১৭.১২.২০১৬)

৩য় ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট প্রোগ্রামে ক্লাব মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ (১৪.১১.২০১৬)

নাট্য ক্লাব

'সুখী কে' নাটকের একটি দৃশ্য। এটি কলেজের প্রথম মঞ্চস্থ নাটক। নাটকটি রচনা করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১৯৯৮)

বার্ষিক মঞ্চ নাটক '১৯৭১'-এর একটি দৃশ্য (২০১২)

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষ্যে সেগুন বাগিচাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'শান্তি চাই' নাটকের দৃশ্য (২০১০)

ক্লাব কার্যক্রম

নৃত্য ক্লাব

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ অনুষ্ঠিত লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বিজয় উৎসব ২০১৫ উপলক্ষ্যে
নৃত্যক্লাবের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা

'সোনার তরী' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য (২০১৩)

সংগীত ক্লাব

কলেজ সংগীত পরিবেশন করছে সংগীত ক্লাবের সদস্যবৃন্দ (০১.০৭.১২)

বিজয় দিবসে সংগীত ক্লাবের সদস্যদের সংগীত পরিবেশন (২০১২)

সংগীত ক্লাবের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীগণ (২০১৫)

ক্লাব কার্যক্রম

আবৃত্তি ক্লাব

আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ আবু আহমেদ আবদুল্লাহ, প্রফেসর নরেন বিশ্বাস, ক্লাব সভাপতি নাঈম মোজাম্মেল ও আবৃত্তিকার রূপা চক্রবর্তী (১৯৯৬)

আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকার মাহিদুল ইসলাম ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ (১৯৯৬)

আবৃত্তি পরিষদের পরিবেশনা (২০১৩)

বিজনেস ক্লাব

সিআইএমএ গ্রান্ড ফাইনাল বিজনেস কুইজ ২০১৬-এ অভ্যাগতদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

সিআইএমএ গ্রান্ড ফাইনাল বিজনেস কুইজ ২০১৬-এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

নবগঠিত বিজনেস ক্লাবের সদস্যগণ (২০১৬)

ক্লাব কার্যক্রম

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

প্রথম সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা ১৯৯৭ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে স্মৃতি অ্যালবাম 'সেই চেনা মুখ' সম্পাদক বাহাউদ্দিন সুমন। মঞ্চে উপস্থিত অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, সভাপতি মো. ইলিয়াছ, সাধারণ সম্পাদক আলী আজম ও মডারেটর শানীম আহসান

সাধারণজ্ঞান ক্লাবের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুগ্ম মডারেটর আবু বক্কর ছিদ্দিক। উপস্থিত ক্লাবের মডারেটর শামসাদ শাহজাহান (২০১৪)

ভয়েস অব আমেরিকা ক্লাব

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান (ভিওএ) ক্লাব-এর প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিওএ বাংলা বিভাগ প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী ও ইউএস সেকেন্ড অ্যাম্বাসেডর রবার্ট কার (১৬.০৮.৯৭)

ভিওএ ফ্যান ক্লাব অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিওএ সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও ক্লাব সভাপতি আলী আজম (১৬.০৮.৯৭)

বিবিএ কালচারাল ক্লাব

বিবিএ কালচারাল ক্লাবের প্রথম দেয়ালিকা উদ্বোধন

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব

দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়ান স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ-এ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মার্কেটিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র রিফাত (২০১৩)

ক্লাব কার্যক্রম

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

ন্যাশনাল অ্যানুয়াল কোয়ালিটি কনভেনশন অন এডুকেশন ২০১৬-এ
উপস্থিত ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের সদস্যগণ

অনুষ্ঠানের সম্মাননা ক্রেস্ট হাতে
ক্লাবের সদস্যদবৃন্দ ও মডারেটর (২০১৬)

ন্যাচার স্টাডি ক্লাব

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৬ পরিদর্শনে
ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ

বিএনসিসি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও সতীর্থদের সাথে
ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ও ক্যাডেট আলীম আল সাঈদ হিমেল (২০০১)

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ রাজা পাকশের সাথে
করমর্দনরত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ও বিএনসিসি ক্যাডেট
মেহনাজ খানম বৃষ্টি (১৮.০৯.১২)

জঙ্গিবিরোধী র‍্যালির প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে উপস্থিত
বিএনসিসি ও ঢাকা কমার্স কলেজ ফ্লোটিলার সদস্যগণ (২০১৬)

সামাজিক কার্যক্রম

রক্তদান কর্মসূচি

রক্তদান কর্মসূচি ২০০২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান জেড এ খান ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ও সন্ধানীর রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ার। পাশে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য (২৩.০৩.২০০১)

রোটার‍্যাক্ট ৪র্থ ব্লাড গ্রুপিং ও ৭ম রক্তদান কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), রোটারি সভাপতি ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাব মডারেটর (২০১৬)

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বৃক্ষরোপণ অভিযান ১৯৯৪ উপলক্ষ্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বীর বিক্রম-কে ফুলেল শুভেচ্ছা

বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ মো. মহসীন (১৯৯৪)

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

সামাজিক কার্যক্রম

ত্রাণ কার্যক্রম

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে জিবি সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ৫ লক্ষ টাকার চেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ-এর নিকট তুলে দিচ্ছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০৭)

সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে জিবি সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ৫,১৫,৬০০ টাকার চেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ-এর নিকট তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ এ বি এম আবুল কাশেম (২০০৭)

মিরপুর সিন্নিরটেকে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

স্থানীয় চেয়ারম্যান হুমায়ুন আহমেদ-কে সাথে নিয়ে সাভারের আশুলিয়ায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯৮)

ডরমেটরি

ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা ডা. হাবিবুল্লাহ্ তালুকদার রাসকিন-এর হাতে ক্যান্সার রোগীদের জন্য চিকিৎসা অনুদান তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও মো. সাইদুর রহমান মিঞা (২০০৬)

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের ডরমেটরিতে থাকার সুব্যবস্থা

পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষক পরিষদের সচিব (১৫.০১.২০০২)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে আলোচনারত পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষী, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষক পরিষদের সচিব (১৫.০১.২০০২)

স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের সাথে কলেজ কার্যক্রম ও প্রস্তাবিত বিইউবিটি নিয়ে কথা বলছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষদ্বয় ও শিক্ষক পরিষদের সচিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান মিঞার সাথে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (২৯.১০.১৯৯৬)

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আগত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাতনি ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক-কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এএফএম সরওয়ার কামাল (২০০৯)

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আগত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাতনি ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর মেয়ে রূপন্তী সিদ্দিক-কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী (২০০৯)

পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার

কলেজ পরিদর্শনে আগত ব্যানবেইস ও
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফলাফল উন্নয়ন কমিটি (২০০৬)

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী লায়ন নজরুল ইসলাম-কে ফুল দিয়ে
শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১৯৯৬)

অধ্যক্ষের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য
প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ ও উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম

জগন্নাথ কলেজ-এর ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মো. মহিউদ্দিন এবং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম (১৯৯৮)

শিক্ষা সচিবের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ (২০০২)

অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপরত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হাশেম খান (২০০২)

প্রকাশনা

বার্ষিকীর প্রচ্ছদ

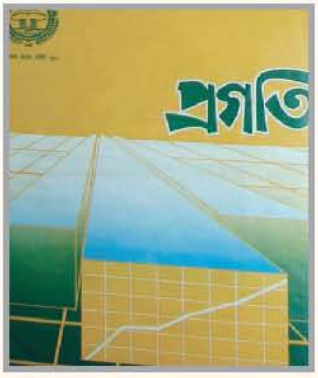

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১ম সংখ্যা ১৯৯০

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২য় সংখ্যা ১৯৯১

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৩য় সংখ্যা ১৯৯২

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৫ম সংখ্যা ১৯৯৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯৫

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৭ম সংখ্যা ১৯৯৬

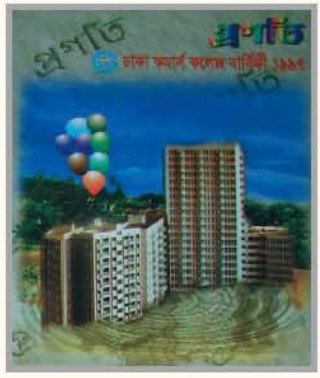

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৮ম সংখ্যা ১৯৯৭

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৯ম সংখ্যা ১৯৯৮

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১০ম সংখ্যা ১৯৯৯

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১১তম সংখ্যা ২০০০

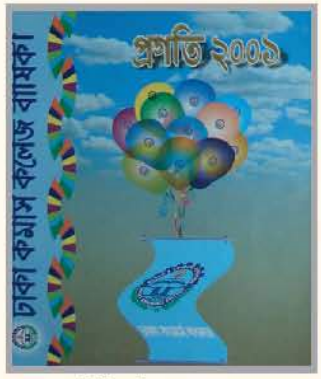

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১২তম সংখ্যা ২০০১

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৩তম সংখ্যা ২০০২

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৪তম সংখ্যা ২০০৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৫তম সংখ্যা ২০০৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৬তম সংখ্যা ২০০৫

প্রকাশনা

বার্ষিকীর প্রচ্ছদ

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৭তম সংখ্যা ২০০৬

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৮তম সংখ্যা ২০০৭

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৯তম সংখ্যা ২০০৮

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২০তম সংখ্যা ২০০৯

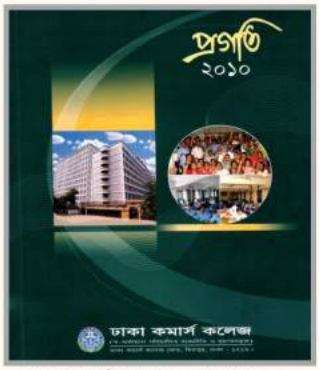

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২১তম সংখ্যা ২০১০

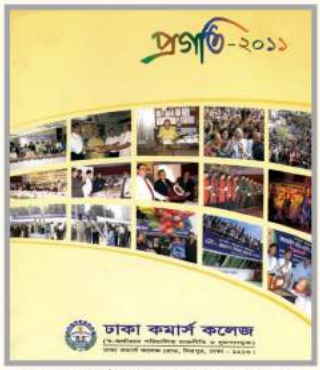

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২২তম সংখ্যা ২০১১

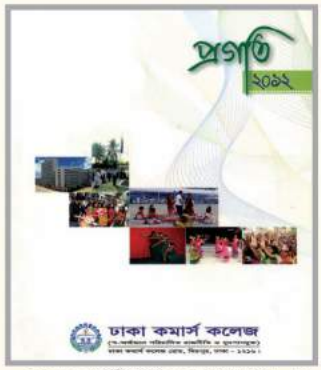

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৩তম সংখ্যা ২০১২

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৪তম সংখ্যা ২০১৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৫তম সংখ্যা ২০১৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৬তম সংখ্যা ২০১৫

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৭তম সংখ্যা ২০১৬

মাসিক পত্রিকা

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৬

কলেজের বিশেষ প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

যুগপূর্তি স্মরণিকা-২০০১

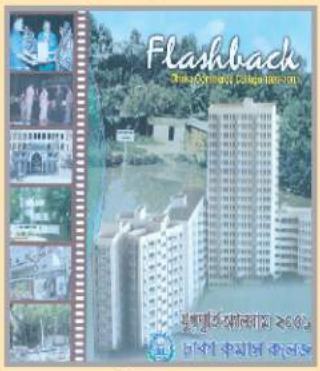

যুগপূর্তি অ্যালবাম-২০০১

দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম-২০১০

রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম-২০১৪

প্রকাশনা

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ১, সংখ্যা ১, মে ২০০৩

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০০৩

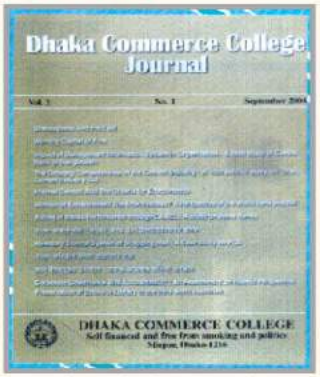

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ২০০৪

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ২০০৪

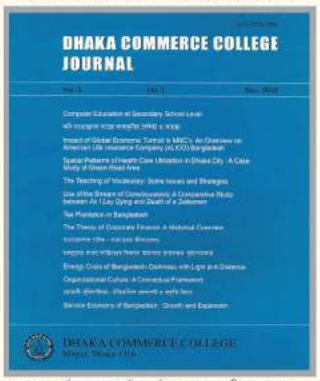

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১০

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, আগস্ট ২০১২

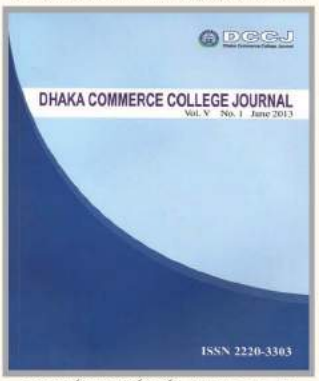

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, জুন ২০১৩

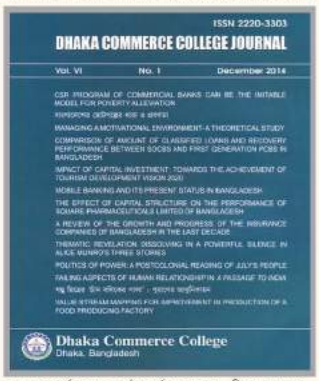

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৫

বিশেষ প্রকাশনা

কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'শিকড়' ২ জানুয়ারি ১৯৯৪

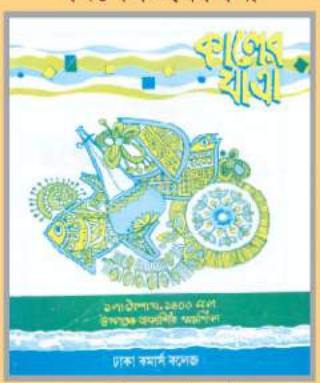

১ বৈশাখ, ১৪০০ সাল উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'কালের যাত্রা'

শিক্ষা সফর স্মরণিকা ১৯৯২ 'মুক্তবন্ধ'

স্মারক গ্রন্থ

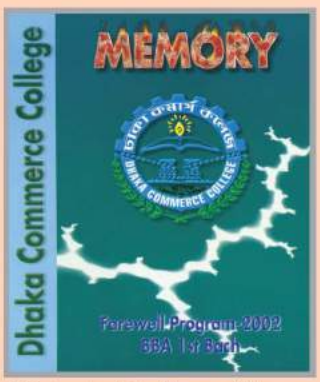

বিবিএ ১ম ব্যাচের বিদায় উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ২০০২

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর অবসর উপলক্ষ্যে স্মারক গ্রন্থ ২০১০

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী ও প্রফেসর ড. মো. হাবিব উল্লাহ স্মরণে 'আলোর দিশারী' (০১.০৪.২০০৫)

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির প্রকাশনা

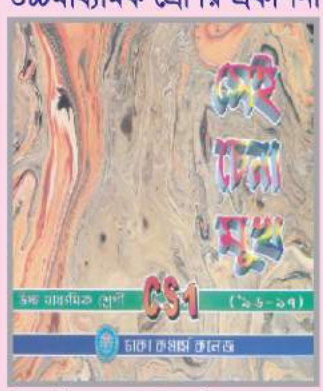

উচ্চমাধ্যমিক CS1 সেকশনের স্মৃতি অ্যালবাম ১৯৯৭

প্রকাশনা

ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

ব্যবস্থাপনা বিভাগ বার্ষিকী '৯৬

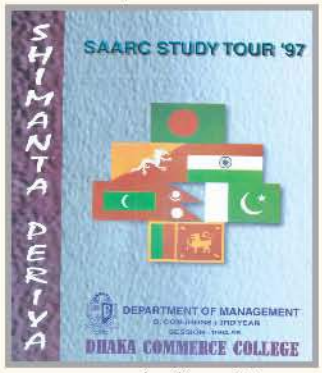

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির '৯৭

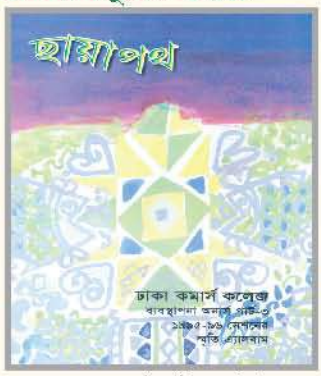

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির '৯৯

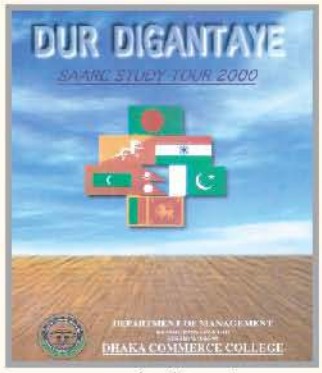

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির ২০০০

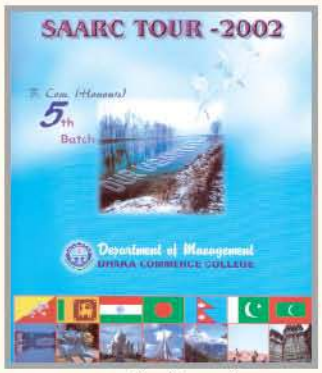

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির ২০০২

ব্যবস্থাপনা এম. কম শেষবর্ষ স্মৃতি অ্যালবাম ১৯৯৯

মার্কেটিং বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

মার্কেটিং বিভাগের প্রকাশনা ২০০১

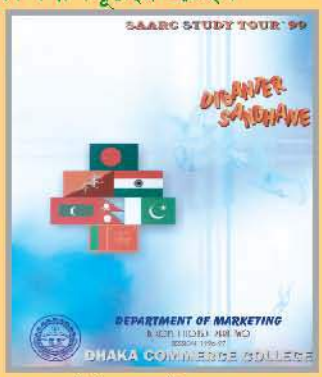

মার্কেটিং বিভাগের সার্ক ট্যুর প্রকাশনা ১৯৯৯

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রথম স্মরনিকা ১৯৯৬

হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের ৪৭ শিক্ষার্থীর প্রকাশনা ২০০৭

হিসাববিজ্ঞান ১১তম ব্যাচের প্রকাশনা ২০১০

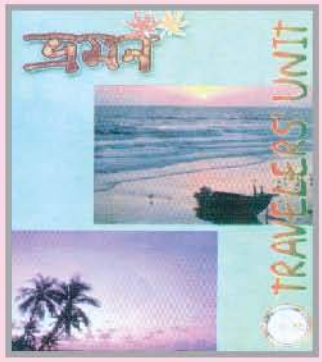

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ উপলক্ষ্যে প্রকাশনা

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

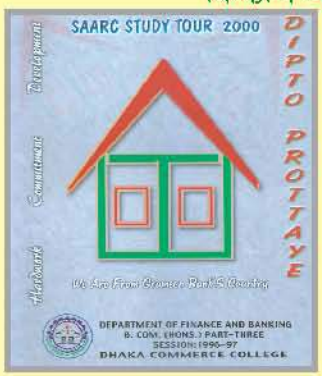

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সার্কট্যুর স্যুভেনির ২০০০

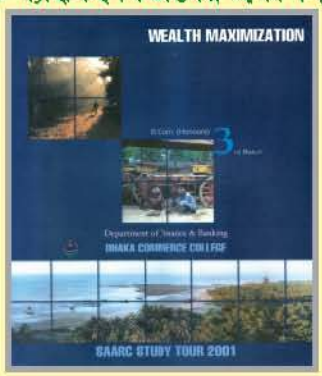

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সার্কট্যুর স্যুভেনির ২০০১

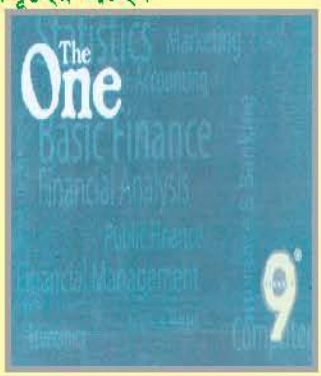

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের প্রকাশনা ২০০৮

আবৃত্তি পরিষদ প্রকাশনা

কলেজ আবৃত্তি পরিষদ এর প্রকাশনা ১৯৯৬

প্রকাশনা

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

রোটারী শতবর্ষ পূর্তি স্যুভেনির ২০০৫

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০২

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের তৃতীয় অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০৪

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির ২০০৭

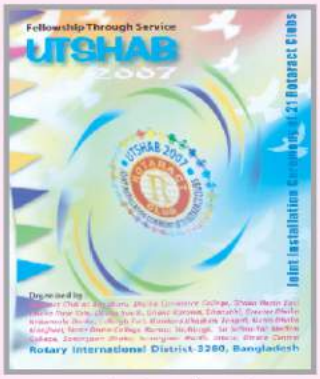

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ৬ষ্ঠ অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০৭

রোটার‍্যাক্ট রিলে উপলক্ষ্যে যৌথ ক্লাব স্যুভেনির ২০০২

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষ্যে যৌথ ক্লাব স্যুভেনির ২০০৫

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের মাসিক বুলেটিন 'ক্রাউন' এর একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ, ডিসেম্বর ২০০৪

রোটার‍্যাক্ট ব্লাড গ্রুপ ডিরেক্টরি

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের বিজয় দিবস স্মরণিকা ২০১৫

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের বিজয় দিবস স্মরণিকা ২০১৬

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষ্যে প্রথম স্মরণিকা-২০০১

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী প্রকাশনা

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় স্মরণিকা-২০০৬

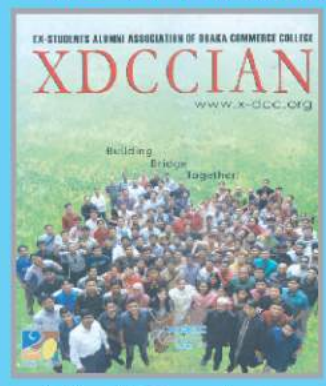

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষ্যে তৃতীয় স্মরণিকা-২০১০

ইংরেজি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পুনর্মিলনী ২০১২ প্রকাশনা

অর্থনীতি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পুনর্মিলনী ২০১৩ প্রকাশনা

প্রকাশনা

ডিবেটিং ক্লাবের প্রকাশনা

ডিবেটিং ক্লাবের স্মরণিকা ১৯৯৯

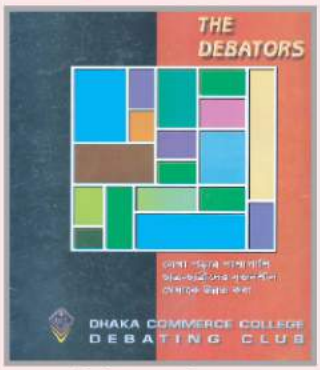

ডিবেটিং ক্লাবের স্মরণিকা ১৯৯৮

দেয়ালিকা ও চিত্র প্রদর্শন

আর্ট ক্লাবের ছবি প্রদর্শনীতে ড. এম এ রশীদ, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (২০১০)

আর্ট ক্লাবের চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম (২০১১)

রিডার্স-রাইটার্স ক্লাবের দেয়ালিকা প্রদর্শনীতে উপস্থিত অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২০১২)

স্বাধীনতা দিবসে আর্ট ক্লাবের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ (২০১৪)

রিডার্স-রাইটার্স ক্লাবের দেয়ালিকা উদ্বোধন করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম (২০১৬)

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব

মাসিক 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক ইনকিলাব মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক এম হেলাল ও দর্পণ সম্পাদক এস এম আলী আজম

অবকাঠামো

১৯৮৬ সাল হতে ৩০ জুন ১৯৮৯ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত ই ৫/২, লালমাটিয়া বাড়ির ছবি (৫.০৬.১৯৮৯)

৩১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইন্সটিটিউট-এ এবং
তা অব্যাহত থাকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত

১.০২.৯০ হতে ২১.০১.৯৫ পর্যন্ত বাড়ি নং-২৫১, রোড নং-১২/এ, ধানমণ্ডি-র এই ভাড়া বাড়িতে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হয়

পানি ভর্তি পুকুরে সাইনবোর্ড দিয়ে মালিকানা ঘোষণা (২৫.০৭.৯৩)।
এই পুকুরের ওপরই গড়ে উঠে ঢাকা কমার্স কলেজ

জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জমির দখল গ্রহণ (২৫.১০.৯৩)

আপন ঠিকানায় ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড (১৯৯৩)

অবকাঠামো

মিরপুরে জমির বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির পর উল্লসিত অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান-এর সাথে শেখ বশির আহমেদ, মো. সাইদুর রহমান মিঞা, মো. মাহফুজুল হক শাহীন, মো. শফিকুল ইসলাম ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২২.০৭.৯৩)

নির্মাণ কাজের প্রাথমিক পর্যায়
ভূমি থেকে ৩০ ফুট নিচে খনন কাজ চলছে (জানুয়ারি ১৯৯৪)

প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পূর্বে
আল্লাহর রহমত কামনা করছেন কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ (২৮.১২.৯৪)

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালনা পরিষদের সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (০২.০১.৯৪)

ঢাকা কমার্স কলেজের ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের
ভিত্তি ফলক উন্মোচনের পর মোনাজাত (২.১.৯৪)

নির্মাণ কাজ তদারকিতে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান-এর সাথে মুহম্মদ ইলিয়াছ, আবদুস সাত্তার মজুমদার, মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ

অবকাঠামো

ঢাকা কমার্স কলেজের ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মান কাজের জোর অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

নির্মান কাজ তদারকিতে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সাথে মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, মো. আবু তালেব, আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, মো. রোমজান আলী ও মেকানিক অমল বাড়ৈ (মার্চ ১৯৯৪)

২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনের পর মোনাজাত। গৃহায়ন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ছাড়াও উপস্থিত আছেন ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, পরিচালনা পরিষদের সদস্য মো. আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও অন্যান্য (৫.০৭.৯৭)

ঢাকা কমার্স কলেজের ঐতিহাসিক পদক্ষেপঃ বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'-র সাইনবোর্ড উত্তোলন (২৬ মার্চ ১৯৯৮)

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক-এর প্রতিনিধি মি. হাসান জেং-এর কলেজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন। তাকে নির্মাণ নকশা দেখাচ্ছেন প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ, কামাল, আবুল কাশেম, মো. মাহফুজুল হক ও নজরুল (১৭.০৪.১৯৯৪)

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক ভবন ২-এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করছেন প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

অবকাঠামো

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক ভবনের উদ্বোধন করছেন
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৩০.০৯.২০০০)

বর্ধিত ক্যাম্পাসের ফলক উন্মোচন করছেন কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি
ও প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৪.১১.২০০০)

কলেজ অডিটোরিয়াম ও ছাত্রী হোস্টেলের ফলক উন্মোচন করছেন
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস (২০০৪)

রূপনগর ৬নং রোডে ক্রয়কৃত ২৫ নম্বর প্লটটি
পরিদর্শনে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ (২০০৫)

ঢাকা কমার্স কলেজের সুসজ্জিত জিমন্যাশিয়াম (২০১৫)

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়াম-এ
আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

অবকাঠামো

শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন
পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।
উপস্থিত জিবি সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারীগণ (২০১৩)

ঢাকা কমার্স কলেজের নবনির্মিত শহিদ মিনার (২০১৪)

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন

ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন ১ ও ২

ঢাকা কমার্স কলেজের নবনির্মিত বিদ্যুৎ সাবস্টেশন (২০১৪)

ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন ২-এর নতুন লিফট্ (২০১৬)

অবকাঠামো

মিরপুর বেড়িবাঁধ সংলগ্ন কর্মচারী আবাসন (২০১৭)

ঢাকা কমার্স কলেজের মসজিদের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (২০১৫)

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী হোস্টেল (২০১৩)

রূপনগর ৬নং রোডে নির্মাণাধীন নতুন ছাত্রী হোস্টেল (২০১৭)

ঢাকা কমার্স কলেজের নতুনভাবে সজ্জিত ওয়াকওয়ে (২০১৫)

ঢাকা কমার্স কলেজের দৃষ্টিনন্দন মাঠ (২০১৫)